ঠিকানা

সাফল্যের ৩৭ বছরে

বুধবার Thikana

সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র
The Largest Bangla Newsweekly

বর্ষ ৩৭ ❖ সংখ্যা ১৩ ❖ বুধবার ❖ ০৬ জৈষ্ঠ ১৪৩৩ ❖ ২০ মে ২০২৬ ❖ Vol. 37 ❖ No 13 ❖ Wednesday ❖ 20 May 2026

২৭ মে পবিত্র ঈদুল আজহা
খোলা মাঠ ও মসজিদে ঈদ জামাতের প্রস্তুতি

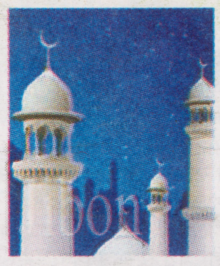

ঠিকানা রিপোর্ট ● আগামী ২৭ মে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হবে। ইতোমধ্যে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে মুসলিম কমিউনিটিতে ঈদকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। মসজিদে মসজিদে চলছে ঈদ নামাজের প্রস্তুতি। আরবি মাস জিলহজের সূচনার মধ্য দিয়ে ঈদের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলেও মূল উদ্‌যাপন শুরু হবে ২৬ মে সন্ধ্যা থেকে এবং চলবে ২৯ মে পর্যন্ত। আরাফাহ দিবস পালিত হবে ২৬ মে মঙ্গলবার। ২৭ মে ঈদের নামাজ ও কোরবানির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। অন্যদিকে আইয়ামে তাশরিক (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

আরেকটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রস্তুতি ★ রিফাইন্ড আ.লীগের হোতারা তটস্থ ★ আনলিমিটেড ফান্ডে মিডিয়ায় ভর ★ টিকার ঠিকায় পুঁজির প্ল্যান

ফোকাস ইউনূসে টার্গেট তারেকে

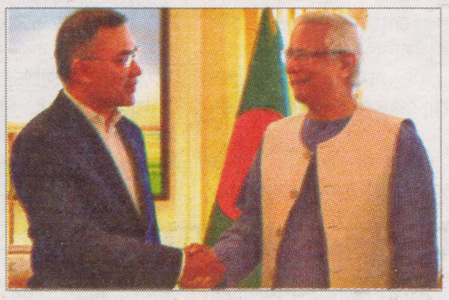

বিশেষ প্রতিনিধি ● শেখ হাসিনা দেশে ফেরত এলে সরকার এক্সটা জুডিশিয়াল কিছু করবে না বলে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর এক উপদেষ্টা। এমন একটা বার্তার অপেক্ষায় ছিলেন বিতাড়িত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার হিতাকাঙ্ক্ষীরা। কারণ তারা জানেন, প্রচলতি কোনো আইনে অসংখ্য হত্যাসহ শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার সম্ভব নয়। সরকারের মনোভাব ও পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে ফিরতে যত সময়ের ধারণা ছিল, বাস্তবে তা লাগছে না তার। ধারণার চেয়েও কম সময়ে (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

ট্রাম্প-শি শীর্ষ সম্মেলন
কার হার কার জিত

ঠিকানা ডেস্ক ● ঝংনানহাইয়ের সেই প্রাচীন রাজকীয় উদ্যানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এমন কিছু (বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)

বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে ভূ-রাজনীতির ফাঁদে বাংলাদেশ

নূরুল ইসলাম ● জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান বাংলাদেশের জন্য এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় এই খাত বারবার আটকে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির জটিল হিসাব-নিকাশে। একদিকে জ্বালানি সংকট ও বাড়তে থাকা এলএনজি আমদানির চাপ, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, (বাকি অংশ ৫১ পাতায়)

স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো দখলে নিচ্ছে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ● ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর এবার স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতেও শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে মাঠে নেমেছে (বাকি অংশ ৫১ পাতায়)

তলে তলে সংগঠিত হচ্ছে নিষিদ্ধ আ.লীগ

ঠিকানা ডেস্ক ● কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ ভেতরে ভেতরে পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। দেশের ভেতরে সীমিত পরিসরে তৎ-পরতার পাশাপাশি (বাকি অংশ ৫১ পাতায়)

জামায়াত ছাড়তে ধর্মভিত্তিক ৪ দলকে হেফাজতের চাপ

রাজীব আহাম্মদ ● জামায়াতে ইসলামীর জোট ছাড়তে নির্বাচনের পরও ধর্মভিত্তিক চারটি দলকে চাপ দিচ্ছে হেফাজতে ইসলাম। এ দলগুলোর শীর্ষ নেতারা হেফাজতের পদেও (বাকি অংশ ৫১ পাতায়)

যোগদানের হিড়িকে এনসিপি ভোট ব্যাংক কী বাড়ছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি ● জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন ও পেশাজীবী মহল থেকে দলটিতে (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

রেমিট্যান্সে ফের হুন্ডির থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি ● দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মযুদ্ধ ◆ নিষিদ্ধ কুরবানি ◆ হিন্দু খামারিরাও কুরবানী হতে চায় ◆ ঢাকায় পাক-ভারত ‘ওয়ার-ওয়াটার ডিপ্লোমেসি’

পানি যুদ্ধ নিয়ে তারেক দোটানায়

সালেম সুলেরী ● আগামী ২৭-২৮ মে ২০২৬ প্রবাসে-দেশে ঈদুল আজহা। ঈদে কুরবানি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে টালমাটাল পরিস্থিতি। নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ করেছে কুরবানি। গরুকে ‘গো-মাতা’ আখ্যা দিয়ে জারি হয়েছে নির্দেশনা। বলা হয়েছে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে গরু কুরবানি চলবে না। তবে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

পাকিস্তানের জেএফ-১৭
আকাশশক্তিতে নতুন সমীকরণ

ঠিকানা ডেস্ক ● বাংলাদেশে যুদ্ধ সক্ষমতাসম্পন্ন জেএফ-১৭ থান্ডার ব্লক-৩ (বাকি অংশ ৫১ পাতায়)

প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু চ্যালেঞ্জে জনআস্থা অর্জন
বিএনপি সরকারের তিন মাস

আতাউর রহমান ● যেকোনো সরকারের প্রথম তিন মাস থেকে ছয় মাসকে সাধারণত ‘হানিমুন পিরিয়ড’ বলা হয়। এই (বাকি অংশ ৫৮ পাতায়)

ইকোনমিস্টের রিপোর্ট
এশিয়াকে চিরতরে বদলে দেবে ইরান যুদ্ধ

ঠিকানা ডেস্ক ● ইরান যুদ্ধ ঘিরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকট এশিয়ার অর্থনীতি ও রাজনীতিকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, সরবরাহ (বাকি অংশ ৫৮ পাতায়)

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোচ্ছে

ঠিকানা রিপোর্ট ● বাংলাদেশ এখন একটি জটিল রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের চাপ–এই দুই বাস্তবতার সংঘর্ষ চলছে। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে রাজনৈতিক (বাকি অংশ ৬১ পাতায়)

বাংলাদেশের হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে নতুন নিয়ম ভারতে

শাওনি দত্ত ● প্রতিবেশী দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব দিতে নতুন নিয়মের ঘোষণা দিয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। নথির সমস্যায় যেভাবে বহু শরণার্থী নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

‘পশ্চিমা বলয়’ বনাম ‘সংগঠিত ভোটব্যাংক’ জাতিসংঘে বাংলাদেশ নাকি সাইপ্রাস?

তৌহিদুর রহমান ● বৈশ্বিক কূটনৈতিক মহলে এখন বড় প্রশ্ন–কে এগিয়ে, শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে জুটতে পারে এই মর্যাদাপূর্ণ পদ? জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনের (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

অ্যামলোটাস ক্যারিয়ার স্কুল

- আপনার টুরিস্ট ভিসা/অন্যান্য ভিসা থেকে F-1স্টুডেন্ট স্ট্যাটাসে পরিবর্তন করুন
- F-1স্টুডেন্ট হিসেবে কলেজ/ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যামলোটাসে কম টিউশন ফিতে স্থানান্তর (ট্রান্সফার) করুন
- বাংলাদেশ থেকে F-1স্টুডেন্ট ভিসা আবেদন করুন
- আপনার F-1স্টুডেন্ট ভিসা স্ট্যাটাস পুনঃস্থাপন করুন (টারমিনেটেড থেকে অ্যাকটিভ)

অ্যামলোটাস ক্যারিয়ার স্কুল ফ্লাশিং ক্যাম্পাস:
37-20 Prince St., Suite 2J, Queens, NY 11354
Phone : (516) 888-8338

অ্যামলোটাস ক্যারিয়ার স্কুল ম্যানহাটন ক্যাম্পাস:
500 8th Ave #909, New York, NY 10018
Phone : (212) 912-0100

ফিলাডেলফিয়া ক্যাম্পাস, পেনসিলভানিয়া:
1500 Walnut Street Suite 1306
Philadelphia, PA 19102
Phone : 1-445-276-1200

সরাসরি বাংলায় কথা বলুন/WhatsApp: +1(646)842-0990

TC-02.28.2024-Cont.

TC-004.084

TC-03.04/4

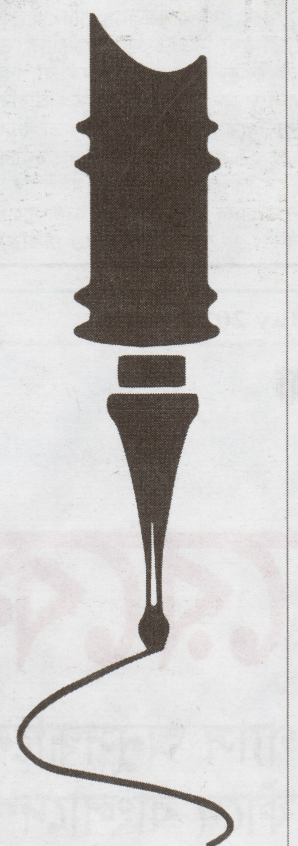

রাজনৈতিক কোলাহলেই বয়ে গেল বেলা

'আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে'। সাদামাটা কথায়, এমন একটি রাজত্ব পাওয়ারই কথা ছিল আমাদের। সে জন্যই একাত্তরে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ। ৩০ লাখ মানুষের জীবন দান। দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমহানি। শত শত আহতের আর্তনাদ, অঙ্গহানি। লাখ লাখ বাড়িঘর ভস্মীভূত। ফসলের জমি বিরান। এ জন্যই নব্বইয়ে গণ-অভ্যুত্থান এবং ২০২৪-এ শাসন পরিবর্তনের আন্দোলন। তাতেও শত শত ছাত্র-জনতার রক্তদান। সবকিছুরই শর্ত ছিল, স্বপ্ন ছিল জনগণ এমন একটি রাজত্ব পাবে–যেখানে তারা রাজা মানে শাসকদের সঙ্গে সহজেই নিজেদের দুঃখ-বেদনা, নিজেদের সমস্যা-সংকটের কথা তুলে ধরতে পারবে এবং সমাধান পাবে।

খুব বড় প্রশ্ন : জনগণ কি সে রকম এক রাজত্ব সত্যি সত্যি পেয়েছে? যারা রাজনীতি করেন, তারা চতুর এবং বুদ্ধিমান। তারা সকল আন্দোলন-সংগ্রামে জনতাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন–এ-ইবার, ঠিক এইবার সকল যন্ত্রণা, বঞ্চনা থেকে তারা মুক্তি পাবে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ, প্রকৃত অর্থ কী, তা এবার ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কী মিষ্টি কথা, 'এ দেশ তো সাধারণ মানুষের। গণপ্রজাতন্ত্র। জনগণের রাজত্ব। সকল শক্তি জনগণের হাতে। আমরা জনগণেরই প্রতিনিধি মাত্র। তাদের সমর্থন, তাদের দেওয়া দায়িত্বই আমরা তাদের হয়ে পালন করি শুধু। তাই তো রাজনীতিবিদদের মুখে অষ্টপ্রহর জনতার জপ। জনতাই সব। জনতাই দেবতা। কিন্তু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে যা হচ্ছে, তাকে বলা যায় কেবলই রাজনৈতিক কোলাহল। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের কথা সেখানে অনুপস্থিত বললেই চলে।

একাত্তরে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যখন মুক্তিযোদ্ধারা খুব বেশি করে স্বপ্ন দেখেছিল 'এবার সবাই রাজার রাজত্ব' পেয়ে গেল। এবার জনতাকে পায় কে? রাজা-প্রজা ভেদাভেদ থাকবে না। 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না', সে আর হতে পারবে না। তা হলো না। তিন বছর সময় চেয়েছিলেন রাজা, তিন বছর পর কী হতো, আর কী হতো না–দেখার সুযোগ পেল না জনতা।

সেনাসদস্যদের একটি অসহিষ্ণু বা বিভ্রান্ত একটি গোষ্ঠী নেতাকে হত্যা করল। মানুষ শোকে কাতর হয়েও হয়তো আশা করেছিল, নেতাকে হত্যা করে তারা জনতার জন্য সোনালি দিন নিয়ে আসবে। কিন্তু না, হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছাড়া আর কিছুই পেল না। মানুষ ক্ষুব্ধ হলো কিন্তু ফোঁস পর্যন্ত করতে পারল না।

এরপর আরও একজন নেতা এলেন। বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধা এবং সেনাপ্রধান। তিনি দেশটাকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করতে না করতেই স্বপ্নভঙ্গ। আবার একটি উচ্চাভিলাষী সেনাদল সেই নেতাকে হত্যা করে দেশটাকে আবার পিছিয়ে দেওয়ার নেশায় মাতলো। সেই উচ্চাভিলাষী সেনানায়ক জগদ্দল পাথরের মতো মানুষের বুকের ওপর চেপে বসল। সাংবাদিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী নেতাদের লোভের টোপ দিয়ে দলে ভেড়ালেন। অন্যায়, অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন। রাজা আর চাটুকার মিলেমিশে একাকার। নেতা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে থাকলেন, মধু পিয়াসীরা মধুর চাকে ভিড় জমালেন। মধু পিয়াসীদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সকল দুয়ার খোলা। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে মধ্যবিত্ত বিলুপ্ত হতে শুরু করল।

আবার আন্দোলন। অবরুদ্ধ গণতন্ত্র মুক্ত করার আন্দোলন। আবার দলে দলে ছাত্র-জনতার জীবন দান। নব্বইয়ের সেই আন্দোলনেও জনতার জয় হলো। কিন্তু জনতার দুর্দিন গেল না। নির্বাচন হলো। নতুন সরকার এল গেল। দুর্ভোগ-দুর্দিন গেল না। এমনি করে দিনবদলের খেলায় ২০০৮ থেকে ২০২৪–একটানা গণতন্ত্রের নামে এক নেতা, এক তন্ত্রের শাসন গেল। সেই সঙ্গে গেল জনগণের হাতের শেষ অস্ত্র–তাদের ভোটের অধিকার। নানা নাম, নানা রঙের নির্বাচন। নির্বাচন আছে, ভোট নেই। সবকিছুর যেমন শেষ আছে, তেমনি তো গণতন্ত্রের নামে একতন্ত্রের শাসনেরও শেষ থাকতে হবে।

শুরু হলো নতুন কৌশলে নতুন আন্দোলন। কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলন শেষ পর্যায়ে এসে স্থান নিল শাসক পরিবর্তনের আন্দোলনে। পচা শামুকে পা কাটার মতো জনতার বুকে পাহাড়ের মতো চেপে বসা শাসককুলের শিবচূড়ামণির পতন। এল নতুন নামের সরকার–'অন্তর্বর্তীকালীন' সরকার। না বিপ্লবী, না তত্ত্বাবধায়ক, না সাংবিধানিক। ১৮ মাসের স্বেচ্ছাচারী শাসন। দেশ হয়ে গেল যেন 'হীরক রাজার দেশ'। দেশের ইতিহাসে প্রথম ছাত্ররাও হয়ে গেল মাস্টারমাইন্ড, 'মন্ত্রী-মিনিস্টার'। সরকারের চরিত্র না সাংবিধানিক, না বিপ্লবী। সেখানেও জনতা অনুপস্থিত। 'মামা-ভাগ্নে'র মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা।

অবশেষে ১৮ মাস 'হীরক রাজার' শাসন শেষে এল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচন। ভোট দেওয়ার সুযোগ। তরুণ-যুবকেরা উত্তেজিত, বয়স্করাও খুশি। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাল। নির্বাচন হলো, একদল জয়ী হয়ে সরকার গঠন করল। দীর্ঘদিন পর একটি বিরোধী দল নিয়ে গঠিত হলো পার্লামেন্ট। মানুষের আকাশ-কুসুম স্বপ্ন। এবার নিশ্চয় সাধারণ মানুষের ভাগ্য খুলবে। সকল দুর্দশা কেটে যাবে মানুষের। না, তা কি হয়? তাই তো জনতার ভাগ্যাকাশে এখনো কালো মেঘের ছোটাছুটি। পার্লামেন্টে বিতর্ক না কোলাহল, মানুষ বুঝতে অক্ষম। জুলাই সনদ, গণভোট, সংস্কার নিয়ে জোর বিতর্ক। একাত্তর আর চব্বিশ নিয়ে টানাটানি। সরকারের তিন মাস না যেতেই রাজপথে নামার হুমকি কানে আসে। মানুষের কর্মসংস্থান, দৈনন্দিন জীবনের দুর্ভোগ, জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি–এসব নিয়ে কথা নেই তেমন। জনগণের ভাগ্যবদলের দিকনির্দেশনা নেই। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির কথা গুরুত্ব পায় না। হামে শত শত শিশুমৃত্যুর প্রতিকার নিয়ে বিতর্ক শোনা যায় না। এবারও কি তবে জনগণ 'সকল ক্ষমতার উৎস' হয়েও নিঃস্ব হয়ে থাকবে? বৃথা যাবে সব আত্মত্যাগ? বৃথা যাবে সব আয়োজন? সংসদের কোলাহলেই কি তবে চাপা পড়ে যাবে মানুষের স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা?

সরকারি-বিরোধী উভয় দলের কাছে জনগণের হয়ে আমাদের মিনতি–এবার জনগণের কথা হৃদয় দিয়ে একটু ভাবুন। জনগণ সত্যি কষ্টে আছে। একটু ভাবুন তাদের কথা।

ঠিকানা
সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
এম এম শাহীন

নির্বাহী সম্পাদক
জাবেদ খসরু

বার্তা সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

ঢাকা ব্যুরো প্রধান
আশরাফ খান

THIKANA
The Largest Bangla Newsweekly

Chairman, Board of Editors & Acting Editor
M M Shaheen

Executive Editor
Javed Khasroo

News Editor
Shahidul Islam

Dhaka Bureau Chief
Ashraf Khan

কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ

খবরটি ঠিকানার ১৩ মে সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হলেও খুব ছোট করে প্রকাশ করা হয়েছে। একেবারে নিচের দিকে এক কলামে। ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ চলছে তা প্রায় দুই মাস পেরিয়ে গেল। বিশ্ব সংবাদমাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের খবরই খুব গুরুত্ব পেয়ে আসছে। প্রায় সকল গণমাধ্যমেই খবরটি প্রধান খবর হিসেবে প্রচারিত হয়ে আসছে যুদ্ধের শুরু থেকেই। গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধের এই খবরকে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? কেননা যুদ্ধ হচ্ছে মানবতা, সভ্যতা ও শান্তির শত্রু। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। প্রাণনাশী শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। যুদ্ধ সাদা, কালো, ইংরেজ, স্প্যানিশ, বাঙালি চেনে না। উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম সর্বত্রই যুদ্ধ কেবল ধ্বংসই সাধন করে। যুদ্ধে কেউ জয়ী হয়েছে, জানা যায় না। যুদ্ধে হেরে যায় মানবজাতির অগ্রযাত্রা। হেরে যায় মানবকল্যাণ, ভালোবাসা এবং সভ্যতার অগ্রগতি।

এতক্ষণ যে খবরটিকে আড়াল করে ভূমিকায় এত কথা বলা হলো, তার শিরোনাম : 'যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ/বিলিয়ন ডলার মুনাফা ১৫টি কোম্পানির'। শিরোনামের মূল খবরে যাওয়ার আগেই গ্রাম-বাংলার দুটি প্রবাদের কথা বলার তাড়না থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারছি না। একটি 'কারও কাছে খেলা আর কারও মৃত্যু'। অন্যটি ঘুষ খাওয়ার গল্প : 'রাজাশাসিত এক দেশে রাজকর্মচারীদের মধ্যে একজন এতই ঘুষ খেত যে, রাজদরবারের অন্য সব কর্মচারীই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কারণ, একজন ঘুষ খেত আর দুর্নাম হতো রাজদরবারের। এভাবে অন্য কর্মচারীরা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে সবাই মিলে রাজার কাছে ঘুষখোর কর্মচারীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। রাজা সব শুনে বলেন, ওকে তাহলে অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দাও, যেখানে ঘুষ খাওয়ার সুযোগই না থাকে। সবাই মিলে আলোচনা করে ঘুষখোর কর্মচারীটিকে সমুদ্রের পাড়ে বসে থেকে ঢেউ গণনার দায়িত্ব দিল। সে সমুদ্রের পাড়ে বসে বসে চিন্তা করতে থাকে ঘুষ খাওয়ার জন্য কী ফন্দি বের করা যায়। ব্যস, ঘুষখোরের মাথায় ঘুষ খাওয়ার চিন্তা এসে যায়।

'পরের দিন সে সমুদ্রের পাড়ে বসেই এলান করে দেয়, কেউ আর তার সামনে দিয়ে কোনো জলবাহন নিয়ে যেতে পারবে না। তার সামনে দিয়ে নৌযান চলাচল করলে ঢেউ ভেঙে যাবে, এতে তার ঢেউ গণনা করা সম্ভব হবে না। রাজার কাছে জবাবদিহি করতে গেলে অবধারিত সাজাভোগ। এখন যারা জলযান চালিয়ে ওই পথ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তাদের মাথায় হাত। তখন তারা সবাই মিলে বুদ্ধি করে, তারা তো শুনেছে ওই কর্মচারী ঘুষ খাওয়ার রাজা। তারা তখন তার কাছে প্রস্তাব নিয়ে যায় ঘুষের। তখন তাদের মধ্যে রফা হয়–জলযান চলাচলে সবাই তাকে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ ঘুষ দেবে, ঘুষখোরও তাদের নৌযান চলাচল করতে দেবে।' এ কথার সারমর্ম খুব সহজ। যেমন বলা হয়, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।'

এখন মোদ্দা কথা হলো, যারা মুনাফাখোর, তারা যেকোনো পরিস্থিতির মধ্যেই নিজেদের মুনাফা বের করে আনতে সক্ষম। যুদ্ধে মানুষ মরুক, সভ্যতা শেষ হয়ে যাক, দুর্ভিক্ষ-হাহাকার যতই নেমে আসুক, তারা মুনাফার পথ বের করে নেন। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ থেকেও কীভাবে মুনাফা বের করে নিল ১৫টি কোম্পানি? যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, সভ্যতা ও শান্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গিয়ে পৃথিবী নামক গ্রহটি ধ্বংস হয়ে যায় কি না, এই ভাবনায় যখন বিশ্বের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই চিন্তামগ্ন; তখন মুনাফাখোররা ঠিকই সক্রিয় রয়েছে তাদের মুনাফা নিয়ে।

কীভাবে? যুদ্ধে, সবাই জানে, জ্বালানি তেলের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের তেল ও গ্যাসের ২০ শতাংশ পরিবহন করা হয়। এই রুটে যাতায়াতে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়ে যায়। এই সুযোগে ইউরোপের শীর্ষ তেল কোম্পানিগুলো বিপুল মুনাফা করে। এ ছাড়া অস্থির বাজারের সুযোগ নিয়ে ওয়ালস্ট্রিটের শীর্ষ ব্যাংকগুলোও বড় মুনাফা করে চলেছে। কেবল জেপি মরগ্যানই ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে মুনাফা লুটেছে ১ হাজার ১৬০ কোটি ডলার। তাই মানুষ মরলেও, মানুষ না মরলেও যারা মুনাফাখোর, তারা সকল পরিস্থিতিতেই মুনাফা করবে।

উপসম্পাদকীয়

গণতন্ত্রীরা ব্যর্থ হলে উগ্র শক্তির প্রভাব আরো বাড়বে

আবুল কাসেম ফজলুল হক

কোনো একটি গোষ্ঠীকে রাজনীতি থেকে নাই করে দেওয়ার মনোবাসনা যে খুব কাজের কথা নয়, সেটা ইতিহাস ঘাঁটলেও স্পষ্ট হয়। রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়। চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই শুধু অগণতান্ত্রিক শক্তিকে রোধ করা সম্ভব।

চিন্তার দিক থেকে বাংলাদেশে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর একটা বিশৃঙ্খলা চলছে। যে দলগুলো প্রগতিশীল ও মার্ক্সবাদী বলে নিজেদের দাবি করে, তাদের চিন্তাধারা বর্তমান সময়ের নিরিখে সুশৃঙ্খল নয়। এক ধরনের আবেগ থেকে আগেকার মার্ক্সবাদীদের চিন্তাধারাতেই তারা এখনো পরিচালিত হচ্ছেন। কিন্তু আগের মার্ক্সবাদীদের চিন্তায় ভুল থাকায় নিজেরা টিকতে পারেনি, উন্নতি করতে পারেনি। একটা ভুল চিন্তাধারায় যদি পরবর্তী প্রজন্ম অগ্রসর হয়, তাহলে তারাও চলে যায় ভুল পথে। এদিক থেকে দেখলে প্রগতিশীল দলগুলো ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের বামপন্থিরা মনে করতেন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা সেদিকেই নিয়ে যেতে হবে; কিন্তু বাস্তবতা হলো,

ধর্মভিত্তিক দলগুলো চাইলেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। যদিও তাদের মধ্যে নানা বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন– তাবলিগ জামাত মনে করে, 'জামায়াতে ইসলামীর ইসলাম-সম্পর্কীয় ধারণা ভুল।' আর জামায়াতে ইসলামী তাবলিগ জামাত সম্পর্কে মনে করে, 'ওরা ইসলাম বোঝে না, কেবল ইবাদত-বন্দেগি বোঝে।' এখানে বুঝতে হবে বামপন্থিদের, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে থাকতে দিতে হবে; কারণ, বিষয়টা তো চিন্তার ও আবেগের। ইসলাম তো শুধু ইবাদত-বন্দেগি নয়, এটার রাজনৈতিক দিক রয়েছে। হজরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল ধর্মীয় নেতা নন; তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তার মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) ছিলেন; তারাও করেছেন রাজনীতি। তারা একদিকে রাষ্ট্রপ্রধান, অন্যদিকে ছিলেন ইমাম। তাদের জীবন ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে তারা মনে করতেন, শুধু ইবাদত-বন্দেগি নয়; রাজনীতির জায়গাটিও ইসলামসম্মত হতে হবে, তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ সময়ের ধর্মভিত্তিক দলগুলোও এভাবেই ভাবে, কখনো কখনো তা প্রকাশ্যেও তারা বলে। ফলে ধর্মীয় শক্তিকে বিলুপ্ত করা কঠিন। তবে গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রীরা যদি বাস্তবতার নিরিখে জনগণের সামনে উন্নততর চিন্তাধারা উপস্থাপন করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলেই ধর্মীয় শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। তারা জনসমর্থন পাবে না। তা ছাড়া

(বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

আল-কোরআন

হে মুমিনগণ; আল্লাহকে মান্য কর, রসূলকে মান্য কর এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের কর্তৃত্ব আছে; তাহাদিগকে মান্য কর।

আল-হাদিস

সমস্ত নিকৃষ্ট কর্ম একত্রে করিলেও রসনার একটি নিন্দাবাদের প্রায়চিত্ত হইবে না।

বচন

দু'ধরনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মধ্যে দলগত বিভেদ ও বিতর্ক চলতে পারে। এক, সুচতুর স্বার্থপর দ্বৈত চরিত্রের লোক; দুই, ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর ব্যক্তি।

বাণী

শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে। –টমাস হুড

CORPORATE HEADQUARTER
THIKANA : 7409 37th Ave, Suite 403, Jackson Heights NY-11372
PH. 718-472-0700, 718-729-6000, 929-309-9761 Fax: 1866-805-8806
E-mail: wthikana@aol.com, thikananews2014@gmail.com

Founded in 1990

THIKANA
The Largest Bangla Newsweekly
BANGLADESH BUREAU
THIKANA : 70/B, Green Rd. (Panthapath), 4th. Floor, Dhaka-1205, Bangladesh.
PH. 011-880-2-9665090, E-mail: thikana.group@gmail.com

৪শ’ কোটি টাকার জরিমানা, সুদের বোঝা বাংলাদেশকেই টানতে হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ● প্রায় ৪০০ কোটি টাকার জরিমানা দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। পাওনার কিস্তি ও সুদ সময়মতো পরিশোধে ব্যর্থতার দায়ে বাংলাদেশকে এই অর্থ দিতে হচ্ছে। ঋণদাতা রাশিয়ার কোম্পানি এ ব্যাপারে অত্যন্ত অনুদার হওয়ায় বাংলাদেশের ঋণগৃহীতা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ বিকল্পও পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো পথ না পেয়ে তারা রাশিয়ার কোম্পানির ওপর প্রভাব সৃষ্টির জন্য রাশিয়া সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের উৎপাদনে যাওয়ার কথা ছিল (বাকি অংশ ৫৮ পাতায়)

পল কাপুরসহ মার্কিন শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক

ঠিকানা ডেস্ক ● মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস পল কাপুরসহ দেশটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

জুনের প্রথম সপ্তাহে নিউইয়র্ক আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস ● আসন্ন ৫ম জাতিসংঘ পুলিশ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে আগামী জুন মাসের শুরুতে নিউ-ইয়র্ক (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

মন্ত্রীদের বেফাঁস মন্তব্যে বিব্রত সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ● দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট, (বাকি অংশ ৬০ পাতায়)

ভারতের অচল মাল বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বিভিন্ন ঋণচুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে মোট ৭৩৬ কোটি ডলারের ঋণ দিচ্ছে ভারত। কিন্তু গত ১৫ বছরে ছাড় করা হয়েছে মাত্র ৭০ (বাকি অংশ ৫৮ পাতায়)

সৃজনশীল অর্থনীতিতে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ● বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। প্রচলিত অবকাঠামো ও শ্রমনির্ভর উন্নয়ন মডেলের (বাকি অংশ ৫১ পাতায়)

বিশ্বজুড়ে জন্মহার হ্রাসের অন্যতম কারণ স্মার্টফোন

ঠিকানা ডেস্ক ● বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা কমে যাওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে দ্রুত এবং গভীর আকার (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

সড়ক উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ প.বঙ্গের শুভেন্দু সরকারের

ঠিকানা ডেস্ক ● ভারতের কৌশলগত নিরাপত্তা, আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সংযোগকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের অধীনে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

জুয়ায় নিঃস্ব দেশ

ঢাকা অফিস ● একসময় জুয়া মানে ছিল তাসের আড্ডা কিংবা গোপন আসর। (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

দলীয় পদ হারাতে পারেন বিএনপির মন্ত্রী-এমপিরা

সফি ইসলাম ● দীর্ঘদিন পর ক্ষমতায় এসে সরকার ও বিএনপি যেন অনেকটাই একাকার। বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ নেতা ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে এমপি ও মন্ত্রী হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে দল ও সরকারের মধ্যে কাজের ভারসাম্য বজায় রাখার (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

ভয় ধরানো খুনের তদন্তেও ‘ভয়’

সুশোভন অর্ক ● পুরান ঢাকার ব্যস্ত জজকোর্ট এলাকা। উল্টোপাশে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের মূল গেটের সামনে ছিল (বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)

আসলেই কি ‘বিক্রি হয়ে গেছে বঙ্গোপসাগর’?

ঠিকানা রিপোর্ট ● ‘বিক্রি হয়ে গেলো বঙ্গোপসাগর’– সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক বাক্যগুলোর একটি। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, টকশো এবং রাজনৈতিক বক্তব্যে এমনভাবে বিষয়টি বলা হয়েছে, যেন বাংলাদেশের সমুদ্র বা বন্দর বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

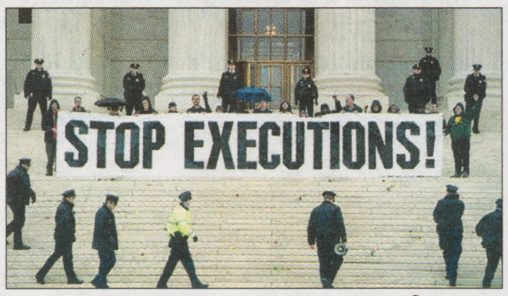

যুক্তরাজ্যে কেন বারবার প্রধানমন্ত্রী বদলাচ্ছে

কবির হুমায়ূন ● ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে পরিচিত ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট। আগে এটি স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য শাসনের সমার্থকই (বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)

৮ লাখ কোটি টাকা কোথায়

মিজান চৌধুরী ● আওয়ামী লীগ আমলের শেষ আট বছরে বৈদেশিক খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাবে অস্বাভাবিক ঘাটতি (বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)

১০ হাজার আসামির ৬ হাজারই তদন্তে নির্দোষ

শহিদুল ইসলাম ● সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের কিশোর শিহাব উদ্দীন। চব্বিশের গণআন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোর (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

বিশ্বজুড়ে রেকর্ড ছুঁয়েছে মৃত্যুদণ্ড

ঠিকানা ডেস্ক ● বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা এক লাফে পৌঁছে গেছে গত ৪৪ বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। মানবাধিকার সংগঠন (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372 | TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 | TEL: 718-577-0711
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 | TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.
ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
● Do you want apply for a green card? ● Are you being deported? ● Are you having credit card problems?
● Are you unable to pay your debts? ● Has your bank account been sealed?
● Are you getting harrassed by creditors?
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
Call: 718-263-5999
● তুলনামূলকভাবে কম ফি ● সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

“ বাংলাদেশের জন্য আসলে যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা হলো, জাতীয়তাবাদের অর্জনকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য, সে কাজটা জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে মোটেই প্রত্যাশিত নয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক বিপ্লব আবশ্যক। সে বিপ্লব এ দেশে ঘটেনি। বরং দেখা গেছে যে নতুন রাষ্ট্র পুরাতন রাষ্ট্রের চাইতে অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবকে প্রতিহত করার দায়িত্ব নিয়েছে। ”

জাতীয়তাবাদের উদ্বিগ্ন হৃদয়

অন্যত্র যেমন, ভারতীয় উপমহাদেশেও তেমনি, শ্রেণি-সমস্যাটিও ছিল প্রধান। কিন্তু উপমহাদেশে শ্রেণি-প্রশ্নের মীমাংসার আগে জাতি-প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ, উপমহাদেশ যে এক বা দুই জাতির নয়, বহুজাতির দেশ– সেই সত্যটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মেনে নেয়নি। শাসকদের তো মেনে নেওয়ার কথাও নয়; তারা সমগ্র ভারতকে একটি অখণ্ড একক হিসেবে শাসন করতে চেয়েছে। এ ক্ষেত্রে মোগলদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বেশ মিল ছিল। তবে ব্রিটিশ শাসকরা যেটা করেছে, মোগল শাসকরা সেটা করেনি। ব্রিটিশ শাসকরা হিন্দু-মুসলিম পার্থক্যকে বিভাজন হিসেবে উপস্থিত করে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করেছে, যাতে তাদের শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সুবিধা হয়। তা ছাড়া জাতি-প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাক এবং শ্রেণি-প্রশ্নের জন্য প্রধান হয়ে ওঠার পথটা পরিষ্কার হোক– এটাও তারা চায়নি। তাদের সবচেয়ে বড় ভয়টা ছিল মেহনতিদের অভ্যুত্থানকে, যে অভ্যুত্থানের একটি আভাস তারা দেখতে পেয়েছিল ১৮৫৭-এর সিপাহিদের অসাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থানের ভেতরে। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদীরা শেষ পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে গেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীতে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীরা ভাষাকে বাদ দিয়ে ধর্মকে দাঁড় করাতে চেয়েছে জাতীয়তার প্রধান উপাদান হিসেবে। তার ফলে জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার; শুরু হয়েছে দাঙ্গা এবং পরিণাম দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর দেশভাগ।

আত্মঘাতী এই তৎপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা ছিল শ্রেণি-সচেতন সমাজতন্ত্রীদের। কিন্তু তাদের এমন সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল না যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িকতার গ্রাস থেকে মুক্ত করবেন। অসুবিধা অবশ্য আরও একটা ছিল। ভারত যে একটি বহুজাতিক দেশড় এই সত্যটা তাদের পক্ষেই উপলব্ধি করা সংগত ও সম্ভব ছিল, সেটি সামনে নিয়ে আসাটা তাদের কর্তব্যও ছিল। কিন্তু সত্যটাকে তারা অত্যন্ত জাজ্বল্যমান করে তুলতে পারেননি।

জাতি-সমস্যার মীমাংসা দেশভাগের মধ্য দিয়ে করার উপায় ছিল না। সাতচল্লিশের পরে ভারতের শাসককর্তারা অঙ্গীকার করেছিলেন যে দেশে তারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তারা বুঝিয়েছেন সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দান, যার অর্থ গিয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মচর্চাকে উৎসাহিত করা। মহাত্মা গান্ধী অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। তার অসাম্প্রদায়িকতাকে কট্টরপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা সহ্য করতে পারেনি। তারা তাকে হত্যা করেছে। আর ওই হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের উত্তরাধিকারীরা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা করতলগত করতে সমর্থ হয়েছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ। মনে মনে তিনি হয়তো আশা করেছিলেন, পাকিস্তানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলবেন। কিন্তু কাজটা ছিল ঠিক ততটাই অবাস্তবিক, যতটা অবাস্তবিক ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্থায়ী করে রাখার স্বপ্ন। কারণ, পাকিস্তান কোনো একটি জাতির দেশ ছিল না। যেখানে বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচ– এই পাঁচটি জাতি ছিল; যাদের ভাষা এক নয়, স্বতন্ত্র বটে। জিন্নাহ ও তার অনুসারীরা ভেবেছিলেন, উর্দু ভাষাকে কেন্দ্রে রেখে নতুন একটি জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটাবেন। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা সে প্রস্তাবটিকে উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ করে দিয়েছেন।

হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অহমিকায় পিষ্ট হয়ে বাঙালি মুসলমান ভেবেছিল, পাকিস্তান তাদের মুক্তি দেবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা টের পেয়েছে যে ওই আশা মরীচিকা মাত্র। তখন তারা ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে একত্র হয়েছে এবং আন্দোলন করেছে। যার ফল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ তাই বলে জাতিরাষ্ট্র নয়। কেননা এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষও রয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালিদের শ্রেণি-সমস্যার সমাধান করেনি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুভূতিটা ছিল মূলত মধ্যবিত্তের। তাদের দ্বারা বিকশিত এবং তাদের স্বার্থসংবলিত; তাতে মেহনতিদের স্বার্থ কার্যত সংরক্ষণ সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশে উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবং বলা যায় তাকে পেছনে ফেলেই বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটেছে। বৈষম্য বৃদ্ধির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও স্থির প্রমাণ হচ্ছে তিন ধারার শিক্ষা। আর বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ হলো এটা যে উন্নতির গৃহীত দর্শন ও ধরনড় দুটোই দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের হৃদয় যে উদ্বিগ্ন হয়েছিল, সেটা এই দুশ্চিন্তায় যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বাঙালিকে মুক্তি দেবে না। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ সব বাঙালির জন্য মুক্তির ব্যবস্থা না করে অধিকাংশ বাঙালিকেই শাসন-শোষণের কঠিন বন্ধনে জর্জরিত করে ফেলেছে। এখন তো বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে ক্রন্দন করা ছাড়া উপায় নেই।

বাংলাদেশের জন্য আসলে যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা হলো, জাতীয়তাবাদের অর্জনকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য, সে কাজটা জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে মোটেই প্রত্যাশিত নয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক বিপ্লব আবশ্যক। সে বিপ্লব এ দেশে ঘটেনি। বরং দেখা গেছে যে নতুন রাষ্ট্র পুরাতন রাষ্ট্রের চাইতে অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবকে প্রতিহত করার দায়িত্ব নিয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে যে সামাজিক সম্পর্ককে স্থায়ী করার চেষ্টা হয়েছিল, সেটাই বহাল রয়েছে। বিশ্বে এখন দুই ধরনের জাতীয়তাবাদ দৃশ্যমান। একটি আগ্রাসী, অপরটি আত্মরক্ষার। একইভাবে ধর্মীয় ও ভাষিক জাতীয়তাবাদী অনাচার বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী ভূমিকায় ছিল আর আমরা আত্মরক্ষায়। আমেরিকা এবং জায়নবাদী ইসরায়েল আগ্রাসী হয়ে ইরান আক্রমণ চালিয়েছে। অন্যদিকে ইরান আত্মরক্ষায় ফারসি জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রতিরোধযুদ্ধে শামিল হয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী তাণ্ডবে অপরাপর ধর্মাবলম্বীর উদ্বাস্তু হওয়া, নিগ্রহের শিকারে পরিণত হওয়া, সেটাও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আগ্রাসী তৎপরতা। গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর জায়নবাদীদের নৃশংসতাও জাতীয়তাবাদী আগ্রাসন বটে।

সাতচল্লিশের আগে আশা ছিল, পাকিস্তান বাঙালি মুসলমানদের মুক্তি দেবে; দিলো না। একাত্তরের পরে আশা করা গিয়েছিল, বাংলাদেশ তাদের মুক্তি দেবে; দিলো না। পাকিস্তানি শাসকরা যেমন পুঁজিবাদী ছিল, বাংলাদেশি শাসকরাও প্রমাণ করল যে তারাও সেই একই রকম পুঁজিবাদী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রকৃত মুক্তি যদি কেউ পেয়ে থাকে, তবে পেয়েছে ওই পুঁজিবাদ ব্যবস্থাটাই। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ছিল পিতৃতান্ত্রিক; বাঙালির জাতীয়তাবাদও পিতৃতান্ত্রিকতাকে বিতাড়িত করতে পারেনি। উদারনীতির চর্চাতে আধুনিকতা আসতে পারে, উন্নতি ঘটাও সম্ভব; কিন্তু সবকিছুই সীমিত থাকে সুবিধাপ্রাপ্তদের ভেতরই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটেছে।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় যে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, সে ভারতও ছিল জাতীয়তাবাদীই। ভারত তার বহুজাতিক পরিচয়কে দমন করে এক জাতি হওয়ার চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য কাজটা শাসকদের স্বার্থেই, জনসাধারণের স্বার্থে নয়। অনেক কাল ধরে তারা একটি বড় দেশে বসবাস করে বটে; কিন্তু তারা একটি অভিন্ন জাতির মানুষ নয়। ভারতের রাষ্ট্রশাসকরা আবার পুঁজিবাদীও। বাঙালির জাতীয়তাবাদকে ভারতের এই শাসকরা খুব যে সুনজরে দেখেছে তা নয়; তাদের শঙ্কা ছিল, দুই বাংলা না আবার এক হয়ে যাওয়ার তাল তোলে। বাংলাদেশে যারা তথাকথিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দেয়াল খাড়া করে বাংলাদেশের সীমান্তকে আরও দুর্লঙ্ঘনীয় করতে চেয়েছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের যুদ্ধকালীন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত বিলক্ষণ মিল রয়েছে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আধুনিক বিশ্ব-তিলোত্তমার হৃৎপিণ্ড

ঐতিহাসিক মেমোরিয়াল ডে-২০২৬

আলহাজ্ব মুহম্মদ শামসুল হক

সামগ্রিকভাবে বিলুপ্ত মেসোপটেমীয়-মিসরীয়-ব্যাবিলনীয়-গ্রিক-পারস্য-রোম-মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা তথাকথিত মর্ত্যের স্বর্গপুরী লঙ্কা ইত্যাদি সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের চিত্তচমৎকারী ঐতিহাসিক বর্ণনা মানবচিত্ত এবং অনুভূতিকে অদ্যাবধি সজোরে নাড়া দেয়। ইতিহাস থেকে প্রমাণ মেলে, প্রজাহিতৈষী রাজাধিরাজগণ জনকল্যাণমূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের মাধ্যমে যুগে যুগে রাশি রাশি প্রশংসা কুড়িয়েছেন। পক্ষান্তরে রক্তলিপ্সু, ঐশ্বর্যবিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী রাজন্যবর্গ পরস্ব লুণ্ঠন, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার রোষানলে ভস্মীভূত হয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যেকোনো ধরনের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং চোখ-ঝলসানো স্থাপত্য গড়ে ওঠে কোটি কোটি মানুষের বিন্দু বিন্দু ঘাম এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। সাদামাটা ভাষায় বলা যায়, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও পরোপকারী মহামনীষীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সর্বসাধারণের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিরলস পরিশ্রম ছাড়া কোনো ধরনের সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না কিংবা স্থায়িত্ব লাভ করে না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শৌর্য-বীর্য-ঐতিহ্য ও শক্তিমত্তায় আধুনিক বিশ্ব-তিলোত্তমা বা অমরাবতী যুক্তরাষ্ট্রও বিশ্ব অভিবাসীর শ্রম-ঘাম ও নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগ-তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক।

অনস্বীকার্য যে পরস্পর সংলগ্ন ২৯ লাখ ৫৯ হাজার ৬৪ বর্গমাইল বা ৭৬ লাখ ৬৩ হাজার ৯৪০.৬ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ডসমেত সর্বমোট ৩৮ লাখ বর্গমাইল বা ৯৮ লাখ ৪১ হাজার ৪৫৫ বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ে গড়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি হচ্ছে খেটে খাওয়া কোটি কোটি ভাগ্যান্বেষী অভিবাসীর বিন্দু বিন্দু ঘাম ও শ্রম এবং সৃজনশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। প্রায় ৩৪.৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সুবিশাল আমেরিকা সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চাহিদা মেটাতে গিয়ে অতীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে অসংখ্য দেশপ্রেমিক বীর সেনানী বুকের তাজা রক্তের ঢল বইয়ে দিয়েছেন। তাদের ত্যাগবারিতে অবগাহন করেই কালের অগ্রযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বের অদ্বিতীয় পরাশক্তি ও হর্তাকর্তা। এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রাচুর্য-সমৃদ্ধি এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতেও সর্বেসর্বা। তাই বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিয়তিলাঞ্ছিত লাখ লাখ ভাগ্যান্বেষী জীবনঝুঁকি নিয়ে অহর্নিশ পঙ্গপালের মতো যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এই অনিশ্চিত যাত্রায় দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য পথ ও শ্বাপদসংকুল বন-বাদাড় মাড়াতে গিয়ে কেউ কেউ মারা গেলেও যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখার পর বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে সকল অভিবাসীকে দেশটি নিজের সুশীতল নীড়ে যথাসম্ভব নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে।

ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, আমেরিকানদের আত্মাহুতির সূচনা ঘটে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিকতার লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়েও অসংখ্য দেশপ্রেমিক আমেরিকানকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার খাতিরে। মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গকারী এই বীরদের সম্মানেই সকৃতজ্ঞ জাতি ও দেশ প্রতিবছর মেমোরিয়াল ডে উদ্‌যাপন করে। জীবনধারণের অপরিহার্য সামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্য এবং বাড়িভাড়ার দৌরাত্ম্যে সীমিত আয়ের আমেরিকানরা চোখে সরষে ফুল দেখা সত্ত্বেও আগামী ২৫ মে সোমবার যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশবরেণ্য বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না। গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সূচনালগ্নে ডেকোরেশন ডে (বরেণ্য দিবস) হিসেবে এর উদ্‌যাপন শুরু হয়। পরে ১৯৭১ সালে এটি ফেডারেল হলি ডে (জাতীয় ছুটি দিবস) হিসেবে দাপ্তরিকভাবে অনুমোদন লাভ করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদনমূলক চোখ-ঝলসানো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সর্বস্তরের আমেরিকানরা এই বিশেষ দিবসটি উদ্‌যাপন করে থাকেন। দিবসটি উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমেরিকান সপরিজনে গোরস্থান ও স্মৃতিসৌধে জড়ো হন এবং প্যারেডেও অংশগ্রহণ করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রথাগতভাবে মেমোরিয়াল ডের মধ্য দিয়ে উত্তর আমেরিকায় অনানুষ্ঠানিকভাবে গ্রীষ্ম ঋতুর সূচনা হয়ে থাকে। অবশ্য মেমোরিয়াল ডে অবকাশে আমেরিকানদের সপরিজনে প্রমোদভ্রমণ, গোগ্রাসে হটডগ বারবিকিউ গলাধঃকরণ প্রতিযোগিতাসহ নানা অনুষঙ্গ সম্প্রতি সংযোজিত হয়েছে।

মেমোরিয়াল ডে : দেশমাতৃকার বৃহত্তর স্বার্থে হাসিমুখে আত্মোৎসর্গকারী যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্তে মেমোরিয়াল ডের সূচনা করা হয়েছিল। প্রতিবছর মে মাসের শেষ সোমবার জাতীয় পর্যায়ে সরকারিভাবে এই বিশেষ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৬২ সালের মেমোরিয়াল ডের প্রশান্তির প্রার্থনায় ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি বলেছিলেন, আমাদের বীর সেনানীদের প্রতি আমেরিকানরা শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন না, বরং ন্যায় ও স্থায়ী শান্তির সন্ধানে সাফল্য লাভের জন্য আমেরিকানদের ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনা করা সমীচীন। দেশমাতৃকার স্বার্থে আত্মাহুতি দানকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনার্থে দেশজুড়ে জনগণ প্যারেডে অংশ নেন, বীর সৈনিকদের কবরগুলোকে বর্ণাঢ্যভাবে সুশোভিত করেন এবং সূর্যোদয় থেকে দুপুর পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এদিকে ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস ন্যাশনাল মোমেন্ট অব রিমেম্বারেন্স অ্যাক্ট পাস করে। ওই আইনের আওতায় মেমোরিয়াল ডে প্রার্থনা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য স্থানীয় সময় বেলা ৩টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। স্মর্তব্য, আমেরিকানদের ফেডারেল ছুটির প্রকৃত কারণ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে ক্লিনটন প্রশাসন ন্যাশনাল মোমেন্ট অব রিমেম্বারেন্স (জাতীয় স্মরণ মুহূর্ত) প্রবর্তন করেছিল।

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ : অনস্বীকার্য যে, দ্য সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক, হৃদয়বিদারক এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। এই গৃহযুদ্ধ কনফেডারেসি এবং উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী মনোবৃত্তির সুরক্ষিত হর্মে বড় ধরনের ফাটল ধরিয়েছে। তাই ১৮৬৫ সালের বসন্তকালের শেষে গৃহযুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে মোড় নেয়। বস্তুত, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের সমূল উৎপাটন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে দাসত্বপ্রথার কলঙ্কমুক্ত করার খাতিরে স্বয়ং ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ওই গৃহযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সহায়-সম্পদের বর্ণনাতীত ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যাপক প্রাণহানির পর অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রে দাসমুক্তি সনদ বাস্তবায়িত হয়। ১৮৬৫ সালের ১৯ জুন দাসমুক্তি সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ায় আফ্রিকান-আমেরিকানরা একে কৃষ্ণকায়দের প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে থাকে। গৃহযুদ্ধের অবসানের পর অবশ্য গুপ্তঘাতকের গুলিতে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনও প্রাণ হারান। তৎকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের প্রথম জাতীয় গোরস্থানগুলো প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা প্রদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ১৮৬০ দশকের শেষ পাদে বিভিন্ন শহর ও নগরে আমেরিকানরা বসন্তকালীন শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন শুরু করেন। তারা প্রয়াতদের আত্মার চিরপ্রশান্তি কামনায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিরও আয়োজন করতেন। অবশ্য মেমোরিয়াল ডে ঐতিহ্যের আদি উৎস সম্পর্কে কোনো যুক্তিসিদ্ধ এবং পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কমিউনিটি স্বাধীনভাবে মেমোরিয়াল সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। তবে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যানুযায়ী, গৃহযুদ্ধে কনফেডারেসির আত্মসমর্পণের এক মাসের মধ্যেই সদ্য দাসত্বমুক্ত সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটনের একদল জনতা সর্বপ্রথম মেমোরিয়াল ডে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপনের শুভ সূচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৬ সালে ফেডারেল সরকার নিউইয়র্কের ওয়াটার লুকে দাপ্তরিকভাবে বার্থপ্লেস অব মেমোরিয়াল ডে (বরেণ্য দিবসের জন্মস্থান) ঘোষণা *(বাকি অংশ ৪৫-এর পাতায়)*

সীমান্ত-হত্যার রাজনীতি ও কূটনৈতিক দৈন্য

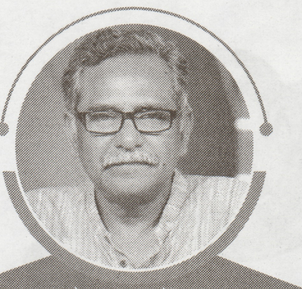

আনু মুহাম্মদ

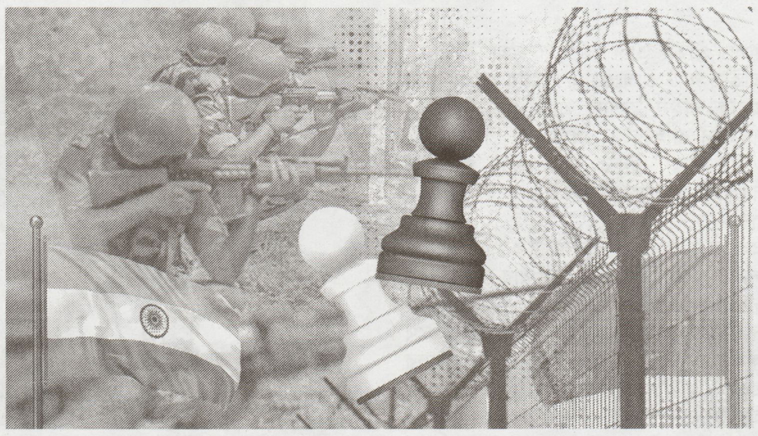

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। বাণিজ্য, রাজনীতি, কূটনীতি এবং সংস্কৃতির নানা সুতোয় গাঁথা এই সম্পর্ক। তবে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হয় ভারতের আধিপত্যের ভূমিকার কারণে। পানি সমস্যা ছাড়াও সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং বেদনাদায়ক যে বিষয়টি বারবার আলোচনার কেন্দ্রে আসে, তা হলো– সীমান্ত-হত্যা।

দশকের পর দশক ধরে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার ঘটনা ঘটছে। প্রতিবাদ, দ্বিপক্ষীয় আলোচনা কিংবা সরকারি পর্যায়ে নানা প্রতিশ্রুতি– সবই হয়েছে। সীমান্ত হত্যা ‘শূন্যের কোঠায়’ নামিয়ে আনার গালভরা প্রতিশ্রুতি ভারত বারবার দিলেও, বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি। সীমান্তে লাশের সারি দীর্ঘ হয়েছে; কিন্তু আমরা এর কোনো টেকসই সমাধান পাইনি। এই অচলাবস্থার পেছনে ভারতের আধিপত্যবাদী মানসিকতা যেমন দায়ী, তেমনি আমাদের অতীত সরকারগুলোর কূটনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতাও কম দায়ী নয়।

সীমান্ত হত্যার নেপথ্যে : ভারতের আধিপত্যবাদ ও রাজনৈতিক অস্ত্র : প্রথমেই যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো, ভারত কেন এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে? চোরাচালান বা অবৈধ অনুপ্রবেশের অজুহাত দিলেও এর কারণ মূলত রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। ভারতের এই আচরণ তাদের আধিপত্য বজায় রাখার এবং ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশের এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিককে সীমান্তে গুলি করে মারা যে সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমের ওপর আঘাত, ভারত সরকার সেটিকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। চোরাচালান কখনো একতরফা হয় না; এতে উভয় পক্ষেরই অসাধু চক্রের অংশগ্রহণ থাকে। কেউ যদি অবৈধভাবে সীমান্ত পার হতে চায় বা চোরাচালানে যুক্ত থাকে, তবে তাকে আইনের আওতায় এনে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি করা যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করা যায় না। পৃথিবীর অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশের সীমান্তে এমন নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। এমনকি চরম বৈরী সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান সীমান্তেও সাধারণ নাগরিকদের এভাবে গুলি করে মারার ঘটনা ঘটে না।

আদতে এটি ভারতের নীতিনির্ধারক ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কোনো সমন্বয়হীনতা নয়, বরং এটি তাদের অঘোষিত রাষ্ট্রীয় নীতি। বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার নিজেদের ক্ষমতার রাজনৈতিক বৈধতা ধরে রাখার জন্য ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে একটি কাল্পনিক ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। তারা প্রচার করে যে, বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসীরা ভারতে প্রবেশ করছে, অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয়দের কর্মসংস্থান কেড়ে নিচ্ছে।

এই প্রচারণার একটি সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক চরিত্রও রয়েছে। অর্থাৎ, সীমান্ত হত্যাকে বিজেপি সরকার একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্র যেমন নিজেদের নিরাপত্তার অজুহাত তুলে ছোট রাষ্ট্রগুলোর ওপর আগ্রাসন চালায়, ভারতও ঠিক একই কায়দায় নিজেদের নিরাপত্তার ধুয়া তুলে সীমান্তে এই বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

নতজানু কূটনীতি ও বর্তমান সরকারের করণীয় : সীমান্ত-হত্যা বন্ধ না হওয়ার পেছনে বাংলাদেশের দিক থেকেও বড় ধরনের দায় রয়েছে। বিশেষ করে গত ১৫-১৬ বছরের হাসিনা আমলে সরকারের দিক থেকে এ বিষয়ে কোনো জোরালো প্রতিবাদ বা কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেই সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনমতের চেয়ে ভারত, চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। ফলে ভারতের যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা শক্ত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্প্রতি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও বিষয়টি নিয়ে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আলোচনা বা জোরালো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তবে বর্তমান যে নির্বাচিত সরকার দায়িত্বে আছেন, তাদের অবশ্যই এই ইস্যুকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনতে হবে। একটি নির্বাচিত বা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রধান শক্তি হলো জনগণ। সেই শক্তির জোরে তাদের কণ্ঠস্বরে জোর থাকতে হবে, দাবিতে দৃঢ়তা থাকতে হবে এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

দ্বিপক্ষীয় গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে যাওয়ার সময় : আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ভারতের সঙ্গে কেবল দ্বিপক্ষীয় আলোচনা বা চুক্তির মাধ্যমে কোনো বড় সমস্যার সমাধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তারা আলোচনায় প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু বাস্তবে গুলি চলতেই থাকে। তাই সীমান্ত-হত্যার মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি এখন জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফোরামে জোরালোভাবে উত্থাপন করা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বহুপক্ষীয় বা আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে গেলে যে সমাধান আসে, তার একটি বড় প্রমাণ হলো ভারতের সাথে আমাদের সমুদ্রসীমা জয়। এই বিষয়টি যদি আমরা কেবল দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখতাম, তবে আমাদের সার্বভৌম অধিকার কখনোই এতটা প্রতিষ্ঠিত হতো না। আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলেই বাংলাদেশ সেখানে সাফল্য পেয়েছে।

একইভাবে অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পানি কনভেনশনে বাংলাদেশের স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন (র‌্যাটিফিকেশন) করা উচিত। আন্তর্জাতিক ফোরামে পানিবণ্টন বা সীমান্ত হত্যার বিষয়টি তুললে ভারতের ওপর বৈশ্বিক চাপ তৈরি হবে, যা আদতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনাকেও ফলপ্রসূ করতে বাধ্য করবে। সীমান্ত হত্যা সম্পূর্ণভাবে একটি মানবাধিকার ইস্যু এবং এটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইস্যুতে পরিণত করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

গণমাধ্যম ও জনগণের মেলবন্ধন : মিথ্যার দেয়াল ভাঙতে হবে : ভারত সবসময় ‘প্রতিবেশী প্রথম’ (Neighborhood First) নীতির কথা বলে। অথচ বাস্তবতা হলো, কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক ভালো নয়। বাংলাদেশের মানুষের মনে ভারতের প্রতি যে তীব্র ক্ষোভ ও নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, তার অন্যতম কারণ ফেলানীর মতো অগণিত সীমান্ত হত্যার ঘটনা।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের ভারতের শাসকশ্রেণি এবং সাধারণ জনগণকে আলাদা করে দেখতে হবে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতা ও নিরাপত্তার ভুয়া বয়ান তৈরি করে যে আধিপত্য বজায় রাখছে, তার বিরুদ্ধে খোদ ভারতের জনগণও লড়াই করছে। ভারতের ভেতরে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং অধিকারকর্মীদের সংহতি ও যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

পাশাপাশি একটি বড় কাজ করতে হবে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে। গত শাসনামলে বলা হয়েছিল বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ‘অনন্য উচ্চতায়’ পৌঁছেছে, অথচ ভারতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো টেলিভিশন চ্যানেল বা গণমাধ্যম প্রবেশাধিকার পায়নি। ভারতের জনগণ কেবল তাদের মিডিয়ার ছড়ানো বাংলাদেশ-বিরোধী প্রোপাগান্ডাই দেখতে পায়।

এই সরকারের উচিত ভারতে বাংলাদেশের মিডিয়ার সম্প্রচার নিশ্চিত করতে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা। ভারতীয় নাগরিকরা যদি বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ, আমাদের জনগণের ক্ষোভ এবং ভারতের মিথ্যাচারের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারে, তবে ভারতের ভেতরেই সরকারের বিরুদ্ধে একটি চাপ তৈরি হবে।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও সীমান্ত এলাকায় শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা : সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। *(বাকি অংশ ৪৫-এর পাতায়)*

মমতা ব্যানার্জির ভরাডুবি এবং অন্যান্য-

শামসাদ হুসাম

চলতি বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের। নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে ২০৭টি আসন দখল করেছে, যেখানে তৃণমূলের ঝুলিতে এসেছে মাত্র ৮০টি আসন। গত ৯ মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিগত ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠা মমতা ব্যানার্জির টানা দেড় যুগের মতো শাসনামলের ইতিহাসে ‘ভরাডুবি’ কথাটার সংযোজন তার নিজের কাছেই শুধু নয়, দলের জন্য মেনে নেওয়াও কঠিন হয়ে উঠেছে। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য–রাজনীতির ময়দানে কখনো কারও জন্যই ক্ষমতা চিরস্থায়ী কোনো বন্দোবস্ত নয়। তার পরও স্বীকৃত সেই সত্যকে অস্বীকার করেন কেউ কেউ। যেমন ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে গো-হারা হারের পর মমতা ব্যানার্জি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে বললেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। কারণ, ভোটের এই ফল তিনি মানেন না। তাকে কৌশলে হারানো হয়েছে। কথাটা অনেকটা আমাদের এই বিশ্ব মোড়ল রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তাব্যক্তিটির কথার মতোই যেন শোনাল। তিনিও ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করে বলেছিলেন, প্রতারণা ছাড়া কোনোভাবেই তাকে হারানো কখনোই সম্ভব নয়। তাই তিনি হারকে স্বীকার করে পদত্যাগ করবেন না। যদিও নির্বাচনে জালিয়াতি ও কারচুপির কোনো প্রমাণ আদালতে তার দল উপস্থাপন করতে পারেনি সেই সময়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার দল এবং তার প্রত্যক্ষ ইন্ধনে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি এক ভয়ংকর এবং ভয়াবহ কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। ওই দিন ক্যাপিটল হিলের সামনে ট্রাম্প তার উগ্র সমর্থকদের নিয়ে আয়োজিত এক সমাবেশে উসকানিমূলক কিছু বক্তব্য দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার উগ্রবাদী সমর্থকেরা ক্যাপিটল হিলের ওপর এক ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং ওই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন সদস্যসহ ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছিলেন মোট সাতজন। এ ছাড়া হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ওই দিন ৭২৫ জন মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ ঘটনার জের ধরে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিশংসনের মুখে পড়লেও সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না থাকায় বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। একই কাণ্ড ঘটালেন দ্বিতীয়বারের নির্বাচনের সময়েও, তখন কমলা হ্যারিস তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, এবার যদি তিনি না জেতেন, তবে দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। নির্বাচনে জিতলেন তিনি, তবে গৃহযুদ্ধ নয়, একেবারে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিলেন। তেল সংকটের কারণে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এখন এতটাই ভঙ্গুর অবস্থায় উপনীতি হয়েছে যে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম।

শুরুটা করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে নিয়ে। আসলে মমতা ব্যানার্জির ভয়াবহ ভরাডুবির ঘটনায় গোটা ভারতবর্ষে টালমাটাল অবস্থা এখন। নির্বাচনোত্তর সময়ে একাধিক খুনোখুনির ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। এমনিতেই ভারতের বড় বড় রাজ্যগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায় মোদি সরকারের একেবারে শুরুর সময় থেকে চলতি সময় পর্যন্ত বিপজ্জনকভাবে নিজ জন্মভূমিতে কোনোমতে টিকে আছেন, মমতা ব্যানার্জির পতনের পর এখন তারা সরাসরি হামলাকারীদের কোপানলের মুখে পড়ে গেছেন। তাদের জানমাল সবকিছুই ক্ষতির মুখে পড়েছে।

নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে টার্গেট বানিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলার বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এতটাই আতঙ্কের মুখে দিন গুজরান করছে যে নিকট অতীতে তার নজির টানলে ভয়াবহতার মাত্রা মনে হয় সবকিছুকে ছাড়িয়ে যাবে। অবশ্য ভারতের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে এটা নতুন কোনো বিষয় নয়, সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তির সময়কাল থেকে ধর্মীয় রাজনীতির উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে মানুষ। এমনকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে যে কংগ্রেসের যাত্রা শুরু, সেই দলটিও পরোক্ষভাবে মদদ জুগিয়েছে উগ্রবাদী সংগঠনসমূহকে। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দল নির্বাচনে পরাজয়ের পর নিজেদেরকে আবার ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিনি ওই ধর্মীয় বিষয়টাকেই সামনে এনেছিলেন। বিশেষ করে, ১৯৮৪ সালে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে অমৃতসরের শিখ জনগোষ্ঠীর প্রধান কেন্দ্র স্বর্ণমন্দিরে ইন্দিরা সরকারের লেলিয়ে দেওয়া সেনাসদস্যদের দ্বারা হামলায় প্রাণ হারান ৪৯২ জন বেসামরিক মানুষ। তখনকার সেই হামলাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল অপারেশন ব্লুস্টার শিরোনামে। ক্ষমতার মসনদে বসে অনেক ক্ষমতাশীলই টের পান না, সব হামলার পরিণতি ভালো হয় না। কোনো কোনোটা বুমেরাং হয়ে ফেরত আসে হামলাকারীর কাছে। বুঝতে পারলে কি তা করতেন ইন্দিরাজি? ওই দিন পাঁচ হাজারের মতো মানুষকে শুধু খুন করা হয়নি, স্বর্ণমন্দিরের একাংশে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের বড় একটা অংশ। বিষয়টা আসলেই বুমেরাং হয়ে ফেরত এসেছিল তার কাছে। প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়েই যার সমাপ্তি ইতিহাসে লেখা হয়েছিল রক্তের অক্ষরে। এ ঘটনার প্রতিবাদে জীবন দিতে হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। ওই ৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর সকাল ৯টার সময় নিজের বাসার সামনেই তিনি নিহত হলেন তার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে। এতটাই প্রতিশোধপরায়ণতার নজির দেখিয়েছিলেন ওই দিন তার দুই শিখ দেহরক্ষী, যার মধ্যে একজনের নাম ছিল বিয়ন্ত সিং এবং অন্যজন সতবন্ত সিং। একটা গুলিতেই যেখানে মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়, সেখানে তারা যৌথভাবে একনাগাড়ে প্রায় ৩০টা গুলি ছুড়ে মৃত্যুটা নিশ্চিত করেছিল। তারপর বিয়ন্ত সিং তার হাতে ধরা অস্ত্রটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দুই হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলেছিল, ‘আমরা আমাদের কাজ করেছি, এবার তোমরা তোমাদেরটা করো।’ ওই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই বিয়ন্ত সিং খুন হয়েছিল কর্তব্যরত সেনা কর্মকর্তার গুলিতে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে ভারতজুড়ে শিখ নিধনের একটা মহোৎসব যেন চলছিল। এক ভয়াবহ দাঙ্গায় পরের কদিনে সারা ভারতে মারা গিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। মহাত্মা গান্ধীও মারা গিয়েছিলেন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে। তার হত্যাকারী নাথুরাম গডসের অভিযোগ ছিল গান্ধীজি হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের কথা বলে মূলত হিন্দুত্ববাদীদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। অতএব, তাকে মরতেই হতো। কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় পড়েছে নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন ২৬ মে ২০১৪ সালে। তার পর থেকেই ক্ষমতার শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছেন কেবল হিন্দুত্ববাদী দর্শনকে সম্বল করে। তার আমলেই মুসলমানদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বসতভিটা–সবকিছুকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার কাজে প্রথম বুলডোজার ব্যবহারের নজির সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেই সূত্র ধরেই বাবরি মসজিদ বনাম রামমন্দির বিতর্কের জন্ম।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির পতনের পর ভারতজুড়ে বিজেপির যে উত্থান, তার পরিণামে এবার মুসলিম নিধনের নমুনা দেখবে বিশ্ববাসী। অথচ ওই ভারতবর্ষ একদিন মুসলিম শাসনাধীনে জগৎ সভায় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ‘দিল্লি গেট’-এ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নিহত ৯০ হাজার শহীদের নামের যে তালিকা অঙ্কন করে রাখা হয়েছে,

(বাকি অংশ ৪৫-এর পাতায়)

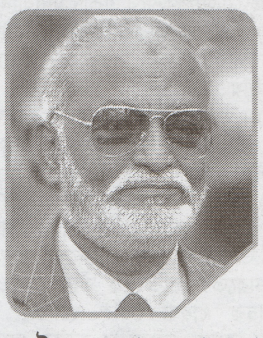

ড. তৈমূর আলম খন্দকার

রাজনীতির চিলেকোঠা গায়েবি থেকে বৈষম্য

৯ মে পুলিশপ্রধান বলেছেন, 'পুলিশকে অনেকাংশে গুছিয়ে আনা হয়েছে।' অপরাধ প্রতিরোধ ও চিহ্নিতকরণের জন্য ১৮৬১ সালের ২২ মার্চ 'দ্য পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬১' প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। যাদের রয়েছে ১৬৫ বছরের অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রশাসন-মন্ত্রী-এমপিদের প্রতি পুলিশের পদলেহন কর্মকাণ্ডে মনের অবচেতন মনে ঘৃণা চলে আসে।

রাজনীতি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে আর রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ষড়যন্ত্র। নিখুঁত ষড়যন্ত্র থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা, ক্ষেত্রমতে পাল্টা ষড়যন্ত্রের জন্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (জনগণের অর্থে রাষ্ট্রের পালিত) বেতনভুক বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী রয়েছেন, যারা 'গোয়েন্দা' নামে পরিচিত। ভিন দেশে কোথাও 'র', 'সিআইএ', 'কেজিবি', 'আইএস', 'মোসাদ' প্রভৃতি নামে তারা পৃথিবীকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে। ট্রাম্প-মোদি-পুতিন-কিম-জিনপিং প্রভৃতি তথাকথিত বিশ্ব মোড়লেরা এসব গোয়েন্দাদের হাতের পুতুল মাত্র। তবে শোনা যায়, রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়ে সরকারকে খুশি রাখার প্রতিই তারা বেশি মনোযোগী।

জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার তার 'ভিতরে-বাহিরে' বইতে লিখেছেন, 'গোয়েন্দারা প্রকৃত রিপোর্টের পরিবর্তে সরকার যে রিপোর্টে খুশি হয়, সেই রিপোর্টই প্রদান করে।'

হিলারি ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হয়ে রাশিয়ার কেজিবিকে দায়ী করেছিলেন।

সময়ে-অসময়ে রাজনীতিবিদেরা চোরাপথে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য গোয়েন্দাদের প্রভুত্ব মেনে নিচ্ছে বৈকি!

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুদ্ধ চলছে মূলত একদিকে ইগো প্রবলেম, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অনৈতিক চাহিদা মেটানো। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। জাতীয়ভাবে যা হচ্ছে, তার একমাত্র টার্গেট ক্ষমতা আর ক্ষমতা। ডান, বাম, নাস্তিকতা, মৌলবাদিতা, আদর্শিক দর্শন প্রভৃতি মোনাফেকি চারিত্রিক মুখের কথা মাত্র। স্থানীয়ভাবে যা চলছে, তা হলো ল্যাং মারার প্রতিযোগিতা, কাকে ল্যাং মেরে কে কার পদ-পদবি দখল এবং কার মুখের গ্রাস কে কেড়ে খাবে? আদর্শ, নীতি, সততা প্রভৃতি লোক দেখানো ছদ্মাবরণের একটি কৌশল মাত্র। সেই কৌশলে পর্যায়ক্রমে জাতি আজ ঐক্যের পরিবর্তে হয়ে পড়েছে বিষোদ্গারের একটি অধিক্ষেত্র। এ অবস্থা থেকে যারা পরিত্রাণ চায়, তারাই করে বিপ্লব/গণঅভ্যুত্থান। যা রক্তের বিনিময়ে উদ্ভাসিত হয়, সংবিধানের কাগজের ভাঁজে ভাঁজে লেখা থাকে না। সংবিধান যখন চালিকাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখনই শুরু হয় বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানের মানসিক বীজ বপন-হাঁটি-হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলে। চরম পরিণতি ডেকে আনে ক্ষমতাসীনদের জন্য। যার উপমা/উদাহরণ বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। যা ঘটছে তা চোখের সামনে ঘটেছে, যা বোঝার জন্য প্রয়োজন শুধু সুস্থ মানসিকতা ও সচেতন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমত্তা।

রক্তের বানে রাজা আসে, রাজা যায়; কিন্তু যাদের রক্তের বিনিময়ে নতুন থেকে হয় নতুনতর রাজার আবির্ভাব, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না কেন? বিগত ৫৪ বছরে

বাংলাদেশে কট্টর ডান-বাম বা ধর্মভিত্তিক দল ক্ষমতায় আসেনি। পাকিস্তান সরকার নিজেদের ইসলামিক শাসনব্যবস্থার ধারক-বাহক মনে করলেও পোশাক-পরিচ্ছদে ও মুখে মুখে তারা যতটুকু ইসলাম, কার্যত তার ধারেকাছে থাকার বিষয়টি জনগণের আস্থায় আনতে পারেনি। স্বাধীন দেশে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারা নিজেদের একেক দল ভিন্নতরের জাতীয়তাবাদী দাবি করলেও মূলত বুর্জোয়াদের নেতৃত্বেই দলগুলো পরিচালিত হলেও কোনো কোনো নেতা নিজেদের 'উদার গণতান্ত্রিক' দল হিসেবে প্রচার করেন। এই বাক্যটিও 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' প্রক্রিয়া মাত্র; যা সত্যের অপলাপ। রাজনৈতিক দলগুলো যদি গণতান্ত্রিক বা উদার গণতান্ত্রিক হয়ে থাকে, তবে ক্ষমতার হাতবদলের পর বিজয়ীরা বিজিতদের ওপর খড়্গ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন? কেন-ইবা সৃষ্টি হয় 'গায়েবি' ও 'বৈষম্য' নামে পরিচিত মামলার সমাহার? ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যারা অত্যাচার, নির্যাতন, মানি লন্ডারিং, ব্যাংক লুট, ভূমিদস্যুতা, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, তাদের (প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ) বিচার অবশ্যই হতে হবে এবং এটা জাতির দাবি, সময়ের দাবি। কিন্তু শুধু দল করার কারণে মিথ্যা ও কাল্পনিক ঘটনা সাজিয়ে কারাবন্দী রাখা হবে কেন, যেমনটি করা হয়েছে গায়েবি মোকদ্দমা দিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলকে, যা থেকে পঙ্গু, ভিখারি, বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তি, মৃত ব্যক্তি, হাসপাতালে অসুস্থ, কারাবন্দী কেউই বাদ যায়নি। আওয়ামীবিরোধী হলেই গায়েবি আসামি; যা ছিল পুলিশের একটি রুটিন ওয়ার্ক। বিষয়টি নোংরা ও অসাধু হলেও পুলিশের ছিল বাজিমাত। কারণ গ্রেফতারে ইনকাম, রিমান্ডে ইনকাম, নাম কাটাতে টাকা, চার্জশিট দিতেও টাকা, এমনকি নরম চার্জশিট দেওয়ার বাহানা করেও টাকা আদায়। মোটামুটি পুলিশের ছিল মহোৎসব, জনগণের ছিল নাভিশ্বাস। আওয়ামী লীগ যে পথে হেঁটেছে, সেই একই পথে যদি বিএনপি হাঁটে, তবে গণতন্ত্রের চর্চা তো একইভাবে চলবে। তাই যেই লাউ সেই কদু, ডিফারেন্স আর রইল কই? গায়েবি মামলায় পরিকল্পনাকারী ও রচয়িতাদের আইনের আওতায় আনা যায়, তবে ভবিষ্যতে রাজনীতির আকাশে কালো মেঘ জমাট বাঁধার সুযোগ হবে না। গায়েবি মামলার পরিকল্পনাকারী, রচয়িতা, বাদী, সুবিধাভোগী চিহ্নিত করার জন্য ১৯৫৬ সালের কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্টের আওতায় একটি কমিশন গঠন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিশ ও প্রশাসন সব সময়ই সব সরকারের আমলে জামাই আদরে থাকে। পুলিশ ও প্রশাসনই নির্যাতনের জন্য সব সরকারের এমপি-মন্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতে হিংস্র পশুর মতো জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমপি/মন্ত্রীদের পদলেহন করে তারা পায় সুবিধামতো লোভনীয় পোস্টিং এবং সিনিয়র ডিঙিয়ে প্রমোশন। কিন্তু ক্ষমতার রদবদল হলে পুলিশ ও প্রশাসন থাকে সেইফ সাইডে। কারণে-অকারণে দীর্ঘ হাজতবাসী হয় পতিত দলের নেতাকর্মী ও আত্মীয়স্বজনেরা। এর পেছনের কারণও আছে। কারণ হলো ক্ষমতার আস্ফালন। ক্ষমতা পেলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পাতিনেতা/সাবনেতা/উপনেতা/নেতা বা নেতার নেতা সবারই মাটিতে পা ঠেকে না, মনে হয় তারা মাটির ১ ফুট উপর দিয়ে হেঁটে চলে। গায়েবি মামলার বাদী হতো পুলিশ, বৈষম্য মামলার বাদী হয়েছে বিজয়ী নেতা/পাতিনেতা গোষ্ঠী। ক্ষেত্রমতে অনেকাংশে হয়েছে বাণিজ্য।

গত ৯ মে পুলিশপ্রধান বলেছেন, 'পুলিশকে অনেকাংশে গুছিয়ে আনা হয়েছে।' অপরাধ প্রতিরোধ ও চিহ্নিতকরণের জন্য ১৮৬১ সালের ২২ মার্চ 'দ্য পুলিশ অ্যাক্ট, ১৮৬১' প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। যাদের রয়েছে ১৬৫ বছরের অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রশাসন-মন্ত্রী-এমপিদের প্রতি পুলিশের পদলেহন কর্মকাণ্ডে মনের অবচেতন মনে ঘৃণা চলে আসে। মাহমুদুর রহমান মান্না ও নারায়ণগঞ্জে গুমের পর নিহত শুভ-এর মায়ের বক্তব্য মতে, বর্তমানে বিএনপি নেতাদের নাম বাদ না দিলে পুলিশ মামলা নেয় না; আওয়ামী লীগ আমলে অনুরূপ ভূমিকায় ছিল পুলিশ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জনগণের অর্থে লালিত পুলিশ জনস্বার্থে নয়, বরং আমলা-মন্ত্রী-এমপিদের মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিত থাকাই তাদের প্রধান দায়িত্ব মনে করে। চাঁদাবাজদের তালিকা হচ্ছে বলে দীর্ঘ দিন যাবৎ শুনে আসছি, কিন্তু পত্রিকা খুললেই হরেক রকম চাঁদাবাজির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার রাজনীতি থেকে দেশ ও জাতি মুক্ত হতে পারেনি। সেই ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা মানে সেবা নয়, বরং শোষণ-শাসনের একটি ব্লাঙ্ক চেক। যে কারণে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ *(বাকি অংশ ৪৫-এর পাতায়)*

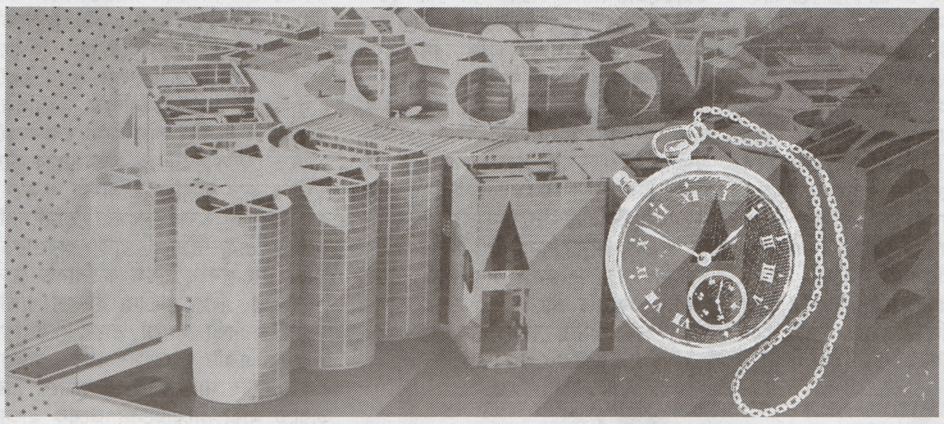

আওয়ামী লীগের ফিরে আসার কল্পনা ও বাস্তবতা

মনোয়ার মোস্তফা

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন কার্যত একটি জোটের নিয়ন্ত্রণে। জোটটির একাংশ সরকার চালাচ্ছে, বাকি অংশ বিরোধী দলের ভূমিকায়। সংসদে কিংবা সংসদের বাইরে নানা রাজনৈতিক প্রশ্নে মতভেদ প্রকাশ পাচ্ছে বটে, তবে এগুলো কোনোটাই চূড়ান্ত বিচারে কোনো পক্ষের জন্য 'রাজনৈতিক হুমকি' নয়। সংবিধান সংস্কার ও গণভোটের রায় বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু উত্তপ্ত কথাবার্তা হচ্ছে বটে; অনুমান করা যায়, কিছুদিনের মধ্যে এরও সমাধান হয়ে যাবে। যখন বিএনপি সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে 'কার্ডগুলো' ওপেন করতে শুরু করবে।

এটিও বোধগম্য, এই সময়ের মধ্যে বিএনপি সংগঠন গুছিয়ে নেবে; সরকারের আশপাশে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তৈরি করবে; সরকারি সুযোগ-সুবিধার ভেতর দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে 'প্যাট্রন ক্লায়েন্ট' সম্পর্ক তৈরি এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব 'ভোটব্যাংক' শক্তিশালী করবে। এরপরই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন সম্পন্ন করে দেশব্যাপী দলের শক্তিশালী ভিত রচনা করবে।

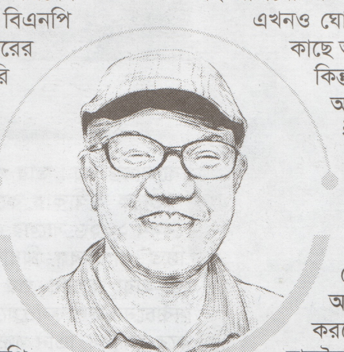

অস্বীকারের উপায় নেই, বিএনপি-জামায়াতের ঐক্যের ভিত্তি নতুন মাত্রা পেয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে। 'জুলাই সনদ' এই ঐক্যের পোশাকি দিক। অ-পোশাকি দিকটা বরং বেশি শক্তিশালী; আওয়ামী লীগ যাতে কোনোভাবে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। এটিও সত্য, বিরাট জনসমর্থন থাকা রাজনৈতিক দলকে দীর্ঘদিন রাজনীতিতে 'ব্রাত্য' রাখা যায় না। আওয়ামী লীগ নিয়ে সদ্য গঠিত এনসিপির ক্রোধ যত বেশিই হোক, বিএনপি-জামায়াত এটি বোঝে যে, আওয়ামী লীগকে এক সময়ে রাজনীতিতে জায়গা করে দিতেই হবে। দল দু'টি আশা করে, সেই আওয়ামী লীগ হবে পুনর্গঠিত। গণ-অভ্যুত্থান-পূর্ব আওয়ামী লীগ নয়; তারা এমন আওয়ামী লীগ চায়; যার ভেতরে 'বোধোদয়' ঘটেছে। প্রতিশোধস্পৃহাসম্পন্ন আওয়ামী লীগকে জায়গা দিতে নারাজ বিএনপি-জামায়াত। এটিও মনে রাখা দরকার, আওয়ামী লীগ এখন বিএনপি-জামায়াতের কাছে 'চরম অবিশ্বস্ত' দল। ২০১৪ সাল থেকে পরবর্তী ১০ বছর ধরে দল দু'টির ওপর যে মাত্রার নিপীড়ন চলেছে; সেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে আওয়ামী লীগ যদি বোধোদয় নিয়েও রাজনীতিতে ফিরে আসে, তাহলেও বিএনপি-জামায়াত তাদের 'চোখে চোখে' রাখবে। কেননা, শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই আওয়ামী লীগ প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে বলে তাদের ধারণা।

এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের সামনে এখনও ঘোর অমানিশা। বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর কাছে আশ্রয় পেয়ে হয়তো টিকে থাকা যায়। কিন্তু নিজ দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা যায় না– এটি তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু কী কৌশলে তারা রাজনীতিতে প্রবেশ করবে; সেটি এখনও অজানা।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপি, কেন্দ্রীয় নেতাসহ ক্ষমতাশালীদের বড় অংশই ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। অনেক নেতাকর্মীকে বিরূপ রাজনৈতিক পরিবেশে হিংসাত্মক ঘটনায় জীবন দিতে হয়েছে। দেশে হাজার হাজার নেতাকর্মী এখনও জেলে কিংবা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের অনেকেই এখন ঘর-সংসার, জীবন-জীবিকা হারিয়ে নিঃস্বপ্রায়। স্থানীয় পর্যায়ে যেখানে যতটুকু সম্ভব জামায়াত-বিএনপির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে টিকে আছে। গ্রাম-গঞ্জে-হাট-বাজারে এক সময় যেসব আওয়ামী নেতা-পাতি নেতার দাপটে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা মাথা নিচু করে হাঁটতে বাধ্য হতেন, সেই নেতারা এখন জামায়াত-বিএনপির নেতা-পাতিনেতাদের সামনে মাথা নিচু করে নীরবে হেঁটে যান!

ইউনূস সরকারের দেড় বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনা চিরাচরিত কায়দায় 'হুমকি-ধমকি' দিয়েছেন। কর্মীদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য প্রথম কয়েক মাস হয়তো এটি দরকার ছিল। কিন্তু তিনি দলটিকে গোপনে গুছিয়েছেন কিংবা সে প্রচেষ্টা *(বাকি অংশ ৪৬-এর পাতায়)*

তিন মাস পেরিয়ে সুকঠিন পথে

হাসান মামুন

সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখার জন্য একটি সরকারকে কতটা সময় দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর যখন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল, তখনও প্রশ্নটা সামনে আসে। এর নিষ্পত্তি একেকজন একেকভাবে করেছিলেন। তবে দেশের সাধারণ মানুষ যেকোনো সরকারের মনোভাব বুঝতে চায় তার দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে। কোন পরিস্থিতিতে সরকারটি দায়িত্ব নিচ্ছে, সেটিও তারা মূল্যায়ন করে থাকে। এতে রাজনৈতিক পক্ষপাতও থাকে বৈকি।

অন্তর্বর্তী সরকার বেশি করে সক্রিয় হয়েছিল রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে। এর অংশ হিসেবে তারা মাঠে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে সংস্কার আলোচনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। এতে জাতীয় নির্বাচনও বিলম্বিত হয়। নির্বাচনে মাঠে থাকা প্রধান দল বিএনপি জয়ী হয়েছে– ধারণা অনুযায়ী। জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে রাষ্ট্র সংস্কার প্রশ্নে গণভোটও হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর সংস্কার প্রশ্নে অগ্রগতির বদলে নতুন করে মতভেদ বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রত্যাশাও ফিকে হয়ে এসেছে। এজন্য ক্ষমতাসীন দল অভিযুক্ত হয়েছে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে।

সামনে বাজেট অধিবেশন। এতে প্রস্তাবিত বাজেট ঘিরেই বেশি আলোচনা হওয়ার কথা। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটটি কেমন হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং সচেতন মানুষের আগ্রহের বিষয়। বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের কাছে বাজেটের কোন দিকগুলো কতটা গুরুত্ব পাবে, তা-ও দেখতে চাইব আমরা। অন্তর্বর্তী শাসনামলে অর্থনৈতিক সংস্কার গুরুত্ব পায়নি কেন, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলেনি। তারেক রহমান সরকারের প্রথম বাজেটে এনবিআরসহ অর্থনীতি সংক্রান্ত সংস্কারের আলোচিত দিকগুলো কতটা প্রতিফলিত হয়, সেটিও দেখার বিষয়।

গত তিন মাসে রাষ্ট্র সংস্কার প্রশ্নে ক্ষমতাসীনরা অবস্থান স্পষ্ট করতে পেরেছেন বলা যাবে না। অভিযোগ বরং জোরালো হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করলেও এবং এর *(বাকি অংশ ৪৫-এর পাতায়)*

নিউইয়র্ক বইমেলা নিয়ে কিছু কথা ও আমার দুঃখ

মন্তব্য প্রতিবেদন

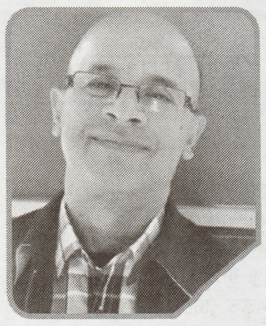

জসিম মল্লিক

বইমেলার ৩৫ বছর
যত বই তত প্রাণ
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬

১
২২ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ৩৫তম নিউইয়র্ক বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেখতে দেখতে ৩৫ বছর হয়ে গেছে। বিশ্বজিৎ সাহা নামের এক বইপাগল মানুষ তাঁর মুক্তধারা নামক বই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে অসাধ্য সাধন করেছেন। বাংলাদেশ বা কলকাতার বাইরে বই নিয়ে সবচেয়ে বড় আয়োজন। বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়নে নিউইয়র্ক বইমেলার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নিউইয়র্কের বইমেলায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরও কয়েকটি দেশে নিয়মিত বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার অনেকগুলোর সঙ্গেই আমার সংশ্লিষ্টতা আছে। আমি জানি এই বইমেলা এতগুলো বছর এগিয়ে নেওয়ার পেছনে কত শ্রম আর কত বাধা-বিপত্তি কাজ করেছে। কারণ আমি নিজেই এই মেলার সঙ্গে প্রায় ২২ বছর ধরে জড়িত। নিউইয়র্কের কিছু বই-অন্তঃপ্রাণ মানুষের নিরলস পরিশ্রমের ফসল আজকের এই বইমেলার পথচলা। তবে নিউইয়র্কে এমন দু-একজনকে দেখেছি, যারা আমি যখন থেকে মেলার সঙ্গে জড়িত হই, তখন তারা আমেরিকার নামই শোনেনি। তারাও কেউ কেউ আমাকে বইমেলা নিয়ে জ্ঞান বিতরণ করে। এসবে অবশ্য আমি মাইন্ড করি না। আমি কানাডা এসেছি ২০03 সালে। কানাডার পাসপোর্ট পেয়েছি যথানিয়মে তিন বছর পর। মাঝের এই তিন বছরও আমি নিউইয়র্ক বইমেলায় যোগ দিয়েছি। কারণ আমার বাংলাদেশের পাসপোর্টে আমেরিকার পাঁচ বছরের ভিসা ছিল। শুধু ২০১৯-এ যেতে পারিনি, কারণ সে বছর আমি হজে গিয়েছিলাম। ২০২১-এ কোভিডের কারণে বইমেলা হয়েছিল ভার্চুয়াল।

২
বইমেলায় যেতে আমি ভালোবাসি। প্রতিবছরই আমার নিজের বইও থাকে। নিউইয়র্ক তথা আমেরিকাজুড়ে অসাধারণ সব পাঠক আছেন। তারা বই কেনেন, বই পড়েন। বিরাট একটা লেখকগোষ্ঠীও আছে। আছেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। নিউইয়র্ক যেন এক ক্ষুদে বাংলাদেশ। এই শহরকে আমি ভালোবাসি। এই শহরের মানুষদের ভালোবাসি। কারণ তারাও আমাকে ভালোবাসে। আমি জীবনে প্রথম বিদেশ বলতে যে শহরটিতে পা রেখেছিলাম, সেটি নিউইয়র্ক। তাই এই শহরের প্রতি আমার একটা পক্ষপাত আছে। টরন্টো শহরের পরই আমি নিউইয়র্ক শহরকে ভালোবাসি। আমি দেখেছি, দূর-দূরান্ত থেকে এসে অনেক পাঠক আমার বই কেনেন। অটোগ্রাফ নেন। এই যে চার দিন শহরে একটা উৎসব তৈরি হয়, এর কোনো তুলনা নেই। বিদেশের মাটিতে লেখক, প্রকাশক আর পাঠকের মিলনমেলা। নিউইয়র্ক বইমেলা এখন একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিশিষ্ট সব ব্যক্তিত্ব বইমেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। আমি মনে করি, বইমেলার সঙ্গে তাঁদেরই জড়িত থাকা উচিত, যারা সাহিত্য পড়েন, সাহিত্য বোঝেন এবং সাহিত্য করেন। তাহলে বইমেলার গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষা হয়। এমন কারও বইমেলা আয়োজন করা উচিত নয়, যারা লেখকের মর্যাদা বোঝেন না। শুধু নাম কামানোর জন্য এসব করেন। সেই দিক থেকে নিউইয়র্ক বইমেলা ব্যতিক্রম। গত ৩৫ বছরে দুই বাংলার প্রায় সব বড় বড় সাহিত্যিক এই মেলায় অংশ নিয়েছেন। বড় বড় প্রকাশক মেলাকে মহিমান্বিত করেছেন।

৩
এবার নিজের কষ্টের কথাটা বলি। আমি এ বছরও যথারীতি একুশের বইমেলায় অংশ নিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশ নিয়েছি। কলকাতা থেকে আমার বায়োগ্রাফি লাভ অ্যান্ড লংগিংস প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে ভিরাসাত আর্ট পাবলিকেশন। বইটি অনুবাদ করেছেন সাহেলি মিত্র। বইটি কলকাতায় যথেষ্ট পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এ বছর আমার একুশে গ্রন্থমেলায় একটি মাত্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'। প্রকাশ করেছে কবি প্রকাশনী। কবি প্রকাশনী নিউইয়র্ক এবং টরন্টো বইমেলায় অংশ নিচ্ছে। আমি ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে টরন্টো আসি। আসার সময় ফ্লাইটে আমি আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়ি। ভার্টিগো অ্যাটাক হয় আমার। এটা সবাই জানেন। তার পর থেকে আমি এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারিনি। সবার দোয়ায় আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হচ্ছি। তার পরও আমি নিউইয়র্ক বইমেলায় যাওয়ার জন্য ফ্লাইটের টিকিট করেছিলাম। বইমেলার অনুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, নিউইয়র্কের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, ধুম আড্ডা হবে আমার লেখক ও প্রকাশক বন্ধুদের সঙ্গে। এই লোভেই আমি প্রতিবছর ছুটে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ বছর পরিবার থেকে কিছুতেই সম্মতি পাইনি মেলায় যাওয়ার জন্য। তবে আমি না থাকলেও আমার মন পড়ে থাকবে। আমার বইও থাকবে। সবশেষে বইমেলার সাফল্য কামনা করছি।

–টরন্টো, ১৬ মে ২০২৬

বিদেশের মাটিতে বাংলা সাহিত্যের জয়গান

নিউইয়র্ক বইমেলার ৩৫ বছর ও আমার এক যুগের স্মৃতি

হুমায়ুন কবীর ঢালী

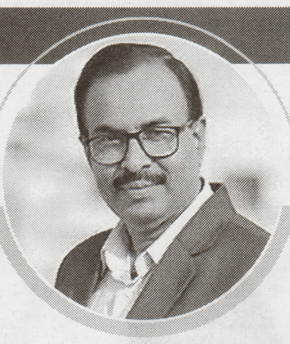

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে পাথুরে শহর নিউইয়র্কের বুকে যখন বাংলা বর্ণমালার মেলা বসে, তখন সেটি কেবল বই কেনাবেচার একটি প্রথাগত আয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের এক পরম মিলনমেলা। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা' আজ তার ৩৫তম বর্ষে পদার্পণ করছে। বিদেশের মাটিতে টানা সাড়ে তিন দশক ধরে নিয়মিতভাবে একটি বইমেলা পরিচালনা করা কোনো সাধারণ কাজ নয়। এটি যেমন একটি বিশাল সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ, তেমনি এটি প্রবাসী এবং শেকড়সন্ধানী বাঙালিদের গভীর আবেগ ও জাতিসত্তার পরিচায়ক।

২০১৪ থেকে ২০২৬–ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে আমার এই মেলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য পথচলা শুরু। দীর্ঘ ১২টি বছর আমি নিয়মিত এই প্রাণের মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছি। শুধু করোনাক্রান্তির বছরটি সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারিনি। পঞ্জিকার পাতায় ১২ বছর হয়তো খুব দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু একজন লেখক ও প্রকাশকের অভিজ্ঞতায় এটি এক বিশাল প্রাপ্তির খাতা। এই মেলায় আমি কখনো গিয়েছি একজন লেখক হিসেবে–পাঠকের মুখোমুখি হতে, অটোগ্রাফ দিতে কিংবা সাহিত্য আলোচনায় অংশ নিতে। আবার কখনো গিয়েছি একজন প্রকাশক হিসেবে–নতুন নতুন বইয়ের সম্ভার নিয়ে স্টলে দাঁড়িয়ে প্রবাসী পাঠকদের চাহিদা বুঝতে। প্রকাশক হিসেবেও যখন অন্বয় প্রকাশ ২০২২ সালে সেরা প্রকাশকের পুরস্কার লাভ করে, তখন মনে হয়েছে আমার সৃজনশীল যাত্রায় কৃতিত্বের আরও একটি পালক যুক্ত হয়েছে।

গত এক যুগে মেলাটি আমার কাছে কেবল একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে থাকেনি, বরং এটি হয়ে উঠেছে আমার সৃজনশীল জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার এই দীর্ঘ যাত্রার স্মৃতিগুলো কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম দুই বছর আমি মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলাম 'বাংলাপ্রকাশ'-এর পক্ষ থেকে। সেই শুরুর দিনগুলোর মুগ্ধতা আজও চোখে লেগে আছে। শুরুর বছর ছিল শুধুই স্বপ্ন, এর পরের বছরগুলো স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার মিশেল। বিদেশের ভিন্ন সংস্কৃতি ও ব্যস্ত জীবনের মাঝেও বাংলা বইয়ের প্রতি মানুষের যে অকৃত্রিম টান দেখেছি, তা আমাকে অবাক করেছিল। এর পর থেকে আজ অবধি আমি যুক্ত আছি 'অন্বয় প্রকাশ'-এর ব্যানারে। প্রকাশক হিসেবে অন্বয় প্রকাশের (বাকি অংশ ৪৬-এর পাতায়)

পাঠকপ্রেমীদের উৎসবে মুখরিত হোক নিউইয়র্ক বইমেলা

ম. আমিনুল হক চুন্নু

প্রতিবছরই বইমেলা কোনো না কোনো দিক দিয়ে শাখা-প্রশাখা মেলেছে। ছোট পরিসরে শুরু হওয়া বইমেলা আজ বিশাল এক সাংস্কৃতিক মহোৎসবে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের একুশে বইমেলার আদলে গড়ে ওঠা এই মেলায় অংশ নেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখক, প্রকাশক ও বুদ্ধিজীবীরা।

উৎসবে মুখরিত নিউইয়র্ক, উৎসবে মুখরিত নিউইয়র্কের বাঙালিরা। ঈদ এবং নববর্ষ উৎসবের আমেজ কাটতে না কাটতেই এই নগরীতে শুরু হতে যাচ্ছে ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। আবহাওয়া মনোরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহর নানা উৎসব আনন্দে ও বর্ণিল সাজে সাজতে শুরু করেছে। শুধু বাঙালিরাই নয়, নানা সম্প্রদায়ের নানা অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক এখন মুখরিত।

কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। অর্থাৎ বছরজুড়ে উৎসব লেগেই থাকে। এই উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশিরা নিজেদের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে এই প্রবাসে। বাংলা নববর্ষে ম্যানহাটনের টাইম স্কয়ারকে দখলে নিয়েছে বাংলাদেশিরা। সারা দিন নানান সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখরিত হচ্ছে নিউইয়র্কের এই প্রাণকেন্দ্রটি। এখানেই প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বর রাতে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে ঐতিহ্যবাহী বল ড্রপিং। বিশ্বের মানুষের বহুলপরিচিত এই স্থানটিতে এখন প্রতি পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত প্রতিটি এলাকাতেই বিভিন্ন সংগঠন ব্যাপক আয়োজনে উদ্‌যাপন করে চলছে নববর্ষ উৎসব।

স্বাগত জানাই এই উৎসবকে। আমরা চাই আনন্দ, হাসি, গানে ভরে উঠুক বিশ্ব। শান্তির ছায়াতলে আনন্দময় হোক মানুষের জীবন। আমরা যখন ঈদ ও নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আনন্দমুখর সময় অতিবাহিত করছি, তখন এক অশুভ দুর্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সারা বিশ্ব। এ দুর্ভাবনা এক সম্ভাব্য যুদ্ধ নিয়ে। আরও ধ্বংস, আরও হত্যার আশঙ্কা নিয়ে মানুষের সব আনন্দ ম্লান হয়ে যাচ্ছে শক্তিমান দেশগুলোর রণ উন্মাদনায়। এই অস্থির পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত শান্তিকামী মানুষ। এ উৎকণ্ঠা আমাদেরও। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। আমরা চাই অবরুদ্ধ ইউক্রেন, ইরান, ফিলিস্তিন ও গাজাবাসীর জীবনে আনন্দ আসুক।

তবে সুদিনের চেয়েও দুর্দিনে আমরা প্রবাসীরা যেন আরও বেশি একাত্ম হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াই। একজনের সুখে দশজন কাতর হই। সেই সুখের মধ্যেও শক্তি খুঁজতে আশ্রয় নিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। মনে মনে বলি : আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ, তবুও অনন্ত মাগে/ তবুও প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্রতারা, বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে...।

জীবন থেমে থাকে না। নদীর স্রোতোধারার মতো মানুষের জীবনও সামনে এগিয়ে চলে। আমরা প্রবাসীরাও তেমনি শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাই। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা–এটি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালির হৃদয়স্পন্দন। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু করে এই বইমেলা আজ উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় মিলনমেলা হিসেবে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর হাজারেরও বেশি প্রবাসী বাঙালি এখানে সমবেত হন নিজেদের শিকড়ের সন্ধানে, মাতৃভাষার মাধুর্যে সিক্ত হতে। বইয়ের পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকে স্বদেশের গন্ধ, কবিতার ছন্দে ধ্বনিত হয় বাংলার প্রকৃতি, গল্পের ভেতর লুকিয়ে থাকে অভিবাসী জীবনের জটিল আবেগ। এই মেলা যেন এক চলমান সেতু, যা প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন জুড়ে দেয়। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ২২ মে শুক্রবার থেকে শুরু হবে বইমেলার ৩৫তম আসর। চলবে ২৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত। 'যত বই তত প্রাণ' এই স্লোগান নিয়ে মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে নিউইয়র্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। মুক্তধারার স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহা যে মেলার বীজ বপন করেছিলেন, সেটি ফুলে-ফলে এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি বটবৃক্ষের মতো। এটা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, প্রবাসে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসবের নাম 'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'।

নিউইয়র্কের মতো একটি মহানাগরিক, কর্মব্যস্ততার ইট, সিমেন্ট, কাঠ ও লোহার সিটিতে মানুষ যে এখনো প্রেম করে, প্রিয়জনকে ছুঁয়ে আনন্দ পায় এবং মন নামক অবাস্তব অথচ যেকোনো বস্তুর চেয়েও মহামূল্যবান চেতনার অস্তিত্ব–এটা সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। যে শহরে নফ, সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, র‍্যান্ডম হাউস, পেঙ্গুইন বুকস, রাউটলেজের মতো প্রকাশকের প্রধান দপ্তর, যে শহরে একদা সবচেয়ে বেশি বইয়ের দোকান ছিল, অথচ আজ নেই, সেই শহর বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলা বই পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার পাশাপাশি সেই ৩৫ বছর আগে, যখন সবেমাত্র বাঙালি কমিউনিটি বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে, তখন বইমেলা আয়োজন করে মুক্তধারা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্নতার পরিচয় দিয়েছে, আজ ৩৫তম আয়োজনে এসে বলা যায়, প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

এই মেলা শুধু বই বিক্রির মেলা নয়, এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম, যাদের অনেকেই বলতে কিংবা পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, তাদের জন্যই এই মেলা হয়ে ওঠে পরিচয় খোঁজার ঠিকানা। বাংলাদেশি বাবা-মায়েরা সন্তানদের হাতে ধরে এখানে আসেন, মাতৃভাষার গন্ধ শেখাতে। বইয়ের মেলায় পাওয়া যায় বাংলাদেশি হস্তশিল্পের পোশাক ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল। এক ফোঁটা মাটির টান, এক চিলতে আকাশের স্বাদ–এই মেলায় এসে প্রবাসীরা খুঁজে পান স্বদেশের ছোঁয়া।

একসময় বইমেলার ভেন্যু নিয়ে সমস্যা ছিল। শুরু হয়েছিল ব্রুকলিনে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ৩২টি মেলাই হচ্ছে কুইন্সের বিভিন্ন লোকেশনে। ২০২২ সাল থেকে শুরু হয়েছে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে। জ্যা প্যাকের সবচেয়ে সুবিধা এর সুপরিসর সবুজ প্রাঙ্গণ। সে প্রাঙ্গণেই বসে বইয়ের মেলা। কিছু অনুষ্ঠান হয় উন্মুক্ত মঞ্চে, বাকি সব আয়োজন জ্যা প্যাকের অডিটোরিয়ামে। এটিই এখন পর্যন্ত সেরা ভেন্যু। হয়তো কেবল ভেন্যুর কারণেই বইমেলায় অন্য স্টেট এবং অন্য দেশ থেকেও দর্শকদের সমাগম বেড়ে গেছে, বই বিক্রি বেড়েছে, বই আসাও বেড়েছে।

প্রতিবছরই বইমেলা কোনো না কোনো দিক দিয়ে শাখা-প্রশাখা মেলেছে। ছোট পরিসরে শুরু হওয়া বইমেলা আজ বিশাল এক সাংস্কৃতিক মহোৎসবে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের একুশে বইমেলার আদলে গড়ে ওঠা এই মেলায় অংশ নেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখক, প্রকাশক ও বুদ্ধিজীবীরা। বাংলা ভাষায় রচিত হাজার বইয়ের সমারোহে সাজে মেলা প্রাঙ্গণ। কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, নাট্যাভিনয়, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নতুন বই নিয়ে আলোচনা, সংগীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রবাসী বাঙালিদের সৃজনশীলতার মাঠ। শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদা আয়োজন থাকে–ছবি আঁকা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা শেখে বাংলা ভাষার (বাকি অংশ ৪৬-এর পাতায়)

হারপার্স ফেরিতে ম্যাগপাই
সুবীর কাস্মীর পেরেরা

স্বচ্ছ নীলাকাশ–
কখনো সাদা মেঘের আনাগোনা
কখনো-বা রোদের সাথে করে খেলা
নির্বাক তাকিয়ে দেখি আমি নির্জন পথে।

রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ সবুজের মাদুর
বক্ষ ভেদ করে উঁকি দেয় খামারি মিনার
লাল-ধূসর গোড়ার দল,
গম-ভুট্টার গায়ে মৃদু বাতাস,
আমি পথ চলি মসৃণ সরু পথে,
সামনে পটোম্যাক-সেনানদোহ জপাতের
স্বচ্ছ জলের হাতছানি।

আকাশছোঁয়া পাহাড়ের গায়ে
অচেনা লোকের হেঁটে চলা
আঠারো শতকের ভাঙা দেয়ালে
কোনো এক কিশোরীর আলপনা।
ধুলোয় জমে থাকা সাইনবোর্ডে
অঙ্কিত এক শিল্পীর 'ম্যাকপাই কবিতা'র ছবি!

আমার চোখ আটকে আছে ১৯৪১
আমি থমকে আছি হারপার্স ফেরির
চিরচেনা সবুজ-পাহাড়ি গ্রামে।

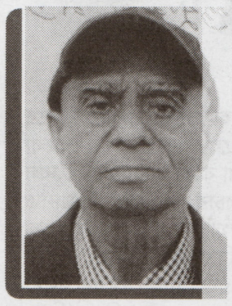

আলোকিত ব্রঙ্কস
সুধাংশু কুমার মণ্ডল

সকল জেলার বাঙালি বেঁধেছে বাংলা বাজারে বাসা,
একটা ছাতার নিচেতে থেকেও জাগায় মনের আশা।
পহেলা বৈশাখ, স্বাধীনতা মেলা বিজয় উৎসব চলে
ফোর্থ জুলাই ভে টেরান্স ডে লোক চলে দলে দলে,

ভ ্যালেন্টাইন মেমোরিয়াল নাইন ইলেভেন পালিত হয়
অনুষ্ঠান করি সকলের মন আজিকে করিছে জয়।
রমজান ঈদ কোরবানি ঈদ মেলা মেলে বড় করে,
মাসে মাসে চলে পূজা পার্বণ হিন্দু লোকের ঘরে,

স্কুল, কলেজ, প্রশাসনে আজি বাঙালি জড়িত আছে,
ডাক্তার আর নার্স উকিল সবই হাতের কাছে।
প্রবীণ আজি থাকে না সকলে বদ্ধ ঘরের মাঝে,
ঘুরে দেশে দেশে অজানা জানিছে সন্ধ্যা সকাল সাঁঝে।

আনন্দ র ্যালি, চায়ের আড্ডা বসে কত রোজ রোজ,
কত শত দলে বনভোজনের মাঝে চলে ভুরিভোজ।
চিড়িয়াখানাতে, বোটানিক্যালের গার্ডেন এসো ঘুরে
গাড়ি আর বাসে যেতে চাও যাও চলে দূর বহুদূরে।

বাঙালির আশা বাংলা ভাষার প্রচলন বহু হলো।
স্টার্লিং হলো বাংলা বাজার মুক্ত দুয়ার চলো।
শিক্ষা, ব ্যবসা চিকিৎসা সেবা খাতে জ্বালে আলো।
সিনিয়র মিলে করে অনুষ্ঠান দেখে লাগে কত ভালো।

ফুটবল খেলা সকার যতেক চলে গরমকাল জুড়ে
আলোকিত ব্রঙ্কস থাকে নাচে গানে মধুময় যত সুরে।
সকল কাজের মাঝে ব্রঙ্কস সদা থাকে আলোকিত
দূরের কাছের সকল বাঙালি সবে আজি পুলকিত।

চোখের সাহস
আশরাফ হাসান

আমার সরল সৌহার্দ্যের ভিড়ে তুমি বীরাঙ্গনার মতো দাঁড়িয়ে যাও
দাঁড়িয়ে যায় তোমার চোখের সাহস
যেন কোনো পাহাড়ি ঈগল দৃষ্টিকোটরে পুষে রেখেছে
দিগ্‌বিভ্রম জিঘাংসা
পাখনার ককপিটে জমা রেখেছে বিধ্বংসী বিস্ফোরক।

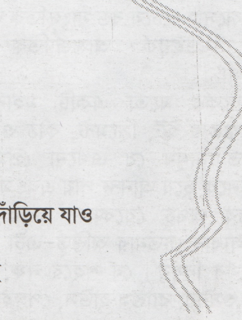

তবু আমি কণ্টক পথে বিছিয়ে রেখেছি সারল্য
বেহায়া হাবশি গোলামের মতো
প্রতি মৌসুমে গোনে যাই পাতাঝরার দিন
শেকলে শেকলে জড়িয়েছি দেহসৌষ্ঠব
সুন্দরের শিথানে রেখেছি প্রেমোন্মাদ শরাবসাকি।

তুমি আর কত বুনবে নীলপদ্ম ধূম্রজাল
জানি আমার দরবারে নেই কোনো ক্যাসিনো
অঘ্রানের প্রতীক্ষায় তাই
প্রেমিক কৃষকের মতো করে যাই কল্যাণীয়া চাষ,
মাছরাঙার প্রক্ষেপণের মতো দাঁড়িয়ে থাকি
কোনো নতুন মৎস্যখামারের জলধিপাড়ে।

তুমি সহসাই সবুজ বনে উড়িয়ে দাও অগ্নিধোঁয়া।

মা
ফিরোজ হুমায়ুন

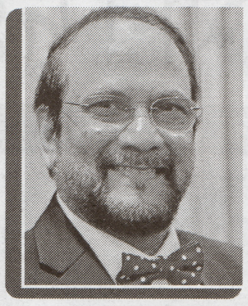

মা মানে জীবনের প্রথম কথা বলা।
মা মানে জীবনের প্রথম পা ফেলা।
মা মানে সবচেয়ে নিরাপদ এক বুক।
মা মানে শত কষ্টেও হাসিমাখা মুখ।

মা মানে সকল প্রেরণার উৎস।
মা মানে আমার সারা বিশ্ব।
মা মানে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।
মা মানে হিমালয় সম আশা।

মা মানে আকাশে উজ্জ্বল মায়াবী চাঁদ।
মা মানে আকাশ সমান আশীর্বাদ।
মা আমার গর্ব।
মা আমার স্বর্গ ॥

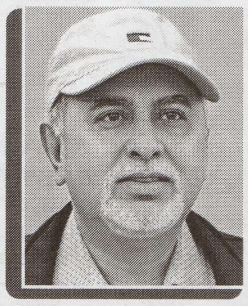

মা
মুশফিক চৌধুরি

সুবেহ সাদিকের আলো-আঁধারির মতো
রহস্যময় পবিত্র তোমার সেই মায়াবী মুখ
সূর্যোদয়ে তুমি হিরন্ময়ী, মাগো আমার
খুঁজে মরি তোমার স্পর্শের অলৌকিক সুখ
দূর থেকে ভেসে আসে ঐ
মোয়াজ্জিনের শুদ্ধতম ধ্বনি
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,
হে করুণাময় দেখিব মায়ের মুখ আর একটি বার।

কাছের মানুষেরা সব দূরে সরে যায়
দূরের মানুষের কিসের এত দায়?
মা গো, ভেবো না তুমি একটু।
ভালো আছি আমি,
মেনে নিয়েছি জীবনের মেঘ আর বৃষ্টিও।
ভালো আছি আমি, মাগো
তুমি ছাড়া যতটুকু ভালো থাকা যায়।

অশ্রু
মোহাম্মদ সোহরাব আলী

মা, ওমা, ও আমার দরদি মা, ও আমার সোনা মা, লক্ষ্মী মা,
জনমদুঃখী মা, গর্ভধারিণী মা–এসো ফিরে এই ধরণিতে,
তোমাকে আমি দেখব দু'চোখ ভরে।

অন্তর আমার ফেটে যায় মা, দম বন্ধ হয়ে আসে।
কলিজা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
অশ্রু আমার নিত্যদিনের সাথি।
তোমার কত স্মৃতি হৃদয়ে বুদ্‌বুদের মতো ভাসে।

আহারে! ওরে! হায় কপাল! দুর্ভাগ্য যেন আমাকে ঘিরে থাকে।
মাথায় হাত রেখে চুল টানি, বুকে থাপ্পড় মারি জোরে জোরে,
পাগলের মতো ছুটি এদিক-সেদিক।

কই আমার মা? তোমরা আমার মাকে খুঁজে এনে দাও।
আমার মা আসে না কেন? তোমরা কি আমার মাকে দেখেছ?
মা কি পাশের বাড়িতে গেছে? আমি তাকে খুঁজতে যাই।

চাচি মমতাভরা কণ্ঠে বলেন,
'সোনা, তোমার মা তো এদিকে আসেনি।
তোমার মা দুনিয়া ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে।
সে প্রভুর কাছে চলে গেছে, আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।'

ছোট্ট একটি শিশু মাকে দেখতে না পেলে যেমন কাঁদে,
আমিও তেমনি শিশুর মতো কাঁদি।
মনে হয় শরীরের হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে,
মুখের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, চেহারা মলিন হয়ে যাচ্ছে,
আর কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে উঠছে।

পারি না, আর কোনোভাবেই এই দুঃখ সহ্য করতে পারি না।
মা দিবস আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত।
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে মায়ের কথা।
মা আমার হৃদয়ে বেঁধেছে চিরস্থায়ী বাসা।

পৃথিবীর সব মায়ের চরণে আমার সালাম।
মা, তুমি পরপারে ভালো থেকো সব সময়।
মায়ের কথা মনে পড়লেই অশ্রু ঝরে চোখের কোণে।

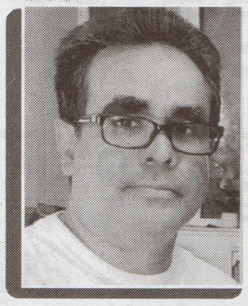

শঙ্কিত মন সেই মেয়েটির
মামুন জামিল

মেয়েটি খুব বোকা ছিল এবং ছিল সহজ সরল
হৃদয় ছিল খোলা আকাশ, জলের মতো স্বচ্ছ তরল!
বাবা-মায়ের ন্যাওটা ছিল, ভাইয়ের ছিল চোখের তারা
সবারই খুব প্রিয় ছিল আত্মীয়স্বজন বন্ধু যারা!
নম্র ভদ্র বলতে যাহা এই মেয়েকেই পড়ত চোখে
এই মেয়েটাই থাকত পাশে পাড়াপড়শির সুখে দুখে!
সবার কাছে প্রিয় মেয়ের স্বপ্ন ছিল দু'চোখ ভরে
রাজকুমার এক নিয়ে যাবে সঙ্গী সেজে ঘোড়ায় চড়ে!
হাওয়ার বেগে পাড়ি দেবে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী
রাজপ্রাসাদে কাটবে তাহার রানির বেশে নিরবধি!
কিন্তু হঠাৎ সেই মেয়েটির সরল জীবন স্তব্ধ হলো
ভেঙে দিল স্বপ্নবাসর মানুষরূপী পিশাচগুলো!
থেকে থেকে চমকে উঠে, বুক কাঁপে তার দুরু দুরু
দেখে কোনো পুরুষ মানুষ, আপনজন কি শিক্ষাগুরু!
শঙ্কিত মন মেয়ের এখন সময় কাটে একলা একা
আগের মতো রাজকুমারও স্বপ্নে এসে দেয় না দেখা!!

রাজনীতির হালচাল
সুজন দাশ

রাজনীতিতে আদর্শ আজ নেই বলে আর কিছু,
রাজনীতিকে ব্যবসা ভেবে ছুটছে সবাই পিছু।
জনগণকে মাঠ বানিয়ে দিচ্ছে সবাই ধোঁকা,
আসলে সব ফসলখেকো লাভ অলাভের পোকা।

নেই নীতিবোধ ন্যূনতম নরম কাদার খুঁটি,
নড়েও তারা এদিক-ওদিক চালেও দাবার গুটি।
দেশপ্রেমের নেইও বালাই স্বার্থ পেলেই নাচে,
পেশির জোরে লাফায় ফালায় পরের খেয়ে বাঁচে!

প্রশাসনের নাকের ডগায় বুক ফুলিয়ে ঘোরে,
আঙুল ফুলে হয় কলাগাছ ভাসে টাকার তোড়ে।
মারামারি লুটতরাজে ওরাই থাকে মেতে,
দখল করে রাখে গদি চায় ক্ষমতা পেতে।

দেশদরদি নেতা এখন পাই না কোথাও খুঁজে,
বেশির ভাগই চোর-বদমাশ চুরিই শুধু বোঝে।
গোল্লাতে যাক দেশের মানুষ কেইবা অত দেখে?
ন্যায্য কথায় ত্যাজ্য করে বিপদও দেয় মেখে।

হানাহানি রেষারেষি দেয় তারা রোজ এঁকে!
এমন যদি রাজনীতি হয় দেশ কি কারো টেকে?
থাকে না আর বিচারধারা পক্ষপাতের দোষে,
আইন তুলে নেয় নিজের হাতে হিংসা ক্রোধে ফোঁসে।

সুরমায় ঢেউ
সিরাজ উদ্দিন শিরুল

সুরমার বুকজুড়ে কিন ব্রিজ দাঁড়িয়ে
কত দূর কত লোক যায় পথ মাড়িয়ে।

সুরমায় ঢেউ ওঠে উত্তাল বরষায়
রূপবতী সুরমা থাকে খুব ভরসায়।

ওইপারে লোক থাকে লোকগুলো শান্ত
ভালোবাসা মমতায় মায়াময় টানত।

প্রীতিময় শান্তির ঘরগুলো দক্ষিণ
উত্তরে ভেসে বেড়ায় রঙিন পক্ষিন।

প্রতিদিন লিখে যান শব্দের কারিগর
ওইপারে রাখা আছে ছন্দের বাড়িঘর।

সংগ্রাম সংকট আর জনতার দাবি
দিলওয়ারের হাতে ছিল লড়াইয়ের চাবি।

কিন ব্রিজে সূর্যের ঝলকানি দেখলেন
মুক্তির মিছিলের জয়গান লেখলেন।

সেই থেকে কবি হোন গণ আর মানুষের
দিলওয়ারের জয়রথ ফুল ফোটা ফানুসের।

রাত শেষে ভোর হয় টুংটাং শব্দে
কাল থেকে কালান্তর ইতিহাস অব্দে।

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS, NEW YORK
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জামান রঞ্জু ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয় ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road, Jackson Heights NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B, Tucker, GA 30084 Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09 Road # 17, Block-E, Banani, Dhaka-1213 +88 01711256872
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

নজরুল-কাব্যে প্রেম ও দ্রোহ

এবিএম সালেহ উদ্দীন

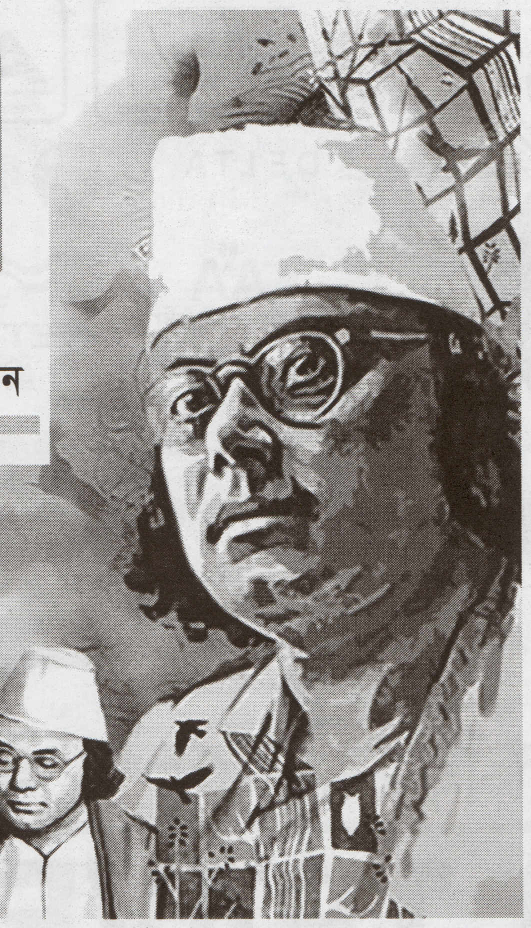

প্রেম, দ্রোহ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সাম্যবাদ ও গণমানুষের মুক্তি আন্দোলন এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের অগ্রনায়ক বিদ্রোহী কবি, গণজাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং স্বাধীনতাসংগ্রামে যিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও শীষঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ়। অন্যদিকে তিনি প্রবল মানবিক সত্তা ও মূল্যবোধের সুকোমল হৃদয়ের অধিকারী প্রেম ও ভালোবাসার কবি এবং তিনি মানবতার কবি।

প্রেমের প্রতিশব্দ বিরহ। বিরহ ছাড়া প্রেম অর্থহীন। বিরহ না থাকলে প্রেমের গুরুত্ব নেই এবং তাতে পূর্ণতা আসে না। তেমনি অন্যায়, জুলুম ও নিপীড়নের বিপরীতে আছে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। কাজী নজরুল ইসলামের সামগ্রিক সত্তায় একাকার হয়ে মিশে আছে প্রেম, দ্রোহ ও প্রতিবাদী চেতনা।

নজরুলের জীবনবোধের সঙ্গে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার গভীর সম্পর্ক নিহিত রয়েছে। যেখানে কুসংস্কার, অন্যায়, অবক্ষয় ও নিপীড়ন, সেখানেই নজরুলের ক্ষিপ্রতর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সোচ্চার। গণমানুষের প্রতি যাঁর নির্মোহ ভালোবাসা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে পর্বতের মতো কঠিন আপসহীন লড়াইয়ের মূর্ত প্রতীক ও আত্মবিশ্বাসে তিনি দুরন্ত-দুর্বার।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার, গায়ক ও অভিনেতা। বৈচিত্র্যময় সুরধ্বনি, রাগ-রাগিনী সৃষ্টির মাধ্যমে নজরুল কালজয়ী সংগীতকে উজ্জীবিত করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের জাগরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জগৎকে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

নজরুলের কাব্য ও সংগীতের মাঝে রয়েছে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রকৃতিপ্রেমের বৈচিত্র্যময় সমাহার। তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রতর সিপাহসালার। যাঁর মধ্যে আছে প্রবল প্রেম ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। একইভাবে নজরুলের ভেতরকার আধ্যাত্মিকতায় তেমনি রয়েছে মানুষের প্রতি তীব্র আবেগ ও বিরহের কাতরতা।

নজরুল-কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেম ও সুফিবাদ বিদ্যমান। নজরুলসংগীতে প্রেম কেবল মানবকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা স্রষ্টার প্রতি একান্ত নিবেদিত। তাঁর গজল ও শ্যামাসংগীতগুলোতে এই আধ্যাত্মিক প্রেমের ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রিয়তমকে পাওয়ার আকুতি সেখানে স্রষ্টাকে পাওয়ার ব্যাকুলতায় পরিণত হয়েছে। মানুষের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর স্রষ্টার প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম। কী অনড় প্রত্যয়বোধ ও রুচি-বৈদগ্ধ্যের নিষিক্ত মায়ার কথনে মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রকাশ।

ব্যক্তিগতভাবে কাজী নজরুল ইসলাম যেমন ছিলেন মানুষের প্রতি সমবেদী, তেমনি মহান সৃষ্টিকর্তার সতত শ্রদ্ধাবনত। পূর্বসূরি বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর আল্লামা ইকবালের প্রতি নজরুলের ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যাঁদের আধ্যাত্মিকতায় ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি গভীর প্রেম ও সুফিবাদ বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ বিনিদ্র তপস্যায় জীবন-সাহিত্যে মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বের চিরন্তনী রূপকে নানান আঙ্গিকে, বিচিত্র বৈভবে রূপ দিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্যের মহাসমুদ্রে মানুষের জীবনের অনন্ত মায়াকে আনন্দ, বেদনা ও বিরহ-বিদ্রূপের তুলিতে সুন্দরতম অবয়বে এঁকেছেন। সেই কথা ভেবে তাঁরই ভাষায় :

'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;..'

খ্যাতিমান সাহিত্য গবেষক ও সাহিত্যের নির্মল চরিত্রের প্রাণপুরুষ আবু সয়ীদ আইউবের মতে, 'যে বিশ্বাসটি সব ধর্মমতে বাস্তবিকই পাওয়া যায়, তা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস।' যেমন আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্যের কোলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েও পরবর্তীতে তাঁর মনন-চেতনায় অন্য রকম ঔজ্জ্বল্যে পরিণত হন। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality) তাঁর চিন্তা ও সাহিত্যকর্মের একটি কেন্দ্রবিন্দু বিষয়। তিনি কেবল একজন কবি বা সাহিত্যিকই ছিলেন না, বরং একজন গভীর আত্মসচেতন ও সমাজবিজ্ঞানী, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক।

'খুদি' বা আত্মসত্তার ধারণায় ইকবালের আধ্যাত্মিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো 'খুদি', অর্থাৎ আত্মচেতনা বা আত্মপরিচয়ের অনুভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, খুদি-চর্চা মানেই আত্মাকে শক্তিশালী করা, যা মানুষকে মহান সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করে। সক্রিয় আধ্যাত্মিকতা (Dynamic Spirituality) পোষণ করে ইকবালের আধ্যাত্মিকতা নিষ্ক্রিয় ধ্যানে সীমাবদ্ধ নেই, বরং কর্মমুখী জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে। তাঁর অবারিত কাব্য-দর্শন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। যেমন তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে :

'তোমার আত্মাকে এত উচ্চে উন্নীত করো,
যাতে তোমার ভাগ্য নির্ধারণের আগে,
–নিজেই তোমার ইচ্ছা জিজ্ঞেস করেন।'

রবীন্দ্রনাথের আত্মচিন্তার মাঝেও স্রষ্টার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্পণ হওয়ার নিখুঁত প্রেরণা বিদ্যমান, যা মানুষকে মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠতম স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। তেমনি নজরুলের কবিতায় মহান সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময়ের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়ার আকুতি আছে। যেখানে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে :

'তুমি হাত পেতেছ সঁপিতে তোমারে আমার মনের মঠে,
হে নাথ, আমার ক্ষুদ্র পাত্র উপচি পড়িছে তায়!'

আবার মস্তিষ্ক অবনত শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তিনি আপন মনে গেয়ে ওঠেন :

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে ॥
শূন্যে মহা আকাশে
মগ্ন লীলা বিলাসে,
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে ॥
তারকা রবি শশী খেলনা তব, হে উদাসী,
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি।
নিত্য তুমি, হে উদার
সুখে দুখে অবিকার,
হাসিছ খেলিছ তুমি আপন মনে ॥'

মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিখ্যাত 'মুনাজাত' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন :

'আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে
বাঁচাও প্রভু উদার।
হে প্রভু! শেখাও–নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর।
যদি শতেক জন্ম পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা–
ক্ষমা নাহি নীচতার ॥
ক্ষুদ্র করো না হে প্রভু আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন সম ঠাঁই পায়
শত্রু-মিত্র-পর।'

তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি কবি ও কলমসৈনিক, যিনি সকল অন্যায়, নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো প্রকার অত্যাচার-নিপীড়ন ও জেল-জুলুমকে ভয় না করে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। বরং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন :

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।'

'লাথি মার ভাঙরে তালা
যত সব বন্দী-শালায়
আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।
এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।'

আর বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী কবিতায় দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় :

"বল বীর–
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর–
বল মহা বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর!"

'মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সুদন; শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
আমি চির-বিদ্রোহী-বীর–
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!'

নজরুলের ভেতরকার প্রেম এতটাই মোহনীয় এবং সৌন্দর্যের আকরে সমৃদ্ধ যে কোনো গোঁজামিল নেই, জড়তা নেই–আছে অদম্য সাহস ও সততার একনিষ্ঠতা। নজরুল সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে কাব্য ও সংগীতের নিখুঁত প্রেম ও দ্রোহের গল্পগুলো মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে গ্রথিত। উদাহরণস্বরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। বিদ্রোহ ও প্রেমের মেলবন্ধনের যোগসূত্রতায় নজরুল-কাব্যে প্রেম, দ্রোহ এবং বিপ্লবের মন্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

তিনি মনে করতেন, যে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে জানে, সেই হৃদয়ের তোলপাড়েই আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এবং রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা জোগায়। উদাহরণস্বরূপ কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি তাঁর যুগপৎ প্রেম ও দ্রোহের স্বরূপকে বিমোহিত করেছেন এবং তাঁর কাব্যধারার সৃষ্টিশীলতায় তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

এক হাতে 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' (প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক) এবং অন্য হাতে 'রণতূর্য' (যুদ্ধের বাদ্যযন্ত্র বা বিদ্রোহের প্রতীক) ধারণের মধ্য দিয়ে মূলত মানবপ্রেমকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে অত্যাচারীর জুলুম, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের এক চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যিনি বলতে পারেন :

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।'

এখানে 'বাঁশরী' হলো প্রেমের প্রতীক আর 'তূর্য' হলো প্রতিবাদ, যুদ্ধ ও সংগ্রামের প্রতীক। এখানে কবি নিজেকে এমন এক সত্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন, যার অন্তরে যেমন অসীম ভালোবাসা ও সুরের মায়া (বাঁশরী) রয়েছে; তথা বাঁশির মতো এটি প্রেম, ভক্তি, আনন্দ ও সুন্দরের প্রতীক। তেমনি প্রয়োজনে তিনি অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে (বাকি অংশ ৪৭-এর পাতায়)

সিলেটে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

ইছমত হানিফা চৌধুরী

'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত'
কিংবা 'কারার ঐ লৌহকপাট'
অথবা প্রেমের আবেশে ভরা–
'আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন'।

এই চিরঅমর শব্দস্রষ্টার কথাই বলছি–বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল অলংকার, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, সংগীতজ্ঞ ও বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ২৪ মে ১৮৯৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো ভারতবর্ষ ছিল এক। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে কবি ছিলেন সোচ্চার, যার জন্য কবিকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে আসার পর তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এর অনেক আগে কবি সিলেট সফর করেন।

বাঙালির মননশীলতার অনেকখানি জায়গাজুড়ে তার বিস্তৃতি আছে। আজীবন সংগ্রামী এই কবির জীবনী যেন এক জিয়নকাঠি। মুহূর্তেই জেগে ওঠে মনপ্রাণ। মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চললেও নজরুল প্রাসঙ্গিক। নজরুলকে অনেক পরিচয়ে পরিচিত করা যায়। তিনি একাধারে কবি, সাংবাদিক, সৈনিক, সুরকার, সাহিত্যিক; রাজনীতিবিদ তো বটেই। অসংখ্য ধর্মীয় গীত রচনা করে নজরুল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন জীবদ্দশায়। নজরুল কেমন ছিলেন সত্যিকার অর্থে, তেমনই কিছু বিষয় নিয়ে নিচে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। তুলে ধরতে চেয়েছি অনেকাংশে কম জানা বা না-জানা বিষয়গুলোকে।

'মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না–
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম
রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

বিদ্রোহের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ধূমকেতুর মতো যার আগমন, তিনি হচ্ছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের কবিতায়, সাংবাদিকতায়, সংগীতের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে নিপীড়িত, বঞ্চিত, খেটে খাওয়া মানুষের কথা। তিনিই প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন।

নানান ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর কবির জীবন। কখনো রুটির দোকানের কর্মচারী, কখনো মসজিদের মুয়াজ্জিন, কখনো সৈনিক আবার কখনো গানের দলে, কখনো পাঠশালায়... জীবনের প্রতিটি বাঁকে তিনি উপলব্ধি করেছেন ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা। খুব কাছ থেকে দেখেছেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা। ইংরেজদের দুঃশাসনে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিদ্রোহী কবির সম্পূর্ণ জীবনই এক বিস্ময়, অনেক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যায়। তবে এ লেখা কবির সিলেট ভ্রমণ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথও সিলেটে এসেছেন। তবে নজরুল বেশি দিন অবস্থান করেছেন।

সিলেট আগমন : আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কর্মজীবনে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে একাধিকবার সিলেটে আগমন করেছিলেন। তাঁর সিলেট ভ্রমণ ও অবস্থান তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবি নজরুলের সিলেট সফরের মূল তথ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

প্রথমবার সিলেট আগমন (১৯২৬) : নজরুল ১৯২৬ সালে প্রথমবার সিলেটে আসেন এবং প্রায় এক মাস শহরে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি শহরের নয়া সড়কে রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাশের বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিলেন।

অসুস্থতা : প্রথম সফরে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের কথা থাকলেও সিলেটে আসার পর তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে কোনো আনুষ্ঠানিকতায় সরাসরি অংশ নিতে পারেননি।

দ্বিতীয়বার সিলেট আগমন (১৯২৮) : ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল দ্বিতীয়বার সিলেটে আসেন। এই সফরটি ছিল অত্যন্ত ঐতিহাসিক।

আসাম প্রাদেশিক স্টুডেন্টস কনফারেন্স : এই সফরে তিনি শহরের রতনমণি লোকনাথ টাউন হলে আয়োজিত আসাম প্রাদেশিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগ দেন।

সাথি ও পরিচিতি : এই সফরে কবি নজরুলের সঙ্গে বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকও সিলেটে এসেছিলেন।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ : সিলেট ভ্রমণের সময় নজরুল গানে, বক্তৃতায় ও আড্ডায় সিলেটের সংস্কৃতিসেবী ও ভক্তদের মুগ্ধ করে রাখতেন। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর এই দুই সফরেই সিলেটে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিলেন এবং স্থানীয়দের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

'Allaahu Akbarul Laahu Akbar, Laa Ilaaha Il Lal Laahu, Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar, Wa Lil Laahil Hamd'

আল্লা-হু আকবারুল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ।

EID MUBARAK

ESTABLISHED IN 2011

WELCOME TO

NEW YORK EIDGAH

(2011-2026)

নিউইয়র্ক ঈদগাহ

PLEASE JOIN US WITH FAMILIES, FRIENDS & CHILDREN
TO CELEBRATE THE ABRAHAMIC TRADITION EID PRAYER
TO BE HELD @ THE NEW YORK EIDGAH

EID AL ADHA-2026

@ THE ONE PLACE OF PRAYERS

AT THE JACKSON HEIGHTS DIVERSITY PLAZA

ON WEDNESDAY, MAY 27

ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO MOONSIGHTING

1st Jamat: 6:00 am, 2nd: 7:00 am,
3rd: 8:00 am, 4th 9:00am, 5th 10:00 am
& the Last Jamat will be held @ 11:00 am

মোট ৬টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। 6 Jamats Will Be Held, InshaAllah!

১ম জামাতঃ ৬:০০টা, ২য় জামাতঃ ৭:০০টা,
৩য় জামাতঃ ৮:০০টা, ৪র্থ জামাতঃ ৯:০০টা, ৫ম জামাতঃ ১০:০০টা,
এবং শেষ জামাতঃ ১১:০০ টায়।

2019-20
HISTORICAL FB LIVE STREAM
FROM MUHAMMADI CENTER DUE TO COVID-19

2021-25
AND SO ON...

আসুন, নিউইয়র্ক ঈদগায় এসে একত্রে আদায় করি মহান ঈদের নামাজ।

জরুরী বার্তাঃ জরুরী বার্তাঃ জরুরী বার্তাঃ

যাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব এবং নানা অজুহাত ও অবহেলা করে কোরবানী আদায় করেননা, তাদেরকে ঈদগাহে আসতে নবীজী নিষেধ করে কোবানীর গুরুত্বকে বুঝিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, নবীজী তাঁর জীবদ্দশায় যে ১০টি ঈদুল আদহা পেয়েছেন, প্রতিটিতে তিনি দুটো করে কোরবানী আদায় করেছেন। একটি তাঁর নিজের জন্য, আর অন্যটি উম্মাতের জন্য। তাই আমরাও নবীজীর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা প্রকাশ করত আমাদের কোরবানী সময় নবীজীর নামে যেনো একটি নামের কোরবানী করে সমাজের/কমিউনিটির যেসব পরিবার কোরবানী আদায়ে অসমর্থ, তাঁদেরকে কোরবানীর গোশত বিলিয়ে দিয়ে সেই সুন্নাতটি আদায় করি। মনে রাখতে হবে, ঈদ উল আদহা কোরবানীর ঈদ, নতুন কাপড় পরে বাড়ি-বাড়ি বাসা-বাসা গিয়ে বেড়াবার ঈদ নয়। তাই, প্রবাসী পরিবারের প্রতিটি কোরবানী প্রবাসে আদায় না করে, তা কেবল দেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের সন্তান ও পরিবারের-পরিজনদের কোরবানীর ঐতিহ্য থেকে মাহরূম রাখা যেমন অন্যায়, ঠিক তেমনি ভাবে ফ্রিজে জায়গা নেই, বাংলাদেশের পাঠিয়ে দিলে গরীবরা খাবে, এসব অজুহাতে প্রবাসে কোরবানী না দেয়াও নেহাত অন্যায় বটে। ইসলামের ঐতিহ্য ও ইকামতে দ্বীনের পালনে যেখানে জীবন-জীবিকা চলে, সেখানেই কোরবানী আদায় করা জরুরী। নিউইয়র্ক ঈদগাহর কোরবানী প্রোগ্রামে যেভাবে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা এখানে আপনার কোরবানী আদায় করে সমাজের/কমিউনিটির কোরবানী আদায়ে অসমর্থ, পরিবারকে কোরবানীর গোশত বিলি করে দিতে পারি। অথবা, আপনার কোরবানীর একটি অংশ আমাদের উক্ত প্রোগ্রামে পাঠিয়ে দিলে আমরা আপনার পক্ষ থেকে তা সে সমস্ত পরিবারকে বণ্টন করে দিতে পারি।

কোরবানীর দিন ও কোরবানীর পরের দিন বিকাল ৩:০০-৬:০০টা পর্যন্ত কোবানীর গোশত গ্রহণ ও একই দিন বিকাল ৭:০০-৮:০০টা পর্যন্ত তা বিলির ব্যবস্থা আছে। স্থানঃ মোহাম্মদী সেন্টার অফিসঃ 37-47 73rd Street, #202, Jackson Hts., NY 11372

SPECIAL ARRANGEMENT FOR WOMEN IS AVAILABLE. PLEASE BE THERE WITH WUDU & JAYNAMAZ

Please Join Our Qurbani Meat Donation & Distribution Program: On The Eid Day & The Next Day, Collection: 3:00pm-6:00pm & Distribution: 7:00pm-8:00pm @ Muhammadi Ctr. Office: 37-47, 73rd., Street (Kabab King Plaza) #202 Jackson Hts., NY 11372/ (718) 496-9377

ARRANGED BY: MUHAMMADI CENTER SPECIAL THANKS TO NYPD-PCT 115

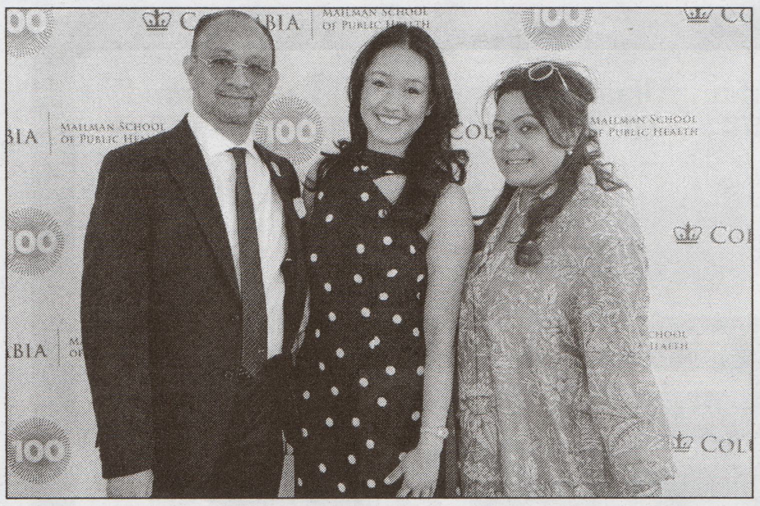

কলাম্বিয়া থেকে জনস্বাস্থ্যে

(শেষের পাতার পর)

মূল্যবোধ দিয়ে নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করছেন, তাদের অন্যতম উজ্জ্বল নাম সাবাহ বারী। সম্প্রতি তিনি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেলথ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। একই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যে অসাধারণ একাডেমিক সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেছেন মর্যাদাপূর্ণ 'ডেল্টা ওমেগা অনারারি সোসাইটি ইন পাবলিক হেলথ' সম্মাননা।

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিতে সাবাহ বারীর এই অর্জন এখন গর্ব ও অনুপ্রেরণার আলোচনায় পরিণত হয়েছে। কমিউনিটির অনেকেই মনে করছেন, নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি তরুণ-তরুণীদের জন্য তিনি একটি ইতিবাচক উদাহরণ, যেখানে কঠোর পরিশ্রম, লক্ষ্যনিষ্ঠা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।

সাবাহ বারী নিউইয়র্কের স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দ্য বারী গ্রুপ-এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যবসায়িক পরিবেশে বেড়ে উঠলেও তিনি মানবসেবা ও জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে নিজের ভবিষ্যৎ পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

শুভানুধ্যায়ীরা বলছেন, তার এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে সমাজ ও কমিউনিটির জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনরা জানান, সাবাহ বারীর অর্জন কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির অর্জন। বিশেষ করে অভিবাসী পরিবারগুলোর সন্তানদের জন্য এটি এক শক্তিশালী বার্তা, সঠিক দিকনির্দেশনা, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং অধ্যবসায় থাকলে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে সাফল্য অর্জন সম্ভব।

এই গৌরবময় মুহূর্তে প্রশংসায় ভাসছেন তার বাবা-মা আসেফ বারী ও মুনমুন হাসিনা বারী। সন্তানের সাফল্যের পেছনে তাদের নিরলস ত্যাগ, অনুপ্রেরণা ও সুশিক্ষার ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন পরিবারের ঘনিষ্ঠজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

অনেকেই বলেছেন, একজন সন্তানের সফলতার পেছনে যেমন ব্যক্তিগত পরিশ্রম থাকে, তেমনি থাকে পরিবারের নীরব সংগ্রাম ও ভালোবাসা। আর সাবাহ বারীর অর্জন সেই সুন্দর সম্পর্কেরই প্রতিফলন।

বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে সাবাহ বারীর জন্য জানানো হয়েছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একই সঙ্গে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, মানবসেবামূলক কাজ এবং বারী পরিবারের উত্তরোত্তর সাফল্য, সম্মান ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশিরা নিউইয়র্ক সিটির

(শেষের পাতার পর)

ভালো ভবিষ্যৎ, নিরাপত্তা ও নতুন সম্ভাবনার খোঁজে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই স্বপ্নের শহরে টিকে থাকার খরচ ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। বাড়িভাড়া, ডে-কেয়ার, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছেন কর্মজীবী ও ইমিগ্র্যান্ট পরিবারগুলো। বিশেষ করে যেসব পরিবারে বাবা-মা দুজনই কাজ করেন, তাদের জন্য শিশুদের দেখাশোনা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা বড় একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে।

এই বাস্তবতার মধ্যেই জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছয় মাস আগে নিউ-ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হন জোহরান মামদানি। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি শিক্ষা, চাইল্ড কেয়ার এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলে আসছেন। 'ফ্রি ২-কে অপর অল' উদ্যোগ ঘোষণার পর এবার থ্রি-কে ও প্রি-কে প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ নিয়ে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার প্রশাসন।

ঠিকানাকে দেওয়া এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে মেয়র জোহরান মামদানি জানান, ২০২৬ সালের ফল সিজনের জন্য নিউইয়র্ক সিটির পরিবারগুলোর কাছে প্রায় এক লাখ থ্রি-কে ও প্রি-কে অফার পাঠানো হচ্ছে।

মেয়র বলেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো পরিবারগুলোকে তাদের বসবাসের এলাকার কাছাকাছি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও চাইল্ড কেয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা। তিনি জানান, আগের বছরগুলোর তুলনায় এবার আরো বেশি পরিবার তাদের পছন্দের স্কুলে সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি যেসব পরিবার তাদের প্রথম পছন্দের স্কুলে সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রেও এমনভাবে সিট বরাদ্দ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে যাতায়াতের দূরত্ব কম হয়।

মামদানি বলেন, 'অনেক পরিবার অভিযোগ করেছিল যে নিজেদের এলাকায় সিট না পেয়ে তাদের দূরের এলাকায় যেতে হচ্ছে। এতে বাবা-মায়ের জন্য সন্তানকে নামিয়ে কাজে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কর্মজীবী পরিবারগুলোর জন্য এটি একটি বড় সমস্যা। তাই আমরা এখন সেই জিপ কোডগুলোতে বিনিয়োগ করছি, যেখানে পর্যাপ্ত চাইল্ড কেয়ার সিট নেই।'

তিনি আরো বলেন, নিউইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে চাইল্ড কেয়ার শুধু শিক্ষা নয়, এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও জড়িত। কারণ অনেক অভিভাবক পর্যাপ্ত চাইল্ড কেয়ার সুবিধা না পাওয়ার কারণে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন অথবা পূর্ণ সময় কাজ করতে পারেন না। প্রশাসনের নতুন পরিকল্পনা এই চাপ কমাতে সহায়তা করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাক্ষাৎকারে ঠিকানার পক্ষ থেকে বাংলা ভাষাভাষীসহ অন্যান্য ইমিগ্র্যান্ট পরিবারগুলোর ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। অনেক পরিবার এখনো জানেন না কীভাবে থ্রি-কে ও প্রি-কে প্রোগ্রামে আবেদন করতে হয়, কোথায় যোগাযোগ করতে হয় কিংবা কোন ডকুমেন্ট প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন অভিবাসী পরিবারগুলো ভাষা ও তথ্যের অভাবে পিছিয়ে পড়ছেন।

এর জবাবে মেয়র মামদানি বলেন, 'বাংলাদেশি নিউইয়র্কাররা এই শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা জানি যে ভাষাগত বাধা অনেক সময় পরিবারগুলোকে সেবার বাইরে রেখে দেয়। এজন্য সুংপযড়ড়ষং.হুপ প্ল্যাটফর্মে আবেদন করার জন্য যেসব ভাষা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা অন্যতম। আমরা শুধু যোগাযোগ নয়, সেবাদানেও বহুভাষিক পদ্ধতি অনুসরণ করছি।'

তিনি আরো জানান, শহর প্রশাসন বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন, স্থানীয় স্কুল এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইমিগ্র্যান্ট পরিবারগুলোর কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে। বাংলা, স্প্যানিশ, আরবি, চাইনিজসহ একাধিক ভাষায় তথ্য ও সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, থ্রি-কে ও প্রি-কে প্রোগ্রামের সম্প্রসারণ শুধু শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা করবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতেও ভূমিকা রাখবে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা পাওয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ একাডেমিক ফলাফল এবং সামাজিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেক অভিভাবকও এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, নিউইয়র্কে সন্তান লালন-পালনের ব্যয় দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, সেখানে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য চাইল্ড কেয়ার অনেক পরিবারের জন্য বড় সহায়তা হতে পারে।

মেয়র জোহরান মামদানির এই নতুন উদ্যোগকে তাই অনেকেই নিউইয়র্কের কর্মজীবী ও ইমিগ্র্যান্ট পরিবারগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় পরিবারগুলোর জন্য এটি স্বস্তির বার্তা হয়ে এসেছে বলে মনে করছেন কমিউনিটি নেতারা।

জমে উঠতে শুরু করেছে ঈদের

(শেষের পাতার পর)

ব্যাপক প্রস্তুতি। বিশেষ করে বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও নিউজার্সির বিভিন্ন এলাকায় ঈদকে সামনে রেখে বেড়েছে কেনাকাটা, পোশাক বাছাই, কোরবানির প্রস্তুতি এবং পারিবারিক আয়োজনের ব্যস্ততা।

ঈদুল আজহা মূলত ত্যাগের শিক্ষা ও কোরবানির মাধ্যমে উদযাপিত হলেও প্রবাস জীবনে এটি এখন একদিকে ধর্মীয় আবহ, অন্যদিকে পারিবারিক পুনর্মিলন ও সামাজিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। ফলে ঈদ উপলক্ষে পোশাক, জুতা, গহনা, কসমেটিকস, শিশুদের খেলনা থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর সামগ্রী পর্যন্ত বিভিন্ন দোকানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা জানান, গত এক সপ্তাহে ক্রেতাদের উপস্থিতি কয়েকগুণ বেড়েছে। বিশেষ করে নারী ও তরুণীদের মধ্যে দেশীয় শাড়ি, থ্রি-পিস, গাউন, লেহেঙ্গা এবং পাকিস্তানি ও ভারতীয় ডিজাইনের পোশাকের চাহিদা বেশি। পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবি, কাবলি, জুতা ও আতরের বিক্রিও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। শিশুরা বেছে নিচ্ছে রঙিন ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও আধুনিক ফিউশন ড্রেস।

অনেক পরিবার এবার অনলাইনেও কেনাকাটায় ঝুঁকছেন। বাংলাদেশ থেকে আনা পোশাক, গয়না ও ঈদ কালেকশন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও লাইভ সেলের মাধ্যমে বিক্রি করছেন উদ্যোক্তারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রবাসে এখন ঈদ মানেই এক ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসব, যেখানে সবাই নিজেদের ঐতিহ্য ও শেকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চান।

অন্যদিকে কোরবানির প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভানিয়া ও কানেকটিকাটের বিভিন্ন খামার ও হালাল মিট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে গরু, খাসি ও ভেড়ার বুকিং নেওয়া শুরু করেছে। অনেকেই আবার বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন মসজিদ ও সংগঠনের মাধ্যমে সম্মিলিত কোরবানির উদ্যোগ নিচ্ছেন।

প্রবাসে কোরবানি ব্যবস্থাপনায় কিছু বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকলেও প্রযুক্তির কারণে এখন পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ হয়েছে। অনলাইনে পশু নির্বাচন, পেমেন্ট, কোরবানি সম্পন্ন হওয়ার ভিডিও এবং বাসায় মাংস পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা থাকায় অনেক পরিবার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

কমিউনিটির নেতারা বলছেন, ঈদুল আজহা শুধু আনন্দের নয়, বরং ত্যাগ, সহমর্মিতা ও ভাগাভাগির শিক্ষা দেয়। তাই অনেক পরিবার এবারও দেশে আত্মীয়স্বজনদের জন্য অর্থ পাঠানোর পাশাপাশি স্থানীয় ফুড প্যান্ট্রি ও অসচ্ছল মানুষের মধ্যেও মাংস বিতরণের পরিকল্পনা করছেন।

এদিকে বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার ঈদের জামাত আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। নিউইয়র্ক সিটির বড় বড় পার্ক ও খোলা মাঠেও ঈদের জামাত আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। ঈদের দিন সকাল থেকেই নতুন পোশাকে সজ্জিত পরিবারগুলো ঈদের নামাজ, কোরবানি ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে উৎসব উদযাপন করবেন।

প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা, অর্থনৈতিক চাপ ও দূরত্বের মাঝেও ঈদুল আজহা বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনির জন্য নিয়ে আসে এক টুকরো দেশ, পরিবার ও শেকড়ের অনুভূতি। তাই প্রতিবছরের মতো এবারও ঈদকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

তফসিল ঘোষণার আগেই

(শেষের পাতার পর)

আলীর নেতৃত্বাধীন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা আবারও 'সেলিম-আলী প্যানেল'-এর ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ফলে বর্তমান নেতৃত্ব ধরে রাখার লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই জোরালোভাবে শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, এখনো কোনো বিকল্প পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিক পরিচিত মুখের নাম আলোচনায় রয়েছে। সভাপতি পদে সবচেয়ে বেশি আলোচিত নামগুলোর মধ্যে রয়েছেন সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু এবং সাবেক সহ-সভাপতি ওয়াসি চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী এবং সন্দ্বীপ সোসাইটি-এর সভাপতি ফিরোজ আহমেদের নাম।

গত নির্বাচনে সেলিম-আলী প্যানেলের কাছে পরাজিত রুহুল-জাহিদ প্যানেল এবার নির্বাচনে অংশ নেবে কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। তবে সংশ্লিষ্ট মহলে এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে।

এদিকে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ। তিনি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। রাব্বী সৈয়দ সোসাইটিতে "পরিবর্তনের নেতৃত্ব" দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে নতুন প্রজন্ম ও সাধারণ সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন গঠনের পর থেকেই শুরু হয়েছে সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বাংলাদেশিরা নির্ধারিত ফি পরিশোধের মাধ্যমে সদস্য হতে এবং ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারবেন।

সদস্যপদ গ্রহণ ও ভোটার নিবন্ধনের জন্য দুই বছরের চাঁদা বাবদ ২০ ডলার পরিশোধ করতে হবে। আগ্রহীরা সরাসরি বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন কিংবা নির্ধারিত অস্থায়ী বুথে গিয়ে এই কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের নেতারা প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের মতে, ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক ও শক্তিশালী নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে, যা আগামী তিন বছর প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আবার ৩০ বছরের জন্য গঙ্গা

(শেষের পাতার পর)

টকশোতে এমন মন্তব্য করেছেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

তিনি আরো বলেন, 'এই চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ (নিশ্চয়তার শর্ত) যুক্ত করতে পারলে তা আরো পজিটিভ হবে। সেই চেষ্টাই আমরা করবো। এটা না হলেও অন্তত চুক্তিটি নবায়ন করা কঠিন কিছু হবে না বলে আমরা আশা করছি।'

১৯ মে মঙ্গলবার এই টকশোতে একক অতিথি হিসেবে ছিলেন পানিসম্পদমন্ত্রী, লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপির যুগ্ম মহ-াসচিব শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। নিউইয়র্ক সময় বেলা ১২টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা) যা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় ঠিকানায় খালেদ মু-হিউদ্দীন ইউটিউব চ্যানেলে। সমসাময়িক নানা বিষয়ে ঠিকানা টিভির প্রধান সম্পাদক খালেদ মু-হিউদ্দীনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন পানিসম্পদমন্ত্রী।

বিএনপি সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম বিষয় ছিল খাল খনন কর্মসূচি। তারা ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। তবে ইশতেহারে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খননের কথাও ছিল। সেখানে এখন কেবল সরকারি টাকা দিয়েই খাল কাটার কাজটি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে খাল খননের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটা ছিল মূলত স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক। এখন এভাবে কাজটি এগিয়ে নেওয়ার বাস্তবতা আর নেই। তবে এই কর্মসূচিতে যাতে কোনো দুর্নীতি না হয়, সে বিষয়টি তদারক করা হচ্ছে, দাবি করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের 'রেজিম চেঞ্জ' করেছে। তারা এখনো ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক। দেশবাসীর হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক কবি ফরহাদ মজহার। তবে এমন কথার সঙ্গে একমত হননি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কঠিন হলেও তা শান্তিপূর্ণ ছিল। সেই নির্বাচনে জিতেই বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে। তাই সরকার গঠন নিয়ে কঠিন কোনো সমীকরণে গেলে হবে না। সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে চলতে চায় এই সরকার। এখন সেটাই হচ্ছে।'

এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার যখন আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তখন তা নিয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি বিএনপি। দলটির একাধিক শীর্ষ নেতা বলেছিলেন, কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করার পক্ষে নন তারা। কিন্তু সেই বিএনপি সরকারে এসে আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা সংসদে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। অবস্থান পরিবর্তনের কারণ আসলে কী? এমন প্রশ্নে শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি দাবি করেন, এটা বিএনপির একক কোনো সিদ্ধান্ত নয়। অতীতের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে জাতীয় সংসদে সর্বদলীয় ঐক্যের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের পরপরই সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে ছিল। জাতীয় নির্বাচনের পর অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নিয়েছে। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের সময়ও কেন সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরছে না, সামনে আসছে এমন প্রশ্ন। এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, 'সেনাবাহিনী খুব বেশি দিন আর এভাবে থাকবে না। সহসাই তারা তাদের মূল কাজে ফিরে যাবে।'

বাংলাদেশি কমিউনিটি আর

(শেষের পাতার পর)

রাজনীতি, ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা, গণমাধ্যম, প্রযুক্তি, পরিবহন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত থেকে শুরু করে সিটি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও আজ বাংলাদেশিদের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকানরা মূলধারার রাজনীতি ও পেশাগত জগতে নিজেদের জায়গা তৈরি করছে।

কিন্তু এই অগ্রযাত্রার মাঝেও একটি বড় বাস্তবতা বারবার সামনে চলে আসছে, কমিউনিটির অভ্যন্তরীণ বিভক্তি। অনৈক্য, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং দলাদলির কারণে সম্ভাবনাময় এই কমিউনিটি বারবার পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন সচেতন প্রবাসীরা।

গত ১৭ মে রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ডে প্যারেড ঘিরে সৃষ্ট বিভক্তি সেই বাস্তবতাকেই আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, ঐতিহ্য ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এই আয়োজনকে দেখার কথা থাকলেও, বিভিন্ন পক্ষের মতপার্থক্য এবং সংগঠনগত দূরত্বের কারণে কমিউনিটিতে নতুন করে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম হয়েছে।

বিশেষ করে, কমিউনিটির সবচেয়ে বড় ও আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি প্যারেডে অংশ না নেওয়ায় অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন। প্রবাসীদের একটি বড় অংশের মত, এ ধরনের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এসব আয়োজন মূলধারার আমেরিকান সমাজে বাংলাদেশি পরিচিতিকে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের সংখ্যা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐক্যবদ্ধ থাকলে তারা সিটি ও স্টেট পর্যায়ে আরও বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সংগঠন যত বাড়ছে, বিভক্তিও তত বাড়ছে।

শুধু বাংলাদেশ সোসাইটি নয়, নিউইয়র্কের অনেক আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠনও এখন বিভক্তির শিকার। একই জেলার নামে একাধিক সংগঠন, একই কমিউনিটির নামে একাধিক কমিটি কিংবা নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে সংগঠন ভেঙে যাওয়ার ঘটনা এখন প্রায় নিয়মিত। অনেক সংগঠনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত আলাদা কমিটি গঠন কিংবা পাল্টা সংগঠন তৈরির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এই বিভেদের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের সংস্কৃতি। 'কে বড় নেতা', 'কার প্রভাব বেশি', 'কার ছবি বড় হবে'-এ ধরনের মানসিকতা থেকে বিরোধ তৈরি হচ্ছে। ফলে একটি সংগঠন বা উদ্যোগকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থই অনেক সময় বড় হয়ে উঠছে।

বিভক্তির এই সংস্কৃতি এখন গণমাধ্যম ও সাং-বাদিক সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে। নিউইয়র্কের মতো একটি শহরে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের একাধিক প্রেসক্লাব ও সংগঠন থাকাকে অনেকে সুস্থ প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখলেও, অনেকেই এটিকে অনৈক্যের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন ব্যবসায়ী নেতা বলেন, 'আমরা সংখ্যায় বাড়ছি, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছি, কিন্তু ঐক্যের জায়গায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। অন্য কমিউনিটিগুলো যেখানে একসঙ্গে লবিং করে নিজেদের অধিকার আদায় করছে, সেখানে আমরা নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত।'

তরুণ বাংলাদেশি-আমেরিকান সাফফান মুজিব বলেন, "আমাদের নতুন প্রজন্ম মূলধারায় যেতে চায়। কিন্তু তারা যখন কমিউনিটির বড়দের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব দেখে, তখন অনেকেই কমিউনিটি কার্যক্রম থেকে দূরে সরে যায়।"

কমিউনিটির ভেতরে আরেকটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হলো কেউ সফল হলে তাকে সহযোগিতা করার বদলে অনেক সময় টেনে নামানোর চেষ্টা করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অপ-প্রচার কিংবা উদ্দেশ্যমূলক বিভাজনমূলক প্রচারণাও দিন দিন বাড়ছে। এতে সাম-গ্রিকভাবে কমিউনিটির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে আশার জায়গাও রয়েছে। সাধারণ প্রবাসীদের বড় একটি অংশ এখন ঐক্যের পক্ষে সোচ্চার হচ্ছেন। তারা মনে করছেন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, ব্যবসায়িক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

কমিউনিটির প্রবীণদের পরামর্শ, মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তা যেন বিভেদে রূপ না নেয়। জাতীয় দিবস, সাংস্কৃতিক আয়োজন, কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যু এবং নতুন প্রজন্মের উন্নয়নের প্রশ্নে সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে।

তাদের মতে, নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি আজ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে পারলে আগামী এক দশকে এই কমিউনিটি যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম প্রভাবশালী অভিবাসী কমিউনিটিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু বিভক্তির রাজনীতি চলতে থাকলে সেই সম্ভাবনার বড় একটি অংশ অপূর্ণই থেকে যাবে।

নিউইয়র্ক বইমেলার উদ্বোধন ২২ মে

(শেষের পাতার পর)

সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য চারদিনব্যাপী এই আয়োজনকে ঘিরে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চার দিনব্যাপী এই বইমেলা দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, গবেষক ও সংস্কৃতিকর্মীরা অংশ নেবেন।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিৎ সাহা ঠিকানাকে জানান, উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক আয়োজন '৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬'-এর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বই ইতোমধ্যে মেলার ভেন্যুতে পৌঁছে গেছে। স্টল নির্মাণ, বই সাজানো, মঞ্চ প্রস্তুতি, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এবারের বইমেলার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিচ্ছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন রওনক জাহান, ফরিদুর রেজা সাগরসহ আরো অনেকে।

বিশ্বজিৎ সাহা আরো জানান, ইতোমধ্যে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন আমন্ত্রিত লেখক, কবি ও গবেষকদের অনেকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাদাত হোসেইন, সুবোধ সরকার, লুৎফর রহমান রিটন, শামীম রেজা ও রুমা মোদকসহ আরও অনেকে।

বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে অনন্যা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথমা প্রকাশন, বিডি নিউজ টোয়েন্টফোর, আহমেদ পাবলিশার্স, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশসহ বাংলাদেশ ও কলকাতার বহু খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থা।

আয়োজকরা কমিটির আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম জানান, নতুন প্রকাশিত বই, গবেষণাগ্রন্থ, প্রবাসভিত্তিক সাহিত্য এবং শিশু-কিশোর বইয়ের বিশাল সংগ্রহ এবার পাঠকদের জন্য আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

বইমেলার সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলবে বই বিক্রি, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, শিশু-কিশোর অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং লেখক-পাঠক আড্ডা। বিশেষ আয়োজন হিসেবে থাকবে বাংলা সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, প্রবাসী সংস্কৃতি ও নতুন প্রজন্মের পাঠাভ্যাস নিয়ে আলোচনা।

১৯৯২ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হওয়া এই বইমেলা আজ উত্তর আমেরিকায় বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

আয়োজকরা বলছেন, 'যত বই তত প্রাণ'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতাকে আরও শক্তিশালী করাই এবারের মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

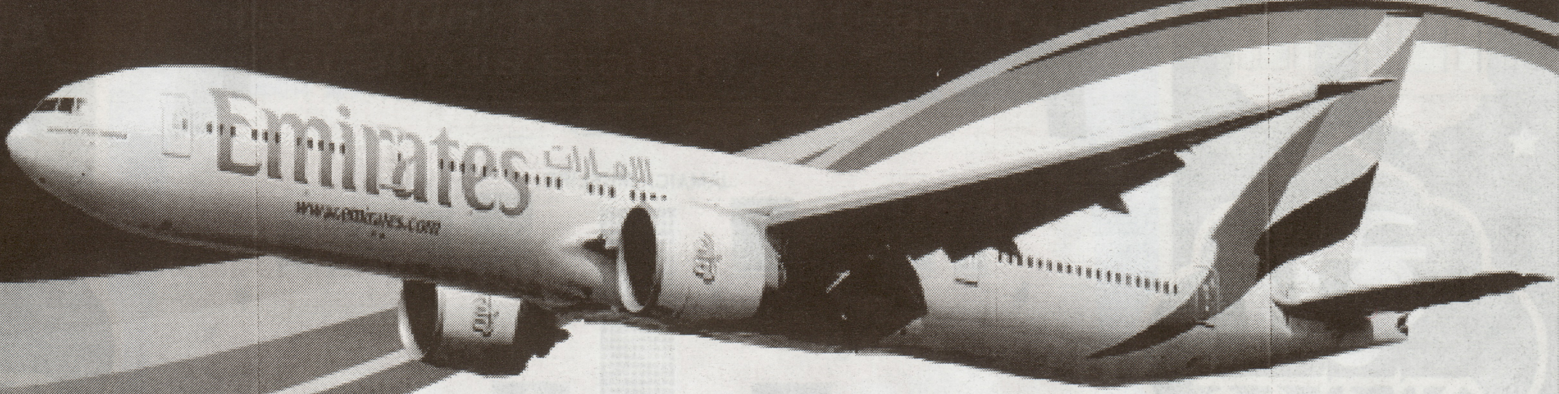

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
- মোয়াল্লেম

আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
718-721-2012

Emirates KUWAIT AIRWAYS SAUDIA QATAR TURKISH AIRLINES

SUMMER SALE
আসন সংখ্যা সীমিত

IATA Approved

নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31sa Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

TC-07/31/2024

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঈদ মোবারক

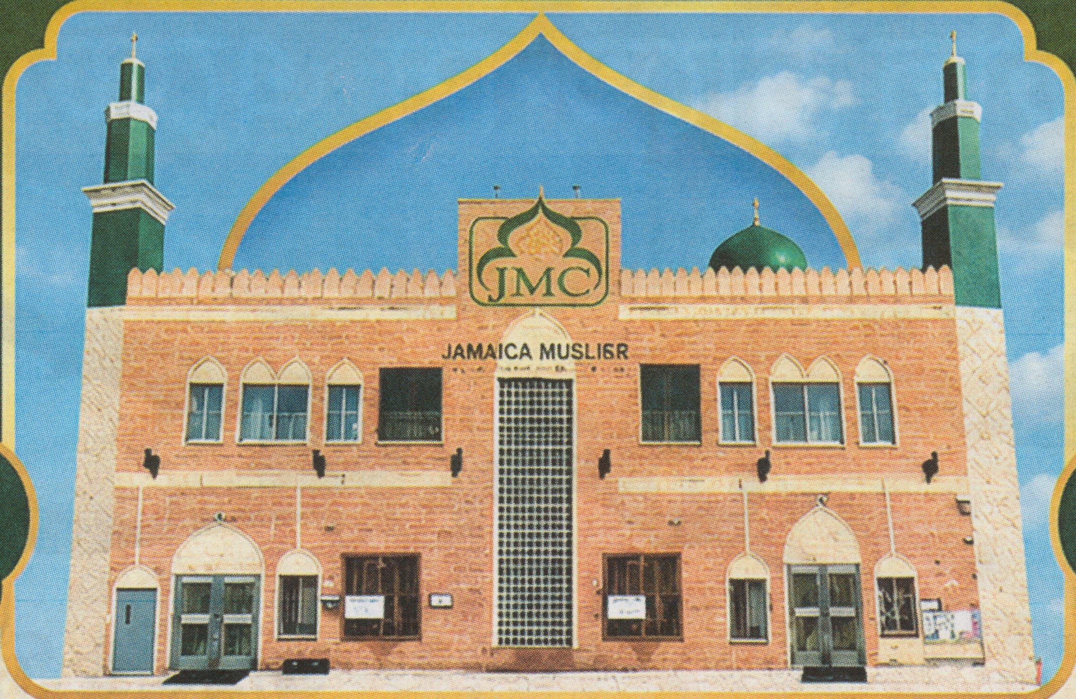

ঈদ মোবারক

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার

খোলা মাঠে

ঈদুল আজহার

বৃহত্তম জামাত

স্থান:

টমাস এডিসন হাইস্কুল মাঠ

১৬৮ স্ট্রিট এবং ৮৪ এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২

Thomas A. Edison High School Field
168 Street & 84 Avenue, Jamaica, NY 11432

তারিখ: ২৭ মে বুধবার, ২০২৬

জামাত : সকাল ৮টায়

আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত

আবহাওয়া খারাপ হলে সকাল ৮, ৯ ও ১০ টায় তিনটি জামাত মসজিদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে

মুসল্লিদের বাসা থেকে ওজু করে এবং সাথে জায়নামাজ নিয়ে আসার অনুরোধ করা হচ্ছে

মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা আছে

JMC

JAMAICA MUSLIM CENTER
85-37, 168TH STREET, JAMAICA, NY 11432
TEL: 718-739-3182 | FAX: 718-739-4768
Web: jamaicamuslimcenter.org

ঢাকা ড্রামার তিন দশক

(৭০-এর পাতার পর)

নাটক মঞ্চস্থ করেনি, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে নিয়ে গেছে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি আর মঞ্চশিল্পের আবেগ। সময়ের দীর্ঘ যাত্রায় ৩০টিরও বেশি নাট্য প্রযোজনা উপহার দিয়ে নিউইয়র্কের বাংলা নাট্যচর্চাকে করেছে আরও সমৃদ্ধ, আরও প্রাণবন্ত।

এই ত্রিশ বছর পূর্তি উৎসবকে ঘিরে গত ১৭ মে রোববার জ্যামাইকার স্টার কাবাবের হলরুমে আয়োজন করা হয় এক আন্তরিক মতবিনিময় সভার। হলরুমে ঢুকতেই যেন মনে হচ্ছিল- কোনো নাটকের মঞ্চে প্রবেশ করেছি, আলো-আঁধারির মায়াবী আবহ, টেবিলজুড়ে ছোট ছোট মোমবাতির আলো, আর চারপাশে সংস্কৃতিমনা মানুষের প্রাণবন্ত উপস্থিতি মিলিয়ে পুরো পরিবেশটিই হয়ে উঠেছিলো এক শিল্পিত আয়োজন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিশ বছর পূর্তি উদযাপন পরিষদের চেয়ারপারসন গার্গী মুখার্জী। তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে উৎসব আয়োজনের মূল পরিকল্পনা ও ভাবনার কথা তুলে ধরেন। এরপর ঢাকা ড্রামার আর্টিস্টিক ডিরেক্টর গোলাম সারওয়ার হারুন এবং ডা. প্রতাপ দাস সংগঠনটির তিন দশকের গৌরবময় ইতিহাস, সংগ্রাম, সাফল্য ও নাট্যচর্চার গল্প শোনান উপস্থিত অতিথিদের। তারা এই উৎসবকে সফল করতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন নাট্য সংগঠন ও সংস্কৃতিকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিলো এর উপস্থাপনা। ঢাকা ড্রামার নাট্যকর্মীরা যেন মঞ্চের সংলাপের মতো করেই একে একে উৎসবের প্রতিটি খুঁটিনাটি তুলে ধরছিলেন। মনে হচ্ছিলো তারা শুধু তথ্য দিচ্ছেন না, বরং সবার সামনে একটি জীবন্ত নাট্যোৎসবের ছবি এঁকে দিচ্ছেন শব্দ আর অনুভূতির মাধ্যমে।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য টিটু গাজীসহ বসুনিয়া সুমন, প্রতিমা সুমি, শিরীন বকুল, ইখতিয়ার তামান্না, রিপন রহমান এবং মুনির হাসান ননী জানান, আগামী ১ আগস্ট শনিবার নিউইয়র্কের জামাইকা পারফরমিং আর্ট সেন্টারে দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য নাট্যোৎসব আয়োজন করতে যাচ্ছে ঢাকা ড্রামা। উৎসবে মঞ্চস্থ হবে ছয়টি নাটক। এতে অংশ নেবে স্বাগতিক দল ঢাকা ড্রামাসহ বিভিন্ন নাট্যসংগঠনড় র‍্যাডিক্যাল এভিলিউশন, ইসিটিএ, বন্ড স্ট্রিট থিয়েটার, অন ডায়ালগ এবং থিয়েটার ইন লাইফ।

নাট্যোৎসবের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের প্রদর্শনী। বাংলাদেশ থেকে আগত অধ্যাপক আব্দুস সেলিম ও ড. বাবুল বিশ্বাস বাংলাদেশের শতাধিক নাটকের পোস্টার এবং প্রবাসের নির্বাচিত নাট্যপোস্টার নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। যেন পোস্টারের দেয়ালজুড়ে ফুটে উঠবে বাংলা নাটকের ইতিহাস, সময় আর স্মৃতির রঙিন অধ্যায়।

সম্ভাব্য অতিথি তালিকায় রয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যতাত্ত্বিক ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রধান রিচার্ড শেকনার, নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা মামুনুর রশীদ, ব্রডওয়ের জনপ্রিয় শো 'দ্য লায়ন কিং'-এর অ্যাকশন ডিরেক্টর রিক সর্ডলে এবং বিশিষ্ট অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ।

সভায় সম্প্রতি প্রয়াত বিশিষ্ট নাট্যজন আতাউর রহমান এর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যপরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় জানান, সুদীপ্ত ভৌমিক রচিত 'শিখন্ডী' নাটক নিয়ে তিনি এই আয়োজনে অংশ নেবেন। নাট্য পরিচালক ও অভিনয়শিল্পী শামসুল আলম বকুলও ঢাকা ড্রামার ত্রিশ বছর পূর্তিতে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানান, তিনি সেলিনা শেলী রচিত 'যমুনা' নাটক নিয়ে উৎসবে অংশ নেবেন।

সভায় আরও বক্তব্য দেন- বিশিষ্ট লেখক আহমেদ মাজহার, নাট্যব্যক্তিত্ব রোকেয়া রফিক বেবী, নাট্যকার রুমা মোদক, সীতেশ ধর, আবির আলমগীর ও শারমিন রেজা ইভা। সবশেষে ঢাকা ড্রামার পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাবর খাদেমী।

ত্রিশ বছরের এই উদযাপন যেন শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী নয়- এ যেন প্রবাসের মাটিতে বাংলা নাটকের প্রতি ভালোবাসা, শেকড়কে আঁকড়ে ধরে রাখার এক আবেগময় প্রতিজ্ঞা। নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা নাটকের আলো পৌঁছে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হয়ে থাকবে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরব যাচ্ছেন রিয়েলটর আসিফ চৌধুরী

ঠিকানা রিপোর্ট: চলতি বছর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে ২৬ মে। হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক থেকে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি লিডার সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। এছাড়া আরও অনেকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

খ্যাতনামা রিয়েলটর আসিফ চৌধুরী পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাচ্ছেন। তিনি বুধবার (২০ মে) মিশর এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে স্ত্রী আফসানা চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন। তারা আগামী ১ জুন পর্যন্ত সৌদি আরবে অবস্থান করবেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসবেন।

পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গেছেন আরও কয়েকজন কমিউনিটি লিডার। তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। মোহাম্মদ আলী ১৭ মে এবং আজমল হোসেন কুনু ১৯ মে নিউইয়র্ক থেকে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

এদিকে হজে যাওয়ার আগে রিয়েলটর আসিফ চৌধুরী সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। তিনি যেন নিরাপদে সৌদি আরবে পৌঁছাতে পারেন, সুন্দরভাবে পবিত্র হজের সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পারেন এবং সুস্থভাবে আবার সবার মাঝে ফিরে আসতে পারেনড়সেজন্য তিনি সবার দোয়া কামনা করেন।

অন্যদিকে সোনালী এক্সচেঞ্জের সাবেক এমডি জহিরুল ইসলামও স্বস্ত্রীক পবিত্র হজ পালনের জন্য সৌদি আরব গেছেন। তিনি ও তার পরিবার হজ পালনকালে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ী এবং কমিউনিটির সবার জন্য দোয়া চেয়েছেন। একই সঙ্গে তারাও যেন সুস্থ ও নিরাপদে হজ পালন শেষে দেশে ফিরতে পারেনড়সেজন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

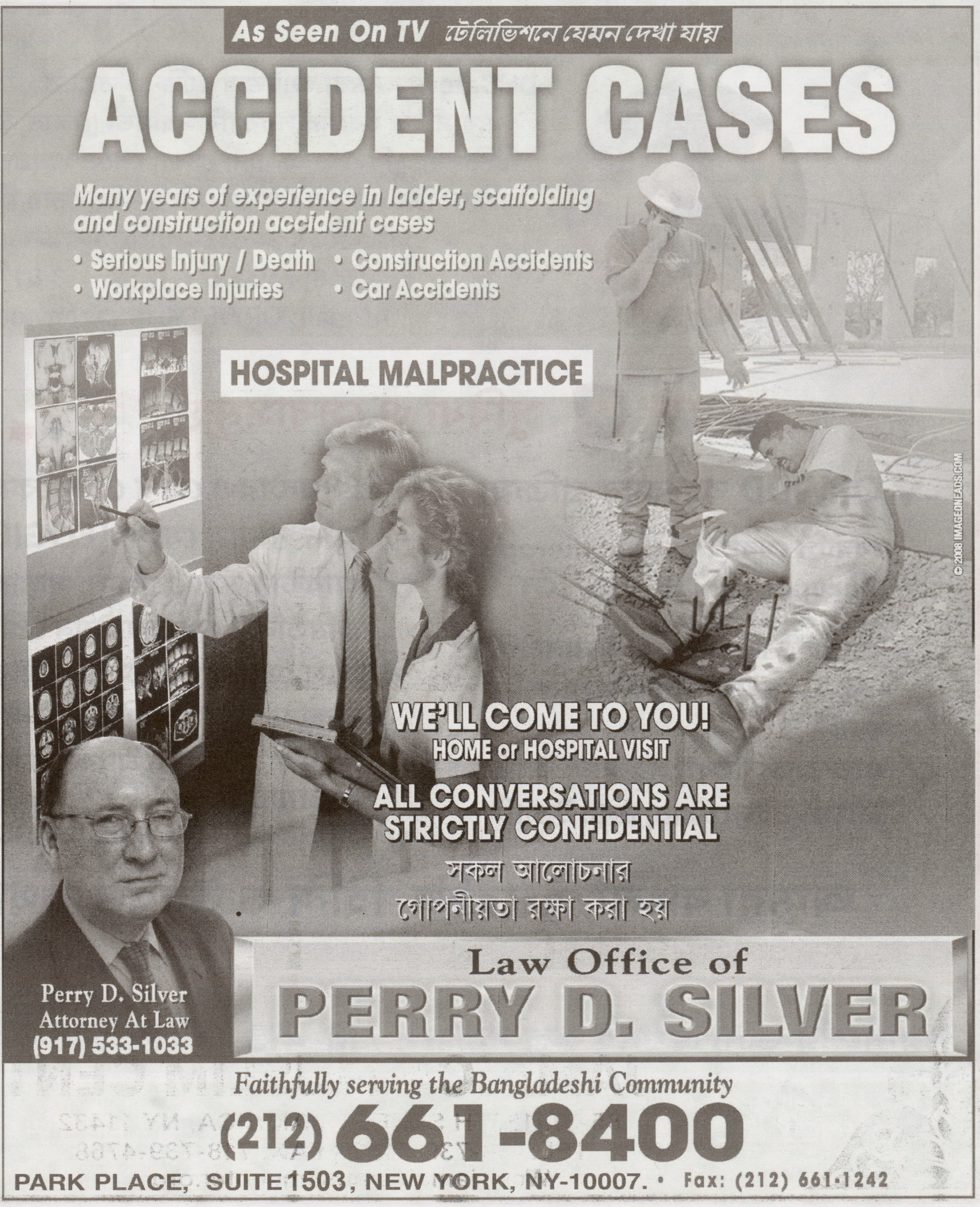

DHCARE

আমরা আপনাদের সেবায় এখন
আলবেনি, ব্রুকলিন, ব্রংকস,
বাফেলো, ফ্লাসিং,
এবং জ্যামাইকায়।

আপনার পরিবারের কারো কি অটিজম আছে?
(OPWDD SERVICE)
অটিজম ব্যক্তিদের জন্য হোম কেয়ার সার্ভিস

DHCare-এ আমরা অটিজম ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে OPWDD-এর সকল ধরনের সরকারি সহায়তা (যেমন আর্থিক অনুদান, চিকিৎসা সুবিধা ও অন্যান্য সেবা) পেতে সহায়তা করি।আমাদের অভিজ্ঞ টিম আপনার পাশে আছে—আপনার প্রিয়জনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। যোগাযোগ করুন এখনই:
(718) 749-6471. (718) 413-0179.
Email: OPWDD@dhcareny.com

সুবিধা ও সেবাসমূহ

- ✓ OPWDD আবেদন প্রক্রিয়া
- ✓ থেরাপি সেবা: Physical therapy (PT), Occupational therapy (OT)
- ✓ অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস (ABA) থেরাপি অটিজম ব্যক্তিদের জন্য
- ✓ যাতায়াত সুবিধা, সরঞ্জাম: অক্সিজেন ট্যাংক, হুইলচেয়ার, ক্রাচ ইত্যাদি
- ✓ ৫০ ঘন্টারও বেশি হোম কেয়ার (যদি পাবার যোগ্য (ELIGIBLE) হোন)
- ✓ আফটার স্কুল প্রোগ্রাম, সামার ক্যাম্প, কমিউনিটি হ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম
- ✓ স্কিল ডেভেলপমেন্ট: সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ, চাকরির জন্য কোচিং, ইত্যাদি
- ✓ সরঞ্জাম: অক্সিজেন ট্যাংক, হুইলচেয়ার, ক্রাচ ইত্যাদি যাতায়াত সুবিধা
- ✓ পোশাকের জন্য খরচ, এবং আরও অনেক সেবা

আমরা বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু তে কথা বলি।

পরামর্শের জন্য এখনই কল করুন।: 718-413-0179, 718-749-6471

172-15 HILLSIDE AVE
JAMAICA, NY 11432

www.dhcareny.com

OPWDD@dhcareny.com

হালাল অথবা ভেজিটেরিয়ান
خلال
HALAL
CERTIFIED
FREE FOOD & NUTRITION SUPPORT
THROUGH MEDICAID
Lifeline Community Wellness LLC.
Lifeline Community Wellness LLC.
পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুয়ায়ী, প্রতিদিনের ৩ বেলা রান্না করা খাবার, সপ্তাহে ২ বার আপনার দরজায় পৌঁছে দেয়া হবে।
শিশু, তরুণ, বয়োজ্যেষ্ঠ যাদের শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে, পাশাপাশি গর্ভবতী নারী কিংবা সদ্য সন্তান জন্মদানকারী মায়েরাও এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
যোগাযোগ:
929-998-2772
Lifeline
Community Wellness LLC.
স্বাস্থ্যকর খাবার,
সুস্থ জীবন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পবিত্র ঈদুল আজহা

HOLY EID-UL-ADHA JAMAAT

Place : 36 Street, Astoria, NY 11106
(Between 36 Ave. & 37 Ave)

ঈদ মোবারক

২৭ মে, ২০২৬
বুধবার
May 27, 2026, Wednesday

খোলা মাঠে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে
৩৬ স্ট্রিট (৩৬ এবং ৩৭ এভিনিউর মাঝখানে)

মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা থাকবে
Special arrangements for ladies

সকাল ৮.০০ টায়
ONE JAMAAT WILL BE HELD IN OPEN FIELD IN FRONT OF MOSQUE AT 8 AM

আবহাওয়া খারাপ থাকলে মসজিদে তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে
সকাল ৭.০০ টা, সকাল ৮.০০ টা এবং সকাল ৯.০০
কেবলমাত্র ৩য় জামাতে মহিলাদের ব্যবস্থা থাকবে ॥

In Case of bad weather three Jamats will be held inside the Mosque
1ST JAMAAT 7.00AM, 2ND JAMAAT 8.00 AM, 3RD JAMAAT 9.00 AM
SISTERS ARRANGEMENTS ONLY 3RD JAMAAT

Please come to the Mosque with Prayer rug
অনুগ্রহপূর্বক জায়নামাজ নিয়ে মসজিদে আসবেন

AL AMIN JAME-E MASJID & ISLAMIC CENTER
Please Contact: 917-915-8023, 917-587-5757, 718-715-9245

TC-04.092025-Cont.

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব ধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
BRONX OFFICE
HILLSIDE AVE. OFFICE
BROOKLYN OFFICE

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সামার সেল! সামার সেল!

Scan Me

এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট

www.mybestfly.com

Emirates · QATAR AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SAUDIA · Biman BANGLADESH AIRLINES

এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন

BOOK ONLINE: mybestfly.com
CALL TO BOOK: 718-406-9745

Global Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

TC-04.01.2026/Cont.

www.nyboimela.org
বইমেলার ৩৫ বছর
যত বই তত প্রাণ
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬
NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOOK FAIR 2026
২২ মে, ২০২৬
বিকেল ৬টা থেকে রাত ১১টা
২৩-২৫ মে, ২০২৬
সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা
স্থান Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
[Take the E Train to Jamaica Center- Persons/Archer Ave station, and exit via 153rd Street & Archer Ave]
শ্রদ্ধাঞ্জলি
জন্মশতবর্ষ
শামসুদ্দীন আবুল কালাম
মহাশ্বেতা দেবী
তপন রায়চৌধুরী
উদ্বোধক
ইমদাদুল হক মিলন
প্রধান অতিথি
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
বিশেষ অতিথি
BOWERY
বব হোলম্যান
সুবোধ সরকার
ফারুক মঈনউদ্দীন
দীপেন ভট্টাচার্য্য
তৌফিক ইমরোজ খালিদী
সাদাত হোসাইন
সম্মানিত অতিথি
অধ্যাপক ড. রওনক জাহান
ফরিদুর রেজা সাগর
আমন্ত্রিত শিল্পী
অদিতি মহসিন
আমন্ত্রিত লেখক
ড. আবদুন নূর ॥ অধ্যাপক মোস্তফা সারওয়ার
গৌতম দত্ত ॥ কৌশিক সেন ॥ অধ্যাপক বিরূপাক্ষ পাল
নজরুল মিন্টো ॥ অধ্যাপক সৌরভ সিকদার ॥ রুমা মোদক
জাফর আহমদ রাশেদ ॥ মোকারম হোসেন
অধ্যাপক শামীম রেজা ॥ রুদ্র শংকর ॥ ফারুক আহমেদ
আশিক মুস্তফা ॥ পারমিতা হিম
আমন্ত্রণে
ড. নজরুল ইসলাম
আহ্বায়ক, ৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারপারসন
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণ
অঙ্কুর প্রকাশনী ॥ অন্বয় প্রকাশ ॥ অভ্র প্রকাশন ॥ অনন্যা ॥ আহমদ পাবলিশিং হাউস ॥ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ॥ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ॥ কথাপ্রকাশ
কাকলী প্রকাশনী ॥ কাশবন প্রকাশন ॥ কবি প্রকাশনী ॥ গ্রন্থকুটির ॥ জলধি ॥ নালন্দা ॥ প্রথমা প্রকাশন ॥ বেঙ্গল বুকস ॥ বাতিঘর ॥ বিদ্যাপ্রকাশ
মাওলা ব্রাদার্স ॥ সময় প্রকাশন ॥ সম্পর্ক পাবলিশার্স ॥ সাহিত্যম ॥ ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন ॥ পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি ॥ মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক
আয়োজক
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
www.nyboimela.org
Email: nyboimela@gmail.com
Muktadhara Foundation
Media Partner CHANNEL i
Principal Patrons
Dr. Ziauddin Ahmed
Dr. Fatema Ahmed
GB GROUP
Asabur Rahman Sabu
Mita Rahman
ফোন
1 (347) 735-0405, 1 (610) 203-9695
1 (347) 235-3837, 1 (646) 255-2397
1 (646) 323-3223, 1 (347) 656-5106
শিশু কিশোরদের জন্য
1 (347) 864-1218

DARUS SALAAM MASJID

Eid Mubarak

EID-UL-ADHA

ঈদ-উল-আযহা

Date: Wednesday, 27 May 2026

Place:

Darus Salaam Masjid
148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435

All Muslim Brothers & Sisters are cordially invited.

Eid Jamaat Time / ঈদ জামাতের সময়সূচি

1st Jamaat : 7:00 AM
2nd Jamaat: 8:00 AM
3rd Jamaat : 9:00 AM
4th Jamaat: 10:00 AM

Special arrangement for the ladies in the 2nd, 3rd & 4th Jamaat.

Info: 718-558-6111, 347-593-1591, 917-428-1519

বয়স্ক ও সীমিত আয়ের

(৭০-এর পাতার পর)

জন্য এককালীন অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি হতে যাচ্ছে। বিলটি উত্থাপন করেন জোসেফ গ্রিফো। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, যারা স্বাস্থ্যগত সমস্যা, পারিবারিক জরুরি পরিস্থিতি কিংবা যোগ্যতা সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণে নির্ধারিত সময়ে আবেদন করতে পারেননি, তারা লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে পুনরায় আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় স্টার (স্কুল ট্যাক্স রিলিফ) কর্মসূচির আওতায় যোগ্য গৃহমালিকরা স্কুল সম্পত্তি করের ওপর ছাড় পান। এর মধ্যে "এনহান্সড স্টার" মূলত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা, যা নির্দিষ্ট আয়সীমার মধ্যে থাকা ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী গৃহমালিকদের অতিরিক্ত কর ছাড় দেয়।

সিনেটর জোসেফ গ্রিফো জানান, তাঁর নির্বাচনী এলাকার বহু বাসিন্দা সময়সীমা মিস করার কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ কর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। অনেকেই অসুস্থতা, পরিবারে জরুরি অবস্থা কিংবা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে বিভ্রান্তির কারণে নির্ধারিত সময়ে কাগজপত্র জমা দিতে পারেননি। সেই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই তিনি বিলটি উত্থাপন করেন।

এদিকে রাজ্য অ্যাসেম্বলিতেও একই ধরনের একটি বিল উত্থাপন করেছেন ম্যারিয়ান্নি বুটেনশন। বর্তমানে সেটি অ্যাসেম্বলির রিয়েল প্রপার্টি ট্যাক্সেশন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, নিউইয়র্কে ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় ও সম্পত্তি করের চাপে প্রবীণ গৃহমালিকদের জন্য এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হতে পারে। বিশেষ করে নির্দিষ্ট আয়ের ওপর নির্ভরশীল সিনিয়র নাগরিকদের জন্য সম্পত্তি করের বোঝা অনেক সময় বড় অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে। ফলে আবেদন সময়সীমা মিস করার কারণে কেউ যাতে সুবিধা হারিয়ে না ফেলেন, সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই আইনপ্রণেতারা উদ্যোগ নিয়েছেন। বিলটি চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত হলে বহু প্রবীণ গৃহমালিক নতুন করে কর ছাড় পাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঠিকানা
এখন আরও পাঠকপ্রিয়। আরও অধিক, কম্যুনিটি, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসায় ধন্য। আমরা অভিভূত, আমরা ঋদ্ধ, কৃতজ্ঞ।

LAW OFFICE OF
MEER M. MIZANUR RAHMAN
৬০ এর অধিক মার্কিন বিচারকের আদালতে মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা
৫০টি শহরে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে আইনী লড়াই করছেন এটর্নি মীর এম এম রহমান

MEER M. M. RAHMAN, ESQ
Juris Doctor
Attorney-at-Law
New York and New Jersey
ইমিগ্রেশন এবং ফ্যামিলি ল'
Call:
917-622-7969
212-732-2220
E-mail: meerlaw@gmail.com
Fax: 212-732-3010
অফিস সময় : সোমবার-শুক্রবার
(সকাল ৯.০০টা থেকে বিকেল ৫.৩০টা)
305 Broadway, Suite 610, New York, NY 10007 (ফেডারেল প্লাজার উল্টোদিকে)

Law Office of Ishrat Sami
Attorney at Law (New York), Bar at Law (London)
আমেরিকান ইমিগ্রেশন- Asylum, CSS/Lulac Appeal, Family Petition, H1-B, Divorce, Real Estate Closing, Personal/ Construction. Injuries, Accidents, Criminal Law, Deportation, Detention, Civil Litigation, Bankruptcy.
বৃটিশ ইমিগ্রেশন- Highly skilled migrant program, Work Permits, Visitor Visa, Student Visa, Domestic Worker Visas, Business & Investment Visas, Working Holiday Visa.
Admitted to Federal Eastern and Southern District Court.
যোগাযোগ
ব্যারিস্টার ইসরাত সামি, এটর্নী এ্যাট ল
45 West, 34 Street, Suite# 705, NY 10001
Tel: 212-962-5555, 646-427-4017
আমরা শনিবারেও খোলা
Fax : 212-962-7177
E-Mail :attysami@gmail.com

আমরা পূর্বাঞ্চল ও বসুন্ধরার প্লট ক্রয়-বিক্রয়েও সহায়তা করে থাকি।
173, N Marginal Road, Jericho, NY 11753 (Saturday-Sunday available)

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্ণী
পরামর্শের জন্য কোন ফি লাগে না

কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর এক্সিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368
The Law Office of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

LAW OFFICES OF ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
Legal Consultant
Licensed New York State
718-545-2600, 917-834-9269
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
যোগাযোগঃ
মজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯
30-05 30th Avenue, Second Floor, Astoria, NY 11102

TC-03.12. 2025-Cont.

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
অথবা ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে ফিরছে ইতিহাদ

(৭০-এর পাতার পর)

রুটে ফ্লাইট চালুর ঘোষণা দিয়েছে ইতিহাদ এয়ারওয়েজ। আগামী জুন থেকে ঢাকা-আবুধাবি হয়ে নিউইয়র্ক রুটে পুনরায় যাত্রী পরিবহন শুরু করবে সংস্থাটি।

গত ১১ মে নিউইয়র্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেয়া হয়। সেখানে ইতিহাদের গ্লোবাল সেলস ম্যানেজার মোহাম্মদ আনোয়ার জানান, প্রাথমিকভাবে অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম চার মাস সপ্তাহে চারটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে।

তিনি বলেন, এই সময়ে যাত্রী চাহিদা সন্তোষজনক থাকলে ঢাকা-আবুধাবি-নিউ-ইয়র্ক রুটের ফ্লাইট স্থায়ীভাবে চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে কোম্পানির সেলস ডিরেক্টর এম বরকত আলী বলেন, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে নিউ-ইয়র্কগামী অন্যান্য এয়ারলাইন্সের তুলনায় ইতিহাদের ভাড়া তুলনামূলক কম। একই সঙ্গে যাত্রীসেবার মানও উন্নত রাখা হয়েছে। তিনি আরো জানান, দীর্ঘ ভ্রমণকে আরামদায়ক করতে বিমানের ভেতরের আসনগুলো নতুনভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা স্বস্তিতে ভ্রমণ করতে পারেন।

ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে ইতিহাদের প্রত্যাবর্তনকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে বসবাসরত বিশাল বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর জন্য এটি ভ্রমণে নতুন বিকল্প তৈরি করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশিরা কি সত্যিই নাগরিকত্ব ছাড়তে পারে

(৭০-এর পাতার পর)

নিতে চান, তাদের মধ্যে এই ভাবনা ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

সম্প্রতি এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন করেছেন–এমন খবর সামনে আসার পর 'নাগরিকত্ব' বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

নাগরিকত্ব ত্যাগ বা দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যবসা, করনীতি, রাজনৈতিক অধিকার, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক চলাচল এবং আইনি সুবিধার মতো নানা বাস্তব কারণ।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব কি ত্যাগ করা যায় : বাংলাদেশ নাগরিকত্ব অধ্যাদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী, একজন বাংলাদেশি নাগরিক নির্দিষ্ট ঘোষণা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব ত্যাগের জন্য আবেদন করতে পারে। সরকার অনুমোদন দিলে সেই ত্যাগ কার্যকর হয়। আবার ধারা ১৭ অনু-যায়ী, সরকার নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী, দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমোদন দেয়। বিশেষ করে, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য এটি প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের সুযোগ রেখেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা সেবা বিভাগ অনলাইনে এই সেবা পরিচালনা করছে।

তবে সব দেশের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদিত নয়। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে জটিলতায় পড়তে পারে।

নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে কী পাওয়া যায় : অভিবাসন বিশেষজ্ঞ তাজরিনা সাজ্জাদ তাঁর গবেষণা মাইগ্রেশন পলিটিক্স-এ বলেন, নাগরিকত্ব ত্যাগের পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। বিদেশে স্থায়ী বসবাস ও ব্যবসার সুবিধা, শক্তিশালী পাসপোর্টের সুবিধা, কর ও সম্পদ সুরক্ষা, রাজনৈতিক বা আইনি ঝুঁকি এড়ানো ও সন্তানের ভবিষ্যৎ।

অনেক ধনী ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস, ব্যাংকিং সুবিধা, কর ছাড় বা বিনিয়োগ সুরক্ষার জন্য অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেন। অনেক দেশে নাগরিক না হলে ব্যবসা পরিচালনা, সম্পদ কেনা বা দীর্ঘমেয়াদি বসবাসে সীমাবদ্ধতা থাকে। বিশ্বের বহু দেশে এক পাসপোর্ট দিয়ে ভিসামুক্ত ভ্রমণ করা সম্ভব। ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বা চলাচলে সুবিধা বাড়ে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা অনেক সময় এমন দেশে নাগরিকত্ব নেন যেখানে করহার কম বা সম্পদ সুরক্ষা বেশি। একে অনেক বিশেষজ্ঞ 'ট্যাক্স প্ল্যানিং' হিসেবেও দেখেন।

অনেকেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মামলা বা অর্থনৈতিক ঝুঁকির কারণেও বিদেশি নাগরিকত্ব নিতে পারেন। যদিও সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই নয়। অনেক পরিবার সন্তানদের উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্থায়ী ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

নাগরিকত্ব ছাড়লে কী হারাতে হয় : নাগরিকত্ব ত্যাগ মানে শুধু একটি পাসপোর্ট ছেড়ে দেয়া নয়। এর ফলে কিছু সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকারও সীমিত হতে পারে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব না থাকলে ভোটাধিকার, নির্বাচনে অংশ নেয়া কিংবা কিছু সরকারি পদে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ হারাতে পারেন কেউ। সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নানা আপিল ও বিতর্কও দেখা গেছে।

আবার কি নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া যায় : বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১-এর ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পুনরায় গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অতীতে এমন বহু উদাহরণও আছে। যেমন: স্বাধীনতার পর জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল। পরে তিনি দেশে ফিরে আবার নাগরিকত্ব ফিরে পান। রাজনৈতিক পালাবদল, আইনি সিদ্ধান্ত বা প্রশাসনিক অনুমোদনের মাধ্যমে অতীতে আরো অনেকে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করেছেন বলে আইনজীবীরা জানান।

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক কেন : বাংলাদেশে দ্বৈত নাগরিকত্ব দীর্ঘদিন ধরেই সংবেদনশীল রাজনৈতিক ইস্যু। বিশেষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি ২০২৬ সালের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় একাধিক প্রার্থীর বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে আপত্তি ওঠে। নির্বাচন কমিশন অনেককে বৈধ ঘোষণা করলেও কয়েকজনের প্রার্থিতা বাতিল করে, পরে আপিলে পুনরায় বৈধ করা হয়।

বিএনপির ও জামায়াতের কয়েকজন প্রার্থী এই দ্বৈত নাগরিকত্বের ছিলেন। যারা পরে নির্বাচনে অংশ নেয়ার অনুমতি পান। কুমিল্লা-১০ আসনের বিএনপি প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভুঁইয়া ও জামায়াত প্রার্থী মো. ইউসুফ সোহেলসহ আরো অনেকে এ তালিকায় ছিলেন।

গবেষক আখন্দ আখতার হোসেনের 'কনটেস্টেড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি অ্যান্ড পলিটিক্যাল ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয় ও নাগরিকত্বের প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত একটি বিষয়।

এস আলমের ঘটনায় নতুন আলোচনা : সম্প্রতি মোহাম্মদ সাই-ফুল আলমের নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন নিয়ে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে বিষয়টি। হাইকোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মেমো স্থগিত করেছেন। এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে, বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা কেন বিদেশি নাগরিকত্ব নিতে আগ্রহী হন? এটি কি শুধু ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ব্যবসার কৌশল, নাকি এর পেছনে আরো বড় অর্থনৈতিক বাস্তবতা রয়েছে?

দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক ব্যবসা বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদ্যোক্তা বহু দেশভিত্তিক পরিচয় তৈরি করতে চান। কারণ এতে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ও চলাচলে সুবিধা পাওয়া যায়।

তবে সমালোচকেরা বলছেন, দেশের সম্পদ ব্যবহার করে গড়ে ওঠা বড় ব্যবসায়ীরা যদি শেষ পর্যন্ত বিদেশি নাগরিকত্বে ঝোঁকেন, তাহলে সেটি দেশের অর্থনীতি ও আস্থার জন্য নেতিবাচক বার্তাও দিতে পারে।

বিশ্বায়নের যুগে নাগরিকত্বে নতুনত্ব : একসময় নাগরিকত্ব ছিল জন্মভূমির সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের প্রতীক। এখন বিশ্বায়নের যুগে সেটি অনেকাংশে অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সুযোগের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশেও প্রবাসী জনগোষ্ঠী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন বেড়েছে। বিদেশে জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্মের অনেকেই আবার বাংলাদেশি পরিচয়ও ধরে রাখতে চান। ফলে নাগরিকত্ব এখন শুধু জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন নয়, এটি ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ, বৈশ্বিক চলাচল এবং অর্থনৈতিক কৌশলেরও অংশ হয়ে উঠছে।

ভিসা বুলেটিন মে ২০২৬

ফ্যামিলি প্রিফারেন্স (পরিবার ভিত্তিক)	এমপ্লয়মেন্ট প্রিফারেন্স (চাকরি ভিত্তিক)
1ST- ০১ মে ২০১৭	1ST-কারেন্ট
2A- ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	2ND-কারেন্ট
2B- ২২ মে ২০১৭	3RD-০১ জুন ২০২৪
3RD-২২ ডিসেম্বর ২০১২	4TH-১৫ জুলাই ২০২২
4TH- ০৮ মার্চ ২০০৮	5TH-কারেন্ট

Law Offce of
KAZMI & REEVES
225 Broadway, 16th Floor, New York, NY 10007
Tel: 212-513-7474
kazmiandreeves@gmail.com
ALL IMMIGRATION MATTERS
Family Cases, Labor Cases, Green cards, visas, Immigration Court, Investment visas.
REAL ESTATE
Contracts and closings, Houses, Co-ops, Condos Commercial property sales, Small business closings.
FAMILY
Divorce, Name change, Birth certificate correction
BANKRUPTCY
Credit card and medical bill discharge, protection of house under mortgage
☐ আইনজীবী ফি আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
☐ এপয়েন্টমেন্ট করে সপ্তাহের সোমবার থেকে শুক্রবার পরামর্শের জন্য আসতে পারেন।
আমাদের ম্যানহাটান অফিস ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে। E, N ও R, 2, 3,4 ও 5 সাবওয়ে স্টেশনের কাছে। E ট্রেনের শেষ স্টপ- ওয়ার্ল্ড সেন্টার N ও R সিটি হল, 2, 3 পার্ক প্লেস ৪ ও ৫ ব্রুকলিন ব্রিজে নামতে হবে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল
(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372
Tc-11.06.2024/cont

ঠিকানা
এখন আরও পাঠকপ্রিয়। আরও অধিক, কম্যুনিটি, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসায় ধন্য। আমরা অভিভূত, আমরা ঋদ্ধ, কৃতজ্ঞ।

SECURITY GUARD TRAINING

Tribune Training Academy - Jackson Heights

40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373

74th St-Broadway/Roosevelt E F M R 7

নতুন অথবা রিনিউ লাইসেন্সের জন্য সিকিউরিটি গার্ড প্রশিক্ষণ আজই ভর্তি হোন!

- New Security License
- Renew License
- FDNY Classes (F-01 | F-02 | F-03/F-04 | F-80 | F-89)

DCJS · ACCREDITED IACET PROVIDER

(718) 790-2664 | www.tribunest.com

এটি একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান — গর্বের সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

40-38 75th Street, Elmhurst , NY 11373

সিকিউরিটি গার্ড ও OSHA ট্রেইনিং ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট ও ২০+ বছরের অভিজ্ঞ সিকিউরিটি এক্সপার্টদের দ্বারা প্রশিক্ষিত

আমরা শুধু আপনাকে লাইসেন্স পেতে সাহায্য করি না — আমরা আপনাকে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত করি। রিয়েল ট্রেইনিং। রিয়েল এক্সপার্টস। রিয়েল রেজাল্টস।

(516) 447-2171

www.tribunest.com

TRIBUNE TRAINING ACADEMY

MD NOMAN
Telecom Engineer
CEO

নিউইয়র্ক : বাপার বৈশাখ উদযাপন।

নিউইয়র্ক : বাপার বৈশাখ উদযাপন।

নিউইয়র্ক : বাপার বৈশাখ উদযাপন।

বাপার বৈশাখ উদযাপন

ঠিকানা রিপোর্ট ● বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) উদ্যোগে নিউইয়র্কের উডসাইডে কুইন্স প্যালেসে আনন্দঘন ও বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ ও মা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সদস্য পরিবার-পরিজনসহ অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জামিল সারোয়ার এবং কো-অর্ডিনেটর সোনিয়া বড়ুয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আয়োজনে পান্তা-ইলিশ, পিঠাসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, যা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে বাঙালিয়ানার আবহ সৃষ্টি করে। নিউইয়র্কের বিভিন্ন বরো থেকে সংগঠনের সদস্যরা পরিবারসহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার বলেন, “আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতেই আমরা এ ধরনের পহেলা বৈশাখের আয়োজন করে থাকি।”

সংগঠনের সভাপতি ক্যাপ্টেন এ. কে.এম. প্রিন্স আলম তার বক্তব্যে উপস্থিত সদস্য ও তাদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানান এবং সফল আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরে তিনি সংগঠনের এক্সিকিউটিভ বোর্ড ও ট্রাস্টিদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে উপস্থিত সকল মাকে নিয়ে মা দিবস উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীত, আবৃত্তি, একক ও দ্বৈত সংগীত, নৃত্য পরিবেশনা এবং গ্রুপ ডান্স পরিবেশন করা হয়। এতে অংশ নেন শিশির রঞ্জন দাস, তফুরা আখতার, মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ তাজুল ইসলাম, মোঃ শামীম, রিশিতা রিধিসহ আরও অনেকে। এছাড়াও বাফা নৃত্য একাডেমির শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণ তিথি, সজীব, হিরা, আরতি ঘোষ, অফিসার মিম ও পাপ্পু। সংগঠনের সদস্যরাও নৃত্য পরিবেশন করেন।

বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ জসিম মিয়া জানান, প্রায় ৩ শতাধিক সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ এ বৈশাখী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে বাপার সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সহ-সভাপতি সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিকী সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে বৈশাখ ১৪৩৩ উদযাপনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউইয়র্ক : এনএসইউ অ্যালামনাইয়ের বৈশাখ উদযাপন।

এনএসইউ অ্যালাম-নাইয়ের বৈশাখ উদযাপন

(৭০-এর পাতার পর)

আইল্যান্ড-এর ওয়ান্টাগ পার্কে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই ও তাদের পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানস্থল পরিণত হয় এক উৎসবমুখর মিলনমেলায়। বৈশাখী শাড়িতে সজ্জিত নারীদের স্নিগ্ধ ও ছন্দময় পদচারণায় উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে রঙিন ও আনন্দময়। গ্রামীণ বাংলার লোকজ হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উপকরণ দিয়ে সাজানো হয় পুরো উৎসবস্থল, যা প্রবাসে এক টুকরো বাংলার আবহ তৈরি করে।

উৎসবে আগত অংশগ্রহণকারীরা পাঞ্জাবি, শাড়ি ও বৈশাখী পোশাকে সজ্জিত হয়ে নববর্ষের আয়োজনকে আরও রঙিন ও উৎসবমুখর করে তোলেন। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, দেশীয় খাবারের আয়োজন এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম। খাবারের আয়োজনে ছিল পান্তা-ইলিশ, নানান ধরনের বাঙালি ভর্তা, পিঠা-পুলি, ফুচকা, চটপটি এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন ও দেশীয় মিষ্টি, যা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সৃষ্টি করে।

অধরা ও মিহিরের সাবলীল উপস্থাপনায় বৈশাখের ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো এ অনুষ্ঠানে ছিল আবৃত্তি, সংগীত, লোকজ পরিবেশনা এবং নান্দনিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের এক মনোমুগ্ধকর সমাহার। মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে ফুটে ওঠে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শেকড়ের আবেগঘন প্রকাশ, যা প্রবাসের পরিবেশেও এক স্বদেশি আবহ তৈরি করে। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা প্রতিটি পরিবেশনা উপভোগ করেন গভীর মনোযোগ ও আবেগের সাথে, যা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে উৎসবের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন নিষাদ, শাওন, পাপীমনা, সজল রায় ও তানভীর শাহীন। শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হন এবং পুরো উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আরও প্রাণচঞ্চল ও আনন্দমুখর। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অ্যালামনাইদের “টিকাটুলি” গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা এবং সালসাবিল আশরাফের কোরিওগ্রাফিতে ফ্ল্যাশ মবের চমৎকার উপস্থাপনা। এই পরিবেশনা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে এবং পুরো আয়োজনে যোগ করে ভিন্নমাত্রার আনন্দ ও উৎসবের আমেজ।

নিউইয়র্কে সম্মাননা পেলেন

(৭০-এর পাতার পর)

কিউ গার্ডেনস সিনেমায় আয়োজন করা হয় চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো। সেখানে বায়োস্কপ ফিল্মসের অন্যতম কর্ণধার নওশাবা রুবনা রশিদ সম্মাননা তুলে দেন ফরিদুর রেজা সাগরের হাতে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রটির নির্মাতা রায়হান রাফী, কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী এবং শহীদুল আলম সাচ্চুসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে বায়োস্কপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ উল্লেখ করেন, তাদের প্রদর্শিত ৫৪টি চলচ্চিত্রের অধিকাংশের সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন ফরিদুর রেজা সাগর। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সম্মাননা গ্রহণ করে ফরিদুর রেজা সাগর তুলে ধরেন, বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে কাজ করছে বায়োস্কপ ফিল্মস। এই উদ্যোগ সহজ নয়, বরং অনেক চ্যালেঞ্জপূর্ণ। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্মাননা পাওয়া তার জন্য গর্বের ও আনন্দের।

তিনি আরো আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে বাংলা চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরবে বায়োস্কপ ফিল্মস।

সাড়ে ৪ লাখ ডলারে থামলো

(৭০-এর পাতার পর)

থিয়েট্রিক্যাল প্রদর্শনী শেষে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজার ৩৭৬ মার্কিন ডলার। এর মাধ্যমে ‘হ-াওয়া’ সিনেমার ৩ লাখ ৫৮ হাজার ডলারের আগের রেকর্ড ভেঙে দেশের বাইরে সবচেয়ে বেশি আয় করা বাংলাদেশি সিনেমার নতুন ইতিহাস গড়েছে ছবিটি।

একই সঙ্গে হলিউড ডমেস্টিক বক্স অফিসে ৪ লাখ ডলার পেরিয়ে ৪ লাখ ৫০ হাজার ডলারের ক্লাবে প্রবেশ করা প্রথম বাংলাদেশি সিনেমাও হয়েছে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন ছবিটির আন্তর্জাতিক পরিবেশক স্বপ্ন স্কেয়ারক্রোর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অলিউল্লাহ সজীব।

কমস্কোরের তথ্য অনুযায়ী, কানাডার ১০টি থিয়েটার থেকে ছবিটি আয় করেছে ২ লাখ ১ হাজার ৩১২ কান-াডিয়ান ডলার। আর যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি থিয়েটার থেকে এসেছে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার।

সবচেয়ে বেশি আয় এসেছে কানাডার টরন্টো থেকে। শহরটির দুটি থিয়েটার থেকে ছবিটি আয় করেছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৪০ ডলার। নিউইয়র্ক সিটির তিনটি থিয়েটার থেকে এসেছে ৬৭ হাজার ৫৬১ ডলার। এছাড়া ডালাস থেকে ২৪ হাজার ৩৬৪ ডলার, ডিসি-ম্যারিল্যান্ড-ভার্জিনিয়া অঞ্চল থেকে ২৩ হাজার ৮৫৬ ডলার এবং ভ্যানকুভার থেকে ১৫ হাজার ৯৩২ ডলার আয় হয়েছে। এ ছাড়া ক্যালগেরি থেকে ১৫ হাজার ৩৮৭ ডলার, হিউস্টন থেকে ১২ হাজার ১৯০ ডলার, অটোয়া থেকে ১১ হাজার ৯২২ ডলার, সান ফ্রানসিস্কো বে এরিয়া থেকে ১১ হাজার ৭২৩ ডলার এবং মন্ট্রিয়াল থেকে ১১ হাজার ২০৫ ডলার আয় করেছে ছবিটি।

বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে টরন্টোর ‘সিনেপ্লেক্স এগলিন্টন টাউন সেন্টার’। একক থিয়েটার হিসেবেই এটি আয় করেছে ৯২ হাজার ৩৩১ ডলার, যা উত্তর আমেরিকায় কোনো বাংলাদেশি ছবির সর্বোচ্চ একক থিয়েটার আয়। এর আগে এ রেকর্ড ছিল ‘প্রিয়তমা’ ছবির দখলে। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে ছবিটি আয় করেছিল ৭৩ হাজার ডলার।

গভর্নরস আইল্যান্ডে ৩ মাসব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী শুরু ২৩ মে

(৭০-এর পাতার পর)

শুরু হচ্ছে বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরাম আয়োজিত সম্মিলিত চিত্র প্রদর্শনী ‘দ্বীপান্তরে রূপান্তর’ (রিভার মিট হারবার)।

বাংলাদেশি ও প্রবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শিল্পী কায়সার কামাল। আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই শিল্পআয়োজন। প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বস্তরের দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত থাকবে।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত শীর্ষস্থানীয় ৪৩ জন শিল্পীর নানা মাধ্যমের শিল্পকর্ম এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। চিত্রকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল শিল্পভাবনা ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাও থাকবে এ আয়োজনে। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পীর রেসিডেন্সি কার্যক্রমের সমন্বয়ও থাকবে প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে।

নিউইয়র্কের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে পরিচিত গভর্নরস আইল্যান্ডের একটি বিশেষ ভবনে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে, যা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে একটি পরিচিত আর্ট গ্যালারি হিসেবেও সুপরিচিত। বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের ধারাবাহিক শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠানটিকে সেখানে বিভিন্ন শিল্প ও সংস্কৃতিভিত্তিক আয়োজন পরিচালনার জন্য লিজ প্রদান করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

আয়োজকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় বাংলাদেশি শিল্পীদের দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনা ও সৃজনশীলতার একটি অনন্য স্বীকৃতি এই প্রদর্শনী। নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার শিল্পরসিক বাঙালিদের জন্য এটি বাংলা সংস্কৃতি ও শিল্পচেতনার এক উজ্জ্বল উপস্থাপনা হয়ে উঠবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী সবাইকে বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক : ইউএসএ ৯৭-৯৯ এর বৈশাখ উদযাপন।

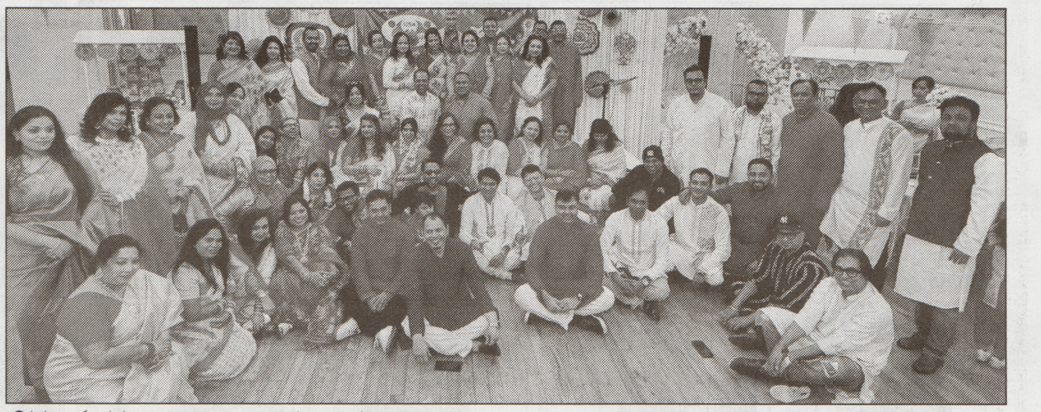
নিউইয়র্ক : ইউএসএ ৯৭-৯৯ এর বৈশাখ উদযাপন।

ইউএসএ ৯৭-৯৯'র বৈশাখ উদযাপন

(৭০-এর পাতার পর)

এসএসসি এবং ১৯৯৯ সালে এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'ইউএসএ ৯৭-৯৯'। গত ৯ মে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে বিপুল সংখ্যক সদস্য পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের এডমিন জামিল সারোয়ারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের অন্যতম এডমিন শামস শাহরিয়ার।

অনুষ্ঠানে পান্তা-ইলিশ, পিঠাসহ নানা ধরনের দেশীয় খাবার পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক আয়োজন, যা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে বাঙালিয়ানার আবহ সৃষ্টি করে। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে সংগঠনের সদস্যরা পরিবারসহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে সংগঠনের অ্যাডমিন জামিল সারোয়ার বলেন, "আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতেই আমরা এ ধরনের পহেলা বৈশাখের আয়োজন করে থাকি।" অপর এডমিন শামস শাহরিয়ার সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ক্যাপ্টেন সৈয়দ সুমন, আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান, অ্যাসেম্বলি সদস্য প্রার্থী ডিস্ট্রিক্ট-৩০ এর লেফটেন্যান্ট (অব.) শামসুল হক, রাইজ আপ নিউইয়র্কের প্রেসিডেন্ট, ফেসবুকভিত্তিক সংগঠন এবিসিএইচ-এর এডমিন তারিকুল ইসলাম মিঠু, বাপার সাবেক সভাপতি সার্জেন্ট এরশাদুর সিদ্দিকী, আশা হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান এশা রহমান, অ্যাসেম্বলি সদস্য প্রার্থী ডিস্ট্রিক্ট-৩২ এর সানি মোল্লা এবং কুইন্স প্যালেসের সিইও মুস্তাকিম।

অনুষ্ঠানে ১০৭ প্রিসিঙ্কটের এক্সিকিউটিভ অফিসার ক্যাপ্টেন সৈয়দ সুমনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য এবিসিএইচ-এর এডমিন তারিকুল ইসলাম মিঠুকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণ তিথি, সজীব, আফতাব জনি ও তানভীর হাসান। এছাড়াও সংগঠনের সদস্যরা নৃত্য পরিবেশন করেন। পরিশেষে এডমিন জামিল সারোয়ার জনি সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে বৈশাখ ১৪৩৩ উদযাপনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শাটার আইনে চাপে

(৭০-এর পাতার পর)

প্রশ্ন, ব্যবসা টিকিয়ে রাখতেই যেখানে হিমশিম খেতে হচ্ছে, সেখানে নতুন গেট বসানোর বাড়তি খরচ আসবে কোথা থেকে?

আইন কার্যকরের সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে গেট তৈরির কাজ। কুইন্সের সিটি গেটস ইউএসএ-তে এখন অর্ডারের চাপ অনেক বেশি। কিন্তু ব্যবসা বাড়লেও ছোট দোকানিদের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ভিনসেন্ট গ্রিকো।

তিনি বলেন, এই নিয়ম তাদের ব্যবসার জন্য লাভজনক হলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি জানান, পুরো গেট বদলানো ছাড়াও পুরনো নিরেট শাটারে ছিদ্র করে নিয়ম মানা সম্ভব। তবে সেই কাজেও খরচ কম নয়।

এদিকে ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে আইন কিছুটা শিথিল করার উদ্যোগ নিয়েছে সিটি কাউন্সিল। ব্রঙ্কসের কাউন্সিল সদস্য আলথেহা স্টিভেন্স নতুন একটি বিল উত্থাপন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, যেসব দোকানে আগে থেকেই পুরনো গেট রয়েছে, সেগুলো আপাতত ছাড় পাবে। তবে নতুন করে গেট লাগাতে হলে অবশ্যই ৭০ শতাংশ স্বচ্ছতার নিয়ম মানতে হবে। আলথিয়া স্টিভেন্স বলেন, অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এখনো জানেনই না যে, এমন আইন কার্যকর হতে যাচ্ছে। সচেতন করার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ জরিমানা করা উচিত হবে না।

এই প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছে মেয়র কার্যালয় এবং নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারবিষয়ক ডেপুটি মেয়র জুলি সু বলেন, সিটির লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের খরচের চাপ কমানো এবং জটিলতা দূর করা।

তিনি জানান, বিলটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আইন কার্যকরের সময় আরো পিছিয়ে দেয়ার বিষয়ও বিবেচনা করা হবে।

অন্যদিকে, গার্মেন্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যালায়েন্স-এর মতো কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই স্বচ্ছ গেটের পক্ষে কথা বলে আসছে। তাদের মতে, নিরেট শাটার নামিয়ে রাখলে রাতের শহর অন্ধকার ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। স্বচ্ছ গেট থাকলে দোকানের ভেতরের আলো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাইরে থেকে দেখা যায়। এতে অপরাধ কমতে পারে। তবে তারাও ব্যবসায়ীদের ওপর হঠাৎ চাপ তৈরি করার পক্ষে নয়। সংগঠনগুলোর দাবি, জরিমানার আগে অন্তত এক বছর বাড়তি সময় দেয়া হোক, যাতে দোকানিরা নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন।

একাই ভূমধ্যসাগর

(৭০-এর পাতার পর)

শক্তিশালী পুরুষরা এই ভয়ঙ্কর পথে চলতে গিয়ে হিমশিম খায়, সেখানে এক বাংলাদেশি তরুণীর অদম্য সাহসিকতা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

গত ৯ মে ভোরে লিবিয়া উপকূল থেকে গ্রিসের উদ্দেশে একটি অভিবাসীবাহী বোট ছেড়ে যায়। সম্প্রতি সেই বোটটি সফলভাবে গ্রিসে পৌঁছেছে। তবে অবাক করা বিষয় হলো– পুরো বোটভর্তি পুরুষদের ভিড়ে একজন মাত্র নারীকে দেখা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ওই তরুণী বাংলাদেশি এবং

তার বাড়ি বরিশাল জেলায়। জীবনের স্বপ্ন পূরণের নেশায় তিনি লিবিয়া হয়ে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন।

একঝাঁক পুরুষের ভিড়ে বোটের মধ্যে ওই তরুণীর ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে নেটদুনিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একদিকে অনেকেই বরিশালের এই মেয়ের অসীম সাহসের প্রশংসা করছেন এবং তার এই স্বপ্নজয়কে বীরত্ব হিসেবে দেখছেন।

অন্যদিকে, একদল মানুষ এই বিপজ্জনক যাত্রার তীব্র সমালোচনা করছেন। কারণ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারান। একজন নারী হয়ে এতগুলো পুরুষের মাঝে এমন অনিরাপদ যাত্রাকে অনেকেই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন।

ছবিতে দেখা যায়, ছোট একটি বোটে গাদাগাদি করে অনেক মানুষ বসে আছেন। মাঝখানে সেই তরুণী হিজাব পরা অবস্থায় অত্যন্ত শান্তভাবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। লিবিয়া থেকে গ্রীসের এই রুটটি বর্তমানে মানবপাচারকারীদের অন্যতম প্রধান পথ। এই সফলতার পেছনে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি আছে হাজারো মানুষের কান্নার ইতিহাস। তবে বরিশালের এই মেয়ের গ্রিসে পৌঁছানোর খবরটি এখন টক অব দ্য টাউন।

সাফল্য সবারই কাম্য, কিন্তু জীবনের চেয়ে দামি কিছু নেই। বরিশালের এই তরুণী হয়তো ভাগ্যগুণে বেঁচে ফিরেছেন এবং তার লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, কিন্তু এই পথটি মোটেও সবার জন্য সুখকর হয় না। বিশেষ করে নারীদের জন্য এই রুটে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।

SECI
Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

› আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নিউইয়র্ক : ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোর মসজিদে বন্দুক হামলার প্রতিবাদে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের আয়োজনে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ক্যালিফোর্নিয়া মসজিদে

(শেষের পাতার পর)

আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা হিংসা ও ঘৃণার বিরুদ্ধে মানবতার এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতির বার্তা দেন। 'শান্তির জন্য ঐক্য, ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ'ড়এই স্লোগানকে সামনে রেখে হিলসাইড অ্যাভিনিউ এলাকায় জোহরের নামাজ শেষে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সামনে রাস্তায় নেমে আসেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। ক্যালিফোর্নিয়ার মসজিদে হামলায় নিহতদের স্মরণ এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান প্রবাসী বাংলাদেশিসহ নিউইয়র্কের মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা। বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগত বিভেদ ভুলে এই সমাবেশ রূপ নেয় মানবতার পক্ষে এক দৃঢ় অঙ্গীকারে।

সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করতে উপস্থিত হন নিউইয়র্কের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি নেতারা। এসময় বক্তব্য দেন গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রতিনিধি, অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশা জেমসের অফিসের প্রতিনিধি, মেয়র জোহরান মামদানির অফিসের প্রতিনিধি, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান জে. রিচার্ডসের প্রতিনিধি, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

বক্তারা বলেন, ভয় দেখিয়ে কোনো সম্প্রদায়কে স্তব্ধ করা যাবে না এবং ঘৃণাজনিত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অবস্থান 'জিরো টলারেন্স'। তারা আরও বলেন, আমেরিকা কোনো একটি ধর্ম বা গোষ্ঠীর জন্য নয়; এখানে সব ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে। দেশে-বিদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। পরে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম শেখ।

এর আগে ১৮ মে সোমবার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে বন্দুকধারীদের গুলিতে তিনজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে সন্দেহভাজন দুই বন্দুকধারীও রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাটি 'বিদ্বেষমূলক অপরাধ' হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, সন্দেহভাজন দুই বন্দুকধারীর একজনের বয়স ১৭ এবং অন্যজনের ১৯ বছর। হামলার পর তারা আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং জনসাধারণের কাছে তথ্য চেয়ে একটি বিশেষ নম্বরও প্রকাশ করেছে। এফবিআই কর্মকর্তা মার্ক রেমিলি জানিয়েছেন, এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো গুলি চালানো হয়নি।

সান ডিয়েগোর ক্লেইরমন্ট এলাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টারটি কাউন্টির অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। সেখানে একটি ইসলামিক স্কুলও রয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার জোহরের নামাজের আগে গুলির এ ঘটনা ঘটে।

সান ডিয়েগোর পুলিশপ্রধান স্কট ওয়াহল বলেন, "যেকোনো সম্প্রদায়ের জন্যই এটি ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনা।"

ইসলামিক সেন্টারের স্কুলে থাকা শিশুরা সবাই নিরাপদ আছে বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য সহায়তা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। নিহতদের একজন ওই সেন্টারের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন।

সোমবার বিকেলে সান ডিয়েগোর মেয়র টড গ্লোরিয়া এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "এখন বিপদ কেটে গেছে। শিশুরা নিরাপদ আছেড় এটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর।"

তিনি আরও বলেন, "সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে প্রাণহানির ঘটনায় স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

স্থানীয় শার্প মেমোরিয়াল হাসপাতালের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আহতদের সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে কতজন চিকিৎসাধীন আছেন, সে সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি।

ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও ইমাম তাহা হাসান বলেন, "আমরা আগে কখনো এমন ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হইনি। এখন আমরা আক্রান্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। কোনো উপাসনালয়কে লক্ষ্যবস্তু বানানো অত্যন্ত ন্যক্কারজনক।"

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর)। সংগঠনটির সান ডিয়েগো শাখার নির্বাহী পরিচালক তাজহিন নিজাম এক বিবৃতিতে বলেন, "প্রার্থনা কিংবা শিশুদের স্কুলে পড়ার সময় কাউকেই যেন নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় থাকতে না হয়।"

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নিউসাম বলেন, "আজকের গুলির ঘটনায় স্বজন হারানো পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘৃণার কোনো স্থান নেই। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা ভীতি প্রদর্শন কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না।"

ইসলামিক সেন্টারে গুলির ঘটনাটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও অবহিত করা হয়েছে। ট্রাম্প এ ঘটনাকে "একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি" বলে মন্তব্য করেছেন।

ঘটনার পর লস অ্যাঞ্জেলসের বিভিন্ন মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার ও উপাসনালয়ে পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে।

নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি একে 'মুসলিম-বিদ্বেষী সহিংসতার স্পষ্ট রূপ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ইসলামোফোবিয়া (ইসলামভীতি) দেশের মুসলিম সম্প্রদায়গুলোকে ঝুঁকিতে ফেলছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিউইয়র্ক পুলিশও সেখানকার মসজিদগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে বলে তিনি জানান।

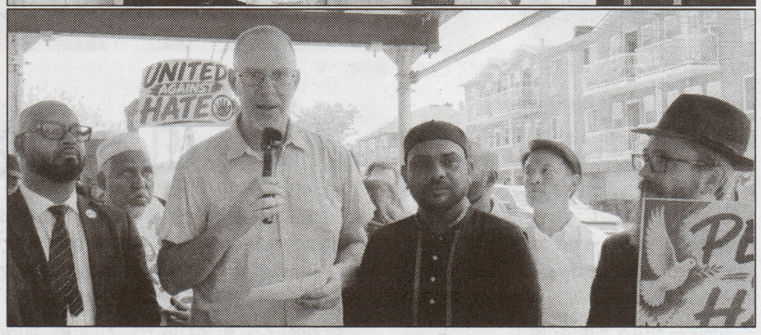

নিউইয়র্ক : ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোর মসজিদে বন্দুক হামলার প্রতিবাদে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের আয়োজনে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শেষ হলো বঙ্গবন্ধু

(৩০-এর পাতার পর)

বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, জয় বাংলা পাঠাগারসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসেরও কয়েকটি স্টল ছিল। তিনদিনের এই আয়োজনে অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন খ্যাতিমান রবীন্দ্রকন্যা শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী জয় শংকর, শিল্পী দীনাত জাহান মুন্নী, বাউল শিল্পী কালা মিয়া, নতুন প্রজন্মের শিল্পী আলভান চৌধুরী প্রমুখ। গান গেয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পীরা– তাজুল ইমাম, বিপ্লব মুখার্জি, রাজীব ভট্টাচার্য, সেলিমা আশরাফ, শাহ মাহবুব, নীলুফার জাহান, অনিন্দিতা চৌধুরী, মেলাল করিম, করিম হাওলাদার, পণ্ডিত কৃশান মহারাজ, মোরশেদ খান অপু, সেজান মাহমুদ, দিনার মনি, মোহাম্মদ শাহীন, তাহমিনা শহীদ, স্বপন দত্ত, ফাহমিদা এনি, সুকন্যা শৈলী, তপন মোদক, শারমিন আক্তার, সাগ্নিক মজুমদার, মুনমুন সাহা, শীতেশ ধর, শুক্লা রায়, প্রতিমা বসু, বসুনিয়া সুমন, পারভীন সুলতানা, সুতপা মণ্ডল, ক্রিস্টিনা রোজারিও প্রমুখ।

তরুণ প্রজন্মের নাহিয়ান ইলিয়াস, জনম সাহা, দানিয়া সৈয়দ দিয়া, গুঞ্জরী সাহাসহ অনেকেই অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানপর্বে।

ছিল বিশিষ্ট আলোকচিত্রী পাভেল রহমানের একক উপস্থাপনা। নৃত্যে এনি ফেরদৌস ছিলেন বিশেষ পরিবেশনা নিয়ে। বিপা, উদীচী, আনন্দধ্বনি, তালতরঙ্গ, মিথান ড্যান্স একাডেমি, কৃষ্টি, বিকেপিএ প্রভৃতি সংগঠন অংশ নিয়েছে তিন দিনের প্রোগ্রামে।

তরুণ প্রজন্মের জন্য ছবি আঁকা, নাচ, গান, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা ছিল শনি ও রোববার।

এবারের তিনদিনের বইমেলায় বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি সেমিনার, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও বই পরিচিতি, প্রকাশকদের মুখোমুখি, স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, নবীন-প্রবীণ যাপনচিত্রের অভিজ্ঞতা, মায়েদের কথা– প্রবাসের প্রতিকূলতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রোগ্রাম ছিল খুবই সুবিন্যস্ত। সবকিছুতেই বইমেলায় মুখ্য ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বিশিষ্ট উপস্থাপক স্বাধীন মজুমদারের নেতৃত্বে তাহরীনা প্রীতি, পিংকি চৌধুরী, বিথী রায় প্রমুখের একটি অভিজ্ঞ সমন্বয়ক ও সঞ্চালক টিম পুরো অনুষ্ঠানমালা প্রক্ষেপণ করেছেন পুরো তিন দিন। শনি ও রোববার নবীন-প্রবীণ অনুষ্ঠানমালা ও মায়েদের অভিজ্ঞতার বড় দুটি আয়োজন উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট শব্দজন মনজুর কাদের। কবিতা পাঠ ও বই নিয়ে প্রোগ্রামটির ব্যবস্থাপনায় ছিল বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব। আবু সাঈদ রতনের সমন্বয়ে এর একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি। বইমেলা উপলক্ষে একটি চমৎকার ম্যাগাজিন 'উত্থান' প্রকাশিত হয়েছে। প্রধান সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ড. নুরুন নবীর তত্ত্বাবধানে ও কবি ফকির ইলিয়াসের সংযোগ-সমন্বয়ে এটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন আসলাম আহমাদ খান।

একটি সম্পাদনা পরিষদ নিরলস কাজ করেছে এই ম্যাগাজিনে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী তাজুল ইমাম। শব্দ সংযোগ ও গ্রাফিক্স বুনন প্রকাশন, বাংলাদেশ। ছাপা– প্রিন্ট মিডিয়া, নিউইয়র্ক।

'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ও নবী-জিনাত ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার' ঘোষণা করা হয় রোববার রাতে। এবারের পুরস্কার পেয়েছেন বিশিষ্ট লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। এই সম্মানীর অর্থমূল্য দুই হাজার ডলার ও একটি ক্রেস্ট। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের পক্ষে এই সম্মানী গ্রহণ করেন একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া। যা লেখকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এবারের পুরস্কারের নির্বাচন কমিটির সাত সদস্যের বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন– বিশিষ্ট লেখক তাজুল মোহাম্মদ (কানাডা), বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ড. আতাউল করিম (যুক্তরাষ্ট্র), বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সালমা বাণী (কানাডা), বিশিষ্ট লেখক ডা. সেজান মাহমুদ (যুক্তরাষ্ট্র) [২০২৫ সালে এই পুরস্কারপ্রাপ্ত], একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবী, সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া (পদাধিকারবলে) এবং কবি ফকির ইলিয়াস। বিশিষ্ট শিল্পী লুৎফুন নাহার লতা ও খ্যাতিমান শব্দজন মিথুন আহমেদ পরিবেশন করেছেন দুটি একক পর্ব।

সব মিলিয়ে, একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশনের তিনদিনের বইমেলার সূচি ছিল বর্ণাঢ্য, যার পুরো সমন্বয় করেছেন উত্তর আমেরিকার বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা ও তাঁর টিম। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা এবং শনি ও রোববার সকাল ১০টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ছিল বইমেলা।

এবারে বইয়ের স্টল নিয়ে ছিল– সময় প্রকাশন, নালন্দা, বাতিঘর, অন্বয়, বিদ্যাপ্রকাশ, কবি প্রকাশনী, কালিক, মুক্তমনা, কবি দিলওয়ার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, আমরা শিশুদের সঙ্গী, জয় বাংলা পাঠাগার, শব্দগুচ্ছ, বই বিনিময়, মহসীন'স বুকসসহ আরও অনেকগুলো বুকস্টল। ছিল আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসের পাঁচটি স্টল।

'রাজনীতির খোলামঞ্চ', 'আমেরিকা-বাংলাদেশ গোপন বাণিজ্য চুক্তি ও খাদ্য সংকট', 'লেখক বঙ্গবন্ধু', 'অভিবাসী সাহিত্যের প্রতিকূলতা', 'লেখক-প্রকাশক মুখোমুখি' ইত্যাদি সেমিনারে অংশ নেন– ড. নুরুন নবী, ড. এ কে এ মোমেন, ড. এ বি এম নাসির, দস্তগীর জাহাঙ্গীর, ড. রানা হাসান মাহমুদ, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপিকা হোসনে আরা, মিনহাজ আহমেদ, স্মৃতি ভদ্র, মিয়া জাকির, শামসুদ্দিন আজাদ, খুরশীদ আনোয়ার বাবলু, মিলটন আহমেদ, ড. এনামুল হক, মইনুল ইসলাম, ময়নুজামান চৌধুরী, ইফজাল চৌধুরী, জাকারিয়া চৌধুরী, আব্দুল কাদের মিয়া, রাফায়েত চৌধুরী, বেলাল বেগ, রেদওয়ানুর জুয়েল, সুব্রত তালুকদার, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, শাখাওয়াত আলী প্রমুখ।

'ইনস্পায়ারিং মোমেন্টস উইথ ক্যারোলিন রাইট' সেমিনারে অংশ নেন এই প্রজন্মের নাহিয়ান ইলিয়াস ও জনম সাহা।

স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি ও গানের আরও কয়েকটি পর্বে অংশ নেন আনোয়ারুল লাভলু, আবু নাসের মানিক, শুক্লা রায়, শ্রেয়া সেন, হাফসা ইমাম, মাহের আব্দুল্লাহ, গীতা রায়, প্রিয়াংকা দাশ, ক্রিস্টিনা রোজারিও, কাওসারী মালেক রোজী, শহীদ উদ্দিন, মিশুক সেলিম, খালেদ সরফুদ্দীন, আনোয়ার সেলিম প্রমুখ।

শনি ও রোববার শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠানের পুরো সমন্বয় করেন পারভীন সুলতানা।

তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় ভ্যানগার্ডের মতো কাজ করেছেন– গোপাল সান্যাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, মিলটন আহমেদ, স্বপ্না ইমাম, সুতপা মণ্ডল, মনিরা আকঞ্জি, শাহরিয়ার সালাম, জয়তূর্য চৌধুরী, ঝর্ণা চৌধুরী, সাজ্জাদ হোসেন সবুজ প্রমুখ।

সাংবাদিক ও কবি ফকির ইলিয়াসের সংযোগ-সমন্বয়ে প্রচারের দায়িত্বে কর্মতৎপর ছিলেন প্রচার সম্পাদক আসলাম আহমাদ খান।

শেষদিন রোববারের শেষ শিল্পী ছিলেন খ্যাতিমান বাউল শিল্পী কালা মিয়া। পদকর্তা রাধারমণ, শাহ আব্দুল করিম ও ফকির ইলিয়াসের গান পরিবেশন করেন তিনি। তাঁর ধামাইল গানের তালে তালে মঞ্চে উঠে তখন নৃত্য করতে থাকেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার একাংশ। রাত তখন ১১টা ছুঁইছুঁই। এই মেলার আহ্বায়ক ড. নুরুন নবী অভিবাসী সমাজ, শিল্পীবৃন্দ, স্পনসর, পৃষ্ঠপোষক, প্রকাশক, স্বেচ্ছাসেবক ও ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। আমন্ত্রণ রাখেন ২০২৭ সালের বঙ্গবন্ধু বইমেলার।

গ্র্যান্ড স্পন্সরদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আগামী বছরগুলোতে আরও বড় পরিসরে 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা' অনুষ্ঠিত হবে।

মেলায় একক লেখক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বই বিক্রি হয়েছে– কবি ফকির ইলিয়াস, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি ও লেখক ইশতিয়াক রুপুর। স্টল হিসেবে সময় প্রকাশন, কালিক ও বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের স্টলে বই বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

বঙ্গবন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধ, একুশের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা বইয়ের প্রতি অভিবাসী প্রজন্মের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। এই বিষয়টি সকলের নজর কেড়েছে

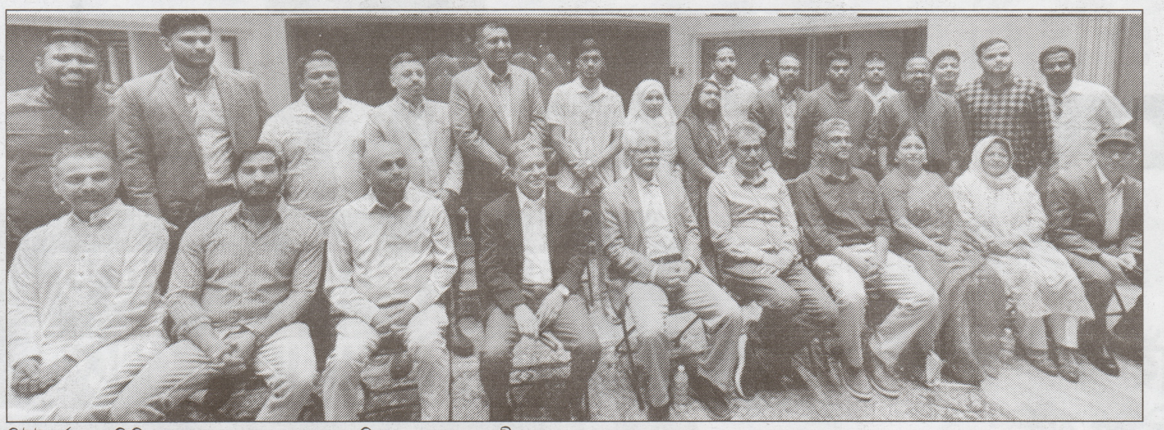

নিউইয়র্ক : এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা।

বঞ্চনা, বৈষম্য ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

(৭০-এর পাতার পর)

ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ আহ্বায়ক কমিটি আয়োজিত এই সেমিনারে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শেখ সাকিব ও তৌকির চৌধুরী। ভিডিও বার্তার মাধ্যমে স্বাগত ও সমাপনী বক্তব্য দেন অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক রিদওয়ান হোসেন অক্ষর। সেমিনারে জুলাই পুনর্জাগরণ ও জুলাই বিপ্লবে নারীদের ভূমিকা নিয়ে নির্মিত দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মির্জা গালিব, সিনিয়র সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট রওশন হক, বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন নিউইয়র্কের উপদেষ্টা সৈয়দ আলী আমিন রাসেল এবং আমেরিকান বাংলাদেশি ইনিশিয়েটিভের আহ্বায়ক প্রফেসর ইমাম চৌধুরী।

এছাড়া ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য দেন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক নাজনীন নাহার সুলতানা, জয়েন্ট মেম্বার সেক্রেটারি ও বিজনেস প্রফেশনাল আজওয়াদ হায়দার, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও পিএইচডি গবেষক মুনা হাফসা এবং কেন্দ্রীয় সদস্য রাসেল আলম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে গণঅভ্যুত্থান শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা নয়; এটি দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, বৈষম্য ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। অন্যায়, অগণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিহীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে। তাদের মতে, গণঅভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা।

আলোচকরা চারপাশের প্রতিষ্ঠিত অথরিটিকে প্রশ্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে জুলাই শহীদ ও আন্দোলনের যোদ্ধাদের চেতনাকে বিকশিত করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা, কমিউনিটি সেন্স জাগ্রত করা এবং আন্দোলনের ন্যারেটিভ বই আকারে সংরক্ষণের আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, জুলাই সনদ ও প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যাপক জনমত গঠন এবং গণআন্দোলন জোরদার করা জরুরি। তারা মন্তব্য করেন, "সংস্কার না হলে বিপ্লবের মাধ্যমেই তা অর্জিত হবে, সংস্কার হবেই।"

এছাড়া জুলাই শহীদদের সঠিক তালিকা প্রণয়নে সরকার ব্যর্থ হলে আন্দোলনের পক্ষের সংগঠনগুলোকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে বলেও মত দেন বক্তারা। প্রতিটি শহীদের জীবনের গল্প সংরক্ষণ, নাটক নির্মাণ এবং জুলাইকে কেন্দ্র করে গান, কবিতা ও সাহিত্যচর্চা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন জিইয়ে রাখার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বেঁচে থাকবে এবং ভবিষ্যতের পরিবর্তনের পথ আরও শক্তিশালী হবে।

গণতন্ত্রীরা ব্যর্থ হলে উগ্র শক্তির প্রভাব আরো বাড়বেগণতন্ত্রীরা

(২ এর পাতার পর)

'আমরাই থাকব', 'ওদের বিলুপ্ত করতে হবে'– এ ধারণা সঠিক মনে হয় না, ইতিহাসের দিকে তাকালেও এটি সঠিক বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। একদিকে ধর্ম যেমন মানুষের মর্মগত বিষয়, অন্যদিকে ধর্ম অবলম্বন করে রাজনীতি চালিয়ে নিতে চাওয়া কিছু না কিছু লোক থেকেই যাবে। এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের প্রকাশ্য কোনো সম্পর্ক নেই ইউরোপে কিংবা আমেরিকায়। ধর্ম হলো গির্জায় আর ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একসঙ্গে, অবিচ্ছেদ্য। বলা হতো যে, ধর্ম যদি ব্যক্তিগত বিষয় হয়, আর রাজনীতি যদি সমাজ-রাষ্ট্র চালায়, তবে তো ইসলাম এবং এই আধুনিক রাজনীতি হবে সাং-ঘর্ষিক। একসময় দ্বন্দ্ব হয়েছেও, কিন্তু ইসলামিস্টরা এটা মেনে নেয় না। তারা মনে করে, রাষ্ট্র ও ধর্ম একসঙ্গে।

এখন আমাদের দেশের রাজনীতিতে ইসলামিস্টদের এ ধারণাটা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে খুব আবেদন সৃষ্টি করে। কারণ তারা মনে করে, রাষ্ট্র যদি ইসলামিক হয়, তাহলে চুরি, ডাকাতি, জেনা, ব্যভিচার এগুলো সব দূর হয়ে যাবে, সমাজ সুন্দর হবে। অথচ ইতিহাস বলে যে, ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র এবং সমাজকে ভালো করা যায় না। মানুষের মধ্যে জাগিয়ে দিতে হয় নৈতিকবোধ। সেই নৈতিকবোধ ধর্ম দিয়ে একরকম জাগ্রত করা যায়, আবার জাগ্রত করা যায় যুক্তি-চিন্তা দিয়েও। আমরা যদি শুধু ধর্ম দিয়ে মানুষকে নীতিবান করতে চাই, তাহলে তা হবে একদেশদর্শী এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, যারা পরধর্মাবলম্বী কিংবা যুক্তি-চিন্তার ধারক, তাদের সহ্য করা হচ্ছে না। সহনশীলতা থাকবে না। আর সহনশীলতা না থাকলে সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকতে পারে না।

বাংলাদেশে এখন ইসলামিস্টদের একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ উঠছে মাথাচাড়া দিয়ে। ভারতে হিন্দুত্ববাদ, ইউরোপে উগ্র ডানপন্থি, যারা মূলত খ্রিস্টান মূল্যবোধের কথা বলে, আর মুসলিম বিশ্বে তো আছেই। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তারা রাজপথে সরব; কারণ, দীর্ঘদিন তারা কথা বলতে পারেনি। তবে তারা মূলধ-ারার শক্তি হতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করবে তাদের কাজের ওপর এবং যারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক দল, যেমন– বিএনপি বা অন্যান্য যারা আছে, তারা জনগণের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, বিকল্প উপস্থাপন করতে পারে তার ওপর। জনগণ যদি দেখে যে, সাধারণ গণতান্ত্রিক দলগুলো ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তারা বিকল্প হিসেবে ইসলামভিত্তিক দলের দিকে আরো বেশি ঝুঁকবে। তবে ইসলামিস্টদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো– তাদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে তাদের চিন্তার সামঞ্জস্যের ঘাটতি।

গত কয়েক দশকের কথা যদি ধরি, তাহলে দেখব যে, এখানে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছিল সবচেয়ে বেশি অগ্রসর। তারা ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সরাসরি বিরোধিতা করেনি। তাছাড়া অন্য যেসব ইসলামভিত্তিক দল, সেগুলোর চিন্তাভাবনা অনেক দুর্বল। তাদের চিন্তারও অগ্রগতি নেই, দলেরও অগ্রগতি নেই। এমন অবস্থাও হতে পারে, জামায়াত শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষমতায় চলে আসতে পারে; কিন্তু ক্ষমতায় এলেও তাদের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে না। কারণ, তাদের যে চিন্তাভাবনা একটা পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর এবং সেটা কৌশলগত, তারা পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া তাদের যে বাঙালিবিরোধী মনোভাব, সেটাও আসলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা। কারণ, যারা আত্মসমালোচনা করে না, তারাই প্রকৃত অপরাধী।

গণতন্ত্রীদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতাই ধর্মীয় শক্তির পুনরুত্থানের মূল কারণ। এখানে গণতন্ত্রীরা মনে করেছেন, ধর্মীয় শক্তি ওদের কিছু করতে পারবে না এবং কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না। আশির দশকে যে গণতন্ত্রীরা এসেছেন, তাদের কথা বলার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ধর্মীয় শক্তি জেগেছে আঘাত পেয়ে। এমনিতে এরা ঘুমন্ত শক্তির মতো ছিল; কিন্তু যখন তাদের কথা বলা হয়েছে আক্রমণ করে, তখনই তারা নড়াচড়া করে উঠেছে। শেখ মুজিবের মতো নেতা এরকম কথাবার্তা বলতেন না। ভাসানীও ওইরকম কথাবার্তা বলেননি, কিন্তু আশির পরের গণতন্ত্রীরা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ। হাসিনা, খালেদার আমলে তাদের দলের যারা নেতাকর্মী ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কথা বলেছেন ধর্মের বিরুদ্ধে। সেগুলো খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা তেমন একটা চেষ্টা করেননি থামিয়ে রাখার। 'ওরা বলছে বলুক না'– এরকম মনোভাব ছিল হাসিনার। আর ভোটের সময় এলে আবার ওদের সঙ্গে কিছু নেগোসিয়েশনের লাইন নিয়েছে। গণতন্ত্রীদের দ্বারা ইসলামিস্টরা যেভাবে নেগলেক্টেড হয়েছে, তার সব রাগ গিয়ে পড়েছে বামদের ওপর। কারণ, কমিউনিস্টরা যুক্তি দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজ-নীতির বিরোধিতা করেছে। এ জন্য তারা মূলত কমিউনিস্টদেরই টার্গেট করেছে প্রধান শত্রু হিসেবে।

অবশ্য মোটাদাগে ধর্মীয় শক্তিগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে না। বাঙালি শব্দটাই চায় না তারা মানতে। জাতীয়তাবাদ বলতে তারা স্বীকার করে মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ইসলামি জাতী-য়তাবাদকে। এর বাইরে অন্য কোনো জাতীয়তাবাদ তারা স্বীকার করে না। মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদ বললে তারা বিরোধিতা করে না; কিন্তু বাঙালি জাতী-য়তাবাদ বললেই তারা বিরোধিতা করে। তবে পরিস্থিতির চাপে বাংলাদেশি জাতী-য়তাবাদকে তারা স্বীকার করে মুখে মুখে। একাত্তরে আমাদের মূল ভিত্তি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা এবং বাঙালি জাতী-য়তাবাদ। এখন যারা এ ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, বা এগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোনো পরিচয় আনতে চাইছে সামনে, তারা আসলে তৈরি করছে একধরনের শূন্যতা। ২০২৪-এর অভ্যুত্থানের পর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় দলগুলো একটা জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছে তাদের কর্মী বাহিনী দিয়ে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অনেক বেশি সচেতন। তারা হয়তো সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তারা নিজেদের পরিচয় এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে আপস করবে না এবং করেওনি। বাংলাদেশের মানুষের যে সাংস্কৃতিক মূল ভিত্তি, তা কিন্তু অনেক শক্তিশালী। হাজার বছরের সেই ভিত্তিটা উপড়ে ফেলা এত সহজ নয়। সাম-য়িকভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধর্মকে উপেক্ষা করে কথাবার্তা বলার বাস্তবতা এখন নেই। তাতে সমর্থন পাওয়া যাবে না। ধর্মের প্রতি কোনোভাবেই অশ্রদ্ধা না করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে হবে গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের। একটা জিনিস পরিষ্কার, আমরা চাই বা না চাই, ধর্মীয় শক্তি এই পৃথিবীতে এবং আমাদের বাংলাদেশেও থাকবে। তবে তারা কতটুকু প্রভাবশালী হবে, তা নির্ভর করবে যারা প্রগতিশীল বা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করেন, তাদের সফলতার ওপর। এখন যে বিশৃঙ্খলাটা দেখা যাচ্ছে, এটা অনেকটা দীর্ঘদিনের চাপা পড়া ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ইতিহাস বলে, মানুষকে শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিবাদী এবং মানবিক ব্যবস্থার দিকেই ফিরে আসতে হয়।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ।

Bangladeshi American Law Enforcement Foundation

আমেরিকাতে আমাদের বাচ্চারা অনেক জাতির কালচার এবং ধর্মের বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

কোনও বাচ্চার লালনপালনের এবং ডিসিপ্লিন প্রথম ১২ বছর নির্ধারণ করবে তার আগামী ৪৬ বছরের জীবন।

ডিসিপ্লিন মানে আপনার বাচ্চাদের মারধর বা চিৎকার করা নয়। মারধর, চিৎকার এবং গালাগালি করে বাচ্চাদের উপর কাজ হয় না।

ডিসিপ্লিন মানে হচ্ছে নিয়ম নির্ধারন এবং বাচ্চাদেরকে সেখানো তিন বছর বয়স থেকে কিভাবে বাড়িতে এবং বাহিরে ব্যবহার করতে, আপনার পছন্দের ব্যবহার তাদেরকে বোঝান, বাচ্চাদেরকে না বোঝালে তাদের কাছে আশা করবেন না কিছু জানার।

যদি তারা নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে তাদেরকে বোঝান তারা কী কী ভূল করছে এবং কিছু সময়ের জন্য তাদের টিভি দেখা ভিডিও গেম খেলা এবং আইপ্যাড ব্যবহার করা থামিয়ে দিন।

যদি আপনি চান আপনার বাচ্চারা আপনার কালচার এবং ধর্মের মূল্য দিতে, তাহলে প্রথম ১২ বছরে তাদের আপনার কালচার এবং ধর্ম সম্পর্কে শিখিয়ে দিন।
আমেরিকাতে সাফল্যেও এক উপায় হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে। আপনার বাচ্চাদেও ৩ বছর বয়স থেকে শুরু করে লাইব্রেরীতে নিয়ে যান। লাইব্রেরীর সার্ভিস দেওয়া হয় বিনামূল্যে।

বাংলাদেশী ছেলে মেয়েরা ড্রাগ এবং এ্যালকোহল ব্যবহার করছে। যদি আপনি চান আপনার বাচ্চারা ড্রাগ এবং এ্যালকোহল না গ্রহণ করে, তাহলে তাদেরকে ১০ বছর থেকে বলুন ড্রাগ এবং এ্যালকোহল তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

আপনার বাচ্চার জীবনের প্রথম ১২ বছর বয়সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আপনি তাদের সাথে প্রতিদিও কথা বলুন, তাদেরকে বোঝান এবং শেখান কি করা উচিত এবং কি করা না উচিত জীবনের পরবর্তী ৪৬ বছরে।
আপনার বাচ্চারা যদি আপনার কথা শুনছে না বা স্কুলে যাচ্ছেনা তাহলে **Family Assessment Program** আপনাকে আপনার বাচ্চাদেও সঠিক পথে আনতে সাহায্য করতে পারে। আপনার ইমিগ্রেশন স্টেটাস চেক করবে না।

২১২-৩৪১-০০১২

@BALAFYI

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে :

1 8 Hours Pre-Assignment Class (for New License)
2 8 Hours Annual Class (Every Year)
3 16 Hours OJT Class (for New License)

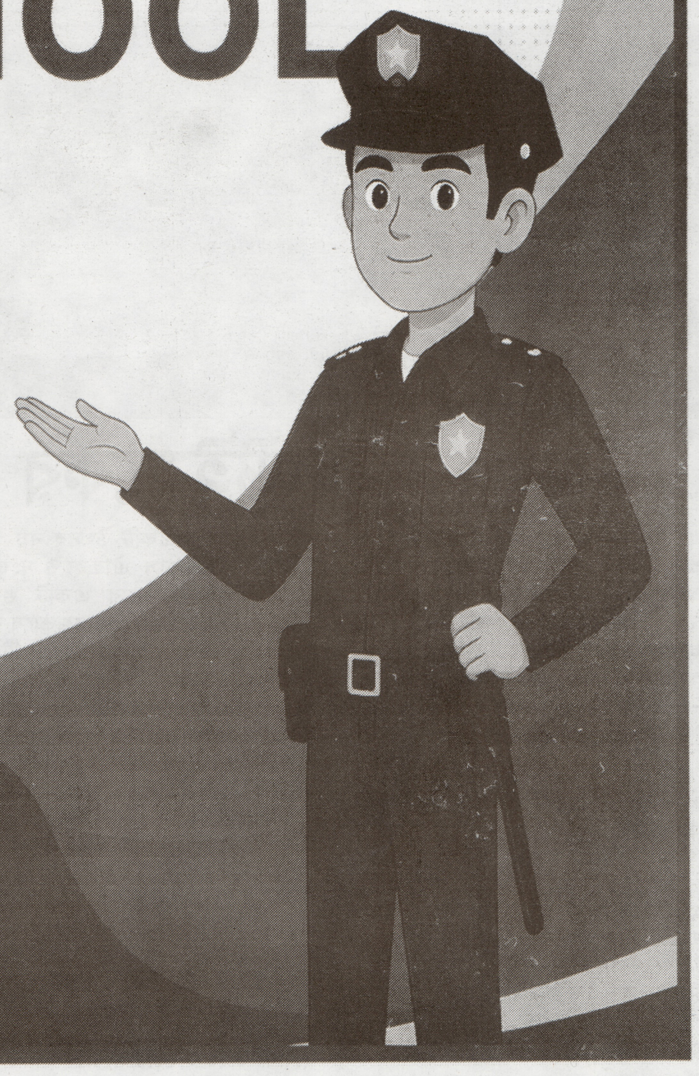

05.06.2026-Cont-H

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

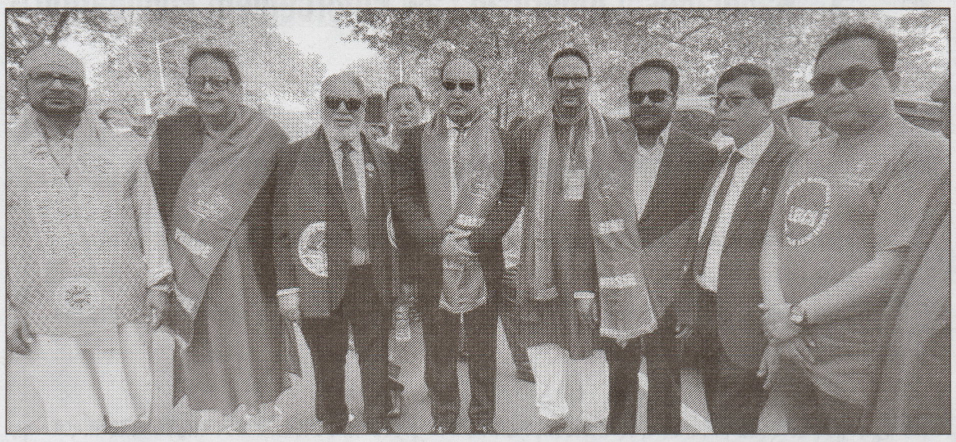

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(৪৪-এর পাতার পর)

আশা করেছিলেন আরো বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ হবে। তবে উপস্থিতি উল্লেখ করার মত ছিল। বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি অনেক ব্যক্তিরাও আলাদা আলাদা অংশ নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বলেন, বাংলাদেশ ডে প্যারেড শুধু একটি উৎসব নয়- এটি প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং এই ধরণের একটি মহতী আয়োজন এর জন্য তারা আয়োজক ও বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে উপস্থিত অতিথিরা বাংলাদেশ ডে প্যারেড সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে আগামীতে আরো বড় পরিসরে প্যারেড আয়োজন করার কথা উল্লেখ করেন। সবাই এই লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আয়োজকরা জানান, এবারের প্যারেডে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশি ঐতিহ্যের নানা দিক তুলে ধরা হয়। যা নিউ ইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশের পরিচিতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

ইবোলা ভাইরাস কী

(৭০-এর পাতার পর)

বা 'ইবোলা হেমোরেজিক ফিভার' নামক প্রাণঘাতী রোগের সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যেই এই ভাইরাসকে গ্লোবাল হেলথ ইমার্জেন্সি বলে ঘোষণা করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো এবং উগান্ডার ইবোলা সংক্রমণ বৃদ্ধিকে পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি অব ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। ফলে দিন দিন আরও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মারণঘাতী ভাইরাস।

প্রাথমিকভাবে, মানুষ থেকে মানুষে বা সংক্রমিত বন্যপ্রাণী থেকে মানুষে শরীর নির্গত তরলের মাধ্যমে ছড়ানো এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার অনেক বেশি।

ইবোলা ভাইরাস কী : এটি একটি জুনোটিক ভাইরাস। যা মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে প্রাকৃতিকভাবে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগ সৃষ্টি করে। তারপর মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে যেতে পারে। আর এই ভাইরাসের মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ শতাংশ। ইবোলা ভাইরাসের বিরল ও অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি প্রজাতি হচ্ছে বুন্দিবুগ্য ভাইরাস। এটি তীব্র ভাইরাল হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টি করে, যা মানুষের জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে।

ইবোলা ভাইরাস ছড়ায় কীভাবে : এটি এমন একটি জুনোটিক ভাইরাস, অর্থাৎ কোনো প্রাণীর শরীর থেকেই এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে। বাদুড়, বিশেষত ফল বাদুড়কে এই ভাইরাসের বাহক হিসেবে মনে করা হয়। এছাড়া, শিম্পাঞ্জি, গোরিলা, বাঁদর বা ওই জাতীয় কোনো প্রাণীর রক্ত বা শরীরের অন্য কোনো তরল থেকেও এই ভাইরাস জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তারপর মানুষ থেকে মানুষে এটি ছড়াতে পারে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, লালা, ঘাম, বমি, মল, মূত্র, বুকের দুধ বা বীর্যের সরাসরি সংস্পর্শে এলে এবং তা সুস্থ ব্যক্তির ত্বকের কাটা অংশ বা চোখের/মুখের শ্লেষ্মা মাধ্যমে ভেতরে প্রবেশ করলে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এছাড়া, আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়, বিছান-াপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম বা সুঁইয়ের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়াতে পারে।

ইবোলা ভাইরাসের উপসর্গ কী : এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার মোটামুটি তিন সপ্তাহ চুপচাপ বংশবৃদ্ধি করতে পারে। গড়ে ২১ দিনের মাথায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাইরাসের এই পর্যায়কে বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এক্ষেত্রে প্রামথিকভাবে জ্বর, ক্লান্তি, পেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা ও গলা ব্যথা শুরু হয়। তারপর বমি, ডায়ারিয়া, পেট ব্যথা, কিডনির সমস্যা ও লিভারের সমস্যা দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর শরীরে ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল ব্লিডিংও শুরু হয়ে যায়। এসময় বমি এবং মলে দেখা যায় রক্ত। পাশাপাশি নাক, মাড়ি এবং ভ্যাজাইনা থেকেও রক্ত বের হতে পারে। একই সঙ্গে বিভ্রান্তি, অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তাই এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হয়।

ইবোলা ভাইরাসের চিকিৎসা কী : এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ কাজ করে না। এখন পর্যন্ত এই রোগের কোনো টিকা আবিষ্কার হয়নি। তাই রোগ দ্রুত শনাক্তের পর রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আই-সিইউ) রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি লক্ষণ অনুযায়ী রোগীকে দেওয়া হয় চিকিৎসা। তাতেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।

নিউইয়র্ক : সড়ক দুর্ঘটনায় নিশাত জান্নাতের স্মরণে বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত শোক র‌্যালি।

ফেডারেল রিজার্ভে নতুন অধ্যায় শুরু

(৭০-এর পাতার পর)

দায়িত্ব নিলেন, যখন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি, সুদের হার ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে আবাসন খাত, মর্টগেজ সুদ এবং বাড়ির বাজারে তাঁর নেতৃত্ব কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাড়ছে আলোচনা।

কেভিন ওয়ারশ দায়িত্ব নিলেন বিদায়ী চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই ২০১৭ সালে পাওয়েলকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিলেও, গত এক বছরে সুদের হার কমাতে অনীহার কারণে ট্রাম্প প্রকাশ্যেই তাঁর সমালোচনা করেন। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ওয়ারশ। তবে ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেও ২০২৮ সাল পর্যন্ত ফেডের বোর্ড অব গভর্নরসে বহাল থাকবেন জেরোম পাওয়েল। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফেডের স্বাধীনতার ওপর রাজনৈতিক চাপ ও আইনি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়ারশের নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ফেডের স্বাধীনতা বজায় রাখা। কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার সুদের হার কমানোর পক্ষে অবস্থান নিলেও ফেডের অনেক নীতিনির্ধারক এখনো উচ্চ সুদের হার বজায় রাখার পক্ষে। সাম্প্রতিক বৈঠকে ফেডের তিনজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা- বেথ হাম্মাক, নীল কাশকারি এবং লরি লোগান- ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে সুদের হার আরও বাড়ানো হতে পারে।

অর্থনীতিবিদদের ভাষ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজার এখনো শক্ত অবস্থানে রয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি আবারও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দ্রুত সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা সীমিত। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ও তেলের দামের অস্থিরতার কারণে মর্টগেজ সুদও বাড়তে শুরু করেছে, যা আবাসন বাজারে নতুন চাপ সৃষ্টি করেছে।

তবে নতুন চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ারশ এক ভিন্নধর্মী নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, ফেড যদি একদিকে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার কমায় এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশাল ব্যালেন্স শিট ছোট করে, তাহলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ সুদের হার কমিয়ে অর্থনীতিকে চাঙা করা এবং একই সঙ্গে বাজারে ফেডের সম্পদ বিক্রি করে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা- এই দুই বিপরীতমুখী পদক্ষেপ একসঙ্গে কার্যকর হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

বর্তমানে ফেডের হাতে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলারের মর্টগেজ-সমর্থিত বন্ড রয়েছে। মহামন্দা ও কোভিড মহামারির সময় এসব বন্ড কেনার মাধ্যমে ফেড বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়িয়েছিল, যার ফলে একসময় মর্টগেজ সুদের হার ৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। কিন্তু এখন ওয়রর্শ এই বিশাল বন্ড ভান্ডার কমানোর পক্ষে। তাঁর মতে, ফেডের "অতিরিক্ত স্ফীত" ব্যালেন্স শিট ছোট করলে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুদের হার কমানো যেতে পারে, যা পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা করবে।

তবে এই পরিকল্পনা নিয়ে রয়েছে বড় ধরনের সংশয়ও। বিশ্লেষকদের মতে, ফেড যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না এনে সুদের হার কমানোর চেষ্টা করে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের সুদ বেড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি সুদ কমলেও মর্টগেজ সুদ বরং আরও বাড়তে পারে। অর্থনীতিবিদ জেক ক্রিমেলের ভাষায়, "বাজার যদি মনে করে ফেড ভুল নীতি গ্রহণ করছে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি সুদের হার বেড়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির ঋণের সুদও বাড়বে।"

এদিকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে কেভিন ওয়ারশর সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হচ্ছে রাজনৈতিক চাপের বাইরে থেকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা প্রমাণ করা। সিনেটে তাঁর নিশ্চিতকরণ শুনানিতে তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কখনো তাঁকে সুদের হার নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা দেননি এবং তিনি স্বাধীনভাবেই দায়িত্ব পালন করবেন।

বিশ্লেষকদের মতে, আগামী কয়েক মাস যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজার, মর্টগেজ সুদ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। কারণ ফেডের প্রতিটি সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রভাব ফেলবে বাড়ি কেনা, ঋণ গ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের ওপর। ফলে কেভিন ওয়ারশর নেতৃত্বে ফেড কোন পথে এগোয়, এখন সেটিই নজর রাখছে পুরো অর্থনৈতিক বিশ্ব।

ফেডের বোর্ডে ২০২৮ সাল পর্যন্ত থাকছেন জেরোম পাওয়েল: গত ২৯ এপ্রিল ফেডের এক সংবাদ সম্মেলনে পাওয়েল জানান, চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর মেয়াদ আগামী ১৫ মে শেষ হলেও তিনি বোর্ড সদস্য হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন। ফেডের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গভর্নর হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হবে ২০২৮ সালের ৩১ জানুয়ারি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত আরেকজন গভর্নর নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন না। একই সঙ্গে ফেডের স্বাধীনতা ও হোয়াইট হাউসের প্রভাব বিস্তার নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি এক নতুন টানাপোড়েনের সূচনা হলো।

পাওয়েল বলেন, বর্তমান সময়ে ফেডের নীতিগত ধারাবাহিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি এখনো পুরোপুরি কাটেনি, অন্যদিকে বিচার বিভাগ ফেডের নীতিনির্ধারণী স্বাধীনতার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এই পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেও সুদের হার নির্ধারণসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তিনি ভোট দিতে এবং বোর্ডের আলোচনায় অংশ নিতে চান বলে স্পষ্ট করেছেন পাওয়েল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাসনের মনোনীত নতুন চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ারশকে একই বোর্ডে পাওয়েলের সঙ্গে কাজ করতে হবে। আধুনিক মার্কিন ইতিহাসে এমন পরিস্থিতির নজির খুবই বিরল।

এরই মধ্যে মার্কিন বিচার বিভাগ ফেডের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তদন্তের একটি অংশে ২০২৫ সালে সিনেট ব্যাংকিং কমিটির সামনে পাওয়েলের দেওয়া সাক্ষ্য এবং আরেক অংশে ফেডের ওয়াশিংটন সদরদপ্তরের সংস্কার প্রকল্প নিয়ে অনুসন্ধান চলছে।

পাওয়েল অভিযোগ করেছেন, এসব তদন্ত মূলত ফেডের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল। যদিও মার্কিন বিচার বিভাগ এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিস্তারিত কোনো মন্তব্য করেনি।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ারটন স্কুলের ফেড বিশেষজ্ঞ পিটার কন্টি-ব্রাউন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, "পাওয়েলের বোর্ডে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একটি সাধারণ প্রশাসনিক পরিবর্তনকে সাংবিধানিক সংঘাতে রূপ দিয়েছে।"

মার্কিন আইনে ফেডের গভর্নরদের নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে এবং গুরুতর অসদাচরণ ছাড়া প্রেসিডেন্ট তাদের অপসারণ করতে পারেন না। ফলে চেয়ারম্যানের পদ হারালেও বোর্ড সদস্য হিসেবে পাওয়েলের অবস্থান আইনগতভাবে সুরক্ষিত।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতির ফলে ফেডের স্বাধীনতা, সুদের হার নির্ধারণ এবং হোয়াইট হাউসের রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে ওয়াশিংটনে দীর্ঘমেয়াদি বিতর্ক আরও তীব্র হতে পারে।

ডাইনামিক ও নজরদারিভিত্তিক মূল্য নির্ধারণে লাগাম টানছে

(৭০-এর পাতার পর)

ভিন্ন গ্রাহকের জন্য আলাদা মূল্য নির্ধারণও বন্ধ করা হবে।

এই উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছেন সিটি কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন ও মেজরিটি লিডার শন আবেরু। তাদের মতে, দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল প্রাইসিং এবং অ্যালগরিদমভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা সাধারণ ভোক্তাদের জন্য নতুন ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে।

বর্তমানে দোকানগুলোতে ডিজিটাল প্রাইস ট্যাগ, ডেটা অ্যানালিটিকস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে 'ডাইনামিক প্রাইসিং' চালু হয়েছে, যেখানে চাহিদা বা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী ঘন ঘন দাম পরিবর্তন করা হয়। একই সঙ্গে 'সারভেইলেন্স প্রাইসিং'-এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্রাউজিং ইতিহাস, কেনাকাটার আচরণ বা ব্যক্তিগত ডেটা বিশ্লেষণ করে আলাদা দাম নির্ধারণের অভিযোগও উঠছে।

প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী, মুদি দোকান বা খুচরা বিক্রেতারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একই পণ্যের দাম একাধিকবার বাড়াতে পারবেন না। এতে ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী মূল্য সমন্বয় করতে পারলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে বারবার দাম বাড়িয়ে ভোক্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন না। একই সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান অনুযায়ী, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের ডিভাইস ট্র্যাকিং, ইন্টারনেট ব্রাউজিং হিস্ট্রি, বায়োমেট্রিক তথ্য বা ক্রয় ইতিহাস ব্যবহার করে ব্যক্তিভেদে আলাদা মূল্য বা ডিসকাউন্ট নির্ধারণ করতে পারবে না।

তবে কিছু ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। লয়্যালটি ও রিওয়ার্ডস প্রোগ্রাম, প্রকাশ্যে ঘোষিত ছাড় এবং পণ্য বা সেবার বাস্তব সরবরাহ খরচের ভিত্তিতে মূল্য পার্থক্য এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে।

স্পিকার জুলি মেনিন বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে নিউইয়র্কবাসীর স্বচ্ছতা ও ন্যায্য দামের অধিকার রয়েছে। তার ভাষায়, 'নজরদারিভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং অযৌক্তিক ডাইনামিক প্রাইসিংয়ের বিরুদ্ধে শহরকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, একজন সাবেক ভোক্তা বিষয়ক কমিশনার হিসেবে তিনি ভোক্তা সুরক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। প্রযুক্তি যেন গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে বাজারে কারসাজি করতে না পারে, সেটিই এই বিলের মূল উদ্দেশ্য।

মেজরিটি লিডার শন আবেরু বলেন, বড় করপোরেশনগুলো এখন অ্যালগরিদম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে দাম নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে রয়েছে সীমিত বাজেট। তাই প্রযুক্তি যেন আইনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী না হয়ে ওঠে, সে জন্য এখনই নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

ঠিকানা
এখন আরও পাঠক প্রিয়। আরও অধিক, কম্যুনিটি, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের ভালোবাসায় ধন্য।
আমরা অভিভূত, আমরা ঋদ্ধ, কৃতজ্ঞ।

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
Dr. M. A. Mukit
General & Geriatric Dentistry
Ex-Resident Sea View Hospital and Lincoln Hospital on General and Geriatricdentistry
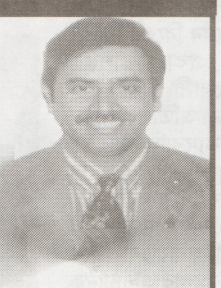
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে আধুনিক ও জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দাঁত ও মাড়ীর প্রয়োজনী চিকিৎসা করা হয়
বিশেষ আকর্ষণঃ
- ডিজিটাল এক্সরে
- ফিল্মবিহীন ও রঞ্জন রশ্মির প্রভাবমুক্ত এক্সরের ব্যবস্থা
- ইন্ট্রাওরাল ক্যামেরা (তাৎক্ষণিকভাবে মুখের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ)
- কসমেটিক ইমেজিং (চিকিৎসার পরবর্তী কেমন দেখাবে তা পূর্বেই দেখুন)
- মেডিকেইডসহ সব ধরনের ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন গ্রহণ করা হয়।
সবধরনের ক্রেডিট কার্ড এবং চার্জ কার্ড গ্রহণ করা হয়।
Jamaica office
87-73 Sutphin Blvd. Jamaica, NY 11435
Tel: 718-291-1771, 718-291-1774
718-291-1776, Fax: 718-291-1772

অনলাইনে ঠিকানা পড়তে ব্রাউজ করুন www.thikananews.com

Parsons Medical Center
পারসন্স মেডিকেল সেন্টার

Providing quality medical care for the last 50 years.
Under new management
Accepts most insurances
Dr. Qazi K. Haider
Internal Medicine
Dr. Rohail Haider
Internal Medicine
Elsy Rivera
Nurse Practitioner
Dr. Jason Cohen
Podiatry
Dr. Nicasio Arana
Pediatrics
Dr. Marian David
Cardiology
MORE INFORMATION
Parsons Medical Center
88-01 Parsons Boulevard, Jamaica, NY 11432
(718)-526-3400
Flushing Medical Center
140-14 Cherry Avenue
Flushing, NY 11355
(718)-886-0355
TC-10.22.2025/26

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

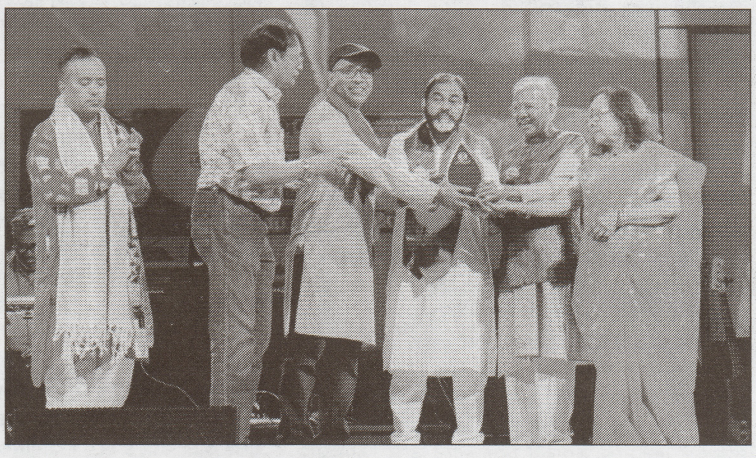

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

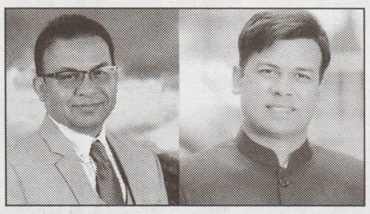

শেষ হলো বঙ্গবন্ধু

(শেষের পাতার পর)

শুরু হওয়া এই মেলা শেষ হয় ১৭ মে রোববার রাতে। 'বই হোক একাত্তরের শাণিত বর্ম'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত মেলায় অংশ নেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লেখক, প্রকাশক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রবাসী বাঙালিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মার্কিন কবি ও অনুবাদক ক্যারোলিন রাইট। বইমেলার আহ্বায়ক ড. নুরুন নবীর নেতৃত্বে অতিথিদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। ঢোল, মন্দিরা ও নৃত্যের পরিবেশনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন। পরে ফিতা কেটে তিনদিনের বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম, ময়নুজামান চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম জাকির, রাজনীতিবিদ জাকারিয়া চৌধুরী, আব্দুল কাদের মিয়া, ইফজাল চৌধুরীসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) পরিবেশন করে উদ্বোধনী সংগীত। পরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। বক্তব্য দেন ড. নুরুন নবী, ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও ক্যারোলিন রাইট। মেলায় ছিল প্রায় ২০টি বইয়ের স্টল। অংশ নেয় সময় প্রকাশন, নালন্দা, বাতিঘর, অন্বয়, বিদ্যাপ্রকাশ, কালিক, মুক্তমনা,

(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

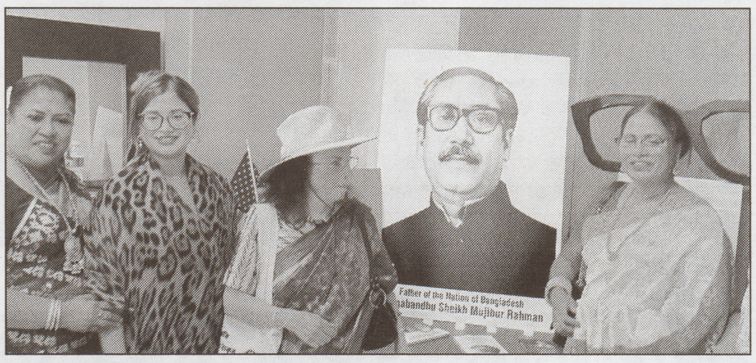

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

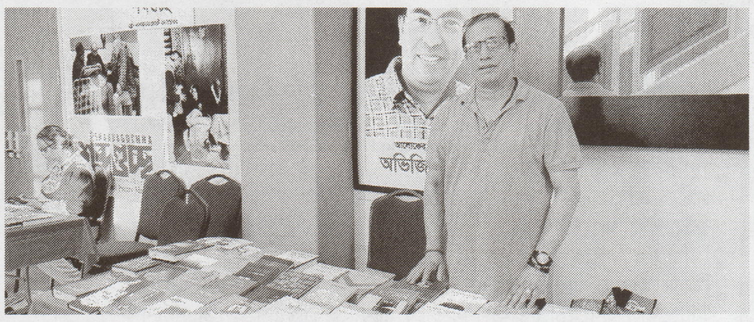

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত।

ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ।

ইউনিভার্সেল হিলটনে লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা সম্মেলন

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশিদের মাঝে উৎসবের আমেজ। এবারের বহুল প্রতীক্ষিত ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত হলিউড এলাকায়। সম্মেলনকে সামনে রেখে গত ১৭ মে রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফোবানার অন্যতম উপদেষ্টা নার্গিস আহমেদ এবং ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির নির্বাহী সদস্য আবীর আলমগীর। নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র জ ্যাকসন হাইটস এর শেফ মহলে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় প্রবাসী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কমিউনিটি সংগঠক এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন জানান, আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর হলিউডের ইউনিভার্সেল সিটির হিলটন হোটেলে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে এবারের ৪০তম ফোবানা সম্মেলন। এবারের আয়োজক সংগঠন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া। তিনি বলেন, উত্তর আমেরিকার ২৪টি শহর থেকে প্রায় ৮০টিরও অধিক বাংলাদেশি সংগঠন অংশগ্রহণ করবে এই মহাসম্মেলনে, যা প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ মিলনমেলায় পরিণত হবে।

তিনি আরও জানান, এবারের সম্মেলনে থাকছে ২০টিরও অধিক বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, বইমেলা, সাহিত্য আড্ডা, কাব্য জলসা, বিজ্ঞান মেলা, দেশীয় পণ্য ও কারুপণ্যের মেলা সহ নানা আয়োজন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে থাকবে তরুণদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা।

দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সেমিনারের পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে মূল মঞ্চের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে আগত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা অংশ নেবেন। এবারের সম্ভাব্য শিল্পী তালিকায় রয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মিলা, লুইপা, রবি চৌধুরী, নকিব খান, বালাম, কোনাল এবং মোজা। মতবিনিময় সভায় ড. জয়নুল আবেদীন বলেন, 'আমি নিউইয়র্কে এসেছি আপনাদের সকলকে এবারের ফোবানায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ফোবানা শুধু একটি সম্মেলন নয়, এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ব্যবসা, সাহিত্য ও নতুন প্রজন্মকে একসাথে যুক্ত করার একটি বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম। আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করে এবারের সম্মেলনকে আরও সমৃদ্ধ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।' সভায় উপস্থিত অতিথিরাও এবারের সম্মেলনকে ঘিরে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং মনে করেন, ফোবানার ৪০তম আয়োজন উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐক্য, সংস্কৃতি ও পরিচয়কে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরবে।

সারা'র নতুন কমিটি

(৭০-এর পাতার পর)

(সারা/SAARA)-এর ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১১ মে সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার হালাল ডাইনারে সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি সারওয়ার খান বাবু এবং সঞ্চালনা করেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন। সভায় সংগঠনের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড অব ডিরেক্টর নির্বাচিত করা হয়। পরে নবনির্বাচিত বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও দিকনির্দেশনা নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন–সভাপতি: মো. বেলাল হোসেন, সহ-সভাপতি: আবুল ফজল ইসলাম দিদার, মো. কে. আহম্মেদ জসিম ও মো. মাসুদ প্রামানিক, সাধারণ সম্পাদক: নূরুজ্জামান সরদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক: মির্জা মোহাম্মদ হোসেন ও মোহাম্মদ সেলিম রেজা, কোষাধ্যক্ষ: শামীম নাছের, সাংগঠনিক সম্পাদক: মিজানুর রহমান সাঈদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা: আদান ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক: গোলাম হাসান, প্রচার সম্পাদক: মো. আতাউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক: সেলিম ইব্রাহীম, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক: ফারহানা এফ. চৌধুরী এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক: সাদমান জামান।

কার্যকরী সদস্য হিসেবে রয়েছেন– মো. মাসুদ সিরাজী, এইচ. এম. ইকবাল, শামীম আহম্মেদ, এমডি সামিউর করিম আলমগীর, মোহাম্মদ এম রহমান, রিয়াদ হোসেন, মোহাম্মদ হাবিব, মোহাম্মদ রহমান সাদি, সুমন রায়, সাবিনা চৌধুরী, শাহরিয়ার আলম, জান্নাতুল মাহিমা, জিনিয়া আক্তার ও মুনমুন সাহা।

উপদেষ্টা পরিষদে চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সারওয়ার খান বাবু। এছাড়া উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন মেহের খানজাদা, কাজী বি. আহম্মেদ, জসিম চৌধুরী, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আর. তালুকদার এবং সাইফুল ইসলাম।

বোর্ড অব ডিরেক্টরদের মধ্যে রয়েছেন– সারওয়ার খান বাবু, মো. বেলাল হোসেন, মো. হাবিবুর রহমান, আবুল ফজল ইসলাম দিদার, আসিফ চৌধুরী, মো. কে. আহম্মেদ জসিম, এমডি আবু চৌধুরী, আদান ইসলাম, মোহাম্মদ মাসুদ প্রামানিক, নূরুজ্জামান সরদার, এইচ. এম. ইকবাল, মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মো. এম. সিরাজী ও শামীম নাছের।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য ও নেতৃবৃন্দ। সভার শেষে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানানো হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করতে সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন।

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হত্যাকাণ্ডের

(৭০-এর পাতার পর)

প্রশাসন। ১৩ মে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হত্যাকাণ্ডের হার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ হারে কমেছে এবং তা ১২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। একই সঙ্গে সহিংস অপরাধ, ডাকাতি, হামলা, গুলির ঘটনা, পুলিশ সদস্যদের মৃত্যু, সড়ক দুর্ঘটনা ও মাদকজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে জানানো হয়। প্রশাসনের দাবি, এই ইতিবাচক ধারা ২০২৬ সালেও অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে ওয়াশিংটন ডিসি ও মেমফিসের মতো শহরগুলোতে ফেডারেল সহায়তা বাড়ানোর পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

হোয়াইট হাউস জানায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় একাধিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পুলিশ সদস্য হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশনা, অপরাধ দমনে বাইডেন আমলের সফট অন ক্রাইম নীতিমালা বাতিল এবং সহিংস অপরাধীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের ক্ষমতা পুনর্বহাল।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাস ক্যাশলেস বেল বা জামানতবিহীন মুক্তির নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং সহিংস অপরাধীদের সহজে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ কমিয়েছে। একই সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বিভাগগুলোর জন্য বায়ার্ন জাগ ও কপস অনুদান কর্মসূচির অর্থায়ন পুনর্বহাল ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা দিতে অতিরিক্ত ফেডারেল সম্পদ উচ্চ অপরাধপ্রবণ শহরগুলোতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করতে ফেডারেল এজেন্টদের মাধ্যমে অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানও জোরদার করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাইডেন প্রশাসনের সময়কার কিছু মামলা ও ডিইআই ম্যান্ডেটস বাতিল করা হয়েছে, যা পুলিশ ও ফায়ার বিভাগে নিয়োগ ও কার্যক্রমকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করছিল বলে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ। এ ছাড়া স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য অতিরিক্ত সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগও পুনর্বহাল করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অধীনে আমেরিকার পুলিশ বাহিনী এখন আরও শক্তিশালী, কমিউনিটিগুলো আরও নিরাপদ এবং এর ফলাফলই সেই বাস্তবতা প্রমাণ করছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৫ই মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে তাঁর বিনয় ও নম্রতার গুণাবলী বর্ণনা করেন।

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা এই বিশ্বাস ও ঈমান রাখি যে, পৃথিবীতে যদি কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর পূর্বেও তাঁর ন্যায় কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করেনি আর পরেও কেউ জন্মগ্রহণ করবে না। আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান আর সমস্ত উত্তম চরিত্র ও মানবীয় গুণের সর্বোচ্চ মানের সমাহার ঘটেছিল মহানবী (সা.)-এর সত্তায়। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্যতম গুণ হলো বিনয় ও নম্রতা, যার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁর সত্তায় খুঁজে পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীদেরও সর্বদা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিনের উচিত বিনয়ের এই গুণটিকে সবসময় নিজের জীবনের অংশে পরিণত করা। মহানবী (সা.)-এর সুমহান এই গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে এ ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন যে, **"কুল ইন্নামা আনা বাশারুম্ মিসলুকুম"** অর্থাৎ, হে নবী (সা.)! তুমি তাদের বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। যাহোক, এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরব, যেগুলোতে বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টভাবে তাঁর এই গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'মিথ্যা অহংকার, অনর্থক দম্ভ ও বড়াই প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা আবশ্যক। দেখুন! মহানবী (সা.) যিনি প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, তাঁর নম্রতা ও বিনয়ের একটি উদাহরণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত আছে, একজন অন্ধ মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পবিত্র কুরআন পাঠ শিখতেন। একদিন মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের প্রধানরা সমবেত হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। আলাপে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ায় সেই অন্ধ ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে যান। এটি খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লা এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সূরা অবতীর্ণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির বাড়িতে যান এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এসে নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তার ওপরে তাকে বসান। আসল কথা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সম্মান সর্বদা বিরাজমান থাকে, তাদের অবশ্যই বিনয়ী ও নম্র হতে হয়; কারণ তারা খোদার অমুখাপেক্ষিতার ভয়ে সর্বদা কম্পিত ও শঙ্কিত থাকে। কাজেই, এটি কেবল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা-ই নয়, বরং এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো একটি শিক্ষা যে, মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অতএব, তাঁর (সা.) প্রতি তোমাদের ভালোবাসার দাবি সত্য হয়ে থাকলে তোমরাও বিনয় ও নম্রতার এই সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো।

এরপর হুযূর (আই.) একাধারে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, **প্রত্যেক মানুষের মাথার সাথে দুটি শিকল বাঁধা রয়েছে। একটি শিকল আকাশের দিকে এবং অপরটি ভূমির দিকে। বান্দা যখন নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করে তখন যে ফিরিশ্‌তার হাতে আকাশের শিকলটি রয়েছে তিনি সেই শিকলটিকে ওপরের দিকে টেনে নেন আর যখন সে অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শন করে, তখন ভূমির শিকলটি তাকে নিচের দিকে টেনে নেয়।** তিনি (সা.) এও বলেছেন, **যখন বান্দা নম্রতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করেন।** তিনি (সা.) অন্যত্র বলেন, দানশীলতা সম্পদে বিন্দুমাত্র ঘাটতি সৃষ্টি করে না আর মানুষকে ক্ষমা করার ফলে তার সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং **যে কেউই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দান করেন।**

মহানবী (সা.)-এর নিজের নম্রতার মান কীরূপ ছিল? এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **'হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে সর্বোত্তম ব্যক্তি ব্যক্তির সর্বোত্তম পুত্র!** তার একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, **হে লোকসকল! খোদাভীতিকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও, শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই মর্যাদার চেয়ে বাড়িয়ে বর্ণনা করো যা আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন।** অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, কেউ তার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনিও কি? তিনি (সা.) বলেন, আমিও না; যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার চাদরে আবৃত করে না নেন। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী **(সা.) এই দোয়া করতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখো, মিসকীন হিসেবে মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের সাথেই আমাকে পুনরুত্থিত কোরো।** একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা যার মানসিক ভারসাম্যে কিছুটা ত্রুটি ছিল সে মহানবী (সা.)-কে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে। তিনি (সা.) বলেন, **হে উম্মে অমুক! তুমি যে গলিতেই চাও আমাকে নিয়ে চলো, যতক্ষণ না আমি তোমার কাজ সম্পন্ন করে দিই।**

হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন মুসলমানেরা তাঁর (সা.) দিকে ছুটে যায় এবং 'হাররা' নামক স্থানে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায়। তিনি (সা.) বনু আমর বিন অউফ গোত্রের মহল্লায় তাদের সাথে অবস্থান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং মহানবী (সা.) নীরবতার সাথে বসে ছিলেন, আনসারের মধ্যে যারা মহানবী (সা.)-কে ইতিপূর্বে দেখেন নি তারা এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করতে থাকেন, এ সময় মহানবী (সা.)-এর ওপর রোদ পড়তে থাকলে হযরত আবু বকর (রা.) ওঠে দাঁড়ান এবং নিজের চাদর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়াবৃত করেন। তখন সাধারণ মানুষ মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন। এটি তাঁর সাদামাটা জীবন এবং পরম বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কথা বলার সময় তার কাঁধ কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, **শান্ত হও! আমি কোনো বাদশাহ্ নই। আমি তো এমন এক নারীর সন্তান, যিনি শুষ্ক মাংস খেতেন।** মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, **আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কোরো না, যেমনটি খ্রিষ্টানরা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র এক অধম বান্দা। তোমরা আমার সম্পর্কে শুধু এটুকু বলো যে, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল।** তিনি (সা.) আরও বলেছেন, **কারো জন্য এটি বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) বিনম্রতার কারণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের বিষয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন।** এক ব্যক্তি তাঁকে (সা.) **খায়রুল বারিয়্যা বা সৃষ্টির সেরা** বলে সম্বোধন করলে তিনি (সা.) বলেন, খায়রুল বারিয়্যা তো ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) এক লক্ষ সাহাবীর সাথে উমরা পালন করেন এবং সে সময় তাঁর বিনম্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি তখন একটি সাধারণ হাওদাবিশিষ্ট বাহনের ওপর এমনভাবে বসেছিলেন যে, বিনয়ের ফলে তাঁর মাথা উটের কুঁজের সাথে লেগে যাচ্ছিল আর তাঁর পরিধেয় চাদরটি ছিল মাত্র চার দিরহাম অথবা তার চেয়েও কম মূল্যের।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী **(সা.) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন এবং গাধার পিঠে আরোহণ করতেন আর ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন।** তিনি (সা.) সামান্য খাবারের দাওয়াতও কবুল করে নিতেন এবং বলতেন, **আমাকে যদি ছাগলের পায়ার মাংসের নিমন্ত্রণও করা হয়, তবে আমি তা গ্রহণ করব।** মহানবী (সা.) মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি কতটা খেয়াল রাখতেন তার উদাহরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, **তিনি একবার এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরেন এবং তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খাবারে অংশীদার করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও আর তাঁর ওপর ভরসা করে খাও।**

মহানবী (সা.) এক সফরে ছাগলের মাংস রান্না করার নির্দেশ দিলে সাহাবীরা ছাগল যবাই করা, চামড়া ছাড়ানো এবং রান্না করাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তিনি (সা.) বলেন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই কাজের জন্য আমরাই যথেষ্ট। তখন তিনি (সা.) বলেন, **আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি চাই না যে, আমি তোমাদের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট বা বড়ো করে দেখাই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দা মানুষের মাঝে নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রকাশ করবে।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) গৃহস্থালির কাজকর্মে বাড়ির লোকদের সাহায্য করতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন।** হুযুর (আই.) বলেন, এখানে সেসব পুরুষদের জন্যও নির্দেশনা রয়েছে যারা বাড়ির কাজকর্ম করতে একেবারেই অনীহা প্রকাশ করে এবং যার ফলে স্ত্রীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করা উচিত। তবে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বাড়ির কাজকর্মের মূল দায়িত্ব নারীদের। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) সর্বদা, অগ্রাধিকারমূলক আচরণ বা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। মসজিদে নববী নির্মাণের সময় তিনি (সা.)ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ইট বহনের কাজে অংশ নিয়েছেন, পরিখা খননের সময় মাটি বহন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আমার দৃষ্টিতে পবিত্র হওয়ার এটিই সর্বোত্তম পন্থা এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা পাওয়া সম্ভব নয় যে, মানুষ কোনো প্রকার অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করবে না; না জ্ঞানগত, না বংশগত আর না-ই সম্পদের। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেইরূপ সদ্ব্যবহার না করবে যা একজন উচ্চ বংশীয় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সাথে করে থাকে বা করা উচিত এবং সব রকমের গর্ব, দম্ভ ও অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত না করবে সে কস্মিনকালেও খোদা তা'লার রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।** আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনয় ও নম্রতার প্রকৃত অর্থ বোঝার এবং সর্বদা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আদর্শকে সমুন্নত রাখার এবং তা অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyya-bangla.org-এ] (সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

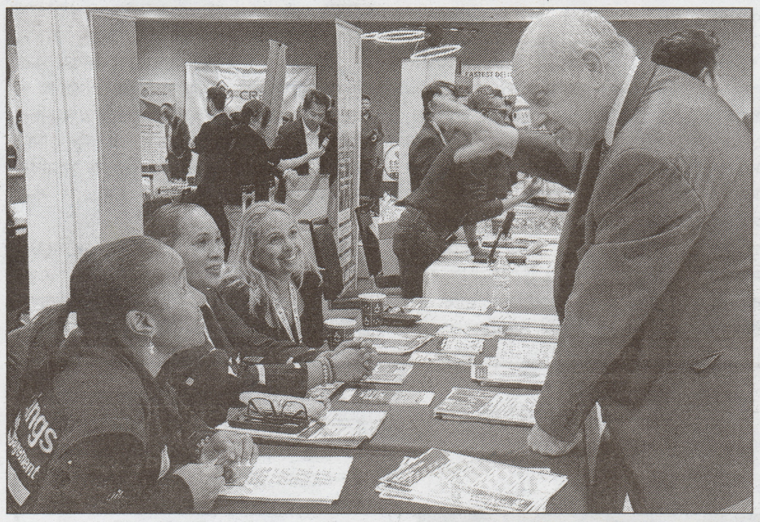

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দর্শনার্থীরা সরাসরি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, মর্টগেজ ব্রোকার, অ্যাটর্নি, সিপিএ, ব্যাংক প্রতিনিধি, বিমা বিশেষজ্ঞ, ডেভেলপার এবং ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পান। একই ছাদের নিচে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি অংশগ্রহণকারীদের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে তোলে।

আয়োজকদের তথ্যমতে, এবারের এক্সপোতে ছয়টির বেশি এক্সপার্ট প্যানেল, ৬০টির বেশি এক্সিবিটর এবং দেড় হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। ছিল অন-দ্য-স্পট প্রি-অ্যাপ্রুভাল সুবিধা এবং প্রথমবারের হোমবায়ারদের জন্য বিশেষ সহায়তা। অনেক অংশগ্রহণকারী তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও আবেদন করার সুযোগ পান।

দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল ফ্রি ব্রেকফাস্ট, ফ্রি প্রফেশনাল হেডশট, ফ্রি পার্কিং, কমপ্লিমেন্টারি পিৎজা লাঞ্চ এবং প্রাণবন্ত লাইভ নেটওয়ার্কিং সেশন। এসব আয়োজন পুরো এক্সপোকে আরও প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে।

এক্সপোতে ইউএসবিসিসিআইয়ের সঙ্গে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একটি গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এবং অন্যটি টার্কিশ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইউএসএর সঙ্গে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেন মো. লিটন আহমেদ, মার্ক জ্যাফে এবং আলী কোচাক। আয়োজকদের আশা, এসব সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সহযোগিতা, বিনিয়োগ সুযোগ এবং বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারিত হবে।

এক্সপোর প্লাটিনাম স্পন্সর ছিল গাইডেন্স রেসিডেনশিয়াল, ইউনাইটেড পাবলিক অ্যাডজাস্টার্স অ্যান্ড অ্যাপ্রেইজার্স ইনক এবং সারদারিয়ান এম. অফিস অব পি.সি. এলএলসি। গোল্ড স্পন্সর ছিল মর্টগেজ ডিপো, লিবর এবং আমানা লিগ্যাল পি.সি। সিলভার স্পন্সর ছিল সিটিওয়াইড ইন্স্যুরেন্স এজেন্সি, মেডোব্রুক ফাইন্যান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার্স করপোরেশন ও চেজ। করপোরেট

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

স্পন্সর ছিল নাকমিয়াস ল’ ফার্ম, হক-আই ইন্সপেকশনস, এসজে ইনোভেশন এআই ফার্স্ট সলিউশনস এবং সিএমজি হোম লোনস।

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল এমঅ্যান্ডটি ব্যাংক, নিউইয়র্ক লাইফ, কন এডিসন, এনওয়াইসি বিল্ডিংস, নিউইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক সার্ভিস, এইচএবি ব্যাংক, এক্সিট রিয়েলটি ডিকে, গ্লোবাল এলিট রিয়েলটি এলএলসি, রিম্যাক্স হেরিটেজ, আইআরএস, ইউএনএমবি হোম লোনস ইনক, কুইন্স চেম্বার অব কমার্সসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান।

মিডিয়া পার্টনার ছিল ডেইলি নিউজ মিডিয়া গ্রুপ এবং টেক পার্টনার ছিল ইউএসবিডি ডিজিটাল সলিউশনস। আয়োজনে সহযোগিতা করে লিবর ও কুইন্স চেম্বার অব কমার্স।

আয়োজকদের মতে, ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ইতোমধ্যে নিউইয়র্কের ব্যবসায়িক ও রিয়েল এস্টেট কমিউনিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এবারের সফল আয়োজন ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের উদ্যোগ আয়োজনের পথ সুগম করবে বলেও তারা আশা প্রকাশ করেন।

প্রথমবার বাড়ি ক্রেতাদের জন্য অপূর্ব সুযোগ

(৩৯-এর পাতার পর)

ক্রেতা, বিনিয়োগকারী, রিয়েলটর, মর্টগেজ পেশাজীবী ও কমিউনিটি সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করেন।

এক্সপোটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি কার্যকর নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও

মানুষের শরীরের

(৭০-এর পাতার পর)

মিউজিয়াম। এই জাদুঘরকে সাধারণ কোনো জাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এখানে ঢুকলেই মনে হয়, আপনি কোনো আর্ট গ্যালারিতে নন, বরং মানব শরীরের ভেতরের ইতিহাসে প্রবেশ করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিরল রোগের বাস্তব চিত্র, আর মানুষের শারীরিক বৈচিত্র্যের এক নিখুঁত দলিল এখানে সাজানো আছে কাঁচের বাক্সে, নিঃশব্দে। বছরের পর বছর ধরে কাঁচের বাক্সে এসব সংগ্রহ যেনো স্মৃতি আর ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন প্রজন্মকে জানাতে।

ম্যুটার মিউজিয়াম মূলত একটি মেডিকেল মিউজিয়াম, যা তৈরি হয়েছিল মেডিকেল ছাত্রদের জন্য। ম্যুটার মিউজিয়ামের সূচনা ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন আমেরিকান সার্জন ড. থমাস ডেন্ট ম্যুটার চিকিৎসা শিক্ষাকে আরো বাস্তব ও ব্যবহারিক করার উদ্দেশ্যে একটি অনন্য সংগ্রহ গড়ে তোলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধু বই পড়ে নয়, বরং বাস্তব মানব শরীর ও রোগের উদাহরণ দেখেই চিকিৎসা শিক্ষার্থীরা বেশি ভালোভাবে শিখতে পারবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি তার ব্যক্তিগত মেডিকেল সংগ্রহ দান করেন, যা পরবর্তীতে এই জাদুঘরের ভিত্তি তৈরি করে।

১৮৬৩ সালে তার মৃত্যুর পর এই সংগ্রহ আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এটি আজকের ম্যুটার মিউজিয়ামে রূপ নেয়। মূলত ১৮৫০-এর দশক থেকেই এখানে মানবদেহ, হাড়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বিরল রোগে আক্রান্ত শরীরের নমুনা সংগ্রহ শুরু হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রহ আরো বিস্তৃত হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

এই মিউজিয়াম তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা তৈরি করা, যাতে তারা মানব শরীরের গঠন, রোগের প্রভাব এবং চিকিৎসার পরিবর্তনগুলো সরাসরি বুঝতে পারে। আজও ম্যুটার মিউজিয়াম সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে সংরক্ষিত আছে, যেখানে মানব দেহ শুধু প্রদর্শন নয়, বরং শিক্ষা, গবেষণা এবং ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল হিসেবে কাজ করছে।

এই সংগ্রহগুলো শুধু প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কীভাবে বিভিন্ন রোগ শরীরকে পরিবর্তন করে, কীভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান ধাপে ধাপে উন্নত হয়েছে– সবকিছুই এখানে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়। জাদুঘরটি নতুন গবেষণাকেও উৎসাহিত করে চলেছে।

এই ফাঁকে একটি তথ্য দিয়ে রাখি। ২০১৪ সালে গবেষকরা জাদুঘরের সংগ্রহশালা থেকে অধ্যয়ন করে কলেরা সম্পর্কে একটি নতুন আবিষ্কার করেন।

ম্যুটার মিউজিয়ামের প্রাক্তন পরিচালক রবার্ট হিকস রবার্ট হিকস জানান, এই প্রথমবার গবেষকরা কলেরায় মৃত কোনো ব্যক্তির নমুনা থেকে কার্যকর ডিএনএ বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নমুনাটি ছিল এমন একজনের, যিনি ১৮৪৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এই রোগে মারা গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির মৃত্যুর ১৬৫ বছর পর এই আবিষ্কার করা হয়।

আবার শুধু যে গবেষণা করা হয় তা নয়, এখান থেকে মানব দেহাবশেষ স্বদেশেও ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলীয় সেনাবাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাদের একজন সৈনিকের দেহাবশেষ পুনরায় সমাহিত করার জন্য অনুরোধ করলে, জাদুঘরটি তা করে দেয়। অস্ট্রেলীয় সেনাবাহিনী জাদুঘরটির একটি অনলাইন প্রদর্শনী ‘মেমেন্টো ম্যুটার’-এর মাধ্যমে এই বিষয়টি জানতে পারে। তারপর তারা অনুরোধ জানালে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সৈন্যটির দেহাবশেষ ফেরৎ পাঠায় তার দেশে।

অনেক দর্শনার্থীর কাছে এই মিউজিয়ামের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো এর অদ্ভুত সংগ্রহ। এখানে রয়েছে বিকৃত হাড়ের কাঠামো, বিরল জন্মগত রোগে আক্রান্ত দেহাংশ, এবং এমন কিছু মেডিকেল কেস, যা সাধারণ জীবনে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু মিউজিয়ামের মূল দর্শন হলো এগুলোকে ‘অস্বাভাবিকতা’ হিসেবে না দেখে, মানব বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে দেখা। প্রতিটি নমুনার পেছনে আছে একজন মানুষের জীবন, একটি গল্প, এবং একটি বাস্তব চিকিৎসা ইতিহাস।

এই জাদুঘরের সবচেয়ে আলোচিত গল্পগুলোর একটি হলো রবার্ট পেন্ডারভিসের ঘটনা। তিনি অ্যাক্রোমেগালি নামের একটি বিরল রোগে আক্রান্ত ছিলেন, যেখানে শরীরে অতিরিক্ত গ্রোথ হরমোন তৈরি হয়ে হাড়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং টিস্যু অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। এই রোগ ধীরে ধীরে তার হৃদপিণ্ডকেও প্রভাবিত করে, এমনকি একটি হার্ট ভালভ থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়।

সূত্র : দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

ময়লার চাঁদায় যেভাবে

(৭০-এর পাতার পর)

বাসাবাড়ি বা দোকান থেকে ময়লা সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির নীরব ধুম দেশের বিভিন্ন জায়গায়। কখনো সরাসরি থাবা। কখনো ময়লা অপসারণকারী ভ্যানচালক, সাধারণ ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে চাঁদা আদায়। ময়লা ফেলার জন্য নির্ধারিত ডাম্পিং স্টেশন বা নির্দিষ্ট এলাকায় ময়লা ফেলার সময় প্রতিটি গাড়ি থেকে অবৈধভাবে ৫০-১০০ টাকা বা তার বেশি চাঁদা নেয়া হয়। এর হোতা কারা? হোতা স্থানীয় প্রভাবশালী বা চিহ্নিত চাঁদাবাজরাই। ব্যবসাটির গোড়াপত্তন গেলো আওয়ামী লীগ জমানায়। পরিপূর্ণতা পাচ্ছে বিএনপির হাত ধরে। ময়লাকে চাঁদাবাজির আরেকটি শৈল্পিক উৎস বানিয়ে ফেলেছে তারা। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ভূঁইগড় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ফেলার ভাগাড় বেশ পরিচিত। এ জায়গাটি ময়লা ফেলার জায়গা ঠিক করেছে এলাকার কিছু চিহ্নিত চাঁদাবাজ। আগে সাবেক এমপি শামীম ওসমানের লোকেরা প্রতি ময়লার গাড়ি থেকে চাঁদা আদায় করতো। আর এখন?

এখন কাজটি করছে স্থানীয় বিএনপির কিছু লোক। অভাবের তাড়নায় বিপথে না গিয়ে কষ্টসাধ্য জীবিকা নির্বাহ করে সেখানকার কিছু দরিদ্র মানুষ। তারা সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ কষ্টদায়ক দায়িত্ব পালন করে, অথচ না পায় উপযুক্ত পারিশ্রমিক, না পায় সামাজিক মর্যাদা। তবে, চাঁদাটা কিন্তু ঠিকই দিতে হয়। এরা ময়লা কুড়ানো টাকার ভিতর খুঁজে পেয়েছে কপাল খোলার চাকা। ময়লা ফেলার কাজে নিয়োজিতরা মাসে ১২-১৪ হাজার টাকা, আবার কারো বেতন নেই, শুধু ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে চলতে হয় তাদের। ভ্যান থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে আশপাশের পথচারীরা তাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে যান। বাকিরা কী করবে?

ঢাকা দক্ষিণে ওয়ার্ড আছে ৭৫টি। প্রতিটি ওয়ার্ডে দরপত্রের মাধমে কাজটি রপ্ত করেন। ঢাকা উত্তর সিটিতে ওয়ার্ড আছে ৫৪টি। এসব ওয়ার্ডের কোনোটিতেই এখন সিটি করপোরেশন অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে যে যার মতো করে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহের কাজটি করছে। যে কারণে একেক ওয়ার্ডে ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের মাসিক বেতন একেক রকম। মিরপুর, মহাখালী ও ফার্মগেট এলাকায় ভ্যান কর্মীদের মাসিক বেতন কোথাও ১০ হাজার টাকা, কোথাও ১৫-১৭ হাজার টাকা। তবে গুলশান ও বনানী এলাকায় বেশির ভাগ ভ্যান সার্ভিসের কর্মীদের মাসিক বেতন নেই। তাঁদের চলতে হয় ভাঙারি পণ্য বিক্রি করে। কিন্তু, তা কাহাতক?

ঢাকা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন কেবল নাগরিক সেবার প্রশ্ন নয়; এটি রাজনৈতিক অর্থনীতির এক দুষ্টচক্রের প্রতীক। বাসাবাড়ির ময়লা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শত শত কোটি টাকার চাঁদাবাজির সাম্রাজ্য। রাজনৈতিক পরিচয়, পেশিশক্তি ও স্থানীয় আধিপত্যই এই সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপাদান। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, ক্ষমতার পালাবদল হলেও এই বাণিজ্যের চরিত্র বদলায়নি; শুধু চাঁদা নেয়ার লোক বদলেছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নিয়ম অনুযায়ী, বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের জন্য মাসিক ফি সর্বোচ্চ ১০০ টাকা হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে রাজধানীর অধিকাংশ এলাকায় আদায় করা হচ্ছে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা, কোথাও কোথাও তারও বেশি। বনানী ও গুলশানের মতো অভিজাত এলাকায় ফ্ল্যাটপ্রতি ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা এবং হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। অথচ নাগরিকেরা ইতিমধ্যে গৃহকরের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা বাবদ কর পরিশোধ করছেন। অর্থাৎ একই সেবার জন্য তাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ অর্থ আদায় করছে। এটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতারও প্রতিচ্ছবি। সিটি করপোরেশন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হয়েও কার্যত অনেক ক্ষেত্রে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। প্রশাসকেরা বিশৃঙ্খলার কথা স্বীকার করছেন, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন; কিন্তু বাস্তবে এসব কী হচ্ছে।

গুলশান সোসাইটির মতো এলিট প্রতিষ্ঠানও ‘অদৃশ্য শক্তির’ বাধায় পুরো এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারছে না। বোঝা গেছে অবস্থাটি? সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো, এই পুরো ব্যবস্থা এখন অনেকের কাছে ‘স্বাভাবিক’ হয়ে গেছে। এমনকি কিছু রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যেই স্বীকার করছেন যে, আগে যেমন চলতো, এখনো তেমনই চলছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এটি একধরনের অনানুষ্ঠানিক অর্থ সংগ্রহের খাত হয়ে উঠেছে। ঢাকা শহরের এ ময়লা ব্যবস্থাপনায় কি অসুস্থতা কাটানোর নমুনা?

লেখক : সাংবাদিক-কলামিস্ট ; ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন, ঢাকা।

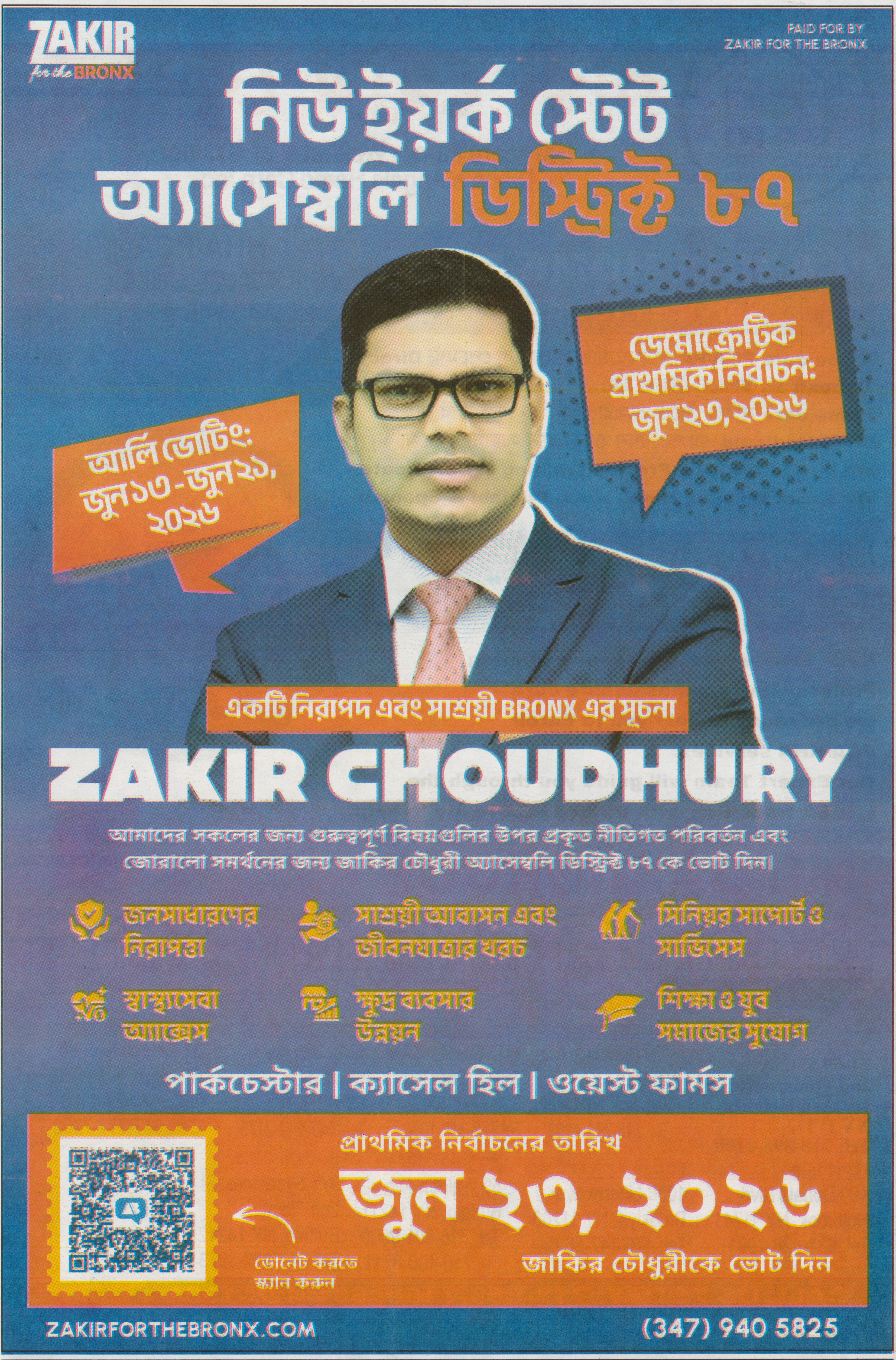
ZAKIR for the BRONX
PAID FOR BY
ZAKIR FOR THE BRONX
নিউ ইয়র্ক স্টেট
অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭
আর্লি ভোটিং:
জুন ১৩ - জুন ২১,
২০২৬
ডেমোক্রেটিক
প্রাথমিক নির্বাচন:
জুন ২৩, ২০২৬
একটি নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী BRONX এর সূচনা
ZAKIR CHOUDHURY
আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর প্রকৃত নীতিগত পরিবর্তন এবং
জোরালো সমর্থনের জন্য জাকির চৌধুরী অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ কে ভোট দিন।
জনসাধারণের নিরাপত্তা
সাশ্রয়ী আবাসন এবং জীবনযাত্রার খরচ
সিনিয়র সাপোর্ট ও সার্ভিসেস
স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস
ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়ন
শিক্ষা ও যুব সমাজের সুযোগ
পার্কচেস্টার | ক্যাসেল হিল | ওয়েস্ট ফার্মস
প্রাথমিক নির্বাচনের তারিখ
জুন ২৩, ২০২৬
জাকির চৌধুরীকে ভোট দিন
ডোনেট করতে স্ক্যান করুন
ZAKIRFORTHEBRONX.COM
(347) 940 5825

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

- Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
- Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

- **Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- **Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- **We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
- **We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

THE BARI GROUP

BARI TOWER • BARI HOME CARE • BARI SUPERMARKET • BARI RESTAURANT • BARI PARTY HALL • BARI MEDIA • BARI CHARITY FOUNDATION • BARI &BARI • BARI ESTATE • BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office/ Bari Tower
74-09 37th Ave,
2nd Floor, Suite 201
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside, NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

COLLECTIVE ACADEMY TUTORING

কালেকটিভ একাডেমি
টিউটোরিং সেন্টার

স্টুডেন্টদের একাডেমিক সাফল্যের জন্য আমাদের খুবই দক্ষ ও মেধাবী সার্টিফাইড শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন।

যোগাযোগ
40-04 73rd Street
Roosevelt Avenue
Jackson Heights
NY 11377
718-200-6084

৫0%
ডিসকাউন্ট

3rd থেকে 12th গ্রেড স্টুডেন্টদের টিউটোরিং
(ইংলিশ, ম্যাথ, সাইন্স, সোশ্যাল স্টাডিস)

- হোমওয়ার্ক হেল্প
- স্টেট টেস্ট প্রেপ
- রিজেন্ট প্রেপ
- এসএইচএসএটি (SHSAT) প্রেপ
- এসএটি (SAT) প্রেপ

আমরাই সেরা
- আইভি লিগ ও স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির সর্বোচ্চ সাফল্যের রেকর্ড
- ওয়ান-অন-ওয়ান এটেনশন
- সর্বনিম্ন খরচে পড়ানো হয়

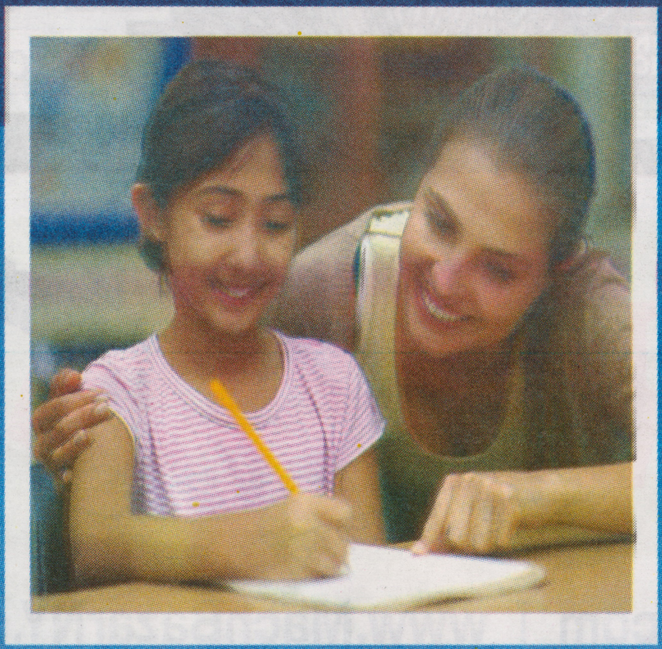

শিক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য গভর্নমেন্ট এওয়ার্ডস প্রাপ্ত

মোহাম্মদ রহমান (রাফি)
পরিচালক, কালেকটিভ একাডেমি
হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি ও
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির রিসার্চার

718-200-6084

Shahjalal®
Size
1500 GM
$13
/LB
Hilsha
Shahjalal®
Size
1200 GM
$35
Each
Hilsha
Shahjalal
10 LB
KALIJIRA AROMATIC RICE
কালিজিরা সুগন্ধি চাল
$16
Each
NE. WT. 4.54KG/10LI
আসল বাংলাদেশী কালিজিরা চাল
PEEL HERE
RESEAL & STORE
10 LB
Tilda
PURE
ORIGINAL
BASMATI
Our signature rice grains loved for their magical aroma and tantalizing taste.
GLUTEN FREE
$13
Each
NON GMO Project VERIFIED
nongmoproject.org
NET WT. 10 lbs
(4.54kg)
EBT And All Major Credit Cards Are Accepted
Free Parking
Always Open (24hrs)
Free Delivery Within NYC
over $200 Purchase
Mach Bazar
মাছ
মাছ বাজার
www.PremiumSupermarket.com | www.Radhuni.com | www.MachBazarNY.com
71-08 35th Ave, Jackson Heights, NY 1

Hilsha
Size 800 GM
$15 EACH
Shahjalal Brand
Hilsha
Size 1000 GM
$20 EACH
Shahjalal Brand
Hilsha
Size 1500 GM
$13 /LB
Shahjalal Brand
Hilsha
Size 1200 GM
$35
CK Brand
Rohu
Size 4 KG
$2.49 /LB
Rohu
Size 5 KG
$3.19 /LB
Mrigel
Size 3 KG
$25 EACH
Mrigel
Size 4 KG
$3.49 /LB
Katla
Size 4/5 KG
$2.99 /LB
Katla
Size 7/8 KG
$3.49 /LB
Pangash
$3.99 /LB
Padma Parboiled Basmati Rice
$26 EACH
20 LB
PADMA BRAND
CLASSIC
LONG GRAIN PARBOILED
BASMATI RICE
NET WEIGHT : 20 LBS.
Reshme Parboiled Basmati Rice
$26 EACH
20 LB
Reshme
PARBOILED
BASMATI RICE
Safi Parboiled Basmati Rice
$27 EACH
20 LB
Rice King Parboiled Rice
$27 EACH
20 LB
Royal Basmati Rice
$25 EACH
20 LB
ROYAL
BASMATI RICE
1372 | Tel: (718) 205-6550
MachBazarNY
Price Subject to Change without any Prior Notice

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(শেষের পাতার পর)

নিউইয়র্ক হয়ে উঠেছিল ছোট্ট বাংলাদেশ। রাস্তাজুড়ে ছিল লাল-সবুজের পোশাক, ঢাক-ঢোল, ব্যানার, ফেস্টুন, বাংলা গান আর উৎসবের আমেজ। বাংলাদেশি কমিউনিটির নানা সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন পরিণত হয় এক বিশাল মিলনমেলায়।

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ), হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস এবং ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে এই প্যারেডের আয়োজক ছিল। প্যারেডের এবং মিডিয়া পার্টনার ছিল বহির্বিশ্বে জনপ্রিয় বাংলা সংবাদমাধ্যম 'ঠিকানা'।

প্যারেড শুরুর আগে জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ অ্যাভিনিউ ও ৬৯ স্ট্রিটের বিশাল প্রান্তরে জড়ো হতে থাকেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তাদের কারো হাতে ছিল বাংলাদেশের পতাকা, কারো হাতে ছিল ব্যানার, আবার কেউ এসেছিলেন ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি, শাড়ি কিংবা লোকজ পোশাকে। অনেকেই শিশুদের সাজিয়েছিলেন লাল-সবুজের রঙে। ছোট ছোট শিশুদের হাতে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যা উপস্থিত সবার নজর কাড়ে। এরপর বেলা ১২টার দিকে প্যারেড যাত্রা শুরু করে ৩৭ অ্যাভিনিউ হয়ে ৮৭ স্ট্রিটের দিকে।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন নিউইয়র্কে মূলধারার নেতৃবৃন্দ। তারা অনুধাবন করেছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির শক্তিমত্তা। প্যারেডে যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং ও টম সুজি, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ ও স্টিভেন রাগা, সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান, সিনেট প্রার্থী হাইরাম মসসেরাত প্রমুখ। তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

এবারের বাংলাদেশ ডে প্যারেড শুধু একটি উৎসব নয়, বরং ছিল প্রবাসে বাংলাদেশি

(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

প্রথমবার বাড়ি ক্রেতাদের জন্য অপূর্ব সুযোগ

(শেষের পাতার পর)

নেটওয়ার্কিং ও তথ্যভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়।

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) আয়োজিত এ বছরের এক্সপোতে রিয়েল এস্টেট, মর্টগেজ, ফাইন্যান্স, আইন, ব্যাংকিং, বিমা, বিনিয়োগ, ট্যাক্স ও প্রযুক্তি খাতের শতাধিক পেশাজীবী অংশ নেন। আয়োজকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির মধ্যে বাড়ি কেনা, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ, আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবসায়িক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

এক্সপোতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল তথ্যবহুল সেশন, প্যানেল আলোচনা, নেটওয়ার্কিং সুযোগ, বিনিয়োগ বিষয়ক পরামর্শ এবং রিয়েল এস্টেট বাজারের সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে বিশদ উপস্থাপনা। বিশেষ করে, যারা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহী, তাদের জন্য মর্টগেজ, ক্রেডিট স্কোর, ডাউন পেমেন্ট, প্রি-অ্যাপ্রুভাল এবং ফাইন্যান্সিং সংক্রান্ত বিশেষ দিকনির্দেশনা ছিল অন্যতম আকর্ষণ।

ইউএসবিসিসিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো রিয়েল এস্টেট খাতে নতুন সুযোগ সৃষ্টি, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং কমিউনিটির অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, 'আজকের এই এক্সপো প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি রিয়েল এস্টেট, বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমেই আরও সচেতন ও আগ্রহী হয়ে উঠছে। ইউএসবিসিসিআই সব সময় কমিউনিটির অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, এই এক্সপো শুধু একটি ব্যবসায়িক আয়োজন নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ গঠন, বিনিয়োগ জ্ঞান বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের আয়োজন করা হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মার্ক জ্যাফে, টার্কিশ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইউএসএর প্রেসিডেন্ট আলী কোচাক, লং আইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলটরসের প্রেসিডেন্ট শান খানসহ ব্যবসা ও রিয়েল এস্টেট খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এ ছাড়া কমিউনিটি নেতা, বিনিয়োগকারী, রিয়েলটর, ব্যাংকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী এক্সপোতে বর্তমান রিয়েল এস্টেট মার্কেট নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। 'এআই অ্যাডভান্টেজ : টেক টুলস দ্যাট ক্লোজ ডিলস ফাস্টার' শীর্ষক সেশনে রিয়েল এস্টেট খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল মার্কেটিং, স্মার্ট লিড জেনারেশন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, বর্তমান বাজারে প্রযুক্তি ও এআই-ভিত্তিক সেবা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবসায়িক সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

'মার্কেট পালস ২০২৬ : রেটস, ডিলস অ্যান্ড হোয়াটস নেক্সট' সেশনে সুদের হার, বাড়ির চাহিদা, বিনিয়োগের সুযোগ, বাজারের পরিবর্তন এবং আগামী দিনের রিয়েল এস্টেট প্রবণতা নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই এ সেশন থেকে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করেন।

'ফেইথ অ্যান্ড ফাইন্যান্স : হালাল হোম লোনস অ্যান্ড লিগ্যাসি প্ল্যানিং' সেশনে শরিয়াহসম্মত হোম ফাইন্যান্সিং, পরিবারভিত্তিক সম্পদ পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মুসলিম কমিউনিটির অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ সেশন ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে।

প্রথমবার বাড়ি ক্রেতাদের জন্য আয়োজিত 'কিজ টু ইয়োর ফার্স্ট হোম : ইনসাইডার গাইড ফর নিউ বায়ার্স' সেশনে ক্রেডিট স্কোর উন্নয়ন, ডাউন পেমেন্ট, মর্টগেজ অনুমোদন, ফার্স্ট-টাইম হোমবায়ার প্রোগ্রাম এবং বাড়ি কেনার ধাপসমূহ নিয়ে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বক্তারা অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়া 'আনলকিং ইনভেন্টরি ইন টুডেজ মার্কেট' এবং 'ফিক্স অ্যান্ড ফ্লিপ, লিগ্যালাইজিং বেসমেন্টস, নিউ বিল্ড অ্যান্ড ট্যাক্স স্ট্র্যাটেজিস' শীর্ষক সেশনগুলোতে বর্তমান মার্কেটে বাড়ির সংকট, সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ এলাকা, নতুন নির্মাণ, বেসমেন্ট বৈধকরণ, ফিক্স-অ্যান্ড-ফ্লিপ প্রজেক্ট, ট্যাক্স সেভিংস এবং সম্পদ গঠনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন শাহেদ ইসলাম, মোহাম্মদ জামান, তারিক খান, আমব্রিন ফারুকী, মাইকেল লাগুডিস, মাইকেল ফং, কেভিন লেদারম্যান, আজাদুল ইসলাম, ওসমান মালিক, সামি কবির, আদিল সাদিক, আমিনা রাশাদ, ফাহিম হোসেন, পিটার কারলিন, মোহাম্মদ রহমান শাহীন, সরদার এম. আসাদুল্লাহ, শান খান, আইস্টন পেরেজ, এমরান ভূঁইয়া, ইসমাইল আহমেদ, আহাদ আলী সিপিএ, দিলারা হোসেন, মাইকেল ন্যাকমিয়াস, তারিক বেইলি এবং মোহাম্মদ মজুমদার। বক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বাড়ি

(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

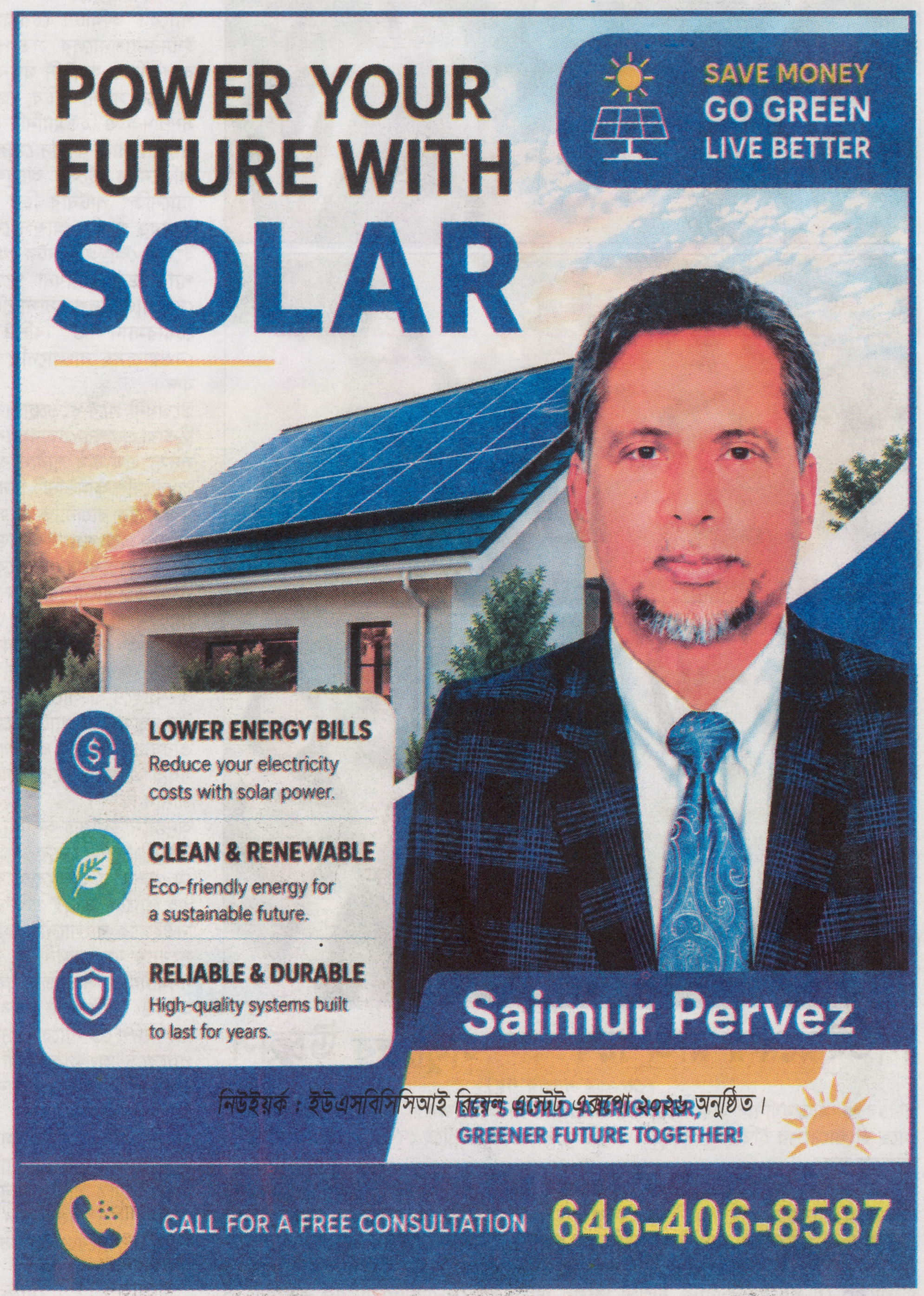

নিউইয়র্ক : ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত।

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(৩৮-এর পাতার পর)

পরিচয় ও আত্মমর্যাদার এক শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ। আয়োজকরা জানান, নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দেওয়াই এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।

প্যারেডে অংশ নেওয়া বিভিন্ন সংগঠনের ট্যাবলো ছিল বিশেষ আকর্ষণ। কোথাও তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্য, কোথাও স্বাধীনতার ইতিহাস, আবার কোথাও আধুনিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনায় ছিল দেশাত্মবোধক গান, লোকসংগীত, নৃত্য এবং ঢোলের তালে তালে প্রাণবন্ত পরিবেশনা।

বাংলাদেশ যে প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম. আজিজ এবং ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন। প্যারেডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্যারেড কমিটির আহ্বায়ক, জেবিবিএ'র সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, প্যারেড কমিটির চেয়ারম্যান, ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, প্যারেড কমিটির সদস্য সচিব, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ও হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্টের প্রধান নির্বাহী ফাহাদ সোলায়মান, চিফ কো-অর্ডিনেটর ছিলেন আব্দুল কাদের শিশির, ম্যানেজিং পার্টনার ছিল ফয়সাল আজিজ, প্যারেড মার্শাল আব্দুস সোবহান এবং চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফেমড রকি।

প্যারেডের উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্যে গ্র্যান্ড মার্শাল ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন বলেন, নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি দিন দিন সমৃদ্ধি হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

গ্র্যান্ড মার্শাল বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম আজিজ বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ব্যাপক অংশগ্রহণে বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিউনিটির বড় একটি প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো বড় প্যারেড আয়োজনে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য কমিউনিটি নেতারা বলেন, প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশিদের মধ্যে যে দেশপ্রেম ও ঐক্যের বন্ধন অটুট রয়েছে, এই প্যারেড তারই প্রতিফলন। তারা বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি এখন শুধু সংখ্যায় নয়, অর্থনীতি, ব্যবসা, রাজনীতি, গণমাধ্যম ও সামাজিক প্রভাবের দিক থেকেও অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ডে প্যারেড সেই শক্তিরই প্রতীক। প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্রবাসীরা বলেন, এমন আয়োজন শুধু আনন্দ বা বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মূলধারার আমেরিকান সমাজের কাছেও বাংলাদেশকে তুলে ধরার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। নিউইয়র্কের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষও এ আয়োজনে আগ্রহ নিয়ে অংশ নেন বা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্যারেড উপভোগ করেন। ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও কমিউনিটির

(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

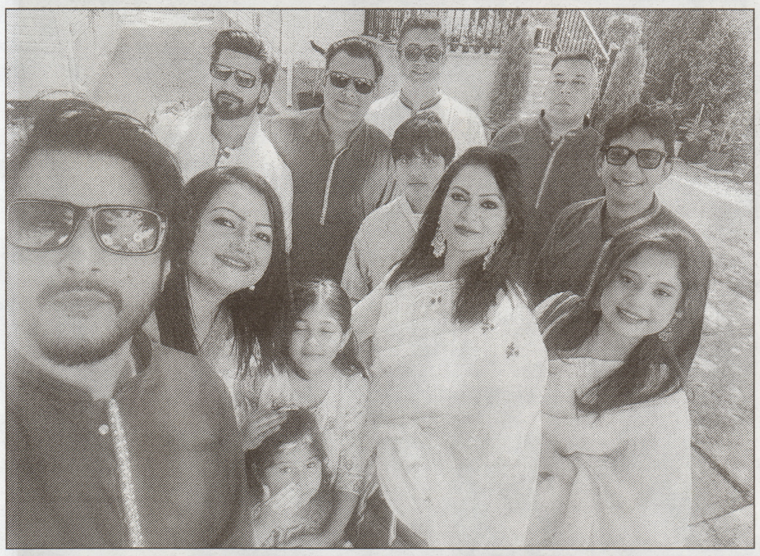

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(৪০-এর পাতার পর)

ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

প্যারেড উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আয়োজকদের স্বেচ্ছাসেবক দলও সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে। পুরো আয়োজন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

প্যারেড উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কমিউনিটি সমাবেশ। সেখানে বাংলাদেশি শিল্পীদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান, আধুনিক সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন স্টলে ছিল দেশীয় খাবার, পোশাক ও সাংস্কৃতিক উপকরণ। ফলে দিনভর পুরো আয়োজন ঘিরে ছিল প্রাণচাঞ্চল্য। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন ঢাকা থেকে আগত শুভ্র দেব, চঞ্চল চৌধুরী, সজল, তানজিন তিশা এবং নিউইয়র্কে বসবাসকারী রিচি সোলায়মান, নওশিন, হিলোলসহ বেশ ক'জন গায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী।

প্রবাসে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্মের অনেক তরুণ-তরুণী বলেন, এমন আয়োজন তাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করে। তারা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে আরও কাছ থেকে জানার সুযোগ পান। অভিভাবকরাও মনে করেন, বাংলাদেশ ডে প্যারেড ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পরিচয়বোধ ও সাংস্কৃতিক গর্ব তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি গত কয়েক দশকে যে অবস্থানে পৌঁছেছে, তা সহজে অর্জিত হয়নি।

(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

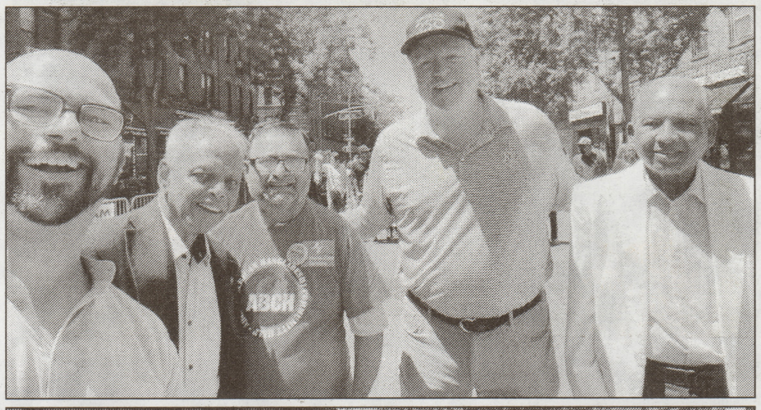

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(৪১-এর পাতার পর)

হাজারো অভিবাসীর কঠোর পরিশ্রম, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফল আজকের এই শক্তিশালী অবস্থান। বাংলাদেশ ডে প্যারেড সেই দীর্ঘ যাত্রারও এক প্রতীকী উদযাপন।

দিনশেষে লাল-সবুজের পতাকা হাতে হাজারো মানুষের হাসিমুখ যেন একটিই বার্তা দিয়েছে, দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকলেও হৃদয়ে বাংলাদেশ আজও সমান উজ্জ্বল, সমান আবেগময়।

বাংলাদেশ প্যারেড সফল করার পেছনে এনওয়াইপিডির ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তাদের পোশাকধারী ব্যান্ড দল প্যারেডের সামনে অংশ নিয়ে প্যারেডকে আকর্ষণীয় করে তোলে। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা) নেতৃবৃন্দ অগ্রণি ভূমিকা রেখেছেন। পুলিশের পোশাকে তারা অংশ নিয়ে প্যারেডকে অর্থবহ করে

তোলেন। বাপা ছাড়াও ট্রাফিক স্কোয়াড বেনেভোলেন্ট অ্যাসোসিয়েশস এবং বাংলাদেশি আমেরিকান আর্মড ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) সদস্যরা পোশাক পরে প্যারেডে অংশ নেন।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে আরো অংশ নেয়- সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, বাংলাদেশি আমেরিকান পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস (বিপা), বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা), জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, প্রবাসী মতলব সমিতি, বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক, প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় সমিতি, বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, বরিশাল বিভাগীয় (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

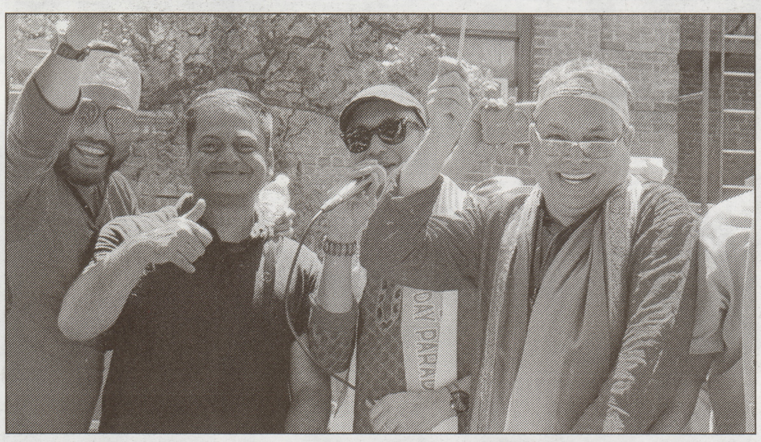

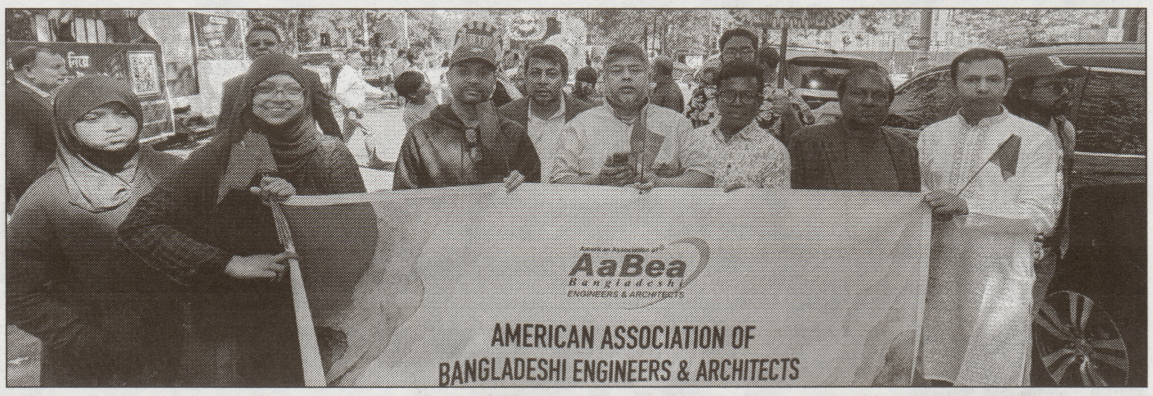

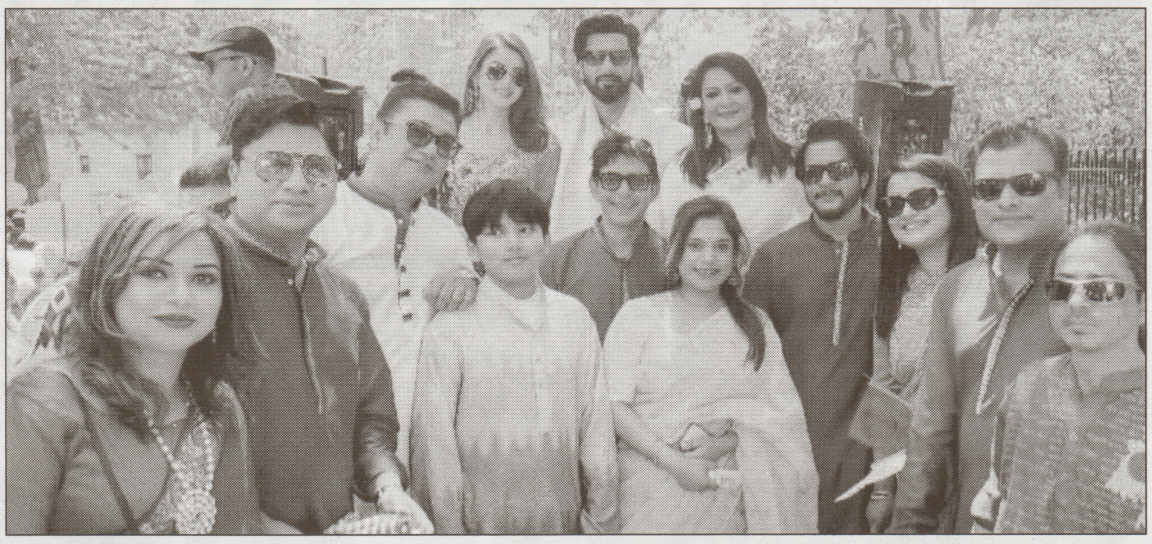

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(৪২-এর পাতার পর)

সমিতি ইউএসএ, পাবনা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন, গ্রেটার খুলনা সোসাইটি, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি, নবাবগঞ্জ উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন, দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, নবাবগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক, ফার্স্ট এইড হোমকেয়ার, আমেরিকান বাংলাদেশি কমিউনিটি হেল্প (এবিসিএইচ), ফায়ার ডিপার্টমেন্ট নিউইয়র্কের (এফডিএনওয়াই) ফিনিক্স সোসাইটি, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, ইয়থ ফর দ্য ইয়ুথ প্রমুখ সংগঠন। অ্যাসেম্বলি

(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

চিত্রে বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

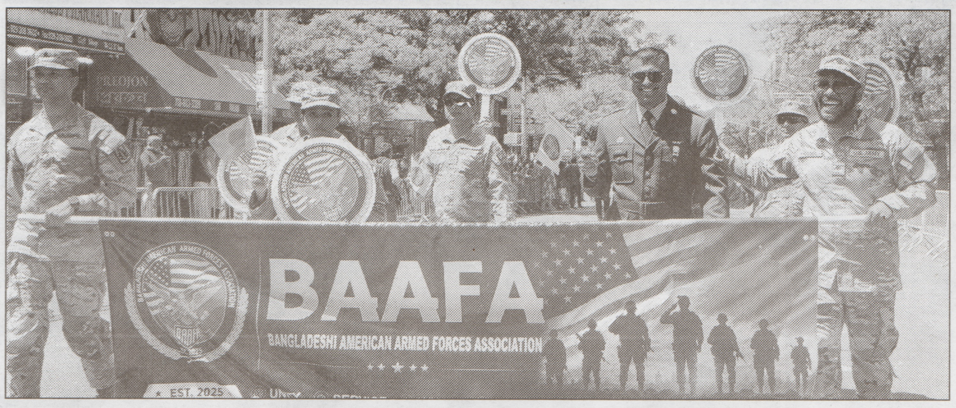

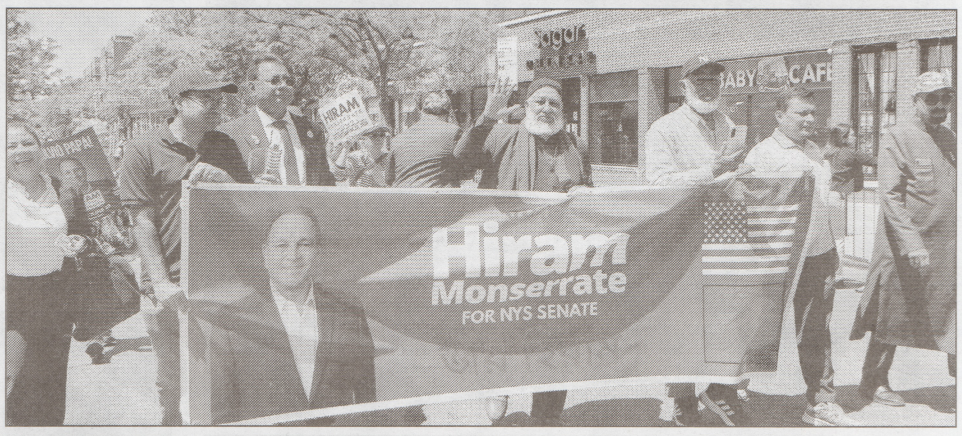

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

(৪৩-এর পাতার পর)

প্রার্থী শামসুল হক ও স্টেট সিনেটর প্রার্থী হাইরাম মনসেরাত ও তাদের সমর্থকেরা প্যারেডে স্বতস্ফূর্ত অংশ নেন। বহু বাংলাদেশি পরিবার নানা রঙের পোশাকে প্যারেড অংশ নেন।

জ্যাকসন হাইটসের ৬৯ স্ট্রিটে গাড়িতে উদ্বোধনী মঞ্চ তৈরি করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্পন্সর প্রতিষ্ঠান, আয়োজক বৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং গ্রান্ড মার্শালবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। চিফ কো-অর্ডিনেটর ছিলেন আব্দুল কাদের শিশির, ম্যানেজিং পার্টনার ছিল ফয়সাল আজিজ, প্যারেড মার্শাল আব্দুস সোবহান, চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফেমড রকি, মেম্বার সেক্রেটারি ফাহাদ সোলায়মান।

বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংগঠক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আয়োজকদের লক্ষ্য ছিল-এবারের প্যারেডকে আরও বৃহৎ, আকর্ষণীয় ও কমিউনিটি-কেন্দ্রিক করতে ব্যাপক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করার। সেটি তারা করতে পেরেছেন। যদিও অনেকেই (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ঐতিহাসিক মেমোরিয়াল

(৪-এর পাতার পর)

করেন।

ঐতিহাসিক ওয়াটার লু : ১৮৬৬ সালের ৫ মে ওয়াটার লুর সর্বস্তর ও পেশার বাসিন্দারা সকল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং কেনাকাটা বন্ধ করে দিয়ে নিহত সৈনিকদের কবরগুলোকে বাহারি রঙের পতাকা ও দৃষ্টিনন্দন ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক বার্ষিক অনুষ্ঠানমালার সূচনা করেছিলেন।

ডেকোরেশন বা বরেণ্য দিবস : ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী, ১৮৬৮ সালের ৫ মে 'নর্দার্ন সিভিল ভেটারান' শীর্ষক অর্গানাইজেশনের নেতা জেনারেল এ. লোগান মে মাসের শেষে জাতীয়ভাবে একটি স্মরণীয় দিবস উদ্‌যাপনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বিগত বিপ্লবের সময় যেসব বীর সেনানী দেশকে রক্ষায় আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং যাদের মরদেহ প্রতিটি সিটি, গ্রাম ও গির্জার পাদদেশের পুণ্যভূমিতে সমাহিত রয়েছে, তাদের সমাধিগুলোকে ১৮৬৮ সালের ৩০ মে পুষ্পশোভিত কিংবা বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত করা হবে। মূলত আমেরিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করে ৩০ মে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রমাণাদি পাওয়া না যাওয়ায় জেনারেল এ. লোগান ৩০ মে-কে ডেকোরেশন ডে বা বরেণ্য দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, প্রথম ডেকোরেশন বা শোভন দিবসে সিভিল ওয়ারে নিহত ২০ সহস্রাধিক সৈনিকের সমাধিস্থল আর্লিংটন ন্যাশনাল সেমেট্রিতে (জাতীয় গোরস্থানে) ৫ সহস্রাধিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়েছিলেন জেনারেল জেমস গারফিল্ড। নিহতদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের গুণকীর্তনের পাশাপাশি জেনারেল জেমস গারফিল্ড তাদের আত্মার চিরপ্রশান্তি কামনা করেছিলেন। এদিকে পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক নর্দার্ন স্টেটও অনুরূপ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করে এবং ১৮৯০ সাল নাগাদ প্রতিটি স্টেটই দাপ্তরিকভাবে ডেকোরেশন ডে ছুটি অনুমোদন করে। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির আগ পর্যন্ত সাউদার্ন স্টেটগুলোর বাসিন্দারা আলাদা দিবসগুলোতে বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রথা অব্যাহত রাখেন।

যাহোক, নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে সময়ের অগ্রযাত্রায় তিন দিন সপ্তাহান্ত ছুটির মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনার জোয়ারে মেমোরিয়াল ডের প্রকৃত তাৎপর্য ও ঐতিহ্য বহুলাংশে ম্রিয়মাণ বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানে মেমোরিয়াল ডেকেও বাণিজ্যিক উপকরণে পরিণত করার অপতৎপরতা কারও সজাগ দৃষ্টি এড়ায় না। জাতীয় বীরদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থলে বহুসংখ্যক উন্নাসিক আমেরিকান সম্প্রতি দীর্ঘ অবকাশে সপরিজনে প্রমোদ ভ্রমণসহ নানাবিধ বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর ঐতিহ্যবাহী মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে ঠিকানার পক্ষ থেকে জাতীয় বীরদের বিদেহী আত্মার চিরপ্রশান্তি এবং স্বজনহারাদের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করছি।

লেখক : সাবেক প্রধান শিক্ষক, গ্রন্থকার ও সহযোগী সম্পাদক, নিউইয়র্ক।

সীমান্ত-হত্যার রাজনীতি ও কূটনৈতিক

(৫-এর পাতার পর)

ধারণাটির গুরুত্ব থাকলেও, এটি একটি যৌথ কর্মসূচি, যার জন্য ভারতের সদিচ্ছা প্রয়োজন। ভারতের সেই আগ্রহ কতটা আছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই ভারতের মুখাপেক্ষী না থেকে বাংলাদেশের উচিত নিজস্ব উদ্যোগে পদক্ষেপ নেওয়া।

সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতে যায়? এর মূল কারণ ওই অঞ্চলগুলোতে চরম দারিদ্র্য ও বেকারত্ব। কাজের সন্ধানে বা সামান্য চোরাচালানের বাহক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তারা বিএসএফের গুলির নিশানা হয়। আর পর্দার আড়ালে থাকা বড় চোরাকারবারিরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

এই সমস্যার একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান হলো বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। যদি সীমান্ত এলাকায় পর্যাপ্ত কলকারখানা গড়ে ওঠে এবং মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ সীমান্ত পার হতে যাবে না। পরবর্তী সময়ে যদি ভারতের দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়, তবে বাংলাদেশের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে যৌথ অর্থনৈতিক জোনের মতো কর্মসূচিও হাতে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক উদ্যোগ বাংলাদেশকেই নিতে হবে।

সীমান্ত-হত্যা কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমের ওপর প্রতিনিয়ত আঘাত এবং চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। এই আগ্রাসী আক্রমণ বন্ধ করতে হলে নতজানু কূটনীতির খোলস ছেড়ে বাংলাদেশকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জোরালো জনমত ও চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মেধা, বুদ্ধিবৃত্তি, গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক আইনের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল ভারতের এই আধিপত্যবাদী আচরণের লাগাম টেনে ধরা সম্ভব। একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার কোনো নাগরিকের রক্ত আর সীমান্তে ঝরতে দিতে পারে না।

লেখক : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ।

মমতা ব্যানার্জির ভরাডুবি

(৫-এর পাতার পর)

সেই শহীদদের মধ্যে ৬২ হাজার মুসলমান বীর শহীদের নাম রয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশের আগে মুসলিম শাসকেরা ভারতবর্ষ শাসন করেছেন ৮০০ বছরের মতো। ভারতের দেড়শ কোটি মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কুড়ি কোটির মতো। অর্থাৎ বিশ্বের মোট মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১১ শতাংশ মানুষের বাস ভারতবর্ষে। সেই হিসাবে ভারতবর্ষ হচ্ছে বিশ্বের ভেতরে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। যদিও ভারত সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু বিজেপি-শাসিত ওই ভারতবর্ষকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি সংস্থা 'ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম' তাদের জরিপের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছে 'উদ্বেগজনক রাষ্ট্র' হিসেবে। মমতা ব্যানার্জির শাসনামলে মুসলমানরা এতটা অরক্ষিত অবস্থায় ছিল না কখনোই। আর ওই একটা বিষয়ে অভিযোগের তীর ছোড়া হয়েছিল তার দিকে। বলা হতো, 'মুসলমান তোষণকারী' রাজনীতিবিদ। শেষের দিকে ভোটব্যাংকের দিকে তাকিয়ে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের যত্রতত্র মন্দির নির্মাণ শুরুও করেছিলেন। যে রকম শেখ হাসিনাও তার শাসনামলের শেষের দিকে দেশে মসজিদ নির্মাণের একটা জোরালো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

তবে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে শেখ হাসিনার পার্থক্য ছিল একটা। তিনি শেখ হাসিনার মতো রাজনৈতিক পরিবারের কোনো সন্তান ছিলেন না। নিতান্তই সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া এক লড়াকু রাজনীতিবিদ হিসেবে ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন নিজেকে।

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর আসন থেকে বিগত ৪২ বছর ধরে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হওয়া এক লড়াকু রাজনীতিবিদের নাম মমতা ব্যানার্জি। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে যখন তৃণমূল কংগ্রেস গোটা রাজ্যে মাত্র একটা আসনে জিতেছিল, সেই সময়েও দক্ষিণ কলকাতা থেকে নির্বাচিত এমপি ছিলেন মমতা। আন্দোলনের মাঠ থেকে উঠে আসা একজন লড়াকু রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের যাত্রা শুরুর ইতিহাস উন্মোচনের কাজটা করেছিলেন। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। তার নিজের কোনো পরিবার ছিল না; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা তাকে নিজের কাছের জন হিসেবে 'দিদি' পরিচয়ের সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছিল। আর সে কারণেই ২০২১ সালের নির্বাচনে তার দলের স্লোগান ছিল 'বাংলা তার নিজের মেয়েকেই চায়'। কিন্তু আফসোস, মমতা শেষ পর্যন্ত সাধারণ জনগণের সেই দাবি মেটাতে 'ব্যর্থ' হলেন। যদিও তাকে বলা হতো এককেন্দ্রিক ক্ষমতার অধিকারী রাজনীতিবিদ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার এবং তার দলের অনুগত মানুষদের জন্য লুটপাটের দুয়ার অবারিত করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত একটি ব্যর্থ রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তার এই ভরাডুবির পেছনে বিশেষজ্ঞ মহল অনেকগুলো কারণকে চিহ্নিত করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল সীমাহীন দুর্নীতির একটা সিন্ডিকেটের হাতে সাধারণ মানুষের জীবনকে জিম্মি করে রাখা। আর্থিক কেলেঙ্কারি, কয়লা পাচার, গরু পাচার, ভুতুড়ে ভোটার লিস্ট–সবকিছুর পেছনে ছিল পেশিশক্তির দাপট। তা ছাড়া সংখ্যালঘুর অংশ হিসেবে মুসলিম ভোটার, যারা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের কাছাকাছি, যারা এত দিন তৃণমূল কংগ্রেসের বড় মাত্রার ভোটব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত ছিল, শেষ পর্যন্ত তারাও মমতার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল নারী সুরক্ষা ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত একটি বিষয়, যে বিষয়টা এই পতনের পেছনে বড় এক ভূমিকা পালন করেছে বলেই মনে করছেন অনেকে। যেমন দুই বছর আগে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত এক নারী চিকিৎসক তার কর্তব্যকালীন সময়ে হাসপাতালের ভেতরেই ধর্ষণের শিকারে পরিণত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই খুনের বিচারের দাবিতে সংগঠিত 'আরজি কর' আন্দোলনের কারণে দলমত-নির্বিশেষ সবাই রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। কিন্তু এত বড় ঘটনার পরে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন খুনির পক্ষে নীরব এক সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে জনমনের প্রচণ্ড ক্ষোভে ইন্ধন জুগিয়েছিল বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। সবকিছু মিলেমিশে রাজনীতির গডফাদার থেকে গডমাদার হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া তাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করল। বলা হতো–বাংলা ও বাঙালির অকৃত্রিম বন্ধু সেই মমতাও পুশ ইন ও পুশ আউটের ধোঁয়া তুলে নিরীহ বাঙালি অভিবাসীদের সীমান্তে ঠেলে দেওয়ার নীরব দর্শক ছিলেন। তিস্তা সমস্যাকে জিইয়ে রেখে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের জীবনকে পানি সমস্যার কবলে ফেলে দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন।

ক্ষমতা কারও হাতে চিরদিন কুক্ষিগত থাকে না–মমতা ব্যানার্জির এই ভরাডুবি সেই কথাটিই মনে করিয়ে দিল। যেভাবে শেখ হাসিনার ১৭ বছরের শাস-নামলের সব ভালোর ইতিহাস কালোর অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল, ঠিক একইভাবে মমতা ব্যানার্জিও নিকষ এক অন্ধকারের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছেন এখন। তিনি জনরায় মানবেন না বলে হুমকি দেন। এটা হাস্যকর বিষয়। রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কত কথাই বলেন। তবে শেষ পর্যন্ত গত ৭ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভা ভেঙে দেন এবং ৯ মে রাজ্যটির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মমতা-যুগের অবসান ঘটল।

রাজনীতির চিলেকোঠা গায়েবি থেকে

(৬-এর পাতার পর)

করতে পারেনি। ফলে রাজনীতির গুণগত মান মানসম্মত হয়নি। রাজনীতি এখন কোনো আদর্শিক বিষয় নয়, বরং ক্ষমতাকে পুঁজি করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের একটি হাতিয়ার। তাই আদর্শ-নীতি-নীতিমালা ভিত্তিক রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়ার মূল সোর্স নয়। এ দেশের ক্ষমতা নেগেটিভ চিন্তা থেকে পরিবর্তন হয়। একসময় মুসলিম লীগ অত্যন্ত জনপ্রিয় দল ছিল, কিন্তু যখন জনগণকে তারা জবাবদিহি করতে অর্থাৎ চাহিদা মেটাতে পারেনি, তখনই নেগেটিভ ভোটে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আবার অনুরূপ আওয়ামী লীগ যখন জনগণকে জবাবদিহি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখনই বিএন-পির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। এমনিভাবে জনগণের নেতিবাচক চিন্তা থেকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার উৎস সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে যারা ক্ষমতায়, তারাও যদি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ব্যর্থ হয়, তবে অনুরূপ অবস্থায় তাদেরও পড়তে হবে। স্মরণ রাখতে হবে–জনগণ কারও ক্রয় করা বস্তু নয়, ঘুমন্ত জনতা সজাগ হলে তাদের থামানো যায় না। জামায়াতে ইসলামী অনেক কৌশলে এগিয়েছে, ব্রিটিশ আমল থেকেই তারা সব সময়ই 'ক্ষমতার' সঙ্গে ছিল। আওয়ামী লীগ/বিএনপি দুটি দলকেই ব্যবহার করে অত্যন্ত সুকৌশলে তারা এখন রাষ্ট্রের প্রধান বিরোধী দল। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জামায়াতকে ব্যবহার করতে পারেনি, উল্টো জামায়াত তাদেরকে ব্যবহার করে নিজেরা হয়েছে মহিরুহ। বড় বড় দলের প্রতি জনগণের নেগেটিভিটি চিন্তার প্রতিফলন থেকেই জামায়াতের সমৃদ্ধি। রাজনৈতিক দলকে কাগজে-কলমে নিষিদ্ধ করা যত সোজা, মানসিকভাবে নিষিদ্ধ করা তত সোজা নয়। ২০০৯ সালে প্রণীত আইনে আওয়ামী লীগ জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছে, বিএনপিকে কাগজে-কলমে নিষিদ্ধ না করলেও অত্যাচার-নির্যাতন কম করেনি। আওয়ামী লীগ কাগজে-কলমে নিষিদ্ধ হলেও ভিন্ন সুরতে ফিরে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ রাজনীতি মন-মগজের বিষয় (Conceptual Matter), চিন্তা-চেতনা (Conception) মরে না, সময়ে-অসময়ে স্তব্ধ থাকে, জেগে ওঠে ভিন্নরূপে বারবার। ফলে কেউ কারও রাজনীতিকে ধ্বংস করার যে অপপ্রয়াস তা ক্ষণিকের, দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে না। পৃথিবীর ইতিহাস এর সাক্ষী। জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। উত্থানের অশ্রুজলের চেয়ে পতনের অশ্রুজল অনেক বিষাক্ত ও নির্মম। পতনের দৃশ্য যে দেখেছে, সে উত্থানের মজাকে আর মজা মনে করতে পারে না, বরং তখন বিষের পেয়ালায় নিজের আত্মাহুতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিচারপতি এস কে সিনহা প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা প্রয়োগে দুদক আইনকে শক্তিশালী করে হাইকোর্টের নিজস্ব অধিকারপ্রাপ্ত (Inherent Power) ক্ষমতাকে (ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১ক) করেছেন সংকুচিত। এখন তিনি নিজেই নিজের গ্যাঁড়াকলে পড়েছেন। ২০০৪ সালে দুদককে অনেক মোট-তাজা ও শক্তিশালী করেছে বিএনপি। সে আইনের গ্যাঁড়াকলে বিএনপি নেত-ারাই বেশি জেল খেটেছেন। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়েছে সে আইনে, যে আইন ২০০৯ সালে তারা নিজেরাই প্রণয়ন করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মঙ্গল-অমঙ্গল আলাদা কিছুই নয়, একই সত্যের দুই রূপ মাত্র। যা আজ আনন্দ দেয়, কাল তা-ই হতে পারে সেই বেদনার কারণ।'

লেখক : জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও কলামিস্ট।

তিন মাস পেরিয়ে সুকঠিন পথে

(৬-এর পাতার পর)

আগে ৩১ দফায় সংস্কার বিষয়ে নিজেদের প্রতিশ্রুতি জাতির সামনে আনলেও তারা রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় 'পুরনো মডেল' অনুসরণ করতে চাইছেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে একটা 'রেজিম চেঞ্জ' হিসেবেই নিয়েছেন বলে মনে হবেড়যদি আগামী তিন মাসের মতো সময়ে তারা সংস্কার প্রশ্নে অবস্থান সুস্পষ্ট না করেন। ছয় মাস সময়কে সাধারণত সরকারের 'হানিমুন পিরিয়ড' ধরা হয়। তবে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে জনপ্রত্যাশা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করায় এ সময়টা হয়তো কমে আসে। ব্যাপক মানুষের প্রত্যাশা থাকে স্থিতিশীলতার পাশাপাশি গুণগত পরিবর্তন অর্জনের। সেই পথ রুদ্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয়, সেটি ক্ষমতাসীনদেরই নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কারের যেসব প্রশ্নে অন্যান্য দলের সঙ্গে বিএনপি একমত– অন্তত সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে কমিয়ে আনতে পারে হতাশা। গণ-অভ্যুত্থান এবং অন্তর্বর্তী শাসনামলে রাজনীতি ও সমাজে বিভাজন আরও বেড়েছে; যদিও জনগণের বিরাট অংশে বিভিন্ন জাতীয় প্রশ্নে সংহতিও কম অর্জিত হয়নি। এখন রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব সংস্কার এগিয়ে নেওয়া গেলে গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত এবং সেটি ধরে আরও এগিয়ে যাওয়া যাবে। তবে যেকোনো সংস্কারের ফল দৃশ্যমান হতে কিছু সময় লেগে যায়। বিপ্লবাত্মক কায়দায় সংস্কারে এগোনোর ফল অনেক সময় খারাপও হয়ে থাকে। সাংবিধানিক সংস্কারের মোটামুটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর নেপালে তো গণ-অভ্যুত্থানও হতে দেখা গেল। তার আগে শ্রীলঙ্কায় একটি নির্বাচিত সরকারকে বিদায় নিতে হয় জনতার ক্রোধের বিস্ফোরণের মুখে। এর নেপথ্যে ছিল ভ্রান্ত নীতি ও রাষ্ট্রীয় অনাচারে মানুষের দুর্গতি; হতাশা ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ জীবন।

নির্বাচিত সরকার এসে গেলেই ব্যাপক মানুষের প্রত্যাশা পূরণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। গণতান্ত্রিক নির্বাচন যেন জবাবদিহিপূর্ণ শাসন নিশ্চিত করতে পারে, সেটিই বড় কথা। জনগণের অধিকারের প্রতি সম্মান, তার সত্যিকারের চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সম্পদ বিনিয়োজিত করার প্রয়াস ছাড়া কোনো সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্র সংস্কার থেকে নিয়ে নিত্যদিনের কাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে নির্বাচিত সরকারকেও এটা মনে রাখতে হবে।

নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তারেক রহমান সরকারকে অবশ্য উদ্যোগী দেখা গেছে মেয়াদের শুরু থেকে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে নতুন একাধিক কর্মসূচি যুক্ত করেছে সরকার, যদিও তার আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তীব্রভাবে রয়েছে। এ সংকট আরও বেড়েছে কর-জিডিপি অনুপাত নিকট অতীতে আরও নিচে নেমে যাওয়ায়। তারেক রহমান সরকার চলতি অর্থবছরের ৫০ শতাংশেরও কম সময়ে দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে। এই সময়ে বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় আরও বেশি ব্যয়ের পরিকল্পনা দুঃ-সাহসী বলেই বিবেচিত হবে, বিশেষত যখন নতুন একটি সরকারের পক্ষে রাজস্ব আহরণ আরও কঠিন। আসছে বাজেটে কর হার অথবা করের আওতা বাড়ানো কোনোটাই সহজ হবে না– যদিও বলা হয়ে থাকে, অপ্রিয় পদক্ষেপ জরুরি হলে মেয়াদের শুরুতেই সেটা নেওয়া ভালো।

বছরের পর বছর চলা উচ্চ মূল্যস্ফীতি হালে নতুন করে বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোয়। নতুন সরকারের তিন-চার মাসের মধ্যে যে বোরো ফসল হাতে আসছে, তাতে জ্বালানির দাম বাড়ানোর প্রভাব কী– এর সদুত্তর পেতে কিছুটা সময় লাগবে। ফিলিং স্টেশনে যানবাহনের ক্রমবর্ধমান চাপ সামলাতে গিয়েই মূলত জ্বালানির দাম বাড়াতে হয় সরকারকে। তখন অনেকে বলতে লাগলেন, ইরান যুদ্ধের প্রভাবে দ্রুততার সঙ্গে জ্বালানির দাম সমন্বয় করাটাই ছিল ভালো। তবে সরকার স্পষ্টতই চায়নি, কমে আসা মূল্যস্ফীতি তারা দায়িত্ব নিতে না নিতেই বাড়ুক। এখন বোরো মার খেয়ে খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী করবে সরকার? দায়িত্ব নিয়েই তাদের রমজান ও ঈদের সময়টা 'ম্যানেজ' করতে হয়েছিল। সংসদ ও সরকারে অধিকাংশ সদস্যই নবীন; কিন্তু সে কারণে জনগণ তার প্রত্যাশা কর্তন করবে না। সামনে আরেকটি ঈদ। সে উপলক্ষে নিশ্চিতভাবে বাড়বে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ; বর্ধিত লেনদেনে চাঙা হবে অর্থনীতি। কিন্তু সেটি স্থায়ী হবে না শিল্পসহ প্রধান খাতগুলোয় বিনিয়োগ বাড়ানো না গেলে। 'মেগা প্রজেক্ট' নেওয়া হবে না বলেও সরকার পদ্মা ব্যারাজ বানাবে বলে স্থির করেছে একনেকে। এর জন্য যত অর্থই লাগুক, তা অবশ্য জোগাতে হবে ধাপে ধাপে। বিভিন্ন কার্ড ঘিরে নেওয়া কর্মসূচিরও বাস্তবায়ন হবে পুরো মেয়াদজুড়ে। তাতে ব্যয়ের চাপ বেশি অনুভূত হবে না– যদি রাজস্ব ক্রমে বাড়াতে এবং ঋণনির্ভরতা কমাতে পারে সরকার। গত তিন মাসেই এক জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ভর্তুকি বাড়াতে হয়েছে। বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনাও কি সহসা বাস্তবায়ন করবে সরকার? না করলেও এ খাতে ভর্তুকি বাড়ার কারণ আছে। আসছে বাজেটে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা উপস্থাপন কঠিন হবে অর্থমন্ত্রীর পক্ষে। যে প্রশাসন দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে হয়, তাতে কিন্তু কোনো সংস্কার হয়নি এত বড় গণ-অভ্যুত্থানের পরেও। প্রশ্নবিদ্ধ এ খাতের জন্য উল্টো নতুন পে-স্কেল দিয়ে গেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেটার বাস্তবায়ন কি করতে পারবে তারেক রহমান সরকার– যখন বেসরকারি খাতে চলছে কাজ আর উপযুক্ত মজুরির জন্য হাহ-াকার?

সরকারি চাকরিতে প্রবেশে অন্যায্য কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি থেকেই হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থান; যে পথ বেয়ে বিএনপি আজ রাষ্ট্রক্ষমতায়। একের পর এক সাজানো নির্বাচন করে জেঁকে বসা হাসিনা সরকারকে কোনোমতেই হটানো যাচ্ছিল না। আমরা আশা করে আছি, ভবিষ্যতে কখনও ওইরকম হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে না– যেহেতু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সবাই একমত। সংস্কারের তালিকায় রয়েছে; আদালতের রায়েও ফিরে এসেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। ন্যূনতম এসব সংস্কারের কাজ এখন সেরে ফেলতে হবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে।

সামনে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন, সেটি অবশ্য হবে তারেক রহমান সরকারের অধীনেই। নিরপেক্ষভাবে এ নির্বাচন সম্পন্নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না। সরকার ছয়-সাত মাসে কতটা সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাল; কতখানি প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রাখতে পারল, সে বিষয়ে জনমতের এক ধরনের প্রতিফলন থাকবে স্থানীয় নির্বাচনে। লোকের অবশ্য এ বিবেচনাও থাকে, সরকারটি তো আরও ক'বছর ক্ষমতায় থাকবে!

বিএনপি বড় দল; ক্ষমতায় ফিরে আসার পর দল আরও বড় হয়েছে। এ অবস্থায় স্থানীয় নির্বাচনে 'বিদ্রোহ' করে দাঁড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা হয়তো আরও বাড়বে। বাড়তে পারে সহিংসতা। জাতীয় নির্বাচন সহিংসতামুক্ত হওয়ায় সহিংসতা অন্তত নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রত্যাশা বাড়বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। এরই মধ্যে পুলিশকে সক্রিয় করে আইনশৃঙ্খলার একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতিও দৃশ্যমান করতে হবে। মব সহিংসতা কিন্তু পুরো বিদায় নেয়নি। মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে রাজধানীতেও। এসব ঘটনার তদন্তে অগ্রগতি দৃশ্যমান হতে দেখা যাচ্ছে না। অন্তর্বর্তী শাসনামলের অপঘটনাগুলোর তদন্ত আর বিচারও তো চলমান রাখতে হবে। সেই সরকারের খামখেয়ালিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিংবা গাফিলতিতে হামে শিশুদের করুণ মৃত্যুর ঘটনা প্রতিদিন আঘাত করছে মানুষকে। তারেক রহমান সরকার চেষ্টা করছে না, তা নয়। কিন্তু বিদ্যমান স্বাস্থ্য অবকাঠামোয় আর দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া প্রস্তুতিতে পরিস্থিতির অবনতি রোধ করা যাচ্ছে না।

সত্যি বলতে, কোনো হানিমুন পিরিয়ড পাচ্ছে না সরকার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সিরিয়াস মুখাবয়বে বোঝা যায়, শুরু থেকে কী কঠিন হচ্ছে তার সরকারের পথ চলা। মাঝে বৈরী হয়ে ওঠা প্রতিবেশী ভারত থেকেও তাকে 'জ্বালানি সহায়তা' নিতে হচ্ছে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস করে। মাথার ওপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নির্বাচনের মাত্র তিনদিন আগে সম্পাদিত শুল্ক চুক্তির ঝক্কি। তাতে নাকি আবার সম্মতি ছিল বিএনপি, জামায়াত উভয়ের! গঙ্গার পানি চুক্তি নবায়নের এজেন্ডা আছে নিকটেই। এরই মধ্যে পালিত হলো '৫০তম ফারাক্কা লংমার্চ দিবস'। মওলানা ভাসানীকে নতুন করে স্মরণ করলাম আমরা। 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি নিয়েছে তারেক রহমান সরকারও। আমরা দেখতে চাইব, বাংলাদেশকে রক্ষায় এবং এর বিকাশে কতখানি 'ইনক্লুসিভ' হয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার।

লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট।

পল কাপুরসহ মার্কিন শীর্ষ নেতৃত্বের

(৩ এর পাতার পর)

ওবায়েদ ইসলাম। গত ১৯ মে ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি সফর করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। সফরকালে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন।

প্রতিমন্ত্রী মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস পল কাপুরের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের উর্ধ্বমুখী অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, রোহিঙ্গা সংকট, ইন্দো-প্যাসিফিক সহযোগিতা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব আরো জোরদারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে সম্পর্কের গতি বজায় রাখতে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সংলাপের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এর আগে, প্রতিমন্ত্রী মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্ড্রু ভেপার্কের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অব্যাহত সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। উভয় পক্ষ রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করার বিষয়ে একমত হন।

সফরকালে প্রতিমন্ত্রী আইআরআই সদর দপ্তরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেনিয়েল টিউনিংয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন। তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উন্নয়নে আইআরআইয়ের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে সংস্থাটির নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের গঠনমূলক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র, যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারের অঙ্গীকার তুলে ধরেন।

আটলান্টিক কাউন্সিল আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দেন শামা ওবায়েদ ইসলাম। বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, অর্থনৈতিক উন্মুক্ততা এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবধর্মী পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্বের বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও শিক্ষা খাতে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার বিষয়ও উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রতিমন্ত্রী আটলান্টিক কাউন্সিলের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনা বেন ইয়েহুদার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি সাংবিধানিক গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু অধিকার এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ, তথ্যভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোর আরো সক্রিয় ভূমিকা কামনা করেন। বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, আইআরআই ও আটলান্টিক কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা সফরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করেছেন।

পাঠকপ্রেমীদের উৎসবে মুখরিত

(৭-এর পাতার পর)

সৌন্দর্য। বাঙালির যত আন্দোলন-সংগ্রাম, ইতিহাস-ঐতিহ্য–তা সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়েই। একুশের বইমেলা সাংস্কৃতিক জাগরণের অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আবেগ এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে একুশে বইমেলা রূপ নিয়েছে বাঙালির সর্বজনীন উৎসবে। তেমনি ৩৫তম এই আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা প্রবাসী তথা বাংলা ভাষার লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের অনন্য চরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন সমকালীন সেরা লেখকবৃন্দ। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন জনপ্রিয় এবং বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। যে বইমেলা শুরু হয়েছিল কেবল একটি প্রকাশনা সংস্থা দিয়ে, আজ সেখানে ঢাকা, কলকাতা ও নিউইয়র্ক থেকে যোগ দিয়েছে ৩৫টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান। জানা গেছে, তারা এসেছেন বিপুল বই নিয়ে–এটি কম কথা নয়।

তবে বইমেলা মূলত বইমেলা, বই সেখানে মুখ্য। নিউইয়র্ক সিটিতে সারা বছরই নানা ধরনের মেলা হয়, যেমন পথমেলা, পিঠা মেলা, বুটিক মেলারও আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, হাসন রাজা ও শাহ আব্দুল করিমকে নিয়ে অনুষ্ঠান হয়, লোকসংগীত উৎসব, জ্যোৎস্না উৎসব এবং দুই বছর আগে শুরু হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসব। সবচেয়ে বেশি হয় গান নিয়ে অনুষ্ঠান, অথবা অন্যভাবে বললে সব মেলা বা অনুষ্ঠানে গান যেন অপরিহার্য। বইমেলা একটিই নিউইয়র্কে। গত বছর শুরু হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু বাংলা বইমেলা'। কোনো কোনো মেলা বা অনুষ্ঠানে বইয়ের স্টল থাকে। অন্য যত মেলাই হোক, মুক্তধারার বইমেলার কারণে বাঙালিদের মধ্যে নিউইয়র্কের যে গুরুত্ব তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা চলে না। নিউইয়র্কের এই বাংলা বইমেলা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বইমেলা। ঢাকা, কলকাতার পরেই এর স্থান। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার পথ অনুসরণ করে অন্য দেশে, অন্য শহরেও এখন বইমেলা হয়। এটাও প্রমাণ করে, বইমেলা অনুকরণীয় একটি উদ্যোগ। এ ছাড়া ৪ দিনব্যাপী ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম, প্রধান অতিথি ড. রেহমান সোবহান এবং উদ্বোধন করবেন কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন। ৩৫ বছরের গৌরবময় যাত্রায় স্মরণ করবে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক দিলারা হাশেমকে।

বইমেলার এই সফলতার পাশাপাশি বর্তমান সময়ে মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশনা, লেখক ও প্রকাশকের মধ্যকার পেশাদারত্ব, পাঠকের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি নানান বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা হতে পারে। হতে পারে প্রকাশনী শিল্পে টাকার বিনিময়ে মানহীন গ্রন্থ প্রকাশক নিয়ে আলোচনা। হতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে লেখকের ভূমিকা নিয়ে, প্রকাশকের ভূমিকা নিয়েও।

ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে বলতে গেলে, এই মেলাকে আরও বহুমাত্রিক ও সমন্বয়ধর্মী করে তোলা প্রয়োজন। প্রযুক্তির যুগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। তরুণ লেখকদের জন্য ওয়ার্কশপ ও মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করে তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা যায়। সর্বোপরি, সকল মত, পথ ও অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে মেলাকে আরও গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া নিউইয়র্কের মুক্তধারার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা প্রবাসী বাঙালির অস্তিত্বের লড়াইয়ের অংশ। এটি শুধু বইয়ের মেলা নয়, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার অনন্য নিদর্শন।

লেখক : প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সিলেট। লোকসংস্কৃতি গবেষক, রাষ্ট্রচিন্তক, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক। পিএইচডি ফেলো, নিউইয়র্ক।

জুনের প্রথম সপ্তাহে নিউইয়র্ক

(৩ এর পাতার পর)

আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে আরো যোগ দিচ্ছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আলী হোসেন ফকির।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র আগামী ৫ থেকে ৮ জুনের এই উচ্চপর্যায়ের সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে আরো অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন পুলিশ সদরদপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি (অপারেশনস) খন্দকার রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক আবদুল্লাহ আল-মামুন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) মুহাম্মদ হাসনাত মোর্শেদ ভূঁইয়া।

এই আন্তর্জাতিক সফরকালে দ্বিপাক্ষিক আইনশৃঙ্খলা সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে। বিশেষ করে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার অপরাধ দমন এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যকারিতা বাড়াতে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হতে পারে।

একই সঙ্গে বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে সফলভাবে উপস্থাপনের ওপর জোর দেবে এই প্রতিনিধি দল।

নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আগামী ৭ ও ৮ জুলাই দুই দিনব্যাপী 'পঞ্চম জাতিসংঘ পুলিশ প্রধান শীর্ষ সম্মেলন (ইউএনসিওপিএস ২০২৬)' অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, নীতি-নির্ধারক, পুলিশ প্রধান এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর উর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নেবেন। মূলত আন্তর্জাতিক শান্তি, টেকসই নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুলিশিংয়ের যৌথ ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনার লক্ষ্যেই এই বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের ফিরে আসার

(৬-এর পাতার পর)

নিচ্ছেন– এমন কোনো আলামত এখনও দেখা যায়নি। বিদেশের মাটিতে বসে কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সামাজিক মাধ্যমকে গরম রাখছেন বটে; দেশের মাটিতে বাস্তবতা একেবারে ভিন্ন। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে আওয়ামী কর্মীরা ভয়ানক রিস্ক নিয়ে ঝটিকা মিছিল করে গোপনে মিলিয়ে যাচ্ছে; ঠিক যেমন আওয়ামী শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী ঝটিকা মিছিল করত।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পরও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক জীবনে দুর্দিন নেমে এসেছিল; তবে সেটি আজকের মতো ঘোর দুর্দিন ছিল না। আওয়ামী এমপি-মন্ত্রীরা মোশতাকের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিয়েছিলেন; নেতাকর্মী-বুদ্ধিজীবীরা কেউ পালিয়ে যাননি। সুতরাং সেই বৈরী পরিবেশেও দেশে থেকে দল পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করতে খুব বেগ পেতে হয়নি। এবারের আওয়ামী লীগের বিপর্যয় একেবারেই অন্যরকম। প্রায় দু'বছর হতে চলল; নেতৃত্বের কোনো দিশা পাওয়া গেল না। জামায়াত কিংবা বামপন্থি-চরমপন্থি দলের মতো আওয়ামী লীগ কোনো 'ক্যাডারভিত্তিক' দল নয় যে, তারা বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে গোপনে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম। ফলে আওয়ামী লীগকে যে কোনোভাবেই হোক মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার পথ খুঁজতে হবে। কিন্তু দলটি সম্ভবত এখনও ঘোরের মধ্যে আছে। মনে করছে, বিএনপি-জামায়াতের দ্বন্দ্ব/মতপার্থক্য যদি মারামারি হানাহানিতে রূপ নেয়; বর্তমান সরকার যদি আওয়ামী শাসনামলের তুলনায় আরও বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে এবং 'টুক' করে তারা রাজনীতিতে হাজির হবে। এটি খুবই বালখিল্য চিন্তা। অন্যদিকে এমন ধারণাও আছে, ভারত তাদের জন্য কিছু একটা করবে। সেটি এমন হতে পারে, ভারত সরকার নানা দিক দিয়ে চাপ সৃষ্টি করবে। এটিও খুব অপরিপক্ব চিন্তা। কারণ বাংলাদেশের সরকার এগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত এবং হ্যান্ডল করার মতো ক্ষমতা রাখে। তা ছাড়া ভারত নিজে ডিল করতে চায় একটা নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে, যেটি তারা এখন পেয়েছে। ভারতের নজর এখন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের দিকে। কারণ বিগত দু'বছরে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এর বাইরে আছে আরও বিভিন্ন আঞ্চলিক ইস্যু। ফলে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার পেছনে বিপুল সময় ব্যয় করার সময় কি ভারতের আছে?

তাহলে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফিরে আসার পথ কী? সম্ভবত এখনও এটি কেউ জানে না। এমনকি খোদ আওয়ামী নেতৃত্বও নয়!

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

নিউইয়র্ক বইমেলার ৩৫ বছর

(৭-এর পাতার পর)

হয়ে মেলায় অংশ নেওয়া আমার জন্য এক ভিন্নতর মর্যাদার। প্রকাশনাশিল্পের বিশ্বজনীন প্রসার এবং প্রবাসী পাঠকদের মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে এই মেলা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। স্মৃতির আয়নায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এই আয়োজনে জড়িয়ে আছে অসংখ্য অমলিন স্মৃতি। স্মৃতির পাতা উল্টালে মনে পড়ে সেইসব চমৎকার বিকেল আর সন্ধ্যাগুলোর কথা, যখন জ্যাকসন হাইটস কিংবা জ্যামাইকার অডিটরিয়ামগুলো কানায় কানায় ভরে উঠত বাঙালির পদচারণে। বইমেলার প্রতিটি কোণ যেন তখন এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত হতো। একজন লেখক হিসেবে আমার কাছে সবচেয়ে বড় তৃপ্তির জায়গা হলো নতুন প্রজন্মের পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ। যখন দেখি বিদেশের মাটিতে বেড়ে ওঠা কোনো কিশোর বা তরুণ অতি আগ্রহে আমার লেখা কোনো শিশুতোষ বা কিশোর সাহিত্যের বইটি নেড়েচেড়ে দেখছে কিংবা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বইয়ের গল্প নিয়ে প্রশ্ন করছে, তখন মনে হয় আমাদের লেখালেখির শ্রম সার্থক। এই মেলাটি কেবল বইয়ের নয়, এটি গুণীজনদের সংস্পর্শে আসারও এক অনন্য সুযোগ। দেশ-বিদেশ থেকে আসা বরেণ্য লেখক, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আড্ডা, সেমিনার এবং প্রাণবন্ত সাহিত্য আলোচনাগুলো প্রতিবছর আমার চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করে। নিউইয়র্কের যান্ত্রিক ও কর্মব্যস্ত জীবনে এই কয়েকটা দিন যেন এক চিলতে প্রশান্তির ছায়া। ৩৫ বছরের গৌরবময় মাইলফলক এমনি এমনি রচিত হয়নি। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বিশ্বজিত সাহার ঐকান্তিক চেষ্টায় যে মেলার সূচনা হয়েছিল আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, আজ তা এক মহিরুহে পরিণত হয়েছে। নানা পথ ও মতের মানুষের নানা আলোচনা-সমালোচনার পরও ৩৫ বছর ধরে বিদেশের মাটিতে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করা এবং তা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেওয়া মোটেও 'চাট্টিখানি কথা' নয়। এটি এখন আর কেবল নিউইয়র্কবাসীর মেলা নয়, এটি উত্তর আমেরিকা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের বাঙালিদের কাছে এক পরম আকাঙ্ক্ষিত উৎসবে পরিণত হয়েছে। একটি মেলা যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করে, তখন বুঝতে হবে এর পেছনে রয়েছে অগণিত মানুষের নিঃস্বার্থ ত্যাগ, পরিশ্রম এবং অগণিত পাঠকের ভালোবাসা। বিদেশের মাটিতে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার যে নীরব সংগ্রাম এই মেলা করে যাচ্ছে, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই মেলা প্রমাণ করেছে, ভূখণ্ড আলাদা হলেও বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা সমকালীন সাহিত্যের প্রতি টান একই রকম চিরন্তন। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা আমাদের শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর এক শক্তিশালী সেতুবন্ধন। লেখক ও প্রকাশক হিসেবে আমি গত ১২টি বছর ধরে এই মেলার বিবর্তন, ঘাত-প্রতিঘাত এবং অভাবনীয় সাফল্যকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। এবারের ৩৫তম আসরটি কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক বিজয়ের এক অনন্য উৎসব। পঁয়ত্রিশ বছরের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং আগামীতেও এই মেলা বিশ্বদরবারে বাংলা সাহিত্যের জয়গান গেয়ে চলুক–একজন নিবেদিত সাহিত্যকর্মী হিসেবে এটিই আমার একান্ত প্রার্থনা।

আসলেই কি 'বিক্রি হয়ে

(৩ এর পাতার পর)

বাস্তবতা এত সরল নয়। এখানে যেমন বাস্তব উদ্বেগ আছে, তেমনি রাজনৈতিক অতিরঞ্জনও আছে। প্রথমেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। কোনো দেশের সমুদ্রসীমা বা ভূখণ্ড অন্য রাষ্ট্রকে হস্তান্তর না করলে সেটিকে "বিক্রি" বলা যায় না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ প্রকাশ হয়নি, যেখানে বঙ্গোপসাগরের কোনো অংশের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ বিদেশিদের হাতে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে বিতর্ক কেন?

মূল কারণ তিনটি–

বিদেশি কোম্পানির বন্দর পরিচালনা; গভীর সমুদ্রবন্দর ও করিডোর প্রকল্প এবং বড় শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা।

চট্টগ্রাম বন্দর, মাতারবাড়ী, পায়রা বন্দর, পানগাঁও টার্মিনাল– এসব প্রকল্প ঘিরেই বিতর্ক বেশি। অনেকেই মনে করেন, বিদেশি অপারেটর মানেই নিয়ন্ত্রণ হারানো। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাস্তবতা ভিন্ন। বিশ্বের বহু দেশ বন্দর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রেখেও বিদেশি কোম্পানিকে পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। এতে সাধারণত মালিকানা বদলায় না। বাংলাদেশও মূলত সেই মডেলেই এগোচ্ছে। অর্থাৎ জমি ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। কিন্তু পরিচালনায় বিদেশি দক্ষতা ব্যবহার করা হবে।

সরকারের যুক্তিও স্পষ্ট। বাংলাদেশের বন্দর ব্যবস্থায় এখনো বড় সীমাবদ্ধতা আছে। চট্টগ্রাম বন্দরে জট তৈরি হয়। জাহাজ খালাসে সময় লাগে। লজিস্টিক খরচ বেশি। ফলে রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিদেশি প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা এনে এই সংকট কমানোর চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এখানেই তৈরি হয়েছে আস্থার সংকট। অনেক চুক্তির বিস্তারিত জনসমক্ষে আসে না। ফলে সন্দেহ বাড়ে। মানুষ মনে করে, ধীরে ধীরে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ বিদেশিদের দিকে চলে যেতে পারে। এই উদ্বেগের পেছনে ভূরাজনীতিও বড় কারণ। বঙ্গোপসাগর এখন আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান– সবাই এখানে প্রভাব বাড়াতে চায়। চীন বন্দর ও অবকাঠামোতে আগ্রহী। জাপান মাতারবাড়ীতে বড় বিনিয়োগ করছে। ভারত নিরাপত্তা ও ট্রানজিট নিয়ে সক্রিয়। যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের অংশ হিসেবে অঞ্চলটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক- কে আসলে প্রভাব বাড়াচ্ছে? ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কোনো শক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়বে কি না? শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরের উদাহরণও প্রায়ই সামনে আনা হয়। ঋণ সংকটের পর সেখানে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা দিতে হয়েছিল। যদিও বাংলাদেশের পরিস্থিতি আলাদা, তবুও সেই অভিজ্ঞতা মানুষের মনে ভয় তৈরি করেছে। তবে "বঙ্গোপসাগর বিক্রি" বলা বাস্তবতার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক ভাষ্য। কারণ এখন পর্যন্ত সমুদ্রসীমা, নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতেই আছে। তবে উদ্বেগ পুরোপুরি অমূলকও নয়। কারণ প্রশ্ন আছে– চুক্তিগুলো কতটা স্বচ্ছ? লাভের বণ্টন কেমন? জাতীয় নিরাপত্তা কীভাবে রক্ষা হবে? স্থানীয় দক্ষতা তৈরি হচ্ছে কি না?

আসল ঝুঁকি "বিক্রি" নয়। আসল ঝুঁকি হলো অতিরিক্ত নির্ভরতা, অস্বচ্ছ চুক্তি এবং কৌশলগত দুর্বলতা। বাংলাদেশের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য রক্ষা করা। উন্নয়নের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ দরকার। আবার জাতীয় স্বার্থও রক্ষা করতে হবে। বন্দর আধুনিকায়ন দরকার। একইসঙ্গে স্থানীয় সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, "বঙ্গোপসাগর বিক্রি হয়ে গেছে"– এই বক্তব্য তথ্যগতভাবে প্রমাণিত নয়। তবে এই স্লোগানের পেছনে যে উদ্বেগ কাজ করছে, তা পুরোপুরি কাল্পনিকও নয়। কারণ বর্তমান বিশ্বে বন্দর ও সমুদ্র শুধু অর্থনীতির বিষয় নয়; এগুলো ভূরাজনীতি, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় প্রভাবেরও অংশ।

খোলা মাঠ ও মসজিদে

(প্রথম পাতার পর)

চলবে ২৬ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত। সৌদি আরবে ১৭ মে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর দেশটির কর্তৃপক্ষ ২৭ মে ঈদুল আজহার ঘোষণা দেয়। সেই অনুযায়ী ২৬ মে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পরদিন ২৮ মে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হবে। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশি ও মুসলিম কমিউনিটি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এখন কোরবানির প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। গ্রোসারি স্টোর, পোল্ট্রি ও গরুর ফার্মগুলোতে কোরবানির পশুর অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। অনেকে আগেভাগেই কোরবানির বুকিং সম্পন্ন করেছেন, আবার অনেকেই এখনো অর্ডার দিচ্ছেন। ফলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বেড়েছে ব্যস্ততা।

এবার গরু ও খাসির মাংসের দাম তুলনামূলক বেশি হলেও সামর্থ্য অনুযায়ী কোরবানি দিচ্ছেন মুসলমানরা। তবে বিপুল চাহিদার কারণে কোরবানির দিন সবার কাছে মাংস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন গ্রোসারির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। এ কারণে ঈদের দিনসহ পরবর্তী দুই দিনও মাংস সরবরাহ করা হবে।

ঈদকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, কুইন্সসহ বিভিন্ন এলাকায় চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা। বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হচ্ছে চাঁদরাত অনুষ্ঠান ও মেহেদি উৎসব। ঈদের আমেজে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রবাসীরা। অন্যদিকে অনেক প্রবাসী পরিবার নিয়ে দেশে ঈদ করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধজনিত অনিশ্চয়তায় অনেকেই শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল করেছেন। চাকরির সীমিত ছুটি, সন্তানের স্কুল খোলা থাকা এবং যাতায়াত ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতিও এ সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। তবে অনেকেই পরিবার-পরিজনের জন্য দেশে কোরবানির অর্থ ও উপহার পাঠাচ্ছেন।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের সিইও মাসুদ রানা তপন বলেন, ঈদ উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে যাচ্ছে। কোরবানি, পরিবারের কেনাকাটা ও উপহার পাঠানোর জন্য প্রবাসীরা নিয়মিত অর্থ পাঠাচ্ছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এবারও ঈদকে কেন্দ্র করে ভালো পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে যাবে।

এদিকে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাত আয়োজনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। কোথাও খোলা মাঠে, কোথাও মসজিদের ভেতরে একাধিক জামাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে অধিকাংশ জায়গায় খোলা আকাশের নিচে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে মসজিদের ভেতরে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

কোথায়, কখন ঈদের জামাত

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে টমাস এডিসন হাইস্কুল মাঠে সকাল ৮টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। আবহাওয়া খারাপ হলে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত হবে–সকাল ৮টা, ৯টা ও ১০টায়।

আল-আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাত খোলা মাঠে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত হবে সকাল ৭টা, ৮টা ও ৯টায়। তৃতীয় জামাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য সময়সূচি সকাল ৭টা, ৮টা ও ৯টা।

জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক ঈদগাহর উদ্যোগে পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল সাড়ে ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত ৭টায়, তৃতীয় জামাত ৮টায়, চতুর্থ জামাত ৯টায় এবং পঞ্চম জামাত ১০টায়। প্রয়োজন হলে সকাল ১১টায় আরও একটি জামাত হতে পারে। বৃষ্টি হলে কাবাব কিংয়ের দোতলায় জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

আল ফুরকান মসজিদে দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল ৮টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯টায়। আবহাওয়া খারাপ হলে মসজিদের ভেতরে একাধিক জামাতের ব্যবস্থা থাকবে।

দারুস সালাম মসজিদে চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সময়সূচি–সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও ১০টা। আল কুবা ইসলামিক সেন্টার জ্যামাইকায় সকাল ৮টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ব্রুকলিনের বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে খোলা রাস্তায় সকাল ৮টায় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া মসজিদের ভেতরে প্রথম জামাত হবে সকাল সাড়ে ৬টায়। বৃষ্টি হলে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে পরপর পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

দারুল জান্নাহ মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হতে পারে। সম্ভাব্য সময়–সকাল সোয়া ৭টা, (বাকি অংশ ৪৯ পাতায়)

নজরুল-কাব্যে প্রেম ও দ্রোহ

(১০-এর পাতার পর)

অস্ত্র তুলে ধরতে বা যুদ্ধের ডাক (রণতূর্য) দিতে প্রস্তুত। রণতূর্য বলতে যুদ্ধের সময় বাজানো শিঙা, যা অন্যায়ের বিনাশ ও বিপ্লবের প্রতীক। এই দুই বস্তুর যুগলবন্দির মাধ্যমে কবি তাঁর মানবিক সত্তার আকাশকে খুলে দিয়েছেন।

সুরের মূর্ছনায় প্রেম ও বিরহের কাতরতা–নজরুলের অসংখ্য গান ও কবিতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন তিনি বলেছেন :

'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়াছিলে।/ অনুরাগ-কুমকুম দিলে দেহে মনে, বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে ॥/ বাঁশি বাজাইয়া লুকালে তুমি কোথায়–/ যে ফুল ফোটালে সে ফুল শুকায়ে যায় /কী যেন হারায়ে প্রাণ করে হায় হায়–/ কী চেয়েছিলে–কেন কেড়ে নাহি নিলে ॥ /জড়ায়ে ধরিয়া কেন ফিরে গেলে বল কোন্ অভিমানে, /কেন জাগে নাকো আর সে মাধুরী রস-আনন্দ-প্রাণে। /তোমারে বুঝি গো বুঝেছিনু আমি ভুল/ এসেছিলে তুমি ফোটাতে প্রেম-মুকুল, /কেন আঘাত করিয়া প্রিয়তম, সেই ভুল নাহি ভাঙাইলে..'

কী অসাধারণ সৃষ্টি, যেখানে রয়েছে অনুপম মুগ্ধতা ও সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন এবং বিস্ময়কর প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ। নজরুল-কাব্যের পরতে যেমন অকৃত্রিম ভালোবাসার চূড়ান্ত রূপ এবং অপ্রতিরোধ্য মনন-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। অকৃত্রিম প্রেম–ভালোবাসার এমন দ্যোতনা কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি। যেমন :

'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।'

একইভাবে প্রেমের নিষ্কণ্টক ভালোবাসা ও হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করতে গিয়ে নজরুল বলেন :

'পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয়, / পরান-প্রিয়! /চাহিতে যেমন আগের দিনে তেমনি মদির চোখে চাহিও ॥ /যদি গো সেদিন চোখে আসে জল, /লুকাতে সে জল করিও না ছল, /যে-প্রিয় নামে ডাকিতে মোরে সে-নাম ধরে বারেক ডাকিও।/ –কহিব তা'রে, 'আমার প্রিয়ারে আমারো অধিক ভালোবাসিও।'/ বিরহ-বিধুর মোরে হেরিয়া, / ব্যথা যদি পাও যাব সরিয়া,/ রব না হ'য়ে পথের কাঁটা, মাগিব এ বর মোরে /ভুলিও।'

নির্মল প্রেমের আধ্যাত্মিকতায় সৃষ্টির প্রতি অপরূপ সৌন্দর্যের কথা উচ্চারিত হয় :

'তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ? /চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে না তো কিছু চাঁদ!'

স্রষ্টার প্রতি কবির সকৃতজ্ঞ ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নজরুল প্রত্যাশা করেন :

'আমি চাহি, স্রষ্টা আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর/ আকাশ ভুবন, এই এখনই এই সে আঁখি পর।'

একইভাবে বিরহ ও আকুলতা নিয়ে নজরুল তাঁর প্রিয়জনকে না পাওয়ার তীব্র হাহাকার, নজরুলের কণ্ঠে 'অভিশাপ' কবিতায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :

'যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে! / অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে–/ বুঝবে সেদিন বুঝবে!'

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান নজরুল প্রেমের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে দুঃখ-কষ্ট, সংকট ও বিরহ-বিষাদের কাহিনি। নজরুলের মতো এমন ভুক্তভোগী মানুষ কম পাওয়া যায়। বিদ্রোহী কবির প্রেমসত্তার চরম বিকাশ ঘটেছে এ কাব্যে। নজরুল যে প্রেমের কবি, তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ মিলেছে তাঁর 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে। এখানে তাঁর বহু গান ও কবিতায় বিচ্ছেদের নীল যন্ত্রণার কথা বিশেষিত হয়ে আছে। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে অনেকগুলো কবিতার সমাহার। যেমন :

'তোমারে পড়িছে মনে /আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে, /যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে / কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে–/ তোমারে পড়িছে মনে।
হয়তো তেমনই আজি দূর বাতায়নে/ ঝিলিমিলি-তলে /ম্লান লুলিত অঞ্চলে চাহিয়া বসিয়া আছ একা,/ বারে বারে মুছে যায় আঁখি-জল লেখা।'

কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ 'চক্রবাক' (প্রকাশকাল ১৯২৯)। এই কাব্যের প্রেমচেতনা দেহ ও আত্মার এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, যেখানে কবি হৃদয়ের আবেগ, বিরহ এবং প্রকৃতি-চেতনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। তেমনি 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি বিখ্যাত রোমান্টিক ও ভাববাদী কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। কবির হৃদয়ের গভীর থেকেই উঠে আসা–বিরহ, বেদনা ও প্রেমের অনুভূতির সঙ্গে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের রূপকধর্মী মিশ্রণে মোট ১৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবির হৃদয়ের মুগ্ধতায় বিরহ, বেদনা, দ্রোহ ও প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মিলন ঘটেছে। কাব্যগ্রন্থটি হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও শামসুন নাহার (যাঁরা 'বাহার ও নাহার' নামে পরিচিত ছিলেন) উৎসর্গ করা হয়েছিল।

'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে এক গভীর নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠেছে। তাঁর জনপ্রিয় কিছু গানের চরণে এই হাহাকার স্পষ্ট : 'তুমি মোরে ভুলি গিয়েছ বলে–আমি কি তোমারে ভুলিতে পারি?'

অথবা

"শূন্য এ-বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় / ফিরে আয়! /তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়।/ তুই নাই ব'লে ওরে উন্মাদ পাণ্ডুর হ'ল আকাশের চাঁদ,/ কেঁদে নদী-জল করুণ বিষাদ ডাকে : 'আয় ফিরে আয়'।"

'তোমারে আমি ভালোবাসিয়াছি, বুক ভরিয়াছি দুখে, / তোমারি দেওয়া এ কাঁটার মালা পরিয়াছি হাসিমুখে।'

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরম শ্রদ্ধার্ঘ্য ও ভালোবাসা। নজরুল নারী-পুরুষের ভেতরকার প্রেমকে বিভাজিত করেননি। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমমর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'নারী' কবিতায় তিনি গেয়েছেন :

'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর, / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

নজরুলের দৃষ্টিতে নারী কেবল ভোগের বস্তু নয়, নারী হলেন প্রেরণার এক চিরন্তন উৎস।

আধ্যাত্মিক প্রেম ও সুফিবাদ বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, নজরুল ইসলামের সংগীতে প্রেম কেবল মানবকেন্দ্রিক নয়, বরং তা স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত প্রকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর মরমি গান ও ইসলামি গজল এবং শ্যামাসংগীতগুলোর মধ্যে প্রবল প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রিয়তমকে কাছে পাওয়ার আকুতির মধ্য দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যের ব্যাকুলতায় পরিণত হয়েছে।

প্রবল আত্মবিশ্বাস ও চূড়ান্ত আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বপ্রেমিক মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর মতো সর্বজনীন মানবতার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। সর্বজনীনতার প্রসঙ্গে রুমী যেমন বলেন :

'আমি মসজিদে যাই, মন্দিরে যাই, গির্জায় যাই– / যেখানে প্রেম আছে, সেখানেই আমার প্রার্থনা। / ধর্ম, জাত, নাম-সব ভুলে যাই /আমি শুধু প্রেমেরই মানুষ।'

একইভাবে ঠিক রুমীর মতো নজরুলও সুদৃঢ় শক্তিমত্তা নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন :

'গাহি সাম্যের গান / মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। /নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি, /সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। /গাহি সাম্যের গান /যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান /যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান। /গাহি সাম্যের গান!'

রুমীর মতো নজরুলের স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর খোদাপ্রেম ও বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল চিরন্তন। তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধের বহুমুখী প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যে প্রেম ও আকুতিতে যিনি বলতে পারেন :

'আমি যদি আরব হতাম মদীনারই পথ
সেই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হযরত।'

একইভাবে আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত আসনে উন্নীত পাগলপারা হয়ে যিনি গেয়ে ওঠেন :

'এ কোন মধুর শরাব দিলে আল আরাবি সাকি /নেশায় হলাম দিওয়ানা যে, রঙিন হল' আঁখি।'

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের আকাশে এমন এক নক্ষত্র, যার ঔজ্জ্বল্য মানুষের অন্তরে চিরকাল দীপ্তি ছড়াবে। প্রকৃতি ও প্রেমের অনন্য অনুভূতিতে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানে প্রকৃতি এক বিশাল জায়গাজুড়ে রয়েছে। তাঁর লেখায় প্রকৃতি কেবল পটভূমি হিসেবে নয়, বরং মানবমনের প্রেম, বেদনা ও দ্রোহের প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছে। যেমন তাঁর 'বাতায়ন-পাশে' কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের চিরন্তন মেলবন্ধনের প্রকাশ ঘটেছে।

কবির হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া ভালোবাসা ও বেদনার সঙ্গী হয়ে ধরা দেয়, বাইরের বাতাসের দোলা এবং গুবাক (সুপারি) তরুর সারি। আকাশের নীলিমা ও জ্যোৎস্নার চিরায়ত সৌন্দর্যের সঙ্গে কবির হৃদয়-আত্মার চিরন্তন মেলবন্ধন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে :

"আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি। /অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি' /কাঁদিতেছে চাঁদ..."

একইভাবে প্রকৃতির কোলে তার শোভা, সৌন্দর্য-ছায়াপথের আলোয় ছড়িয়ে আছে নজরুলের কবিতা ও গানের সুর। যেমন বৈশাখ ও বসন্তের আগমনী বার্তায় প্রকৃতি যেমন ফুলে ফুলে সাজ সাজ রব, নজরুল-কাব্যেও তার ছাপ ও উচ্ছলিত প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তিনি বর্ষার মেঘ, বকুলের গন্ধ কিংবা চাঁদের আলো–সবই নজরুলের প্রেমের জগৎকে প্রসারিত করে তুলেছে। তাঁর কবিতা ও গানে প্রকৃতি ও প্রিয়ার রূপ-সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সবকিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের বিশ্বপ্রেম ছিল মানুষ, মানবতা ও প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। প্রেমের অকুণ্ঠ ভালোবাসায় তিনি তাঁর জীবনের দর্শন সম্পর্কে বলেছেন :

'বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি / আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, /–প্রেম পেতে এসেছিলাম–সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম...'

বহুমুখী প্রেমের বর্ণাঢ্য আলোয় আলোকিত মানবতার চিরায়ত কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজও মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকবেন চিরদিন। তিনি অবিস্মরণীয়, চির অম্লান।

(নোট : ২৪ মে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত)।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক।

বিশ্বজুড়ে জন্মহার হ্রাসের অন্যতম

(৩ এর পাতার পর)

ধারণ করছে। এই জন্মহার হ্রাসে স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবও অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে গবেষণায় উঠে এসেছে।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই নারীদের গড় সন্তান জন্মদানের হার এখন জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার নিচে নেমে গেছে। অনেক দেশে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অধিকাংশ নারী কোনো সন্তানই নিচ্ছেন না। কয়েক বছর আগেও জনসংখ্যাবিদরা যে মাত্রার পতনের আশঙ্কা করেছিলেন, বাস্তবে তা তার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘদিন ধরে ধনী দেশগুলোতে জন্মহার কমার প্রবণতা থাকলেও এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোও একই সংকটে পড়েছে। মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইরান কিংবা শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোতে জন্মহার এতটাই কমেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও নিচে নেমে গেছে। ফলে বহু দেশ ধনী হওয়ার আগেই দ্রুত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর দেশে পরিণত হচ্ছে।

জন্মহার হ্রাসে ক্রমশ আলোচনায় আসছে স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যেখানে দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের ব্যবহার দ্রুত বেড়েছে, সেখানেই জন্মহার দ্রুত কমেছে। গবেষকদের মতে, মানুষ এখন আগের তুলনায় সামনাসামনি কম মেলামেশা করছে। বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের জায়গা দখল করে নিচ্ছে ভার্চুয়াল যোগাযোগ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্পর্ক গড়ে তুলতে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে তরুণদের বাস্তব সামাজিক দক্ষতা কমে যাচ্ছে এবং সম্পর্ক নিয়ে তাদের প্রত্যাশাও অনেক বেশি কৃত্রিম হয়ে উঠছে। ফলে স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার তরুণদের মধ্যে একাকিত্ব, মানসিক চাপ ও সম্পর্কগত সমস্যাও বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে যেসব সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা এখনো বেশ ঐতিহ্যনির্ভর, সেখানে স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব জন্মহারের ওপর আরও বেশি পড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জন্মহার কমে যাওয়ার প্রভাব শুধু জনসংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির ওপরও বড় চাপ তৈরি করছে। কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে গেলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে এবং পেনশন ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বাড়তে থাকে। জাপানের দীর্ঘ অর্থনৈতিক স্থবিরতার পেছনেও কম জন্মহার বড় কারণ হিসেবে দেখা হয়।

অনেকেই মনে করেন, কম জনসংখ্যা হয়তো জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ কমাতে সাহায্য করবে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, আগামী কয়েক দশকে এতে কার্বন নিঃসরণে খুব বেশি পরিবর্তন আসবে না বরং বাস্তবতা হলো, বহু মানুষ সন্তান নিতে চান, কিন্তু নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

আগে জন্মহার কমত মূলত দম্পতিরা কম সন্তান নেওয়ার কারণে। এখন বড় পরিবর্তন হচ্ছে; মানুষই কম সম্পর্কে জড়াচ্ছে। বিয়ে ও একসঙ্গে বসবাসের হার কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে নিম্নআয়ের ও কম শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বিপরীতে উচ্চশিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল মানুষদের মধ্যে পরিবার গঠনের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশ শিশুভাতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভর্তুকিযুক্ত শিশুসেবার মতো নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তাতেও কাঙ্ক্ষিত ফল আসেনি। কারণ সমস্যাটি কেবল অর্থনৈতিক নয়; এর সঙ্গে একাকিত্ব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং সম্পর্কের সংকটও গভীরভাবে জড়িত।

আবাসন সংকটও বড় একটি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। অনেক দেশে তরুণরা নিজের বাসস্থান কিনতে বা ভাড়া নিতে পারছেন না। ফলে তারা দীর্ঘদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকছেন এবং পরিবার গঠনের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন। তবে গবেষকরা বলছেন, শুধু অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে সাম্প্রতিক দ্রুত জন্মহার পতন পুরোপুরি বোঝানো যায় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতির সহজ কোনো সমাধান নেই। শুধু আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে জন্মহার বাড়ানো সম্ভব নয়, যদি মানুষ সম্পর্ক গড়তেই না পারে। তাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তরুণদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কমানো এবং বাস্তব মানবিক সম্পর্ককে আবার শক্তিশালী করা।

গবেষকদের ধারণা, ভবিষ্যতে এই সংকট মোকাবিলার অন্যতম উপায় হতে পারে প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারসাম্য আনা, সামাজিক যোগাযোগ বাড়ানো এবং তরুণদের জন্য স্থিতিশীল জীবন ও বাসস্থানের সুযোগ তৈরি করা। কারণ জন্মহার কমে যাওয়া শুধু জনসংখ্যার সমস্যা নয়; এটি আধুনিক সমাজে মানুষের ক্রমবর্ধমান একাকিত্বেরও প্রতিফলন।

সড়ক উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ

(৩ এর পাতার পর)

থাকা বাংলাদেশ সীমান্ত ও শিলিগুড়ি করিডোর (চিকেনস নেক) সংলগ্ন সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, বরং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, সড়কগুলোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) এবং ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআই-ডিসিএল) হাতে। এতদিন এই সড়কগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগের প্রশাসনের সময় প্রায় এক বছর ধরে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া ঝুলে থাকলেও নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর তা দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে। সাতটি সড়কের মধ্যে পাঁচটিই সরাসরি শিলিগুড়ি করিডোরের মধ্য দিয়ে গেছে, যা ভারতের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও কৌশলগত ভূখণ্ডগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।

'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডোর ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের একমাত্র স্থল সংযোগ। মাত্র প্রায় ২২ কিলোমিটার প্রস্থের এই সরু ভূখণ্ডের একদিকে রয়েছে নেপাল, অন্যদিকে বাংলাদেশ ও ভুটান। কাছেই রয়েছে সিকিম ও চীনের সীমান্ত অঞ্চল। এ কারণে জাতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের কাছে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সড়কগুলোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে যাওয়ার ফলে দ্রুত সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ওই অঞ্চলে সেনা ও সরঞ্জাম দ্রুত স্থানান্তরের সক্ষমতা বাড়াবে, যা নিরাপত্তা কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

তবে এই উদ্যোগ শুধু নিরাপত্তা নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ, ভুটান ও সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগ আরো শক্তিশালী হবে। পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা হয়ে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগও আরো সহজ হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য মহলের ধারণা, জলপথের পাশাপাশি সড়ক যোগাযোগ শক্তিশালী হলে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নতুন গতি আসতে পারে। বিশেষ করে পাটশিল্পসহ সীমান্তনির্ভর শিল্প খাতগুলো এতে লাভবান হতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, অবকাঠামো উন্নয়ন, সীমান্ত সংযোগ এবং কৌশলগত নিরাপত্তাকে একসঙ্গে বিবেচনায় এনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আগামী দিনে শুধু রাজ্যের নয়, পুরো অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

পানি যুদ্ধ নিয়ে তারেক

(প্রথম পাতার পর)

গরুর বয়স ১৪ বছরের ওপরে হলে বিবেচনা যোগ্য। সেক্ষেত্রেও গরুকে হতে হবে অসুস্থ, রোগাক্রান্ত। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় মুসলিমরা বয়কট করেছে কুরবানি। প্রায় এক কোটি মুসলিম গরু না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে হিন্দু খামারি ও দালালেরা।

ঋণের টাকায় গরু মোটাতাজা করণের প্রকল্প লক্ষাধিক। সারা বছরের আয় ওঠে কুরবানি ঈদের গরু বেচে। অত্যন্ত অমানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি সংশ্লিষ্টরা। এই ব্যবসায় ৭০ শতাংশ লগ্নিকারী গ্রামের সরল বধূ। ভূষি-গমসহ গো-খাদ্য কিনেছে ঋণ করে। পরিবারের ভরণ-পোষণ বা সন্তানদের লেখা-পড়া। গরু বিক্রি করতে না পারলে মরণদশা। ইতোমধ্যে ঘোষ সম্প্রদায়ের একাধিক খামারি আত্মহত্যা করেছে। অন্যদিকে শুভেন্দু সরকারের বিরুদ্ধে উঠেছে জোরালো স্লোগান।

বিক্ষুব্ধ মানুষ প্রতিবাদ মিছিল করছে। নারীরা ঝাড়ু মিছিলও বের করেছে। বলছে, বিজেপিকে জিতিয়ে আমরা ভুল করেছি।

ধর্মসংক্রান্ত তিনটি সিদ্ধান্তে
ধর্মযুদ্ধের সূচনা

শুভেন্দু সরকার ধর্মসংক্রান্ত তিনটি সিদ্ধান্ত দিয়েছে। **ক.** মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা বন্ধ করেছে। মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সরকার এটি চালু করেছিল। মন্দির সেবকরাও নতুন নির্দেশনার আওতায় পড়বে।

খ. সংখ্যালঘু শিক্ষাবৃত্তিও বন্ধ করেছে শুভেন্দু সরকার। পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্র যোজনা বৃত্তির প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে। সংখ্যালঘু নয়, এটি সার্বজনীন শিক্ষা-গবেষণা বৃত্তি।

গ. রাস্তা বন্ধ করে নামাজ আদায় চলবে না। পাশাপাশি মাইকে আজান বাজানোও চলবে না। এমন আইনের প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে নামাজিরা। শুক্রবার জুম্মার নামাজকালে চলে তুমুল প্রতিবাদ। পার্ক সার্কাস এলাকায় সৃষ্টি হয় হাঙ্গামা। ইট-পাটকেল ঠেকাতে চালানো হয় টিয়ার গ্যাস। পুলিশের গাড়িতে ইট-বৃষ্টির ঘটনা ঘটে। প্রায় ৩৫ জন পিকেটার গ্রেফতার হয়। স্থানীয় পুলিশের পাশাপাশি সেন্ট্রাল ফোর্সও মোতায়েন ছিল। প্রতিবাদকারীরা বলেন, আইন সবার জন্য সমান নয়। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা আছে। রাস্তা বন্ধ করে ১৫ দিন ধরে পূজা উৎসব চলে। ডিজে পার্টিও চলে, কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে বেপরোয়া আইন। সরকার গায়ে পড়ে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছে। দেশে মুসলিম নিধন চলছে। আর বিদেশে মুসলিম দেশে প্রধানমন্ত্রী ধরণা দিচ্ছে। ১৫ মে থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করছে।

গো-মাংস রপ্তানিতে এক
নম্বর হতে চায় ভারত

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু খামারিরা চরমভাবে ক্ষুব্ধ। মুসলমানদের কুরবানি আটকানোয় সরকারকে ঘৃণা জানাচ্ছে। তাদের মতে, গো-মাংস রপ্তানিতে পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয়। উত্তর প্রদেশ, মুম্বাইসহ চারটি স্থানে আছে বিশাল স্লটার। হিন্দু মাড়োয়াড়িদের মালিকানায় চলছে গো-মাংস রপ্তানি। গো-মাতাকে নিয়ে এমন ব্যবসা প্রতারণামূলক। উল্লেখ্য, বিপদগ্রস্ত খামারিদের নিয়ে সরকার নতুন কিছু ভাবছে। মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীদের দ্বারা গরু ক্রয়ের চেষ্টা চলছে। স্লটারের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানিমাত্রা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলছে। ব্রাজিলকে ছাড়িয়ে এক নম্বরে উঠতে চায় ভারত। মধ্যপ্রাচ্যেই সর্বোচ্চ চাহিদা গো-মাংসের। তবে শর্ত যে, বিসমিল্লাহ-সহ জবাই করতে হবে। হিন্দু মালিকানাধীন স্লটার হাউজগুলো তা অনুসরণও করছে। কাটিং/জবাই মেশিনেই সেট করা আছে–বিসমিল্লাহ। বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের মুসলিমরা গরুর মাংসে অভ্যস্ত। প্রায় এক কোটি গরু প্রতি বছর জবাই হয়। এখন তা বন্ধ করলে অন্যান্য মাংসে চাপ বাড়বে। খাসি, মুরগি, দুম্বা, উট বিকল্প প্রাণী। খাদ্যতালিকায় সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলে হু হু করে দাম বাড়বে। ফলে মাংসের বাজারে আগুন লাগবে দরে। এছাড়া গরুর চাষ না হলে দুধের সরবরাহ বন্ধ হবে। মিষ্টান্ন, দধি, ছানা তৈরিও বন্ধ হয়ে যাবে। গো-মাতারা কুত্তার মতো রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াবে।

ঢাকায় পাক-ভারত ওয়ার-ওয়াটার ডিপ্লোমেসি :
পানিযুদ্ধ নিয়ে তারেক রহমান দো'টনায়

বাংলাদেশ দু'দিক থেকে হুমকির মুখে। মায়ানমার এবং একান্ত ঘনিষ্ঠ ভারত। ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত পথরেখা। প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটারে ভারত বসিয়েছে কাঁটাতার। বাকিটুকু বসাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্যক্রম চালাচ্ছে। এতে বাংলাদেশের স্নায়ুবিক চাপ বেড়েছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিচ্ছেন। যদিও বিশ্ব রাজনীতির মোড়লপনা থেকে ভারত এখন পশ্চাৎপদ। টাইম ম্যাগাজিনের ১০০ ক্ষমতাবানের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী মোদি নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, নেপালের প্রধানমন্ত্রী আছেন।

বাংলাদেশ-আমেরিকা ট্রেড চুক্তি নিয়ে সরকার 'গুড মুডে'। ভারতের আক্রমণকে ঠেকাতে এগুলোকে পিলার ভাবছে। পাকিস্তান, চীন, তুরস্ককে ভাবছে নিদানকালের সঙ্গী। এমন পটভূমিকায় তারেক রহমানের নতুন পানিযুদ্ধ। সাড়ে ৩৭ হাজার কোটি টাকায় পদ্মার বাঁধ প্রকল্প। ১১ ডিসেম্বর ২০২৬ শেষ হচ্ছে ফারাক্কা পানিচুক্তি। সেটি নবায়নের আগেই পদ্মায় নতুন পানি বিপ্লব। এরপর প্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে 'তিস্তা মহাপরিকল্পনা' বিষয়ে। দুটি মেগা প্রকল্প নিয়েই ভারতের চরম আপত্তি। তবে একটি সমঝোতায় আসতে ভারত আগ্রহী।

বিদায়ী হাইকমিশনার প্রণব ভার্মা দিয়েছেন শেষ চাল। জানিয়েছেন পদ্মা প্রকল্প– 'ইয়েস'। আর চীনের ব্যবস্থাপনায় তিস্তা মহাপ্রকল্প– 'নো'। শিলিগুড়ি করিডোরের নাকের ডগায় চীনের নড়াচড়া– নো।

ভারতীয় পক্ষের 'না বোধক' নিষেধাজ্ঞায় সরকার তটস্থ। যদিও পাকিস্তান ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক 'ফাইটার প্লেন' গছিয়ে দিয়েছে। হাতছানি দিয়ে নিকটে ডাকছে মহাচীন। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ মায় আমেরিকা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক। তারপরও তিস্তা মহাপরিকল্পনা বিষয়ে হঠাৎ দো'টা
ডিয়ায় খবর এসেছে– হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে!
এজন্য কথা দিলেও অবহেলিত উল্টরবঙ্গে এখনও সুখব
দিচ্ছে আন্দোলন– 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়...'।

দলীয় পদ হারাতে পারেন বিএনপির

(৩ এর পাতার পর)

লক্ষ্যে ব্যতিক্রম ছাড়া (কেন্দ্রীয় পদ) মন্ত্রী-এমপিদের দলের জেলা, থানা কিংবা মহানগরীর শীর্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদ থেকে সরিয়ে দিতে চায় বিএনপি। মূলত রাজনীতিতে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতেই এমন পদক্ষেপ নিতে চায় বিএনপির হাইকমান্ড। এতে সরকারের অনেক মন্ত্রী-এমপি দলীয় পদ হারাতে পারেন বলে দলটির নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে 'এক নেতার এক পদ' নীতি কার্যকর করা হতে পারে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আসন্ন সপ্তম জাতীয় কাউন্সিলে জেলা-মহানগর কমিটি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের কমিটিগুলো ঢেলে সাজাতে চায় বিএনপির হাইকমান্ড। প্রথম ধাপে সংগঠনের শীর্ষ পদ থেকে মন্ত্রী ও এমপিদের সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। এরপর ধাপে ধাপে জেলা কমিটি থেকেও বাকিদের সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার কেউ কেউ দলের সাংগঠনিক পদ ছেড়ে দিয়ে মন্ত্রী ও এমপির প্রশাসনিক কাজে সক্রিয় থাকতে চান। দলের একাধিক পদে না থেকে একটি পদে থেকে মন্ত্রী ও এমপিরা প্রশাসনিক কাজে মনোযোগ দিলে সরকারের গতি বৃদ্ধি পাবে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

জানা গেছে, দলের সংস্কারের এ অংশ হিসেবে গত মার্চ মাসে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি এখন পুরোদমে মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত। এ ছাড়া দলীয় পদ ছেড়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকার ও দলের পৃথক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে এমপি-মন্ত্রীরা যদি আঁকড়ে থাকেন, তাহলে দল ও সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হয়। অনেকে আবার দলের কাজেও ঠিকমতো সময় দিতে পারছেন না। তাই কেউ কেউ সাংগঠনিক একাধিক পদ ছেড়ে দিয়ে একটি পদে থেকে দায়িত্ব পালনের চিন্তাভাবনা করছেন। এক্ষেত্রে হাইকমান্ডের চিন্তা দল ও সরকার পরিচালনার জন্য বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের নীতি অনুসরণ করা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার পরিচালনায় সফল হতে হলে দল ও সরকারের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য থাকা অপরিহার্য। মন্ত্রীরা প্রশাসনিক কাজে এবং অন্য নেতারা দল গোছানোর কাজে ব্যস্ত থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে।

বিএনপির একাধিক সিনিয়র নেতা জানান, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দল ও সরকার আলাদা রাখার একটি নীতি অনুসরণ করতেন। তার সময়ে যারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা একই সঙ্গে দলের শীর্ষ সাংগঠনিক পদে থাকতে পারতেন না। সেই সময়ে দল গোছানোর কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বিএনপির প্রথম মহাসচিব মরহুম অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দপ্তর থেকে সরিয়ে দপ্তরবিহীন করা হয়। পরে তিনি সারা দেশ ঘুরে ঘুরে দলকে সংগঠিত করেছিলেন। আর জিয়াউর রহমান রাতে ছাত্র ও যুব নেতাদের বাসায় ডেকে কথা বলতেন।

আলাপকালে বিএনপির নেতারা আরও জানান, জিয়াউর রহমানের সময়ে অনেক মন্ত্রী-এমপি নিজ থেকে একাধিক পদ ছেড়ে দিয়ে সরকার পরিচালনার কাজে মনোযোগী ছিলেন। এ ছাড়া দলের এমপি-মন্ত্রী ও নেতাকর্মীদের জন্য নিয়মিত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী' ও '১৯ দফা' কেন্দ্রিক রাজনীতির সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা ক্লাস হতো। মন্ত্রী-এমপি ও নেতাকর্মীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষাও দিতে হতো। সেই সময়ে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন, তাদের সার্টিফিকেট দিতেন জিয়াউর রহমান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। এখন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানও একই ধরনের প্রশিক্ষণ বা মতবিনিময় সভার উদ্যোগ নিচ্ছেন।

জানা গেছে, ঢাকা মহাগর বিএনপি, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল- এ তিন সংগঠনের অন্তত ছয়জন নেতা এমপি-মন্ত্রী হয়েছেন। এদের মধ্যে দুজন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এরা হলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক, ঢাকা-১৮ আসনে উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন, ফেনী-১ আসনে দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু, ভোলা-৪ আসনে যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন, গোপালগঞ্জ-৩ আসনে স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএম জিলানী এবং বরিশাল-৪ আসনে সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী রাজীব আহসান। এদের সরিয়ে দিয়ে এ তিন ইউনিটের নতুন কমিটি গঠনের কাজ চলমান।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দল ও সরকারের এমপি-মন্ত্রীদের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। সেই সময়ে দলের যেসব নেতা এমপি-মন্ত্রী থাকতেন, তারা জেলার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে থাকলে নিজেরা পদত্যাগ করতেন। তখন অন্য কেউ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেতেন। এটা সাংবিধানিক না হলেও উৎসাহিত করতেন। তিনি অনেকটাই বাস্তবায়ন করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের এই মডেল অনুসরণ করে 'এক নেতা এক পদ' নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি।

জুয়ায় নিঃস্ব দেশ

(৩ এর পাতার পর)

এখন সেই জুয়া চলে 'স্মার্টফোনের পর্দায়। মোবাইল অ্যাপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজ্ঞাপন আর বিকাশ-নগদের লেনদেনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়ংকর অনলাইন বেটিং সিন্ডিকেট। কিশোর থেকে বৃদ্ধ-সব বয়সি মানুষ জড়িয়ে পড়ছে এ ভয়ংকর নেশায়।

বাদ থাকছে না স্কুলের শিক্ষার্থীরাও। এতে কেউ হারাচ্ছেন ব্যবসার মূলধন, কেউ বসতভিটা, কেউ সর্বস্ব হারিয়ে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ।

অভিযোগ রয়েছে, অনলাইন জুয়া শুধু মানুষকে সর্বস্বান্ত করছে না, এর মাধ্যমে দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে বিভিন্ন জেলায় অনলাইন জুয়ার ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। জুয়ার কারণে আত্মহত্যা, খুন, চুরি, ছিনতাই, ঋণগ্রস্ততা ও পারিবারিক ভাঙনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালালেও মূল হোতারা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকছে। ফুটপাতের দোকানি, সিএনজি-চালক, নির্মাণশ্রমিক, কলেজশিক্ষার্থী, গৃহপরিচারিকা থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পর্যন্ত অনেকেই এখন নিয়মিত জড়াচ্ছেন বেটিং অ্যাপে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সিক্স৪৪৪, সিভিক্স৬৬৬, নগদ৮৮, ক্রিক্রিয়া, ওয়ানএক্সবেট, বাবু৮৮, লাইনবেটসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বেটিং অ্যাপ ব্যবহার করে চলছে জুয়ার আসর। বিকাশ, নগদ ও রকেটের মাধ্যমে সহজে টাকা জমা ও উত্তোলনের সুযোগ থাকায় দ্রুত বাড়ছে আসক্তি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাত্র একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই যে কেউ জুয়ার জগতে প্রবেশ করতে পারছে।

অনলাইন জুয়ায় নিঃস্ব হওয়া কক্সবাজার শহরের এক তরুণ ব্যবসায়ী বলেন, আগে ডলার দিয়ে খেলতে হতো, তাই লোক কম ছিল। এখন বিকাশে টাকা পাঠালেই খেলা যায়। সহজ হওয়ার কারণেই ছোট-বড় সবাই জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অনলাইন জুয়ার নেশায় পড়ে এক সরকারি চাকরিজীবী এনজিও থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নেন। পুরো টাকাই জুয়ায় হারিয়ে পারিবারিক ও অর্থনৈতিক চাপে গত ১০ ফেব্রুয়ারি আত্মহত্যা করেন। একই এলাকায় কলেজছাত্র হৃদয় মিয়া বন্ধুর কাছ থেকে ধার নেওয়া ২২ হাজার টাকা জুয়ায় হারিয়ে ফেলেন। সেই টাকা ফেরত না পেয়ে ক্ষুব্ধ বন্ধুরা তাকে হত্যা করে। গত বছরের ৯ ডিসেম্বর কক্সবাজার পৌরসভার এসএম পাড়ার ইমরান (২৮) অনলাইন জুয়ার ঋণের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। বগুড়ায় অনলাইন জুয়াকে কেন্দ্র করে খুন, আত্মহত্যা ও পারিবারিক সহিংসতার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যশোরেও জুয়া খেলতে গিয়ে ঋণের চাপে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

সমাজবিজ্ঞানী ও সচেতন নাগরিকরা বলছেন, শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সামাজিক সচেতনতা ও প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে অনলাইন জুয়ার ভয়াবহতা নিয়ে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে অনলাইন জুয়া দেশের জন্য বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিকসংকটে পরিণত হতে পারে।

ভয় ধরানো খুনের তদন্তেও 'ভয়'

(৩ এর পাতার পর)

রোগী আর স্বজনের ভিড়। গত বছরের ১০ নভেম্বর সকালে দিনের আলোয়, শত শত মানুষের সেই ভিড়কে উপেক্ষা করেই সিনেমার কায়দায় এলোপাতাড়ি গুলিতে নিহত হন ৫৫ বছর বয়সী তারিক সাইফ মামুন। যিনি পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। এর পর 'বীরদর্পে' চলে যায় খুনিরা। এমন খুনে ভয় ধরায় সাধারণ মানুষকেও। তবে ভয়ংকর সেই খুনের তদন্তেই যেন ভর করেছে ভয়। ৬ মাস পার হতে চললেও বিচার কার্যক্রম শুরু তো দূরের কথা, চার্জশিট পর্যন্ত দিতে পারেনি পুলিশ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কার্যত থমকে আছে ভয়াবহ সেই খুনের তদন্ত।

শুধু শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যাকাণ্ডই নয়, গত বছরের নভেম্বর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ৬ মাসে রাজধানীতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আতঙ্ক ধরানো এমন হত্যাকাণ্ড ঘটে আরও তিনটি, যাদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এসব ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেও মাস্টারমাইন্ডরা অধরাই রয়ে গেছে; তবে থমকে আছে তদন্ত।

গত বছরের ১০ নভেম্বর মামুন খুনের এক সপ্তাহের মাথায় ১৭ নভেম্বর রাজধানীর পল্লবীতে ঘটে আরেক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। ওইদিন সন্ধ্যায় দোকানের ভেতর ঢুকে মুখোশধারী তিন সন্ত্রাসী পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে গুলি করে হত্যা করে। দোকানের ভেতরে-বাইরে মানুষের উপস্থিতিতে এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটে। অস্ত্রধারীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় এক রিকশাচালককেও গুলি করে।

চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি রাজধানীর কারওয়ান বাজারে গুলি করে হত্যা করা হয় ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব মুসাব্বিরকে। আর গত ২৯ এপ্রিল রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয় পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটনকে। প্রকাশ্যে গুলি করে এসব হত্যাকাণ্ডও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়ায়। আলোচিত এই চার হত্যার ঘটনায় দায়ের মামলার তদন্ত শুরুতে থানা পুলিশ করলেও এখন তদন্ত করছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্রগুলো বলছে, গত বছরের নভেম্বর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত রাজধানীতে খুনের ঘটনায় ১২৫টি মামলা হয়। এর মধ্যে নভেম্বর মাসে ২৭টি, ডিসেম্বর মাসে ২০টি, জানুয়ারি মাসে ২১টি, ফেব্রুয়ারিতে ১৬টি, মার্চে ২৫টি এবং এপিল মাসে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ১৭টি মামলা হয়। তবে ওই ৬ মাসে আলোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল তালিকাভুক্ত দুই শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন ও টিটন এবং যুবদল নেতা কিবরিয়া ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মুসাব্বিরকে খুনের ঘটনা। এসব হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তদন্তসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আলোচিত এসব হত্যার তদন্তে নেমে নেপথ্যে সক্রিয় পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসীদের হাত দেখতে পান তদন্তসংশ্লিষ্টরা। মাস্টারমাইন্ড হিসেবে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সম্পৃক্ততা পাওয়ার পর তাদের কিছু সহযোগীকে ধরা হয়। এর পরই আর তদন্তের আলো গভীরে পৌঁছায় না। ফলে তদন্তও চলে ধীরগতিতে।

শীর্ষ সন্ত্রাসী মামুন হত্যা মামলার তদন্তসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ওই হত্যাকাণ্ডে এখন পর্যন্ত সরাসরি জড়িত দুই শুটারসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যায় ব্যবহৃত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের মধ্যে অন্তত দুজন পুলিশকে জানিয়েছে, দুই লাখ টাকার বিনিময়ে তারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তাদের দাবি, পলাতক সন্ত্রাসী রনি ওরফে 'ভাইগ্না রনি'র নির্দেশে তারা গুলি চালান।

অবশ্য মামলাটির তদন্ত তদারকি কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) লালবাগ বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. নূরে আলম বলেন, 'এটি স্পর্শকাতর হত্যাকাণ্ড হওয়ায় নিবিড়ভাবে তদন্ত চলছে। এতে একটু সময় লাগছে। তা ছাড়া ৫ আসামিকে গ্রেপ্তারের পর জড়িত অন্যরা আত্মগোপনে চলে গেছে। এজন্য নতুন কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যা মামলাটিও থানা পুলিশের হাত ঘুরে এখন ডিবি পুলিশ তদন্ত করছে। হত্যায় জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি। ৬ মাস পরও তদন্ত মাঝপথে আটকে রয়েছে বলে জানা গেছে।

থানা ও ডিবির তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, মূলত বিদেশে বসে যুবদল নেতা কিবরিয়াকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর নেপথ্যে বিদেশে পলাতক মফিজুর রহমান ওরফে মামুন নামে একজনের সম্পৃক্ততা মিলেছে। যদিও ওই খুনে ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা অংশ নেয়।

তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও লেনদেন নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে কিবরিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল বলে এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে।

মামলাটির তদন্ত তদারকি কর্মকর্তা ডিবির মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. সোনাহর আলী বলেন, মামলাটিতে এখন পর্যন্ত এজাহারভুক্ত ও এজাহারের বাইরে ৮ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও মামলার তদন্ত শেষ হয়নি।

তিনি বলেন, সব আসামিকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি এবং হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার করা যায়নি। এজন্য মামলার চার্জশিট দিতে দেরি হচ্ছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এস এন নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আজিজুর রহমান মুসাব্বির হত্যাকাণ্ডে অস্ত্র সরবরাহে গ্রেপ্তার জাহিদুলের সংশ্লিষ্টতার তথ্য মিলেছে। তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে। ওই মামলাটির তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অন্তত ১৫ লাখ টাকার চুক্তিতে মুসাব্বিরকে হত্যা করা হয় বলে তথ্য রয়েছে। মালয়েশিয়ায় বসে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা হয়। পুরো হত্যা মিশন তদারকি করে পলাতক সন্ত্রাসী দিলীপ ওরফে 'দাদা বিনাশ'।

এদিকে গত ২৯ এপ্রিল খুন হওয়া তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটন হত্যা মামলার তদন্তেও অগ্রগতি নেই বলে জানা গেছে। গত ১৫ দিনেও পুলিশ হত্যায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বাংলাদেশের হিন্দুদের নাগরিকত্ব

(প্রথম পাতার পর)

দূরে রয়েছেন, সেই সমস্যাকে সহজ করতে এবার পাসপোর্টের নথির সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। আদৌ প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দা হয়ে কারা আবার ভারতের বাসিন্দা হতে চাইছেন, তা চিহ্নিত করতে চাইছে দেশটি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময়ে যে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, তাতে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া শরণার্থীদের নাম। বাংলার মন্ত্রীরা মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে সাফ জানিয়েছেন, ভারতের নাগরিকত্ব না থাকলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা বা ভাতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া স্পষ্ট বলেছেন, 'ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই, তারা সরকারি সুবিধা পাবেন না। যারা এসআইআর ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন এবং যারা সিএএতে আবেদন করেছেন, তাদের সরকারি পরিষেবা দেওয়া হবে।' সেই পরিস্থিতিতে সিএএর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিতে নতুন নিয়মের ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯ মে মঙ্গলবার ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সিএএর মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে গেলে সেই ব্যক্তির কোনো দেশের পাসপোর্ট রয়েছে কি না তা স্পষ্ট করতে হবে। আইনে সংযোজন করে যে শর্ত যুক্ত করতে বলা হয়েছে, সেখানে নাগরিকত্বের আবেদনকারীদের উল্লেখ করতে হবে, তার বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তানের কোনো পাসপোর্ট বা মেয়াদ উত্তীর্ণ পাসপোর্ট নেই। অথবা যাদের পাসপোর্ট রয়েছে তাদের উল্লেখ করতে হবে। কোন দেশের পাসপোর্ট তাদের রয়েছে, তার বিস্তারিত ফর্ম ফিলাপের সময় জমা দিতে হবে।

এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার মানুষ সিএএতে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন, যা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু শরণার্থীদের মাত্র ২০ শতাংশের কাছাকাছি। মূলত কোনো নথি না থাকার জন্যই তারা আবেদন করেননি। সিএএতে আবেদন করে নাগরিকত্ব পেয়েছেন মাত্র ১ হাজার ৫০০-এর কাছাকাছি শরণার্থী। এই নাগরিকত্ব পাওয়ার হার থেকেই স্পষ্ট নথি না থাকায় আবেদনে সাড়া দিচ্ছে না ভারত সরকার।

তাই এবার আবেদনের নিয়ম আরও একটু সহজ করার পথে দিল্লি সরকার। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার পরে বড় অংশের শরণার্থীরা ভারতের নাগরিকত্বের বিভিন্ন নথি বানিয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে ভোটার কার্ডকে ভোটার হিসেবে প্রামাণ্য নথির তালিকায় রাখছে না ভারত সরকার। যার ফলে বহু শরণার্থীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অথচ বহু মানুষের পাসপোর্ট রয়েছে। তাই এবার পাসপোর্টের নথি পেশের মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়ার পথে ভারত।

তবে তার থেকেও বড় বিষয় হলো বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের বাসিন্দা হয়েও কেউ ভারতের নাগরিক হতে চাইছেন কি না, তা যাচাই করা। বাংলায় নতুন ভোটার তালিকা তৈরির সময় দুই দেশের নাগরিক হওয়ার কারণে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের মধ্যে হিন্দু শরণার্থীরা যদি পাসপোর্টের বিবরণ পেশ করেন এবং বাংলাদেশের পাসপোর্ট ত্যাগ করার পথে যান, তবে তাদের সহজেই নাগরিকত্ব দিতে পারবে ভারত, এমনটাই জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ নাকি

(প্রথম পাতার পর)

সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এবং সাইপ্রাসের জাতিসংঘে নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত আন্দ্রেয়াস এস. কাকোরিস।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদটি মূলত কূটনৈতিক নেতৃত্ব, বৈশ্বিক ঐকমত্য গঠন এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মধ্যস্থতামূলক ভূমিকার প্রতীক। প্রতিবছর আঞ্চলিক রোটেশনের ভিত্তিতে এ পদে নির্বাচন হয়। ৮১তম অধিবেশনের জন্য পালা এসেছে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের। সাধারণত আঞ্চলিক গ্রুপের অভ্যন্তরে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একজন প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। তবে একাধিক প্রার্থী থাকলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেই প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থান : বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, জলবায়ু কূটনীতি, রোহিঙ্গা সংকট আন্তর্জাতিকীকরণ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম বড় অবদানকারী দেশ ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে শক্তিশালী কণ্ঠ। এ ছাড়া উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্ব, গ্লোবাল সাউথ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত সম্পর্ক রয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, আফ্রিকা, ওআইসি সদস্যরাষ্ট্র এবং এলডিসি গ্রুপের একটি বড় অংশ বাংলাদেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখতে পারে। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রার্থিতা 'উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তি ও বহুপাক্ষিকতা'র বার্তার ওপর দাঁড়ানো, যা বর্তমান বৈশ্বিক বিভাজনের প্রেক্ষাপটে অনেক দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

সাইপ্রাসের শক্তি কোথায় : বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের কূটনৈতিক সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সূত্র জানায়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমন্বিত লবিং, পশ্চিমা দাতা রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন, ছোট কিন্তু সক্রিয় কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক, ইউরোপ-ভিত্তিক বহুপাক্ষিক কৌশল সাইপ্রাসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্ত অবস্থানে রেখেছে। তবে একটি বড় বাস্তবতা হচ্ছে, ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদটি যেহেতু এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের আওতায়, তাই ইউরোপীয় রাষ্ট্র হওয়ায় সাইপ্রাসের প্রার্থিতা নিয়ে কিছু দেশের মধ্যে নীরব আপত্তিও থাকতে পারে।

বাংলাদেশের প্রার্থী : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু কূটনীতি, রোহিঙ্গা ইস্যু ও বহুপাক্ষিক আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। এর আগে তিনি জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নসংক্রান্ত বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া এই পদে অতীতে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কেননা, বাংলাদেশ ১৯৮৬-৮৭ সালে একবার জাতিসংঘ অধিবেশনে সভাপতির পদে ছিল। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রায় ৪০ বছর পর আবার সেই পদ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে প্রার্থিতা নিয়ে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে গত ১৫ মে এক অনানুষ্ঠানিক সংলাপে নিজের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, নির্বাচিত হলে কোনো নির্দিষ্ট দেশের বা পক্ষের নয়, বরং 'সবার জন্য পূর্ণকালীন সভাপতি' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতিসংঘের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা পুনরুদ্ধার করতে তিনি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বহুপাক্ষিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মতভেদ দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জাতিসংঘের সনদ পুরোপুরি সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ড. খলিলুর রহমান।

সাইপ্রাসের প্রার্থী : জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে সাইপ্রাসের প্রার্থী হয়েছেন আন্দ্রেস এস কাকাউরিস। তিনি সাইপ্রাসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব ও অভিজ্ঞ ইউরোপীয় কূটনীতিক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ সংস্কার ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সম্প্রতি জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত অনানুষ্ঠানিক সংলাপে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শাসন ও জাতিসংঘ সংস্কারকে নিজের অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেন।

কে এগিয়ে : বর্তমান কূটনৈতিক হিসেবে লড়াইটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলেও কয়েকটি কারণে বাংলাদেশকে কিছুটা এগিয়ে রাখছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জাতিসংঘের সভাপতি পদে নির্বাচনে বাংলাদেশের পক্ষে যে বিষয়গুলো কাজ করতে পারে, এর মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল সাউথের সমর্থন, মুসলিম ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভোট, শান্তিরক্ষা ও জলবায়ু কূটনীতিতে ইতিবাচক ভাবমূর্তি, বৃহৎ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপট : প্রথম দিকে ফিলিস্তিনও এ পদে প্রার্থী ছিল। তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর মূল লড়াই দাঁড়ায় বাংলাদেশ ও সাইপ্রাসের মধ্যে। জাতিসংঘের আঞ্চলিক রোটেশন পদ্ধতি অনুযায়ী এবার সভাপতি নির্বাচিত হবেন এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে। যদিও সাইপ্রাস ভৌগোলিকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র, তবু তারা জাতিসংঘের কূটনৈতিক গ্রুপিংয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপের সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশকে সমর্থন : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে সভাপতি পদে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশ সমর্থন দিয়েছে। বিভিন্ন কূটনৈতিক বৈঠক, ওআইসি সভা ও দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় এসব সমর্থনের ঘোষণা এসেছে। এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, পাকিস্তান, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, গাম্বিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ। এ ছাড়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কাছেও সমর্থন চাওয়া হয়েছে। তবে বিশেষভাবে মুসলিম দেশগুলোর জোট ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কে জিতবে : জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচন সাধারণত গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যদি সাধারণ সম্মতিতে বা সর্বসম্মতিতে কোনো প্রার্থী চূড়ান্ত করা যায়, তবে গোপন ভোটের প্রয়োজন হয় না। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচনে বাংলাদেশের অবস্থানের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ওবায়দুল হক বলেন, বাংলাদেশ এই নির্বাচনে সাইপ্রাসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বাংলাদেশের প্রার্থীর পক্ষে খুব ভালো প্রচারণাও চলছে। আমরা অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের প্রার্থীর জয়ের বিষয়ে আশাবাদী। আগামী ২ জুন জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে আনুষ্ঠানিক নির্বাচন হবে। আর ৮১তম অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর।

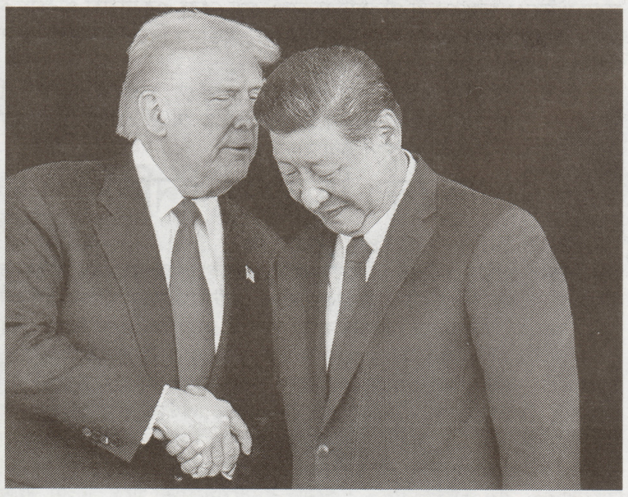

কার হার কার জিত

(প্রথম পাতার পর)

গাছ দেখিয়ে মুগ্ধ করার চেষ্টা করলেন, যেগুলো খোদ আমেরিকার ইতিহাসের চেয়েও বয়সে অনেক পুরোনো।
কমিউনিস্ট পার্টির সদরদপ্তর হিসেবে পরিচিত ওই সংরক্ষিত এলাকায় ১৫ মে শুক্রবার কেবল নিজেদের দোভাষীদের নিয়ে পায়চারি করার সময় একটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্পকে শি জিনপিং বলেন, ''ওই পাশের মোটা গাছটির বয়স ৪০০ বছর।''
দুই হাত নেড়ে বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শি বলেন, ''দেখুন, এর মধ্যে কী অদম্য প্রাণশক্তি আর ইতিহাস জড়িয়ে আছে!''
এই কথোপকথন মূলত বিশেষ একটি বার্তারই বহিঃপ্রকাশ ছিল; যা ট্রাম্পের পুরো সফরজুড়ে তাকে দিতে চেয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট। সেই বার্তাটি হলো, উভয় নেতা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন এবং দুই দেশকে সংঘাতের পথ থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব তাদেরই।
এর আগের দিন 'টেম্পল অব হেভেনে' আশা প্রকাশ করে শি জিনপিং বলেছিলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র যেন 'থুসিডাইডিস ট্র্যাপ' (উদীয়মান শক্তির সঙ্গে বিদ্যমান শক্তির সংঘাত অনিবার্য) এড়াতে পারে।
ঝংনানহাইয়ের সেই উদ্যানের বৃক্ষছায়ায় শি জিনপিংয়ের এই কথায় বেশ মজা পান ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''বাহ, এগুলো এত বছর বেঁচে থাকতে পারে!'' এরপর তিনি জানতে চাইলেন শি আর কতজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে এই উদ্যানে নিয়ে এসেছেন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে বোঝাই যাচ্ছিল ট্রাম্প যাচাই করতে চাইছিলেন, তিনি কতটা বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছেন।
চীনা নেতা উত্তর দেন, ''খুব কম।''
শি হয়তো জানতেন না যে ট্রাম্প গাছপালার ব্যাপারে খুব একটা আবেগপ্রবণ নন। গত বছরই হোয়াইট হাউসের মাঠে তার পরিকল্পিত বিশাল বলরুম তৈরির জায়গা করতে সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন হার্ডিং এবং ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের স্মৃতিবিজড়িত কয়েক দশকের পুরোনো ম্যাগনোলিয়া গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল।
এই ঘটনাটি দুই নেতার মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বেরই প্রতিফলন। শি যখন ইতিহাস এবং পরাশক্তির দায়বদ্ধতার কথা ভাবছিলেন, ট্রাম্প তখন সেই মুহূর্ত থেকে নিজের জন্য তাৎক্ষণিক কী অর্জন করা যায় তা দিয়েই সবকিছু পরিমাপ করছিলেন।
কিছু বিচারে দু'জনই জয়ী হয়েছেন।
শি দাবি করতে পারেন, তিনি ট্রাম্পকে চীন-মার্কিন সম্পর্কের এমন এক নতুন কাঠামোতে রাজি করাতে পেরেছেন; যার লক্ষ্য হলো গঠনমূলক এবং কৌশলগতভাবে স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখা।
নানজিং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ঝু ফেং দ্য স্ট্রেইট টাইমসকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'কৌশলগত স্থিতিশীলতা' মূলত স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের একটি ধারণা। তখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে অপরকে পারমাণবিক ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখত।
সেই তুলনায় শির প্রস্তাবিত স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী এই সংস্করণটি নেতিবাচক নয়, বরং গঠনমূলক। এটি সহযোগিতাকে মূল ভিত্তি হিসেবে দেখা এবং প্রতিযোগিতাকে একটি সীমার মধ্যে রাখার আহ্বান জানায়।
আর এটি বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনকে দেওয়া একটি সংকেতও- তারা যেন চীনকে কনিষ্ঠ অংশীদার নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সমান স্তরের এক প্রতিদ্বন্দ্বী বা 'বন্ধুপ্রতিম শত্রু' হিসেবে বিবেচনা করে।
অন্যদিকে ট্রাম্পও দাবি করতে পারেন, তিনিও কিছু জিতেছেন। তিনি বলেছেন, ইরান সংকট মোকাবিলায় বেইজিং সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও চীন ঠিক কী করতে প্রস্তুত তা এখনো স্পষ্ট নয়।
তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, প্রকৃতপক্ষে কেউই খুব বড় কিছু জিতেননি। তাইওয়ান ইস্যুতে বেইজিংয়ের গভীর উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও ওয়াশিংটনের অবস্থানে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন আসেনি।
আবার ট্রাম্পও তার প্রত্যাশিত বড় কোনো বাণিজ্য চুক্তি পকেটে পুরতে পারেননি। চীন ২০০টি বোয়িং বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই সংখ্যা ছিল প্রত্যাশার চেয়ে কম। কৃষি বা জ্বালানি কেনাকাটার নির্দিষ্ট কোনো হিসাবও এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি।
বিশ্ব শান্তি : এই জয়-পরাজয়ের চশমা দিয়ে প্রায় এক দশক পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেইজিং সফরের অর্জন পরিমাপ করাটা হয়তো কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে যাবে। সম্পর্কে স্থিতিশীলতা বজায় থাকাটাই এখানে বড় সাফল্য। শিকাগো ইউ-নিভার্সিটির অধ্যাপক ইয়াং দালি দ্য স্ট্রেইট টাইমসকে বলেছেন, এতে বিশ্বই জয়ী হয়েছে। কারণ ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যকার সম্পর্কের পারদ কিছুটা নামলে বিশ্বের বাকি দেশগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়।
এছাড়া এটি ছিল ২০২৬ সালে শি-ট্রাম্পের সম্ভাব্য একাধিক সাক্ষাতের প্রথম রাউন্ড মাত্র। খেলা যখন এখনো চলছে, তখন একজন জয়ী ঘোষণা করার তাড়া কেন?
যদি সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্পের আমন্ত্রণে শি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন, নভেম্বর মাসে ট্রাম্প অ্যাপেক সম্মেলনে যোগ দিতে আবার চীনে আসেন এবং ডিসেম্বরে শি ফ্লোরিডায় জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেন, তাহলে এ বছরই তাদের চারবার দেখা হতে পারে। হয়তো এই কারণেই এবারের সম্মেলনে খুব বেশি সুনির্দিষ্ট বড় কোনো ঘোষণা আসেনি। দুই পক্ষই সম্ভবত তাদের কূটনৈতিক 'উপহারগুলো' এখনই খরচ করতে চাচ্ছে না, যাতে বছরজুড়ে কিছু বাকি থাকে।
তড়িঘড়ি করা সফর দিয়ে প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও নিরাপত্তার মতো কাঠামোগত দীর্ঘদিনের বৈরিতা মিটে যাবে- এমন আশা করাটা সবসময়ই অবান্তব। তার চেয়ে বড় বিষয়, বিশ্বকে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া যে, তারা মিলেমিশে কাজ করতে পারে এবং দুই নেতাই যেন নিজ দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার মতো কিছু ব্যক্তিগত অর্জন নিয়ে ফিরতে পারেন।
বিশেষ মর্যাদা : সবকিছুর ঊর্ধ্বে, দুই পক্ষ থেকেই ছিল তোষামোদের ছড়াছড়ি। ট্রাম্প শিকে একজন মহান নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং তার সঙ্গে ইলন মাস্ক ও জেনসেন হুয়াংয়ের মতো শীর্ষ নির্বাহীদের নিয়ে এসেছেন; যা বেইজিংয়ের কাঙ্ক্ষিত বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের আস্থার এক বড় প্রদর্শনী।
অন্যদিকে শি জিনপিংও আয়োজনের কোনো কমতি রাখেননি। জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা এবং সামরিক কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে ট্রাম্পকে আপ্যায়ন করা হয়েছে; যা তিনি পছন্দ করেন বলে সবাই অবগত। তবে কিছু বিষয়ে কার্পণ্যও ছিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের দ্বিতীয় ছেলে এরিক ট্রাম্পের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ করমর্দন করেন শি জিনপিং। বেইজিং জানে, ট্রাম্পের ক্ষেত্রে তোষামোদ তখনই সবচেয়ে ভালো কাজ করে, যখন এটি ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং তার পরিবারের সদস্যদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমনকি রাষ্ট্রীয় ভোজসভা শেষে শেষ গান হিসেবে বাজানো হয়েছিল 'ওয়াইএমসিএ'; যা ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার প্রচারণার অলিখিত 'সাউন্ডট্র্যাক' হিসেবে পরিচিত।
ঝংনানহাইয়ের সেই প্রাচীন উদ্যানে ট্রাম্প যখন শুনলেন, খুব কম বিদেশি নেতাকেই মাও সে তুংয়ের স্মৃতিবিজড়িত ওই সংরক্ষিত এলাকায় আসার সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তিনি বেশ সন্তুষ্টই হয়েছিলেন।
তবে তিনি হয়তো যা জানেন না তা হলো, ২০২৪ সালের মে মাসে শি এই একই স্থানে ভ্লাদিমির পুতিনকেও চা-চক্রের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই সফর শেষে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গিয়েছিল রুশ নেতাকে দুই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরছেন শি জিনপিং; যেটিকে ট্রাম্প তার সফরের আগে 'বড় ও উষ্ণ আলিঙ্গন' হিসেবে প্রত্যাশা করেছিলেন; কিন্তু এবার তা পাননি।
ট্রাম্পের চীন ত্যাগের কয়েক দিনের মধ্যেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বেইজিং পৌঁছানোর কথা রয়েছে। এই কূটনীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বেইজিং ওয়াশিংটনকে কাছে টানতে চায় ঠিকই, কিন্তু মস্কোর হাত ছাড়তে রাজি নয়। তারা নিজেকে এমন এক অপরিহার্য শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চায়; যারা সবার সঙ্গে নিজ শর্তে কথা বলতে সক্ষম। পরাশক্তিদের কূটনীতিতে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতে চায় যে, সে অন্য সবার চেয়ে আলাদা বা বিশেষ। কিন্তু ঝংনানহাইয়ের সেই প্রাচীন গাছগুলো হয়তো ইতিহাসের আরও অনেক রদবদল দেখেছে; যা এই ধারণার চেয়ে ভিন্ন। **সূত্র :** দ্য স্ট্রেইট টাইমস।

যুক্তরাজ্যে কেন বারবার প্রধানমন্ত্রী

(৩ এর পাতার পর)

ছিল। মার্গারেট থ্যাচার বা টনি ব্লেয়ারের মতো নেতারা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশ শাসন করেছেন। অথচ গত এক দশকে এর 'বাসিন্দা' পরিবর্তন যেন ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে! যুক্তরাজ্যে বদলেছেন ছয়জন প্রধানমন্ত্রী। কেউ পদত্যাগ করেছেন, কেউ নির্বাচনে হেরেছেন, কেউ দলের ভেতর থেকেই ছিটকে পড়েছেন। ব্রেক্সিটের ধাক্কা, করোনা সংকট, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। ব্রিটিশ রাজনীতির এ নজিরবিহীন অস্থিরতার সূত্রপাত ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোট থেকে। তবে গত ছয় বছরেরও কম সময়ে যুক্তরাজ্য পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী দেখেছে, যা গত এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম ক্ষমতার হাতবদল। সেই ১০ ডাউ-নিং স্ট্রিট এখন আক্ষরিক অর্থেই এক ঘূর্ণায়মান দরজায় পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির ভরাডুবির পর প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারও ক্ষমতা হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছেন।
ডেভিড ক্যামেরন : ব্রেক্সিট গণভোটের পরই পদত্যাগে বাধ্য হন ডেভিড ক্যামেরন। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ২০২২ সালে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ব্রেক্সিটের ডাক দেওয়াই ছিল ক্যামেরনের সবচেয়ে বড় কৌশলগত ভুল। ২০১৬ সালে ব্রেক্সিটের পক্ষে রায় আসার পর তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যামেরন যুক্তরাজ্যকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) রেখে দেওয়ার পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু জনগণ তার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ইইউ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। গত ১৫ বছরের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৬ বছর দায়িত্ব পালনের পর তিনি পদ ছাড়েন।
থেরেসা মে : ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে ইইউর সঙ্গে দর-কষাকষি এবং নিজ দল কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতা ছাড়েন থেরেসা মে। থেরেসা মে চেয়েছিলেন, পার্লামেন্টের মাধ্যমে ব্রেক্সিট চুক্তি এগিয়ে নিতে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট চুক্তি পাস করানোর জন্য তিনি তিনবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এর ফলে ২০১৭ সালের বিপর্যয়কর নির্বাচনে তার পতন ঘটে।
থেরেসা মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩ বছর ১১ দিন।
বরিস জনসন : থেরেসা মের বিপর্যয়কর পরিস্থিতির পর কনজারভেটিভ পার্টি বরিস জনসনের দিকে আশীর্বাদের হাত বাড়ায়। ফলে ব্রিটেন পায় আরও একজন প্রধানমন্ত্রী। বিপুল জনমত নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন বরিস জনসন।
পরের বছরেই তিনি ইইউ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং ব্রেক্সিট আন্দোলনকে সফল করেন। ব্রিটিশরা ভেবেছিল, এবার বুঝি ডাউনিং স্ট্রিটে স্থিতিশীলতা এলো। কিন্তু সে আশাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
করোনা মহামারি বরিসের জন্য শিরে সংক্রান্তি হয়ে আসে। ব্রিটেনে দুই লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায় করোনায়। এটি ইউরোপে সর্বোচ্চসংখ্যক মৃত্যু। ফলে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন বরিস জনসন। এর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব না মেনে পার্টির আয়োজন করে সে সমালোচনার আগুনে আরও ঘি ঢালেন 'খামখেয়ালি' বরিস। এ ঘটনার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে এবং জরিমানা দিতে বাধ্য হন। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। সেইসঙ্গে একের পর এক কেলেঙ্কারির কারণে নিজ দলের মন্ত্রীদের গণপদত্যাগের মুখে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনায় বিধিনিষেধ অমান্য, পরিকল্পনায় ঘাটতি ও জীবন-যাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় জনসনের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ৩ বছর ৪৪ দিন ক্ষমতায় থাকার পর তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।
লিজ ট্রাস : লিজ ট্রাস মাত্র সাত সপ্তাহের মতো ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি মূলত ধনীদের কর কমিয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, পাউন্ডের পতন, বন্ধকের হার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণগুলো ট্রাসকে অথই সাগরে ফেলে দেয়। তার অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতি ও কর ছাড়ের ঘোষণায় বন্ড মার্কেটে ধস নামে। অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধাক্কা লাগায় তিনি দ্রুত বিদায় নিতে বাধ্য হন।
ঋষি সুনাক : ২০২৪ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টির ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে। ঋষি সুনাকের প্রধানমন্ত্রিত্বেরও পতন হয়। এক বছর ৮ মাসের মতো দায়িত্ব পালন করেন তিনি। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তার পতনের পেছনে মূল কারণ হলো– দীর্ঘ ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র জনরোষ, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। অভিবাসন নিয়ন্ত্রণেও তিনি ব্যর্থ হন।
এ ছাড়া দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পার্টিগেট কেলেঙ্কারি এবং ভুল নির্বাচনী প্রচারও তার পতনকে দ্রুততর করেছে।
অর্থনীতি স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেও, দীর্ঘমেয়াদি দলীয় কোন্দল এবং ভোটারদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণে তিনি কনজারভেটিভদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন।
মহাসংকটে স্টারমার : ২০২৪ সালের জুলাইয়ে লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমার প্রায় ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটান। এক বিশাল নির্বাচনী বিজয় নিয়ে তিনি ক্ষমতায় আসেন বলে জানায় নিউইয়র্ক টাইমস। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজনীতিকে জনসেবায় ফিরিয়ে আনার এবং অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তার জনপ্রিয়তা কমে মাত্র ১৯ শতাংশে নেমে এসেছে বলে জানিয়েছে টাইম ম্যাগাজিন।
আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে লেবার পার্টি ১ হাজার ৪৬০টির বেশি কাউন্সিল আসন হারিয়েছে। এর বেশিরভাগই গেছে নাইজেল ফারাজের নেতৃত্বাধীন কট্টর ডানপন্থী দল 'রিভলভিং ইউকের' দখলে। পলিটিকোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্টারমারের পদত্যাগের দাবিতে এরই মধ্যে নিজ দলের প্রায় ৮০ জনের বেশি এমপি সোচ্চার হয়েছেন। এ ছাড়া মিয়াট্টা ফাহনবুলেহ, জেস ফিলিপসসহ অন্তত চারজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।
স্টারমার সংসদে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। কিন্তু নিউইয়র্কের ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, বাস্তবে তিনি ভোট পেয়েছিলেন মাত্র ৩৩ শতাংশ। বিরোধী শিবিরের ভোট বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই এ বিশাল জয় সম্ভব হয়েছিল। ফলে জনগণের একটি বড় অংশের ম্যান্ডেট তার সঙ্গে ছিল না।
স্টারমার অজনপ্রিয় হলেন যেসব নীতির কারণে : ক্ষমতায় এসেই স্টারমার সরকার বেশকিছু অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো লাখো প্রবীণ নাগরিকের জন্য 'উইন্টার ফুয়েল পেমেন্ট' বা শীতকালীন জ্বালানি ভাতা বাতিল করা। এ ছাড়া উত্তরাধিকার কর নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে বিরোধ এবং পে-রোল ট্যাক্স নিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ তার সরকারকে চাপে ফেলেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধের প্রভাবে মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ব্রিটিশ বন্ড মার্কেট আবারও অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে।
এদিকে বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতার কারণে সরকারের ঋণ ব্যয় ২০০৮ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানায় পলিটিকো। নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে দাবি করলেও স্টারমার ব্যক্তিগত উপহার বা 'ফ্রিবি' কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন।
আলজাজিরা জানায়, স্টারমারের ওপর সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পিটার ম্যান্ডেলসনকে নিয়োগ দেওয়ার পর। ম্যান্ডেলসনের সঙ্গে কুখ্যাত মার্কিন যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টিনের গভীর বন্ধুত্বের খবর ফাঁস হলে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ম্যান্ডেলসনকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন স্টারমার। এ ঘটনা তার নৈতিক অবস্থানকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। লেবার পার্টির ভেতরের বামপন্থী অংশ (করবিনপন্থীরা) স্টারমারের মধ্যপন্থী ও কঠোর নীতির কারণে ক্ষুব্ধ। অনেকেই দল ছেড়ে গ্রিন পার্টির দিকে ঝুঁকেছেন। অভিবাসন নীতি নিয়েও স্টারমার তার প্রতিশ্রুতি পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন বলে ভোটাররা মনে করছেন। স্টারমার দেশবাসীকে 'জাতীয় নবজাগরণের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার কথাবার্তা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে। একজন নেতা হিসেবে তিনি জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকের কাছেই তিনি কাঠখোট্টা এবং 'অতি-নীতিবাগীশ' হিসেবে পরিচিত বলে জানায় পলিটিকো।

৮ লাখ কোটি টাকা কোথায়

(৩ এর পাতার পর)

পাওয়া গেছে। ওই সময়ে (২০১৬-২৪) এর অঙ্ক দাঁড়িয়েছে পৌনে ৮ লাখ কোটি টাকা (৬৩.২৩ বিলিয়ন ডলার)। দেশ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার, বৈদেশিক মুদ্রার অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক অনিয়মের কারণেই মূলত সৃষ্টি হয়েছে এমন পরিস্থিতির। খোদ অর্থ বিভাগের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য।
অর্থ বিভাগের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে ডলার আয় বাড়লেও সেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্থনীতিতে টেকসই হচ্ছে না। অর্থাৎ রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও সেবা খাত থেকে আয় করা ডলারের চেয়ে আমদানি ব্যয়, ঋণের সুদ ও মুনাফার নামে বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক এবং অন-ানুষ্ঠানিক পথে।
বৈদেশিক খাতের আয়-ব্যয়ের হিসাবে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেগুলো হলো- আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, সেবা ও প্রাথমিক আয়। এটি 'চলতি হিসাব' নামে পরিচিত।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্বের একাধিক দেশে একই ধরনের পরিস্থিতি বড় অর্থনৈতিক সংকটের জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে শ্রীলঙ্কার কথা উল্লেখ করা যায়। দেশটি কয়েক বছর ধরে বড় চলতি হিসাব ঘাটতি ও বৈদেশিক ঋণের চাপে ছিল। রিজার্ভ কমে যাওয়ার পর আমদানি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত জ্বালানি ও খাদ্যসংকটে সরকার দেউলিয়াত্বের মুখে পড়ে। পাকিস্তানও দীর্ঘদিন ধরে চলতি হিসাব ঘাটতি, বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা ও দুর্বল রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনার কারণে মুখোমুখি হয়েছে আইএমএফের কঠিন শর্তের। যদিও বাংলাদেশ সে ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েনি। কারণ, দেশের রপ্তানি খাত এখনো কার্যকর, প্রবাসী আয় প্রবাহও উল্লেখযোগ্য। তবে এ বিষয়ে সতর্ক না হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মতো বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারেড় এমন আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের। এদিকে টানা কয়েক বছরের চলতি হিসাবে ঘাটতির কারণে প্রথম ধাক্কা লাগে মুদ্রার মানে। বাংলাদেশেও গত কয়েক বছরে টাকার অবমূল্যায়ন দ্রুত বেড়েছে। এক ডলারের মূল্য উঠেছে ৭৯ থেকে ১২২ টাকায়। ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে আমদানি ব্যয় বেড়েছে, জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি হয়েছে তীব্র। বিশেষ করে ওই সময় পর্যন্ত মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে প্রায় ৯১ শতাংশ। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাজারে ডলার বিক্রি করে রিজার্ভ কমাতে হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত চাপের মধ্যে ফেলছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী দেশের আর্থিক খাতের চালক হিসেবে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন। এর আগে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব শেষ করেন। তবে চলতি হিসাবে বড় ঘাটতির পেছনে অর্থ পাচার ও আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনার বিষয়টি সাবেক অর্থ উপদেষ্টা নিজেই শনাক্ত করেছেন। অর্থ উপদেষ্টার মেয়াদ শেষে বিদায়ের আগে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটি গোপন নথি রেখে গেছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রীর জন্য। সেখানে অর্থ পাচার ও আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে গত আট বছরের যে চলতি হিসাবের ঘাটতি ছিল, সেটি তুলে ধরেছেন।
ওই নথি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৩.২৩ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি ধরা পড়ে চলতি হিসাবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরে (১৮ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘাটতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১.৬০ বিলিয়ন ডলার এবং তৃতীয় হচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সোয়া ৫ বিলিয়ন ডলার এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে ছিল। আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঘাটতি ছিল ২ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালে ৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতায় আসার আগের অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এ ঘাটতি হয়েছিল ৬.৬ বিলিয়ন ডলার। গত কয়েক বছর বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণা বা আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে আসে। কিন্তু সরকারি কোনো প্রতিবেদনে কখনোই অর্থ পাচারে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সরকারের প্রতিবেদনে বড় অঙ্কের ডলারের ঘাটতির নেপথ্যে অর্থ পাচার ও আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনার স্বীকারোক্তিকে সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। 'অনেকেই বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে সেখানেই রেখে দিয়েছেন'- এমন মন্তব্য করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তার মতে, ওই উল্লিখিত সময়ে কৃত্রিমভাবে ডলারের বিনিময় হার ধরে রাখা হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট এবং চলতি হিসাবের ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। তিনি মনে করেন, ট্রেড ব্যালান্স বরাবরই ঋণাত্মক থাকে। তবে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স সেই ঘাটতি অনেকটা সামাল দেয়। কিন্তু বাস্তবে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের বাইরে বা অবৈধ উপায়ে দেশে এসেছে। অর্থ পাচার, অবৈধ পথে অর্থ স্থানান্তর, দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ডলারের বিনিময় হার নিয়ে অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের কারণে হিসাবে এ ঘাটতি সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থ বিভাগের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার ভাষ্য, সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো, এ সংকট এমন সময়ে সামনে আসছে, যখন দেশের আর্থিক খাত রয়েছে নিজেই দুর্বল অবস্থায়। খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে, মূলধন ঘাটতি বাড়ছে ব্যাংকগুলোর এবং আর্থিক খাতে সুশাসনের অভাব নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও উদ্বেগ জানাচ্ছে। ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি শুধু বৈদেশিক খাতের সমস্যা নয়; এটি পুরো অর্থনীতির ভঙ্গুরতা বাড়িয়ে তুলছে।
চলতি হিসাবের বড় ঘাটতির পেছনে অর্থ বিভাগের ধারণা, বিদেশে অর্থ পাচার হয়েছে। আর দেশ থেকে অর্থ পাচারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আমদানি ও রপ্তানির পথ। সরকারের নথি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৬-২৪- এই আট বছরে রপ্তানিতে আয় ৩২ হাজার ৭৩৫ কোটি মার্কিন ডলার হলেও আমদানির নামে চলে গেছে ৫১ হাজার ৭১২ কোটি ডলার। প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার আমদানি বেশি হয়েছে।

খোলা মাঠ ও মসজিদে

(৪৬ পাতার পর)

পৌনে ৮টা, সোয়া ৮টা ও ৯টা। ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদে বৃহৎ ঈদ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। বৃষ্টি হলে তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হতে পারে–সকাল ৮টা, পৌনে ৯টা ও সোয়া ৯টায়। রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার ইনকে বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। মুসল্লিদের নিজস্ব জায়নামাজ নিয়ে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ ও মুসলিম সেন্টারে আবহাওয়া ভালো থাকলে খোলা স্থানে ঈদ জামাত হবে। বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে সকাল ৮টা ও ৯টায় দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ ছাড়া ওজন পার্কের আল আমান মসজিদ, ফুলতলী জামে মসজিদ, জ্যাকসন হাইটসে আল নুর ইসলামিক সেন্টার, আল নুর ইসলামিক সেন্টার শরিয়া বোর্ড, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, মোহাম্মদী সেন্টার, দারুল উলুম, ইকনা মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক ছাড়াও নিউজার্সি, কানেক্টিকাট, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, পেনসিলভানিয়া, বস্টনসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে ঈদের জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্ব আশা করছে, সব সংকট ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এবারের ঈদ ঘরে ঘরে বয়ে আনবে শান্তি, সম্প্রীতি ও আনন্দের বার্তা।

ফোকাস ইউনূসে টার্গেট

(প্রথম পাতার পর)

ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিতাড়িত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাকে বা পরিবারের বাইরে বিকল্প নেতৃত্ব সামনে এনে রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ করার আয়োজকরদের চিহ্নিত করে পরবর্তী অ্যাকশনের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। দলের মধ্যম এবং নিচের পর্যায়ের একনিষ্ঠদের বলে দেওয়া হয়েছে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে। যথাসময়ে তারাই হবেন মূল ভরসা। আরেকটি অংশকে কৌশলে পরিকল্পিতভাবে করে নেওয়া হচ্ছে কখনো হাম বিশেষজ্ঞ, কখনো মানবাধিকার কর্মী, কখনো নির্যাতিত সাংবাদিক, কখনো সুশীল, কখনো নির্যাতিত পেশাজীবী।

এ মুখোশে তারা যথারীতি নেমে পড়েছেন। বলে দেওয়া হয়েছে, বিএনপিকে না চটাতে। বিএনপির বিরুদ্ধে না পারতে কিছু না বলতে। সব বয়ান দিতে হবে ড. ইউনূস ও তার পরিষদের বিরুদ্ধে। তাদেরকে খুনি, সন্ত্রাসী, মববাজ, দুর্নীতিবাজ, লুটেরা বলে প্রচার চালাতে। চলতে থাকা হামসহ যেকোনো ইস্যুতে ইউনূসকে নষ্টের যত হোতা বলে ক্যাম্পেইন করতে। এসবের আসল টার্গেট ক্ষমতাসীন বিএনপি তথা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ কাজে ফান্ডিং আনলিমিটেড। এ ব্যাপারে কয়েকটি পত্রিকা, টিভিসহ গণমাধ্যমের সহযোগিতার পাকা কথা হয়ে গেছে। তারা কাজে নেমে গেছে। এ কয়েক দিনে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ভালো ফল মিলছে। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জামায়াতের বট বাহিনীর চেয়েও কড়া আলাদা একটি গ্রুপ।

কাঙ্ক্ষিত মূল মেসেজ তথা সবুজসংকেত পেতে শেখ হাসিনাকে প্রায় পৌনে দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত চব্বিশের জুলাই-আগস্ট হত্যাযজ্ঞের বিচার হচ্ছে না। বিডিআর হত্যাকাণ্ড বা শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার আভাসও পেয়েছেন। কিছুদিন কারাগারে থাকতে হবে মাত্র। পরে বীরত্বের সঙ্গে মুক্তি এবং দাপটের সঙ্গে রাজনীতি, অতঃপর বিপুল জয়ে আবার ক্ষমতা। সেই অ্যাসাইনমেন্টে বিগ বাজেটে কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে। চট্টগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজায় উপচে পড়া ভিড়, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর দেশজুড়ে ঝটিকা মিছিল, তবে তো শেখ হাসিনার আমলই ভালো ছিল ধরনের বয়ানের পেছনে অনেকের সম্পৃক্ততার ফের এখনো রহস্যাবৃত। এতে ভয় কাটিয়ে দেশে ফিরতে শুরু করেছেন আওয়ামী ঘরানার অনেকে। আদালত থেকে জামিনও হতে শুরু করেছে।

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার পানসে হয়ে যাচ্ছে যাকে-তাকে আসামি করে মনগড়া-আজগুবি কিছু মামলার কারণে। যার কোনো কোনোটি চরম হাস্যকর। পরকীয়া প্রেমে সুবিধা করতে না পেরে হত্যা মামলার আসামির তালিকায় নাম ঢুকিয়ে দেওয়ার ঘটনাও সামনে চলে আসছে। পারিবারিক বিরোধ, দেনা-পাওনা নিয়ে গ্যাঞ্জামের কারণেও আসামি করা হয়েছে। আন্দোলনের ধারেকাছেও ছিলেন না, কিন্তু আহত দেখিয়ে টাকা নেওয়ার ঘটনাও আছে। তদন্তে এ ধরনের নানা ঘটনা চলে আসছে। বিচারপতি খায়রুল হক দেশের অনেক অঘটনের হোতা। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না বিচারপতি খায়রুল রাস্তায় নেমে ওই দিনগুলোতে কাউকে খুন করেছেন। ফ্যাসিজমের দিনগুলোতে বিরোধী পক্ষ গুম-খুন হয়নি, তাও কেউ বিশ্বাস করে না। আবার হাসিনা একজন মানুষকেও নিজে হত্যা করেছেন, তাও বিচারে আমলযোগ্য নয়। এ ধরনের হত্যা বা ফ্যাসিজমের বিচারের আইনই নেই। তার ওপর ওই বিচারের জন্য জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সরকার বিশেষ কোনো আইন করবে–এমন বার্তা নেই।

এ বাস্তবতায় সামনে চলে এসেছে খুনের মামলায় বেশ কজন সাংবাদিককে কারাগারে রাখার বিষয়টি। মোটা দাগের অ্যাজেন্ডা নিয়ে কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিক ও তাদের নেতারা বিভিন্ন ব্যানারে এ নিয়ে সরকারকে টোকা দিয়ে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করে তালিকা দিয়ে নিউজের নতুন আইটেম হয়েছেন। রুটিন হোক, সৌজন্য হোক কিংবা দাবিদাওয়া নিয়েই হোক, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পাদকদের দেখা ও বৈঠক, খাওয়াদাওয়া, প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে ছবি তোলার মাঝে ঘটনা আছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া হয়রানিমূলক মামলার বিষয়টি তুলে ধরে সম্পাদক পরিষদের কয়েকজন সদস্য বৈঠকে বলেছেন, ন্যায়বিচারের স্বার্থেই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান ও আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। দৈনিক আমার দেশ বন্ধ করে দিয়ে সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার, নিপীড়ন, দেশের প্রবীণতম দুই সম্পাদক শফিক রেহমান ও আবুল আসাদকে গ্রেফতার এবং নিগৃহীত করার সময় এই সম্পাদক পরিষদ কোথায় ছিল–এ ধরনের প্রশ্ন তুলে সুবিধা করতে পারছেন না জামায়াত ঘরানার সাংবাদিকরা। সরকারও সেদিকে যেতে চায় না। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে, যারা অপসাংবাদিকতা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন না থাকায় ভিন্ন আইনে মামলা হয়েছে। পরক্ষণেই বলেছেন, এসব মামলা ইউনূস সরকারের আমলে হয়েছে। এটি ভেজাল সব ইউনূসের ঘাড়ে ফেলার আয়োজন। হাম নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের নেপথ্যেও রয়েছে সে ধরনের কিছু তথ্য।

শিশুমৃত্যু এদের কাছে মুখ্য নয়। মুখ্য হলো টিকার টেন্ডার, যা সামলানোর সক্ষমতা আছে আওয়ামী ঘরানার ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের কাছে। সামনে বিএনপির কাউকে রেখেই লগ্নি করবে তারা। লুটবে কোটি কোটি টাকা। ড. ইউনূস সরকার ইউনিসেফের ভেতরে থাকা সাপ্লাই মনোপলি ভেঙে দিয়ে ওপেন টেন্ডারের ব্যবস্থা করেছিল। এরপর ইউনিসেফের ভেতরে থাকা কমিশনখোররা হামের টিকার সরবরাহ লাইনে বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করে। ইউনূস সরকারের সময় এরা না পারলেও নতুন সরকারের সময় পুরো বিষয়টি বুঝে ওঠার আগেই হামের টিকার সরবরাহের সমস্যা শুরু হয়। হামের এই শিশুমৃত্যুতে রাজনৈতিক ফায়দার সঙ্গে এখন অর্থনীতিও যোগ হয়েছে। যেখানে বিশাল ফান্ড তৈরির মিশন। বর্তমানে সরকারের কাছে এভেইলেভেল টিকা থাকলেও এরা চায় হামে আরও শিশু মরুক। নিজেদের অপরাধকে নরমাল করার এ রাজনৈতিক চেষ্টার আশপাশে আরও অনেক খোরাক।

১০ হাজার আসামির ৬ হাজারই

(৩ এর পাতার পর)

শেষ দিকে এসে সে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়। শরীরের কয়েকটি জায়গা কেটে-ছিলে যায়। অথচ এই দুর্ঘটনাকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সাজিয়ে আদালতে করা হয় হত্যাচেষ্টা মামলা। যাতে আসামি করা হয় অন্তত ৩২ জনকে।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) দীর্ঘ তদন্তে উঠে এসেছে সাজানো এই মামলার আদ্যোপান্ত। পুরো বিষয়টি তুলে ধরে এরই মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পিবিআই। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে করা হয়েছিল ওই মামলা।

এমন সাজানো মামলার সংখ্যা আরও অনেক। শুধু সাজানো মামলা নয়, জুলাই আন্দোলনে সহিংসতার ঘটনায় হওয়া মামলাগুলোয়ও আসামির সংখ্যায় বাড়-বাড়ন্ত। এমন ১২৯টি মামলার তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) জমা দিয়েছে পিবিআই। যেগুলোর তদন্তে ৯ হাজার ৮৬৫ আসামির মধ্যে ৬ হাজার ৮৯ জনই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগপত্র থেকে দেওয়া হয়েছে অব্যাহতি।

এ হিসেবে শতকরা ৬২ ভাগ আসামির বিরুদ্ধেই মেলেনি অভিযোগের সত্যতা। আর ২৫ মামলার তদন্তে পুরো অভিযোগই সাজানো প্রমাণিত হওয়ায় সব আসামিকে অব্যাহতি দিয়ে আদালতে দেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন (ফাইনাল রিপোর্ট)। নথিপত্র ঘেঁটে মিলেছে চাঞ্চল্যকর এমন সব তথ্য।

রাজধানীর উত্তরার বাসিন্দা পারুল খাতুন। ছেলে কাওছার মিয়া জুলাই আন্দোলনে উত্তরার আজমপুর বাসস্ট্যান্ডে ছাত্র-জনতার মিছিলে গিয়ে গুলি খেয়ে হারান প্রাণ, লাশ করা হয় গুম– এমন অভিযোগে ৪০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন পারুল।

অথচ সেই কাওছারই ডাকাতি প্রস্তুতির মামলায় গত বছরের ২ জুন গ্রেপ্তার হন পুলিশের হাতে। ফলে পারুল খাতুনের অভিযোগের সত্যতা না পেয়ে 'হত্যা ও লাশ গুমের' এ মামলাটিও সাজানো জানিয়ে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পিবিআই।

তদন্ত সংশ্লিষ্টরা জানালেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘর্ষ-সহিংসতা, হত্যা, হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগে করা মামলায় বাছবিচার ছাড়াই আসামি করা হয় শত শত মানুষকে। পরে তদন্তে নেমে আসামিদের অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ কিংবা সত্যতা পাওয়া যায়নি। আইনজ্ঞরা বলছেন, চব্বিশের গণআন্দোলনে সহিংসতার ঘটনায় করা অনেক মামলাই হয়ে পড়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন- এমন ব্যক্তিদেরও করা হয়েছে আসামি। ফলে মামলার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই দেখা দিয়েছে বড় প্রশ্ন। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রকৃত ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবার। তারা ন্যায়বিচারের আশা করলেও, ত্রুটিপূর্ণ ও বিতর্কিত মামলার কারণে সেই বিচার প্রক্রিয়াই হতে পারে বাধাগ্রস্ত।

পিবিআইপ্রধান পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মোস্তফা কামাল জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় হওয়া অধিকাংশ মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে। যদিও কয়েকটি মামলার এখনো পাওয়া যায়নি এমসি (মেডিকেল সার্টিফিকেট)। প্রক্রিয়া চলছে সেগুলো সংগ্রহের। এ ছাড়া কিছু মামলার তদন্ত কাজ বাকি রয়েছে সামান্যই। দ্রুত এগুলোরও চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে আদালতে।

অনেক মামলাতেই নির্দোষদের আসামি করার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে জানিয়ে মোস্তফা কামাল বলেন, 'কোথাও কোথাও ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন, এমন ব্যক্তিদেরও মামলায় জড়ানো হয়েছে। এসব আজগুবি মামলা থেকে নির্দোষদের অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।'

সাজানো মামলার উদাহরণও টানেন পিবিআইপ্রধান, 'নারায়ণগঞ্জের একটি ঘটনায় করা মামলায় হাতিয়া, সন্দ্বীপ কিংবা পঞ্চগড়ের বাসিন্দাদের আসামি করা হয়েছে, তাদের কেউ জীবনে কখনো ঢাকাতেই আসেননি। তদন্তে এমন অসংগতির প্রমাণ পাওয়ায় বহু মামলায় নির্দোষ ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।'

আরেকটি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে জানালেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সহিংসতায় আহত একজনের মামলায় তার নিজের মাকেও করা হয়েছিল আসামি। শুধু তা-ই নয়, মায়ের পরিবারেরও কয়েকজনের নাম তুলে দেওয়া হয় এজাহারে। পরে তদন্তে জানা যায়, ভুক্তভোগীর বাবার সঙ্গে মায়ের হয়েছিল বিবাহবিচ্ছেদ। এ নিয়ে বিরোধের জেরে ছেলের অজান্তে বাবা এসব নাম যোগ করেছিলেন এজাহারে। তদন্ত শেষে ওইসব নাম বাদ দিয়েই জমা দেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

সারা দেশে আদালতে ও থানায় ২০২৪ সালের গণআন্দোলনের ঘটনায় হত্যা, হত্যাচেষ্টা, নির্যাতন, হামলা-ভাঙচুরসহ নানা অভিযোগে করা হয় অসংখ্য মামলা। যেগুলোর মধ্যে ২৭০টির তদন্ত করছে পিবিআই। এর মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে করা (সিআর) মামলা ১৯৩টি ও থানায় হওয়া (জিআর) মামলা রয়েছে ৭৭টি।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, আদালতে করা ১৯৩টি মামলার মধ্যে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে ৯২টির অভিযোগ। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিল ৮ হাজার ৯৬১ জনকে। তাদের মধ্যে ৩ হাজার ২০৯ জনকে অভিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে চার্জশিট। বাকি ৫ হাজার ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় অভিযোগ থেকে তাদের অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব মামলার মোট আসামির ৬৪ দশমিক ১৮ শতাংশই নির্দোষ বলে উঠে এসেছে তদন্তে। বাকি ৫৪ মামলার মধ্যে ২৫টি অপ্রমাণিত, যার ১৪টির অভিযোগ মিথ্যা আর ৫টি সত্য, কিন্তু হয়নি প্রমাণিত।

অন্যদিকে থানায় হওয়া মামলাগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ৭৭টির মধ্যে ৩৭টি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পিবিআই। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিল ৯০৪ জনকে। তদন্তে তাদের মধ্যে ৫৬৭ জনের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে অভিযোগ। সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি বাকি ৩৩৭ জনের। ফলে সুপারিশ করা হয়েছে তাদের অব্যাহতির। অর্থাৎ থানার মামলায় শতকরা ৩৭ দশমিক ২৮ ভাগ আসামি নির্দোষ।

আর ৬২ দশমিক ৭২ ভাগ দোষী প্রমাণিত হয়েছে প্রাথমিকভাবে। জিআর ও সিআর মামলায় মোট আসামি করা হয়েছিল ৯ হাজার ৮৬৫ জনকে। যাদের মধ্যে ৬ হাজার ৮৯ জন নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে তদন্তে। অর্থাৎ ৬১ দশমিক ৭২ শতাংশ আসামির বিরুদ্ধে সত্যতা পাওয়া যায়নি অভিযোগের। যে কারণে তাদের নাম বাদ দিয়ে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে তদন্ত সংস্থাটি।

পিবিআই জানায়, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া ৯২টি মামলার মধ্যে ১০টি হত্যা মামলা। বাকি ৮২টি অন্যান্য আইনের। অপ্রমাণিত মামলা ২৫টি, যার ৬টির ভুক্তভোগীকে পাওয়া যায়নি খুঁজে। ১৪টির এজাহার ছিল পুরোটাই সাজানো। এ ছাড়া বাদীর অসহযোগিতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি চার মামলার। আর একটি মামলা করানো হয়েছে বাদীকে দিয়ে জোর করে।

এমন প্রেক্ষাপটে প্রকৃত ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কিত আইনজ্ঞরা। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস অব বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) প্রেসিডেন্ট মনজিল মোরসেদের মতে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনা কেন্দ্র করে হওয়া অনেক মামলাই এখন প্রশ্নের মুখে। বললেন, 'প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন, এমন ব্যক্তিদেরও আসামি করা হয়েছে। ফলে এসব মামলার বিশ্বাসযোগ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করে আসামিদের শাস্তি নিশ্চিত করা কঠিন হবে।'

বিশ্বজুড়ে রেকর্ড ছুঁয়েছে

(৩ এর পাতার পর)

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে, ২০২৫ সালে ১৭টি দেশে মোট ২ হাজার ৭০৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। এক বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা বেড়েছে ৭৮ শতাংশ। ২০২৪ সালে নথিভুক্ত হয়েছিল ১ হাজার ৫১৮টি মৃত্যুদণ্ড।

সংগঠনটির নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদক অপরাধ থেকে রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন– বিভিন্ন অভিযোগে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ডকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। দেশটিতে ২০২৫ সালে ২ হাজার ১৫৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় যা দ্বিগুণেরও বেশি।

অ্যামনেস্টির দাবি, ২০২২ সালে নারীদের অধিকার আন্দোলনের পর থেকে ইরান সরকার দমন-পীড়ন বাড়াতে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবহার বাড়িয়েছে।

তালিকার ওপরের দিকেই রয়েছে সৌদি আরব। দেশটিতে গত বছর অন্তত ৩৫৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে।

অ্যামনেস্টি আরো জানিয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে। কারণ চীন-এ সংঘটিত হাজার হাজার মৃত্যুদণ্ডের তথ্য প্রকাশ্যে আসে না। সংগঠনটির মতে, চীন এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী দেশ।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র-এও এক বছরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২৪ সালে যেখানে ২৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল, সেখানে ২০২৫ সালে ১১টি অঙ্গরাজ্যে মোট ৪৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় গত বছর অপরাধজনিত কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই।

সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে ফ্লোরিডাতে। অঙ্গরাজ্যটিতে ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। গভর্নর রন ডিসান্টিস দীর্ঘদিন ধরেই মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছেন। তার ভাষায়, এটি অপরাধ দমনের শক্তিশালী উপায় এবং ভয়াবহ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি।

২০২৩ সালে তিনি ফ্লোরিডায় মৃত্যুদণ্ডের আইনি শর্তও শিথিল করেন। এর ফলে জুরি বোর্ডের সর্বসম্মত মতামত ছাড়াই মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

অ্যামনেস্টির গবেষণা বিভাগের উপ-পরিচালক জাস্টিন মাজ্জোলা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বড় উল্লম্ফনের পেছনে মূল কারণ ফ্লোরিডা। তার ভাষায়, আগে সেখানে বছরে এক বা দুইজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতো। কখনও ছয়জন পর্যন্ত যেতো। কিন্তু গত বছর প্রায় প্রতি দুই সপ্তাহে একজন করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে।

অ্যামনেস্টি মৃত্যুদণ্ডকে 'চূড়ান্ত নিষ্ঠুর, অমানবিক ও মর্যাদাহানীকর শাস্তি' বলে বর্ণনা করেছে।

তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর বাড়লেও যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রতি জনসমর্থন কমছে। জরিপ সংস্থা গ্যালাপ জানিয়েছে, ১৯৯৪ সালে দেশটিতে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সমর্থন ছিল ৮০ শতাংশ। বর্তমানে তা কমে ৫২ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৭২ সালের পর যা সর্বনিম্ন।

মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান মৃত্যুদণ্ড তথ্য কেন্দ্র-এর নির্বাহী পরিচালক রবিন মাহের বলেন, এখন অনেক মার্কিন জুরি মৃত্যুদণ্ড দিতে অনাগ্রহী। ভুল বিচার ও ন্যায্যতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

তার মতে, ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি জোরালো হচ্ছে যে, মৃত্যুদণ্ড একটি ব্যর্থ নীতি। অপরাধ দমন বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি একসময় দেয়া হয়েছিল, বাস্তবে তা পূরণ করা যায়নি।

যোগদানের হিড়িকে এনসিপি

(প্রথম পাতার পর)

যোগদানের হিড়িক পড়েছে। বিশেষ করে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রনেতৃত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে নতুন মুখের আগমন যেমন আগ্রহ তৈরি করছে, তেমনি সমালোচনাও বাড়াচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে–এই যোগদান কি সত্যিই এনসিপির রাজনৈতিক শক্তি ও ভোট ব্যাংক বাড়াচ্ছে, নাকি এটি কেবল কোণঠাসা নেতাকর্মীদের নতুন আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে?

এনসিপি ইতোমধ্যে নতুন সদস্যদের রাজনৈতিক অতীত ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করেছে। কারণ দলটির ভেতরেও আশঙ্কা রয়েছে, হঠাৎ যোগদানের এই প্রবণতার পেছনে আদর্শের চেয়ে সুবিধাবাদী রাজনীতিই বেশি কাজ করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এখন পর্যন্ত এনসিপিতে যোগ দেওয়া অনেকেই পরিচিত মুখ হলেও তাদের বড় কোনো ভোটভিত্তি নেই। ফলে এটিকে তাৎক্ষণিকভাবে ভোটব্যাংক বৃদ্ধির সূচক হিসেবে দেখার সুযোগ সীমিত।

রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন ধারণা জোরালো হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যেমন জাতীয় পার্টিকে অনেকেই নিরাপদ রাজনৈতিক ছাতা হিসেবে ব্যবহার করতেন, তেমনি এখন জুলাই আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত এনসিপিকেও অনেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করছেন। বিশেষ করে বিতর্কিত, বঞ্চিত কিংবা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা নেতাকর্মীদের একটি অংশ দলটিতে ভিড়ছেন নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে।

এনসিপির নেতাদের একাংশ অবশ্য বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। তাদের মতে, দলটি শুরু থেকেই 'ওপেন প্ল্যাটফর্ম' হিসেবে কাজ করছে। ছোট-বড় রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, পেশাজীবী ও তরুণ নেতৃত্বকে এক ছাতার নিচে এনে দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, বিশেষ করে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হওয়ায় মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। সেই শূন্যতা থেকেই অনেকে এনসিপির দিকে ঝুঁকছেন বলে দাবি তাদের।

এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। নতুনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে দলের।

দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব মনে করেন, প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। তার ভাষায়, 'মানুষ এখন বিকল্প খুঁজছে। সংসদে এনসিপির সদস্যদের ক্ষুরধার বক্তব্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে আশা তৈরি করেছে।'

রেমিট্যান্সে ফের হুন্ডির থাবা

(প্রথম পাতার পর)

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী রাখা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে এ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স-প্রবাহ বাড়লেও এর বড় একটি অংশ আবারও হুন্ডির কবলে পড়ছে বলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। একদিকে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ছে, অন্যদিকে সমান্তরালভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দেশি-বিদেশি হুন্ডি চক্র। ফলে অর্থনীতির 'ফুসফুস'-খ্যাত রেমিট্যান্স খাত আবারও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। সম্প্রতি পুলিশের একটি গোপন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সারা দেশে বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় হুন্ডি ব্যবসা ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিবেদনে দেশ-বিদেশে সক্রিয় ১ হাজার ২২৩ জন শীর্ষ ও মাঠপর্যায়ের হুন্ডি কারবারির তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ চক্রের আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারীরা মূলত দুবাই, কুয়ালালামপুর, রিয়াদ, সিঙ্গাপুর ও লন্ডন থেকে পুরো নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে। তারা প্রবাসীদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে এবং দেশের এজেন্টদের মাধ্যমে সমপরিমাণ টাকা কমিশনসহ প্রবাসীদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমানে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে 'ডিজিটাল হুন্ডি'। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ব্যবহার করে মুহূর্তেই দেশে টাকা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বাইরে থেকে এটি সাধারণ মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন মনে হলেও বাস্তবে এর বিপরীতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রবেশ করছে না। ফলে সরকার যেমন বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে, তেমনি এসব অর্থ বিদেশে থেকে গিয়ে চোরাচালান, অর্থ পাচার ও নানা অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুলিশের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, কুরিয়ার ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের একটি অংশও হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত। দেশের একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী সিন্ডিকেট সীমান্ত এলাকা ব্যবহার করে বিদেশে টাকা পাচার করছে। হুন্ডির মাধ্যমে চোরাকারবারিরা একটি নির্দিষ্ট কোড বা চিরকুট ব্যবহার করে বিদেশে অর্থ আদান-প্রদান করছে, যা দ্রুত ও গোপন হওয়ায় অপরাধীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এদিকে ইয়াবা ব্যবসার অর্থ লেনদেনেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে হুন্ডি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণ ইয়াবার লেনদেন হুন্ডির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এতে করে মাদক ব্যবসার অর্থও বিদেশে পাচার হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, এখন বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালী মহলও অর্থ পাচারে হুন্ডি ব্যবহার করছে। ফলে কঠোর নজরদারি ও অভিযান চালিয়েও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এ অবৈধ বাণিজ্য। তবে উদ্বেগের মধ্যেও রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক ধারা দেখা যাচ্ছে। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চলতি মে মাসের প্রথম ১৭ দিনেই দেশে এসেছে প্রায় ২১৮ কোটি ডলার রেমিট্যান্স। প্রতিদিন গড়ে এসেছে প্রায় ১৩ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি মাসে মোট রেমিট্যান্স ৩৩০ কোটি ডলার ছাড়াতে পারে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, কোরবানির পশু কেনাসহ ঈদের অতিরিক্ত খরচ মেটাতে প্রবাসীরা আগেভাগেই পরিবারে টাকা পাঠাচ্ছেন। পাশাপাশি বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে এবং এ অর্থের ওপর কোনো আয়করও দিতে হচ্ছে না। ব্যাংকিং সেবার উন্নয়ন ও হুন্ডিবিরোধী নজরদারিও বৈধ পথে অর্থ পাঠাতে কিছুটা উৎসাহ তৈরি করেছে।তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চ মাসে দেশে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে। এপ্রিল মাসেও এসেছে ৩১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাস ১৭ দিনে মোট রেমিট্যান্স দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১৫১ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। এই প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবুও অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা, যদি হুন্ডি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির প্রকৃত সুফল পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ দেশে এলেও বৈদেশিক মুদ্রা আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের রিজার্ভে যোগ হচ্ছে না। ফলে একদিকে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে অর্থ পাচারের ঝুঁকি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈধ পথে অর্থ পাঠানো আরও সহজ ও লাভজনক করা, ডিজিটাল হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে হুন্ডি চক্রকে দমন করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো

(প্রথম পাতার পর)

বিএনপি। সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ–স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে আগেভাগেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করেছে দলটি। দলীয় সূত্রগুলো বলছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে বিএনপি শুধু একটি নিয়মিত নির্বাচন হিসেবে দেখছে না; বরং জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান সুসংহত করার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করছে।

আগামী এক বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন। ইতোমধ্যে চলতি বছরের শেষ দিক থেকে নির্বাচন শুরু হওয়ার আভাস পাওয়া গেছে। প্রথম ধাপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবার দলীয় প্রতীকে হবে না। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক সক্ষমতা ও তৃণমূলে প্রভাব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই বাস্তবতায় বিএনপি আগেভাগেই মাঠ গোছাতে শুরু করেছে।

দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশনার পর তৃণমূল পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রার্থীরা এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন টানিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সক্রিয়তা বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে বিএনপি। কারণ দলটির নীতিনির্ধারকেরা মনে করছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের মতো শুধু কেন্দ্রীয় ইস্যুতে নির্ধারিত হয় না; এখানে স্থানীয় সমীকরণ, ব্যক্তির ভাবমূর্তি ও আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতা বড় ভূমিকা রাখে।

বিএনপির নেতাদের মতে, স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতে প্রভাব বিস্তার করতে পারলে ভবিষ্যৎ জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রও অনেকটা নিজেদের অনুকূলে রাখা সম্ভব হবে। এ কারণেই দলটি স্থানীয় নির্বাচনকে রাজনৈতিক শক্তি সংহত করার বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে। দলীয় কোন্দল ও বিদ্রোহী প্রার্থীর ঝুঁকিও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। গত সংসদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীদের কারণে কয়েকটি আসনে দলকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তাই এবার আগেভাগেই বিরোধ নিরসন ও তৃণমূলকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকায় সাংগঠনিক পুনর্গঠনের কাজও শুরু করেছে বিএনপি। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া কয়েকজন নেতার কারণে মহানগর কমিটিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দলীয় সূত্র বলছে, ঈদুল আজহার পর নতুন নেতৃত্ব আনার প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হতে পারে। স্থানীয় নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকার সাংগঠনিক শক্তি আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। সরকারের কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টি করেছে এবং সেই ধারা স্থানীয় নির্বাচনেও প্রতিফলিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দলটির নেতারা আরও বলছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, যা জনগণের কাছে ইতিবাচকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাঠে বিএনপিকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেও পড়তে হতে পারে। জামায়াতে ইসলামী ইতোমধ্যে এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী চূড়ান্ত করার কাজও এগিয়েছে। তরুণ নেতৃত্ব ও ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতাদের অগ্রাধিকার দিয়ে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে দলটি। জামায়াত নেতারা মনে করছেন, জোটের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করেই তারা অতীতে বেশি সফলতা পেয়েছেন। এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান জানান দেওয়ার বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে। ইতোমধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র পদে শতাধিক সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি। যদিও তারা এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবু রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভবিষ্যতে সমঝোতার সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছে না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আওয়ামী লীগ ও তাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি দল নির্বাচনের বাইরে থাকায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মূল প্রতিযোগিতা বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। তবে সবচেয়ে বড় সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে ক্ষমতাসীন বিএনপি। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক বিস্তার এবং জাতীয় নির্বাচনে জয়ের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের কৌশল নিয়েছে দলটি।

তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে ঘিরে কিছু এলাকায় উত্তেজনা ও সহিংসতার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রার্থী বাছাই নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা বিভিন্ন এলাকায় অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তার পরও রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে আগামী দিনের জাতীয় রাজনীতির ভিত্তি নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবেই দেখছে।

তলে তলে সংগঠিত হচ্ছে নিষিদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

বিদেশে অবস্থানরত দলের নেতাকর্মীরাও সংগঠন পুনর্গঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দলীয় সূত্র ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে দলটির নেতাকর্মীরা বিক্ষিপ্তভাবে মিছিল করেছেন। এ ছাড়া ছোট ছোট বৈঠকও করছেন নেতাকর্মীরা। এর পাশাপাশি সম্প্রতি লক্ষ্মীপুরে শপথ গ্রহণের কথাও শোনা গেছে।

লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগরের একটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের এই শপথ গ্রহণ কর্মসূচির বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হতে দেখা যায়। এই শপথের বিষয় ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে আবারও দেশে ফিরিয়ে আনা। ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার শপথ নেন।

আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সরকার আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে রাখলেও দলটির নেতাকর্মীরা ভেতরে ভেতরে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনো কোনো তৎপরতা তারা নিজেরাই প্রকাশ্যে নিয়ে আসছেন ফোকাস হওয়ার জন্য। আবার কোনো কোনোটি কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না। তাদের মূল টার্গেট হলো সংগঠিত হয়ে দলকে প্রকাশ্য কর্মসূচিতে নিয়ে আসা। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশ্য কর্মসূচিতে আসার চেষ্টা রয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে।

দলের নেতাকর্মীদের মতে, এখন দলকে টিকিয়ে রাখাই প্রশ্ন তাদের সামনে চলে এসেছে। দীর্ঘ দিন দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় সংগঠন স্থবির হয়ে পড়ছে। আবার নিষেধাজ্ঞার কারণে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ্য কর্মসূচিতে আসতে পারছে না। তবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার কারণে তাদের দলের প্রকাশ্য রাজনীতি না থাকলেও দেশের অন্যতম পুরোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে এর সাংগঠনিক ভিত্তি পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি। এ অবস্থায় সংগঠনকে পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তৎপরতা চললে কিছুদিনের মধ্যে দলকে সংগঠিত করা সম্ভব। সেই কাজটিই ভেতরে ভেতরে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি অনলাইন প্রচারণা চালানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে তারা জানান।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের সব নেতাকর্মী আত্মগোপনে চলে যান। দলের সভাপতি ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। দলের নেতাকর্মীদের একটি অংশও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে সাবেক মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও রয়েছেন। এর পর থেকেই আওয়ামী লীগের কার্যক্রম মূলত নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও এর সব সহযোগী, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল পাসের পর আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ বহাল রয়েছে। গত ৮ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল ২০২৬ পাস হয়, যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধই থেকে গেছে। এর আগে গত বছর ১২ মে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এর পরই নির্বাচন কমিশন থেকে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করা হয়। এর ফলে গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেও অংশ নিতে পারেনি দলটি। এরপর বিএনপি ক্ষমতায় এসে অন্তর্বর্তী সরকারের এই অধ্যাদেশটি সংসদে বিল আকারে পাসের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন আইনে পরিণত হয়েছে। গত নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ স্বাভাবিক রাজনীতিতে ফিরে আসতে পারবে এমন একটা আলোচনা উঠতে থাকে। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যেই একধরনের আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু এরই মধ্যে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশটি বিল আকারে পাসের মাধ্যমে আইনে পরিণত হওয়ার পর দলটির নেতাকর্মীদের সেই আশা ভেঙে যায়।

এদিকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে গত ২৭ এপ্রিল জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ও সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন কক্সবাজারের প্রায় পৌনে দুইশ আইনজীবী। তারা সেখানে দ্রুতই দলটির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির ১৭৩ জন আইনজীবী ওই যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। এরপর সম্প্রতি ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় দলটির নেতাকর্মীদের মিছিল, মানববন্ধনসহ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করার কথা শোনা গেছে।

সূত্রগুলো আরও জানায়, শেখ হাসিনা নিজেও দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত অনলাইন বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার বিদেশে অবস্থানরত নেতাদের যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা নেই, তাদের দেশে ফিরে সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় হওয়া এবং নেতাকর্মীদের সংগঠিত করতে ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার দলটির কেন্দ্রীয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সূত্র থেকে জানা যায়, বিদেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে।

জামায়াত ছাড়তে ধর্মভিত্তিক

(প্রথম পাতার পর)

রয়েছেন। তাদের বার্তা দেওয়া হয়েছে, জামায়াত জোট বা হেফাজত–যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে। তবে তারা জোট ও হেফাজত দুই জায়াগায় থাকতে চান। উদাহরণ দিচ্ছেন, বিএনপির সঙ্গে থাকা কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক দলগুলোর নেতারা দুই জায়গায় থাকতে পারলে, তারা কেন পারবেন না?

দলগুলোর এবং হেফাজত নেতারা এসব তথ্য জানিয়েছেন। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আগে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেন কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতের আমির শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী এবং মহাসচিব সাজিদুর রহমান। জামায়াতকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে ভোট না দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। হেফাজত আমির ফতোয়া দিয়েছিলেন, জামায়াত জোটকে ভোট দেওয়া হারাম। যদিও হেফাজত ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন এবং নেজামে ইসলাম পার্টি জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের শরিক। বাংলাদেশ খেলাফতের আমির মামুনুল হক হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব। দলটির শীর্ষ নেতাদের প্রায় সবাই হেফাজতের বিভিন্ন পদে রয়েছেন।

খেলাফতের অপরাংশের আমির আবদুল বাছিত আজাদ এবং মহাসচিব ড. আহমেদ আবদুল–দুজনেই হেফাজতের নায়েবে আমির। নেজামে ইসলামের মহাসচিব মুসা বিন ইজহার হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব। খেলাফত আন্দোলনের আমিরে শরিয়ত হাবিবুল্লাহ মিয়াজী হেফাজতের নায়েবে আমির।

হেফাজত-সংশ্লিষ্ট জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের দুই অংশ বিএনপির সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোট নির্বাচনী সমঝোতা না করলেও বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছে। এই তিনটি দলের নেতাদের বিএনপি ছাড়তে চাপ দিচ্ছে না হেফাজত।

এই চারটি দল ছাড়াও জামায়াত, এনসিপিসহ ১১টি দল মিলে নির্বাচনী ঐক্য গঠন করেছিল। নির্বাচনের পর দলগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্মিলিতভাবে বিরোধী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে সংসদে। জুলাই সনদ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কারের দাবিতে সংসদের বাইরে জোটবদ্ধ থাকবে।

নির্বাচনের পরও চাপ : জামায়াতের জোটে ছিল চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলনও। দলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জামায়াতের কড়া সমালোচক ছিল। তবে গত বছরের সেপ্টেম্বরে দল দুটি প্রকাশ্য সম্পর্কে আসে। সংস্কারের দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন করে। তবে আসনবণ্টন নিয়ে টানাপোড়েন জোট ভাঙে জামায়াত ও চরমোনাই পীরের। এর পর থেকে আবারও জামায়াতের সমালোচনায় মুখর হয়েছে ইসলামী আন্দোলন। এই দলটি হেফাজতের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না হলেও একই ভাষায় সমালোচনা করছে। নির্বাচনের আগে হেফাজতের শীর্ষ 'মুরব্বিরা' জামায়াতের বিরুদ্ধে যেমন প্রচার করেছেন, ভোটের পর কওমিভিত্তিক চার দলকে চাপ দিচ্ছেন জামায়াত ছাড়তে। চারটি দলের সঙ্গে আলোচনা করতে গত ২৮ এপ্রিল কমিটি গঠন করে দেন হেফাজত আমির। এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে হেফাজতের নায়েবে আমির মাওলানা আইয়ুব বাবুনগরী নেতৃত্বাধীন এই কমিটি। কমিটি বৈঠকও করে দলগুলোর সঙ্গে। এতে গুঞ্জন ছড়ায় জামায়াত জোট না ছাড়া দলগুলোর নেতাদের হেফাজত থেকে বহিষ্কার করা হবে।

আকাশশক্তিতে নতুন সমীকরণ

(প্রথম পাতার পর)

ফাইটার জেটের সিমুলেটর হস্তান্তরকে দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন সামরিক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, এটি কেবল দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয় নয়; বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়া ও বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের কৌশলগত নিরাপত্তা পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সংবাদমাধ্যম ডিফেন্স সিকিউরিটি এশিয়া এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

বিশ্লেষকদের ভাষ্য, কোনো দেশ সাধারণত যুদ্ধবিমান কেনার আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছালে আগাম প্রশিক্ষণ অবকাঠামো তৈরি করে না। ফলে বাংলাদেশে জেএফ-১৭ ব্লক-৩ সিমুলেটর পাঠানোকে সম্ভাব্য যুদ্ধবিমান চুক্তির প্রস্তুতিমূলক ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা সম্পর্কের এই নতুন গতি এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা হিসাব-নিকাশ বদলাচ্ছে এবং বঙ্গোপসাগর ঘিরে সামরিক প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

ঢাকা সফরে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল : ২০২৬ সালের মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দুই দেশের বিমানবাহিনীর প্রথম আনুষ্ঠানিক এয়ার স্টাফ বৈঠকে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এয়ার ভাইস মার্শাল আওরঙ্গজেব আহমেদ। তিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর অপারেশনাল ডেপুটি চিফ অব এয়ার স্টাফ, স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডের কমান্ডার এবং ডিজি পিআর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন এয়ার কমোডর শাহ খালিদ, আবদুল গফুর বাজদুর, গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাহমুদ আলী খান এবং উইং কমান্ডার হাসান তারিক আজিজ। বিশ্লেষকদের মতে, প্রতিনিধি দলের গঠন থেকেই বোঝা যায় সফরটির লক্ষ্য ছিল কৌশলগত ও অপারেশনাল সমন্বয়, শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়।

বৈঠকে পাকিস্তান বিমানবাহিনী জেএফ-১৭ ব্লক-৩ এর বহুমুখী যুদ্ধ সক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালের ভারত-পাকিস্তান সংঘাত-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ফরাসি রাফাল যুদ্ধবিমানের সঙ্গে তুলনামূলক সক্ষমতার বিষয়ও আলোচনায় আসে বলে জানা গেছে।

যুদ্ধবিমান আসার আগেই প্রশিক্ষণ অবকাঠামো : পাকিস্তান বাংলাদেশকে যে জেএফ-১৭ ব্লক-৩ সিমুলেটর দিয়েছে, সেটি শুধু প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্য নয়; বরং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধপ্রস্তুতি, কৌশলগত মহড়া এবং মিশন অনুশীলনের উপযোগী বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

উন্নত যুদ্ধ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব : প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সারগোধার মুশাফ এয়ার বেস এবং কামরার পাকিস্তান অ্যারোনটিক্যাল কমপ্লেক্সকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি পাইলটদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রশিক্ষণে বিয়ন্ড ভিজ্যুয়াল রেঞ্জ (বিভিআর) যুদ্ধ কৌশল, সুপারসনিক ইন্টারসেপশন, মাল্টিরোল স্ট্রাইক সমন্বয় এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার টিকে থাকার কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে।

ধাপে ধাপে চূড়ান্ত চুক্তির দিকে অগ্রগতি : প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সামরিক যোগাযোগ দ্রুত বাড়তে শুরু করে। দুবাই এয়ারশোতে পাকিস্তান একটি 'বন্ধুসুলভ রাষ্ট্রের' সঙ্গে সমঝোতার কথা জানানোর পর থেকেই ধারণা জোরালো হয় যে বাংলাদেশ জেএফ-১৭ ব্লক-৩ কেনায় আগ্রহী। পরে বাংলাদেশি পাইলট ও প্রযুক্তিবিদদের পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ সফরের খবরও সামনে আসে।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জাহির আহমেদ বাবর সিধু এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানের বৈঠকেও সম্ভাব্য জেএফ-১৭ ক্রয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিকায়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য : বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' কর্মসূচির আওতায় পুরোনো মিগ-২৯ ও এফ-৭ যুদ্ধবিমান প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। জেএফ-১৭ ব্লক-৩ কে তুলনামূলক কম ব্যয়ে ৪.৫ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এতে এইএসএ রাডার, আধুনিক ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম এবং ডব্লিউএস-১৩ই ইঞ্জিন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এতে দীর্ঘপাল্লার পিএল-১৫ বিভিআর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের সক্ষমতা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আধুনিক আকাশযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সামুদ্রিক হামলা পরিচালনার সক্ষমতাও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জেএফ-১৭ ব্লক-৩ এর সঙ্গে রাফালের তুলনা টানার বিষয়টি শুধু বিপণন কৌশল নয়; বরং আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উদ্দেশে কৌশলগত বার্তাও বহন করে।

সৃজনশীল অর্থনীতিতে গুরুত্ব দিচ্ছে

(৩ এর পাতার পর)

বাইরে এসে এবার সৃজনশীল অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে নতুন বাজেট কাঠামো গড়ে তুলতে যাচ্ছে সরকার। প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, ডিজিটাল দক্ষতা এবং তরুণদের সৃজনশীলতাকে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। অর্থনীতিবিদেরা একে দেশের উন্নয়ন কৌশলে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে দেখছেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল কনটেন্ট, ফ্যাশন, ডিজাইন, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন ও গেমিং শিল্পের মতো খাতগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এসব খাতে কর রেয়াত, স্বল্পসুদে ঋণ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল এবং রপ্তানি সহায়তার মতো প্রণোদনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। লক্ষ্য একটাই–বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে জ্ঞানভিত্তিক ও সৃজনশীল অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নেওয়া।

বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কৃষি ও শিল্পনির্ভর অর্থনীতির পাশাপাশি এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে মানব মেধা, উদ্ভাবন ও সংস্কৃতিভিত্তিক অর্থনীতি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে শুধু সস্তা শ্রমনির্ভর উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল থাকলে দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে–এমন উপলব্ধি থেকেই সরকারের এই নতুন কৌশল।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশ এখনো জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচকে পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা, উদ্ভাবন, গবেষণা, প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল। ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতায় টিকে থাকতে হলে নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও সৃজনশীল অর্থনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনা এবং কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী অর্থবছরে সৃজনশীল অর্থনীতির মাধ্যমে জিডিপিতে অন্তত ১ দশমিক ৫ শতাংশ অবদান এবং প্রায় পাঁচ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে সফটওয়্যার ও অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মিডিয়া, গ্রাফিক ডিজাইন, বিজ্ঞাপন, কনটেন্ট ক্রিয়েশন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক শিল্পের জন্য পৃথক প্রণোদনা কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্টআপ সহায়তা, বিশেষ তহবিল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে

(প্রথম পাতার পর)

চীন ও ভারতের কৌশলগত প্রতিযোগিতা–সব মিলিয়ে সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধানে কার্যকর অগ্রগতি করতে পারছে না বাংলাদেশ।

দেশের স্থলভাগে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা ক্রমেই কমে আসছে। অথচ শিল্প, বিদ্যুৎ ও গৃহস্থালি খাতে প্রতিদিন বাড়ছে গ্যাসের চাহিদা। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আমদানি করতে হচ্ছে। শুধু চলতি বছরেই এলএনজি আমদানিতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, নিজস্ব উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদন বাড়ানো না গেলে ভবিষ্যতে এই ব্যয় দেশের অর্থনীতির ওপর আরও বড় চাপ সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার ইতোমধ্যে তাদের সমুদ্রসীমা থেকে গ্যাস উত্তোলন করছে। কিন্তু বিশাল সমুদ্রসীমা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো আবিষ্কারের মুখ দেখেনি। গত দুই দশকে একাধিকবার দরপত্র আহ্বান করা হলেও গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর আগ্রহ সীমিতই থেকেছে।

নতুন সরকার সম্প্রতি সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য নতুন উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) অনুমোদন করেছে। এর আওতায় শিগগিরই আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি চলছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু জানিয়েছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করতে সরকার আগ্রহী।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়, সমুদ্রের ব্লক ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে এখন কূটনৈতিক ভারসাম্যের হিসাব করতে হচ্ছে। কোন দেশের কোম্পানিকে কাজ দেওয়া হবে, সেটি অনেক সময় কেবল বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত থাকে না; বরং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নিরাপত্তা ও প্রভাব বলয়ের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে।

জ্বালানি খাত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক কোম্পানি এক্সন মবিল দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রের ১৫টি ব্লকে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। ২০২৩ সালে তারা সরাসরি পেট্রোবাংলাকে চিঠি দিয়ে ব্লক ইজারা চায়। কিন্তু তৎকালীন সরকার বিষয়টি নিয়ে এগোয়নি। কারণ, ওই ব্লকগুলোর বেশির ভাগই ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ভারত ও চীনের জন্য কৌশলগত অস্বস্তির কারণ হতে পারে–এমন আশঙ্কা ছিল সরকারের ভেতরে।

বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতা নতুন নয়। সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে এই অঞ্চল এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বাংলাদেশ কোনো এক পক্ষের দিকে ঝুঁকলেই অন্য পক্ষের অসন্তোষের ঝুঁকি তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাই সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধানে বাংলাদেশের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগরে জরিপ পরিচালনার সময়। পেট্রোবাংলা ফ্রান্সভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এসএলবিকে সমুদ্র জরিপের দায়িত্ব দেয়। প্রতিষ্ঠানটি একটি চীনা জরিপ জাহাজ ব্যবহার করছিল। কিন্তু ভারতের সমুদ্রসীমার খুব কাছাকাছি যাওয়ার প্রয়োজন হলে ভারত ওই জাহাজকে তাদের জলসীমায় প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। এতে জরিপ কার্যক্রম জটিল হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে অতীত অভিজ্ঞতাও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৯৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ছয়বার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় বিনিয়োগ আসেনি।

জামালপুর জেলা

(৭০-এর পাতার পর)

(২০২৬-২০২৮) কার্যকরী কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন মোহাম্মদ তারেক খান।

আগামী ১৪ জুন রোববার সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডে গুলশান টেরেসে নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান।

জামালপুর জেলা সমিতি নর্থ আমেরিকার নতুন কমিটির কর্মকর্তারা হলেন- সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সহ সভাপতি বেলাল আহমেদ, মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম (মুনু), খন্দকার সালমান, সিদ্দিক আকবর বিদ্যুৎ ও মোহাম্মদ জাহের আলী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক খান, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও সাইফ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল মাহমুদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ হক জনি, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, ক্রীড়া সম্পাদক মাহিদ জিয়ান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাকিলা রুনা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক লুৎফর রহমান লিমন, মহিলা সম্পাদক মনোয়ারা বেগম এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ নাজমুল হক, খন্দকার আবু মুরাদ, মোহাম্মদ নাসির ইকবাল, আহম্মদ রেজা খান পিপলু, মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ আতিক, মোহাম্মদ এনামুল ইসলাম খান বিপ্লব, মোখলেছুর রহমান মেগজিন, মোহাম্মদ মশিউর রহমান সোহেল, সৈয়দ আহমেদ বাবলা, মেহেদী হাসান মনু, মোহাম্মদ ফায়েজুর রহমান জুয়েল, শাহমুদুল হাসান মানিক, শরিফুর রাজী মনজু, মোশারফ হোসেন খান, জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ও বাবলী সোম। -খবর ইউএনএ'র।

জলাতঙ্কের টিকার

(৭০-এর পাতার পর)

ধরে কিছুটা হাঁটতে হয়। তেমন এক সময় কয়েকটি পথকুকুর হল্লায় মেতেছিল। আচমকা একটি কুকুর আমার পা মাড়িয়ে দিল দৌড়। পায়ের গিরার দিকে কিছুটা আঁচড় অনুভূত হলো। হাঁটতে হাঁটতেই ফোন দিলাম বন্ধুসম অগ্রজ একজন পশু চিকিৎসককে। তিনি পরামর্শ দিলেন, যে জায়গায় আঘাত লেগেছে, সেই জায়গাটি ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে। সে মতোই কাজ করেছিলাম। সে যাত্রা তাই বড় কোনো বিপদ ঘটেনি। পাগলা কুকুর ছিল না বলেই রক্ষে। নইলে জলাতঙ্কের টিকা নিতেই হতো।

সুস্থ-সবল কুকুর কোনো আতঙ্ক নয়। বরং মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে অনেককাল ধরেই। আবার পোষা প্রাণী হিসেবে কুকুরের যে কদর, তার ধারেকাছেও নেই অন্য কিছু। তবে এদেরই একটি অংশ যখন পথেঘাটে বেড়ে ওঠে, যাদের কোনো ঠিকানা থাকে না–সেই বেওয়ারিশ বা পথকুকুর নগরজীবনে সব সময় ভালো অভিজ্ঞতা উপহার দেয় না। কারণ শহর ঢাকার কথা যদি বলি : সেখানে নগরবাসীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের চর্চা দৃশ্যমান বিপুল পরিমাণে, যেখানে সামাজিক বন্ধন নেই, মানুষের মাঝেই সম্মিলিত জীবন-যাপনের কোনো বালাই নেই, তেমন একটি শহরে ঠিকানাবিহীন কুকুরের দায়িত্ব আর কে নেবে! গ্রামে বা মফস্বলে সেই সমস্যা নেই। ধনবানের ঘরে পালিত বিদেশি কুকুরের মতো যত্নআত্তি না পেলেও কোনো বাড়ির বা কোনো দোকানির কাছে কিছুটা আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে থাকে মুক্ত পরিবেশের যেকোনো কুকুরই। এর বিনিময়ে মালিকদের রাত প্রহরীর কাজটি অনেকখানি করে দেয় তারা। তাই এই কুকুর প্রতিপালনে চোর-ডাকাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি ব্যাপারও আছে।

অন্যদিকে ঢাকা শহরের বেওয়ারিশ কুকুরের একটা হিল্লে করার কথা কেউ ভাবেনি, সেটাও ঠিক নয়। দীর্ঘকাল ধরেই তাদের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দেখে থাকে ঢাকা সিটি করপোরেশন। কয়েক দশক ধরে সেটা ছিল তাদের ধরে ধরে মেরে ফেলা। তাতেও শহর পথকুকুর-শূন্য, হয়েছিল তেমনটি নয়। এর কারণ অবশ্য সেই যে সরকারি কর্মচারীদের কাজ না করেও কেবল খাতাপত্রের হিসাবে কাজ দেখানোর প্রবণতা। এরপর অবশ্য নিধনযজ্ঞের মতো অমানবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রাণীপ্রেমীদের দীর্ঘ প্রতিবাদের পর তা বন্ধ করতে বাধ্য হয় ঢাকা সিটি প্রশাসন। বিকল্প হিসেবে দুটি উদ্যোগ সামনে আসে। প্রথমত, কুকুরকে টিকা প্রদান। যার মাধ্যমে জলাতঙ্ক থেকে রক্ষা পাবে জনতা। অন্যটি বন্ধ্যাকরণের মাধ্যমে পথেঘাটে কুকুর কমিয়ে আনা। এসব উদ্যোগে যেমন সরকার অর্থ ব্যয় করেছে, তেমনি এগিয়ে এসেছে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও। যৌথ এই কর্মকাণ্ড বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ে একটা সমাধান এনে দিতে পেরেছে, তা নয়। এসেছে আংশিক সাফল্য। কিন্তু হালে টিকাদান ও বন্ধ্যাকরণের কাজ অনেকটাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। স্বভাবতই এতে শহরের সড়ক আর অলিগলিতে বেড়ে গেছে মালিকানাহীন কুকুরের সংখ্যা। এদের খাদ্যসংস্থান ও চিকিৎসা নিশ্চিতে কখনোই এগিয়ে আসেনি সরকার। আশার বিষয় হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে প্রাণীপ্রেমী আর স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয়তা অনেক বেড়েছে। তাদের কল্যাণে পথেঘাটে কুকুরকে খাওয়ানো ও যত্ন নেওয়ার কর্মকাণ্ড চোখে পড়ে। এ নিয়ে প্রচার-প্রচারণাও যথেষ্ট রয়েছে। ফলে অবলা পশুপাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন সমাজে নিন্দনীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হয়।

কুকুর-বিড়ালের প্রতি হালে যে নমনীয়তা, সেখানে পশ্চিমা দুনিয়ার একটা প্রভাবও আছে। যেখানে পোষ্য হিসেবে এগুলো ভীষণ রকম সোহাগে-আদরে থাকে। হালে সেই চর্চা শহর ঢাকায়ও বাড়ছে বৈ কমছে না। তাই পোষা প্রাণীর চিকিৎসা আর জিনিসপত্রের দোকানও প্রসারিত হচ্ছে। তবে উন্নত বিশ্বের আরও একটি চর্চা যদি আমাদের প্রশাসন গ্রহণ করে, তবে পথকুকুর নিয়ে সংকট উত্তরণের একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত হতে পারে। সেটা হচ্ছে বেওয়ারিশ কুকুরের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি। যেখানে তাদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসার মতো বিষয় নিশ্চিত করা হবে। ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনের উদ্যোগে এমন কিছু কর্মসূচি বিচ্ছিন্নভাবে দেখা গেলেও এগুলো বড় আকারে আসতে পারেনি। ব্যয় সংকুলান করতে না পেরে হয়তো তারা একটা সময় থেমে গেছে। সে ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ছাড়া এমন কর্মসূচি সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকটি বিবেচনা করলে এটার জন্য বরাদ্দ অকেজো কিছু হবে না। কারণ পাগলা কুকুর কামড়ালে যেহেতু জলাতঙ্কের মতো মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, সেহেতু কুকুর সামলানোর একটি ব্যাপার থেকেই যায়। আপাতত কুকুর থেকে সাবধানে থাকার চেষ্টাই জনতার উদ্যোগের প্রধান প্রতিরোধ। তবে কেউ যদি কামড়ের শিকার হয়েই যায়, তাকে দ্রুত টিকা দিতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। কিন্তু হালে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোয় জলাতঙ্কের টিকার সংকট দেখা দিয়েছে। যদিও হামে শিশুমৃত্যুর একের পর এক ঘটনায় তা আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। অথচ জলাতঙ্ক এমন এক ব্যাধি, যেখানে মৃত্যুর ঝুঁকি শতভাগ।

সর্বশেষ এক ঘটনায় অবশ্য বিষয়টি আবার সামনে এসেছে। যেখানে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় একটি পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহে অন্তত পাঁচজন মারা গেছে, আর চিকিৎসাধীন নয়জন। সাম্প্রতিক জলাতঙ্কে যত মৃত্যুর ঘটনা, তাতে টিকা নিতে দেরি হওয়ার বিষয়টিই সামনে আসছে। কারণ আক্রান্তরা প্রথমেই সরকারি হাসপাতালে গিয়ে বিনামূল্যের টিকা নিতে চেষ্টা করে। সেখানে তা না থাকার কথা বলা হয়। তারপর বেসরকারি উৎস থেকে টিকা কিনে তা দিতে দিতে অনেক দেরি হয়ে যায়। সেটাই জলাতঙ্কে মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ হিসেবে শনাক্ত হচ্ছে। সংকটের জায়গা হচ্ছে, সরকারের ভান্ডারে টিকা নেই, এ কথাটি স্বীকার করতে চাইছে না প্রশাসনের কেউ। গণমাধ্যমে এ নিয়ে দায়িত্বরত কেউ মুখ খুললে তাকেও বড়কর্তাদের তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে। এমন চর্চায় কিন্তু সমস্যা না কমে আরও বেড়ে যায়। কারণ সমস্যা মেনেই নেওয়া হলো, তা সমাধানের প্রথম উদ্যোগ। এখন 'টিকা নেই' এ কথা বললে যদি উল্টো শাস্তির মুখে পড়তে হয়, তাহলে চাকরি রক্ষার জন্য চুপ থাকাই উত্তম মনে করবেন সরকারি কর্মচারীরা। অথচ রাষ্ট্র যদি গোপন রাখার প্রবণতা ঝেড়ে ফেলে সমস্যাকে সামনে আনে, আর সমাধানের উদ্যোগ নেয়, তাহলে জনগণও তাদের পাশে থাকবে। আখেরে কর্তাদের মনে রাখতে হবে, জননিরাপত্তার মতো জনস্বাস্থ্য দেখভালের দায়দায়িত্বও তাদের। তবে টিকা যদি নিশ্চিত করতে না পারেন, অন্তত পাগলা কুকুরগুলোকে সামলান। সেটা কি পারবে এই রাষ্ট্র?

মেয়েদের অতিরিক্ত

(৭০-এর পাতার পর)

হলে কারণ খুঁজে দেখা জরুরি।

অতিরিক্ত চুল পড়ার সম্ভাব্য কারণগুলো হলো–

১. হরমোনের সমস্যা : বিশেষ করে পিসিওএস, থাইরয়েডের সমস্যা বা মেনোপজের সময় চুল বেশি পড়তে পারে।

২. রক্তশূন্যতা বা আয়রনের ঘাটতি : শরীরে আয়রন কমে গেলে চুল দুর্বল হয়ে ঝরতে শুরু করে। **৩. প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব :** ভিটামিন ডি, বায়োটিন, জিংক ও প্রোটিনের ঘাটতি চুল পড়ার অন্যতম কারণ। **৪. অতিরিক্ত মানসিক চাপ :** দীর্ঘদিন স্ট্রেস, উদ্বেগ বা ঘুম কম হলে চুল ঝরে যেতে পারে। **৫. অস্বাস্থ্যকর ডায়েট বা দ্রুত ওজন কমানো :** হঠাৎ ডায়েটিং করলে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। **৬. চুলে অতিরিক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার :** ঘন ঘন রং, স্ট্রেইটেনিং বা হিট ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে। **৭. সন্তান জন্মের পর :** ডেলিভারির কয়েক মাস পর হরমোন পরিবর্তনের কারণে চুল পড়া বেড়ে যেতে পারে। **৮. কিছু রোগ বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** জ্বর, ডায়াবেটিস, অটোইমিউন রোগ বা কিছু ওষুধের কারণেও চুল পড়তে পারে।

যেসব লক্ষণ দেখা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি– ১. মাথার নির্দিষ্ট অংশ ফাঁকা হয়ে যাওয়া; ২. চুল পড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত ক্লান্তি বা ওজন পরিবর্তন; ৩. মাসিক অনিয়মের সঙ্গে চুল পড়া এবং ৪. মাথার ত্বকে চুলকানি, খুশকি বা ঘা হওয়া। **চুল পড়া কমাতে যা করতে পারেন–** ১. আয়রন, প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খান; ২. পর্যাপ্ত পানি পান করুন; ৩. পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন; ৪. খুব টাইট করে চুল বাঁধা এড়িয়ে চলুন এবং ৫. মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করুন এবং অতিরিক্ত হিট এড়িয়ে চলুন।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃত্বে

(৭০-এর পাতার পর)

দ্বিতীয় দিনে গত শনিবার এই কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী।

ঘোষিত কমিটিতে সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস এবং প্রবাসী কমিউনিটির পরিচিত সংগঠক সাখাওয়াত আলীকে সভাপতি করা হয়। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান সাবেক ছাত্রনেতা ও সমাজকর্মী সুব্রত তালুকদার। সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজ উদ্দিন সোহাগ।

কমিটি ঘোষণা করতে গিয়ে ড. নুরুন নবী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই সংগঠনটি কাজ করবে। তিনি বলেন, নেতৃত্বে থাকা দুই সাবেক ছাত্রনেতার ওপর অর্পিত দায়িত্ব শুধু সংগঠন পরিচালনার নয়, বরং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদকে আরও শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও কার্যকর সংগঠনে পরিণত করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রবাসে এই আদর্শ বাস্তবায়নে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নবগঠিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল ও সুসংগঠিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে আগামী তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়।

বইমেলায় উপস্থিত প্রবাসী রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতারা নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্যারেডকে প্রাণবন্ত

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবারের প্যারেড ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। বিশেষ করে বাপাসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিপা, বাফা এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী পুরো আয়োজনকে প্রাণবন্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

আরো যেসব সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে- সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, বাংলাদেশি আমেরিকান পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, প্রবাসী মতলব সমিতি, বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক, প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় সমিতি, বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, বরিশাল বিভাগীয় সমিতি ইউএসএ, পাবনা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন, গ্রেটার খুলনা সোসাইটি, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি, নবাবগঞ্জ উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন, দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, নবাবগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক, ফার্স্ট এইড হোমকেয়ার, আমেরিকান বাংলাদেশি কমিউনিটি হেল্প (এবিসিএইচ), ফায়ার ডিপার্টমেন্ট নিউইয়র্কের (এফডিএনওয়াই) ফিনিক্স সোসাইটি, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট, ইয়থ ফর দ্য ইয়ুথ উল্লেখযোগ্য। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি প্রার্থী শামসুল হক ও স্টেট সিনেটর প্রার্থী হাইরাম মনসেরাত ও তাদের সমর্থকেরা প্যারেডে স্বতস্ফূর্ত অংশ নেন, যা ছিল চোখে পড়ার মত।

প্যারেড ঘিরে জ্যাকসন হাইটসজুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। শুধু বাংলাদেশিরাই নয়, ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির বহু মানুষও সড়কের দুপাশে দাঁড়িয়ে প্যারেড উপভোগ করেছেন। রঙিন ব্যানার, দেশাত্মবোধক আবহ এবং অংশগ্রহণকারীদের উচ্ছ্বাস পুরো এলাকাকে এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত করেছিল।

অনেকের মতে, বাংলাদেশ সোসাইটি আরও সমন্বিতভাবে সহযোগিতা করলে প্যারেডটি আরো বড় ও সুন্দর হতে পারত। শেষ মুহূর্তে আয়োজকদের কিছু সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা নিয়েও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেছে। বিশেষ করে প্যারেডে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

এবারের প্যারেডে অংশ নেওয়া কয়েকজন তারকা শিল্পী নিয়েও সমালোচনা হয়েছে। শুভ্র দেব, চঞ্চল চৌধুরী, সজল ও তানজিন তিশাসহ কয়েকজন সেলিব্রেটি গাড়ির ভেতরে অনেকটা আড়ালে ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দর্শকদের অনেকে বিষয়টিকে হতাশাজনক ও অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল, তারকারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও উন্মুক্তভাবে সম্পৃক্ত হবেন।

এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু ভলান্টিয়ারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উপস্থিত অনেকের মতে, ভলান্টিয়ারদের মধ্যে সমন্বয় ও দায়িত্ববোধের ঘাটতি ছিল স্পষ্ট। ফলে কিছু ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিও তৈরি হয়।

সবকিছুর পরও প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই মিলনমেলা ছিল আবেগ, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা, আয়োজকরা এবারের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ডে প্যারেডকে আরও সুসংগঠিত, আকর্ষণীয় ও সবার জন্য উপভোগ্য করে তুলবেন।

হাউজিং কানেক্ট লটারি

(শেষের পাতার পর)

আনা হবে। নতুন নির্মাণ ও অফিস-টু-হাউজিং রূপান্তর প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া থেকেও প্রায় পাঁচ মাস সময় কমানো হবে। পাশাপাশি হাউজিং কানেক্ট লটারি ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনে ভবন নির্মাণ শেষ হওয়ার পর মানুষকে বাসায় ওঠার সময়সীমা ২১০ দিন থেকে কমিয়ে ১০০ দিনের নিচে নামানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে মানুষের ভোগান্তি অনেক কমবে।

১৩ মে নিউইয়র্ক সিটির আবাসন সংকট মোকাবিলায় সাশ্রয়ী আবাসন দ্রুত নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন স্পিড সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মেয়র জোহরান মামদানি। ওইদিন ব্রঙ্কসের ইউনিভার্সিটি হাইটস হাইস্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন।

মেয়র মামদানি বলেন, নিউইয়র্কে বর্তমানে আবাসন সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শহরের ভাড়া বাসার শূন্যতার হার মাত্র ১.৪ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি ৭০টি ভাড়ার ইউনিটের মধ্যে মাত্র একটি খালি থাকে। সাশ্রয়ী আবাসনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কঠিন। তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা জটিলতা, পুরোনো প্রযুক্তি এবং অপ্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রক্রিয়া আবাসন নির্মাণকে ধীর করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে মেয়রের প্রশাসন স্পেড টাস্কফোর্স গঠন করে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ডেপুটি মেয়র লাইলা বোজর্গ এবং জুলিয়া কারসন। টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে চারটি প্রধান সমস্যার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে–দীর্ঘ পরিবেশগত পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ের অভাব, বিল্ডিং পারমিট ও অনুমোদনে ধীরগতি এবং জটিল হাউজিং লটারি ও লিজিং প্রক্রিয়া।

মেয়র জানান, নতুন সংস্কারের মাধ্যমে অনেক প্রকল্পের প্রি-সার্টিফিকেশন সময় দুই বছর থেকে কমিয়ে ছয় মাসে আনা হবে। নতুন নির্মাণ ও অফিস-টু-হাউজিং রূপান্তর প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া থেকেও প্রায় পাঁচ মাস সময় কমানো হবে। পাশাপাশি হাউজিং কানেক্ট লটারি ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনে ভবন নির্মাণ শেষ হওয়ার পর মানুষকে বাসায় ওঠার সময়সীমা ২১০ দিন থেকে কমিয়ে ১০০ দিনের নিচে নামানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেয়র আরও বলেন, তার প্রশাসন ইতোমধ্যে এক্সিডায়েটস ল্যান্ড ইউস রিভিউ প্রোডিউসার এবং নেইবারহুড বিল্ডার্স ফাস্ট ট্র্যাক কর্মসূচি চালু করেছে, যা সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পের সময়সীমা দুই বছরেরও বেশি কমিয়ে আনবে। এ ছাড়া নতুন বাজেটে পাঁচ বছরে অতিরিক্ত ৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা নগরজুড়ে সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণ ও সংরক্ষণে ব্যয় করা হবে।

ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভ্যানিসা গিবসন বলেন, আবাসন সংকট সমাধানে এখন আর বিজনেস অ্যাজ ইয়্যুজুয়াল পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ও প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে দ্রুত আবাসন নির্মাণ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এনওয়াইএসএএফএইইচের প্রেসিডেন্ট ও সিইও কার্লিনা রাইভেরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাতারা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ও জটিল প্রক্রিয়ার কারণে ভোগান্তিতে ছিলেন। একই ধরনের পরিদর্শন ও অনুমোদনের জন্য একাধিক সংস্থার দ্বারস্থ হতে হতো, যা সময় ও ব্যয় বাড়িয়ে দিত। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মেয়র মামদানি বলেন, ফেডারেল নীতির কারণে অনেক নিউইয়র্কবাসী আবাসন সহায়তা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন এবং এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আবাসন সংকট মোকাবিলায় সিটি হল পাবলিক এক্সিলেন্স নিশ্চিত করতে চায়, যাতে দ্রুত ও কার্যকরভাবে নতুন আবাসন নির্মাণ সম্ভব হয়।

হোকুলকে পুনর্নির্বাচনে

(শেষের পাতার পর)

গভর্নর হোকুলকে সংগঠিত শ্রমিকদের নির্ভরযোগ্য সহযোগী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শক্তিশালী করার পক্ষে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা একজন নেতা হিসেবে প্রশংসা করেছেন। ১৫ মে এক বার্তায় জানানো হয়, সমর্থন প্রদানকারী ইউনিয়নগুলোর মধ্যে রয়েছে লিউনা ইস্টার্ন রিজিউন, লিউনা নিউ ইংল্যান্ড রিজিউন, ল্যাবরেরারস লোকাল ৭৯ এবং মেশন টেন্ডার্স ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আ গেটার নিউইয়র্ক অ্যান্ড লং আইল্যান্ড।

সমর্থন গ্রহণ করে গভর্নর হোকুল বলেন, নিউইয়র্কের শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থন পেয়ে তিনি গর্বিত। তিনি উল্লেখ করেন, একটি ইউনিয়ন কার্ড কীভাবে মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, তা তিনি ব্যক্তিগতভাবেই জানেন। গভর্নর হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ইউনিয়নভিত্তিক অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প, যেমন জন এফ কেনেডি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের আধুনিকায়ন, গেটওয়ে প্রোগ্রাম টানেল, সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সাবওয়ে এবং অফশোর উইন্ড প্রকল্প–এসব নির্মাণে শ্রমিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাইক হেইলস্টম বলেন, ক্যাথি হোকুল সব সময় নিউইয়র্কের শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। নিরাপত্তা মান, অবকাঠামো বিনিয়োগ, প্রজেক্ট লেবার এগ্রিমেন্ট এবং ন্যায্য মজুরির বিষয়গুলোতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

অন্যদিকে পানোটা এ বাইনকো জুনিয়র বলেন, গভর্নর হোকুল ইউনিয়নভিত্তিক নির্মাণকাজের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষানবিশ কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করতে কাজ করছেন। তিনি একজন বাস্তববাদী নেতা, যিনি বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ডেভিড বলগার বলেন, বর্তমান সময়ে এমন নেতাকে সমর্থন করা জরুরি, যিনি সংগঠিত শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করার বাস্তব রেকর্ড রাখেন। তিনি দাবি করেন, গভর্নর হোকুল বারবার শ্রমিকদের জন্য ভালো বেতন, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং সম্মানজনক অবসরের সুযোগ নিশ্চিত করতে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এ ছাড়া অ্যান্থনি ভিটা বলেন, নিউইয়র্ক সিটির নির্মাণশিল্পে ইউনিয়ন মানদণ্ড এবং প্রশিক্ষণব্যবস্থা রক্ষায় গভর্নর হোকুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ কারণেই লোকাল ৭৯ তার পুনর্নির্বাচনের সমর্থন দিচ্ছে।

ইউনিয়ন নেতারা জানান, তারা শুধু সমর্থনই নয়, বরং শ্রমজীবী কমিউনিটিকে সংগঠিত করে হোকুলের পক্ষে প্রচারণাও চালাবেন।

বিশ্বকাপ ঘিরে নিউইয়র্কের

(শেষের পাতার পর)

সহায়তা দেওয়া, পর্যটন খাতকে আরও গতিশীল করা এবং জনসেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। একই সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে ৯৮৮ হটলাইন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে নতুন টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর। এবার ৩২ দলের পরিবর্তে অংশ [illegible] এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানা[illegible] মেক্সিকোর ১৬টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে ১০৪টি ম্যাচ। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি হোস্ট কমিটির তথ্য অনুযায়ী, শুধু নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আটটি ম্যাচ থেকেই প্রায় ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের পর্যটক ব্যয়, ২৬ হাজারের বেশি কর্মসংস্থান এবং ৪৩২ মিলিয়ন ডলারের কর রাজস্ব। এই বিশাল আয়োজনকে ঘিরে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল শহরজুড়ে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। নতুন আইনের আওতায় বড় আকারের বিশ্বকাপ-সংশ্লিষ্ট ইভেন্টে অস্থায়ী পাবলিক বাথরুম স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এসব স্থানে পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধীবান্ধব সুবিধা ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া বিশ্বকাপ উপলক্ষে শহর কর্তৃপক্ষ একটি ডিজিটাল ইভেন্ট ক্যালেন্ডার ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ডিজিটাল ম্যাপ প্রকাশ করবে। এতে ওয়াচ পার্টি, স্ট্রিট ফেস্টিভ্যাল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্ট ইনস্টলেশনসহ বিভিন্ন আয়োজনের তথ্য থাকবে। এর মাধ্যমে পর্যটকরা সহজেই স্থানীয় ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ক্ষুদ্র ব্যবসাকে বিশ্বকাপের অর্থনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সিটি কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন বলেন, বিশ্বকাপ উপলক্ষে লাখো ফুটবলপ্রেমী নিউইয়র্কে আসবেন এবং কাউন্সিল চায় স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো সরাসরি এ সুযোগের সুফল পাক। বিশ্বকাপের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করতে কিংবদন্তি দুই ফুটবল তারকা থিয়েরি অরি ও পেলের নামে ম্যানহাটন ও কুইন্সের দুটি সড়কের অস্থায়ী নামকরণ করা হবে। চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত সড়ক দুটি যথাক্রমে 'থিয়েরি অরি ওয়ে' এবং 'পেলে ওয়ে' নামে পরিচিত হবে।

এবার আসছে 'ট্রাম্প

(শেষের পাতার পর)

থেকেই এটি নিয়ে চলছে ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনা।

এদিকে, গোল্ড কার্ডে কাঙ্ক্ষিত সাড়া না পাওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন নতুন করে প্ল্যাটিনাম কার্ড ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) জানিয়েছে, বিদেশি নাগরিকরা এখনই নিবন্ধন করে 'ট্রাম্প প্ল্যাটিনাম কার্ড'-এর অপেক্ষমাণ তালিকায় নিজেদের স্থান নিশ্চিত করতে পারেন। প্ল্যাটিনাম কার্ড চালু হওয়ার পর ১৫ হাজার ডলারের প্রসেসিং ফি এবং ৫ মিলিয়ন ডলারের অনুদান প্রাপ্তিসাপেক্ষে আবেদনকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে ২৭০ দিন পর্যন্ত অবস্থানের সুযোগ পাবেন। উল্লেখিত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অর্জিত আয়ের ওপর তাদের কোনো কর প্রদান করতে হবে না। প্ল্যাটিনাম কার্ড কবে নাগাদ ছাড়া হতে পারে, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ঘোষণা করেনি ইউএসসিআইএস।

গোল্ড কার্ড সম্পর্কে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ ভিসা কর্মসূচির মাধ্যমে উচ্চ সম্পদশালী বিদেশিরা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ বা সরকারের কাছে জমা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের সুযোগ পেতে পারেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, প্রস্তাবিত কাঠামোয় আবেদনকারীদের কাছ থেকে প্রায় ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত অর্থ নেওয়ার বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারভিত্তিক অতিরিক্ত ফি ও প্রসেসিং চার্জও থাকতে পারে।

প্রশাসনের দাবি, এই কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াবে এবং ধনী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করবে। সমর্থকদের মতে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা নিরাপদ বিকল্প আবাসন ও ব্যবসায়িক সুযোগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসতে আগ্রহী হতে পারেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু দেশের ধনী নাগরিকদের লক্ষ্য করেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে সমালোচকরা বলছেন, এটি মূলত 'অর্থের বিনিময়ে আমেরিকান রেসিডেন্সি বিক্রি' করার একটি প্রচেষ্টা। অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান ইবি-৫ ভিসা কর্মসূচিতে অন্তত কর্মসংস্থান তৈরির শর্ত রয়েছে। কিন্তু গোল্ড কার্ড কর্মসূচিতে সেই ধরনের বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট নয়। ফলে এটি কেবল ধনীদের জন্য বিশেষ সুবিধা তৈরি করবে।

এছাড়া আইনি ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিবাসন আইনজীবীদের অনেকে বলছেন, কংগ্রেসে পূর্ণাঙ্গ আইন পাস ছাড়া এমন কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা কঠিন হতে পারে। ভবিষ্যতে আদালতে চ্যালেঞ্জ বা প্রশাসন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিটি বাতিল হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলেও এখন পর্যন্ত অনুমোদিত আবেদনকারীর সংখ্যা খুবই কম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শত শত আগ্রহী আবেদনকারীর কথা বলা হলেও বাস্তবে খুব সীমিত অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই গোল্ড কার্ড উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিকে নতুন বিতর্কের দিকে নিয়ে গেছে। একদিকে এটি অর্থনৈতিক সুবিধার কথা বলছে, অন্যদিকে সমালোচকরা এটিকে বৈষম্যমূলক ও বিত্তবানকেন্দ্রিক অভিবাসন নীতি হিসেবে দেখছেন।

এখানে উল্লেখ্য, গোল্ড কার্ড মূলত উচ্চ সম্পদশালী বিদেশিদের জন্য একটি বিশেষ অভিবাসন ব্যবস্থা। আবেদনকারীদের যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বড় অঙ্কের অর্থ কন্ট্রিবিউশন বা অনুদান হিসেবে দিতে হয়। বর্তমানে আলোচিত কাঠামো অনুযায়ী- মূল আবেদনকারীর জন্য প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার, পরিবারের অতিরিক্ত সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত ফি, ১৫ হাজার ডলারের নন-রিফান্ডেবল প্রসেসিং ফি প্রদান করতে হচ্ছে। এর বিনিময়ে আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ এবং ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পেতে পারে।

বর্তমান ইবি-৫ প্রোগ্রামে আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হয় এবং কমপক্ষে ১০টি পূর্ণকালীন চাকরি সৃষ্টি করতে হয়। বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণত ৮ লাখ থেকে সাড়ে ১০ লাখ ডলারের মধ্যে। অন্যদিকে গোল্ড কার্ডে সরাসরি সরকারকে অর্থ প্রদানই মূল বিষয়; চাকরি সৃষ্টি বাধ্যতামূলক নয়।

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

TC-05.132026/26

SOUTH ASIAN AMERICAN REALTOR ASSOCIATION (SAARA)

94-12 215 Pl, Queens Village, NY 11428, E-mail: saaranov2024@gmail.com, Phone : 347-468-0981 | 347-665-7580 | 516-288-8881

Executive Committee 2026-2028

Mohammad Belal Hossain
President

Nuruzzaman Sardar
General Secretary

Abul Fazal Islam
Vice President

Md. K Ahmed
Vice President

Masud M Paramanik
Vice President

Mohammad H Mirza
Joint Secretary

Mohammad S Reza
Joint Secretary

Shamim Naser
Treasurer

Mizanur Rahman
Organizing Secretary

Adan Islam
Women Secretary

Golam Hasan
Publication Secretary

Ataur Rahman
Publicity Secretary

Salim Ibrahim
Cultural Secretary

Farhana F Chowdhury
Education Secretary

Sadman Zaman
Social Welfare

Md. Masud Sirazi
Member

H.M. Iqbal
Member

Shamim Ahmed
Member

Md. Samiul K Alamgir
Member

Md. M Rahman
Member

Riyad Hossain
Member

Md. Habib
Member

Md. Rahman Sadi
Member

Sumon Roy
Member

Sabina Chowdhury
Member

Shaharia Alam
Member

Jannatul Mohima
Member

Zineah Akter
Member

Munmun Shaha
Member

Advisory Board

Sarwor Khan Babu
Chief Advisor

Meher Khanzada
Advisor

Kazi B Ahmed
Advisor

Jashim Chowdhury
Advisor

Mohammad Chowdhury
Advisor

Mohammed Talukder
Advisor

Md. Saiful Islam
Advisor

NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN
LIONS
INTERNATIONAL
Heartiest
Congratulations!
TO OUR LEADERS FOR THEIR
OUTSTANDING VICTORY
PRESIDENT
Ln. JFM RASEL, MJF
SECRETARY
Ln. MASHUD RANA TOPAN
for their
HUGE VICTORY
IN NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB
The 2nd Largest Club in District 20-R2 out of 51 Clubs
NUMBER ONE IN SERVICE PROJECTS
LAST YEAR
OVER $200,000+
SERVED TO THE COMMUNITY
AND OVERSEAS
PROVEN LEADERSHIP
PROVEN DEDICATION
PROVER SUCCESS
TOGETHER WE SERVE
TOGETHER WE GROW
TOGETHER WE MAKE
A DIFFERENCE

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair (Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

07/17/2024-Cont

বিরাট মূল্য হ্রাস
BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি
অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি, ৩টি রেড হার্ড চিকেন $17.99 ৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম
Eid Mubarak
৩টি
রেড হার্ড চিকেন
$17.99
Approved by
SBNY
Shariah Board New York
HALAL MONITORING SERVICES
HMS
CERTIFIED HAND ZABIHA
All Red Chicken
3.99 LB
All White Chicken
2.99 LB
শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য
Scan Here to Shop & Get Free Delivery
ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER
BENEFIT
Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205-7200 | 718.205.8262

৪শ’ কোটি টাকার জরিমানা

(৩ এর পাতার পর)

গত ডিসেম্বরে। রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি নেওয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ করার কথা রাশিয়ার। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পরমাণু সংস্থা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে শুরু করে ২০২৫ এর ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সম্ভব হয়নি বলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব অনুযায়ী নির্মাণকাজ দুই বছর বাড়িয়ে ২০২৭ পর্যন্ত নেওয়া হয়। কিন্তু তা-ও হয়নি। গত ডিসেম্বরে চুল্লিতে জ্বালানি প্রবেশ করানোর কথা। তিন মাস পর পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। অপরদিকে রূপপুরের দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণকাজও নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না। কবে নাগাদ শেষ করে উৎপাদনে যাবে, তারও নিশ্চিত তথ্য দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্টরা জানান, আগামী দুই বছরেও নির্মাণকাজই শেষ না-ও হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটে প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় করতে অস্বাভাবিক সময়ক্ষেপণ করে। ঋণের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতেই প্রায় দুই বছর লেগে যায়। ডলার সংকটের কারণে ঋণপত্র খোলা ঠিকাদারকে অগ্রিম প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব হয়। রূপপুর-বাঘাবাড়ি ৬০ কিলোমিটার, রূপপুর-বগুড়া ১০২ কিলোমিটার, রূপপুর-গোপালগঞ্জ ১৪৪ কিলোমিটার লাইন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে। পদ্মা নদীতে চারটি টাওয়ার বসানোর কাজও শেষ হয়নি। দ্বিতীয় ইউনিটের প্রায় দেড়শ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনের কাজ এখনো চলমান। রাশিয়া পারমাণবিক জ্বালানির প্রথম চালান বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে গত বছরের অক্টোবরে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে স্থান পেল বটে। তবে বাস্তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ পায়নি বাংলাদেশ এখনো। জ্বালানি এখন মজুদ রয়েছে রূপপুরে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আরও দেড় বছর লেগে যাবে।

ন্যূনতম মূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার আশায় বাংলাদেশ রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণে হাত দেয়। এরই মধ্যে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হলেও বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুতের আলোর ছোঁয়া এখনো পায়নি। কবে নাগাদ এই আলো দেখা যাবে, তা-ও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। তবে মোটা অঙ্কের জরিমানা বাংলাদেশকেই গুনতে হচ্ছে। প্রকল্প ব্যয়ের অর্থ ও তার সুদ বাবদ বাংলাদেশকে বছরে ৪০০ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে রাশিয়াকে। তাদের ঋণেই প্রকল্পটি নেওয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাশিয়ার কোম্পানি অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য সুদসহ ঋণের বোঝা ঋণগ্রহীতা বাংলাদেশকেই টানতে হচ্ছে।

প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু

(প্রথম পাতার পর)

সময়ে জনপ্রত্যাশা পূরণে সরকার দৃশ্যমান কিছু করার চেষ্টা করে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বিএনপি সরকারও প্রথম তিন মাসে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

এসব নিয়ে যেমন প্রশংসা রয়েছে, তেমনি বিতর্কও কম হয়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, খাল পুনঃখননসহ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রশংসার। তবে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক যেসব প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তাতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। সামনের দিনে সরকার এসব উতরে যাবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পায় বিএনপি জোট। পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে শপথ নেয় সরকার। এই হিসাবে ১৮ মে সোমবার চার মাসে পা দিল বিএনপি সরকার। এই অল্প সময়ে নির্বাচনের আগে দেওয়া বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে সরকার। তবে একই সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক চাপ, প্রশাসনিক সমন্বয়হীনতা, সড়কে চাঁদাবাজি, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রশ্নে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

সরকারের তিন মাস মূল্যায়নে গবেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘তিন মাসে তো আর এমন কিছু বলা যাবে না। তবে বড় ধরনের কোনো অঘটন দেখি নাই। আবার উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু চোখে পড়েনি। আমার কাছে বর্তমান সরকারকে গতানুগতিকই মনে হচ্ছে।’

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তৎপর : সরকারের প্রথম তিন মাসে সবচেয়ে আলোচনায় এসেছে সামাজিক সুরক্ষা ও জনকল্যাণভিত্তিক নানা উদ্যোগ। মেয়েদের স্নাতক ও ডিগ্রি পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়াশোনার ঘোষণা, কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সম্মানী চালু, কৃষিঋণ মওকুফ, খাল পুনঃখনন কর্মসূচি, ফুয়েল কার্ড, জাকাত আধুনিকায়ন, প্রবাসী কার্ড, হজের খরচ কমানো, সরকারি শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ, পুনরায় ভর্তি ফি বাতিল এবং শিক্ষাবৃত্তির অর্থ বৃদ্ধি- এসব সিদ্ধান্ত সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন, তাদের সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণকে একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল বার্তা দিতে চেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, তিন মাসে দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার যে সাফল্য দেখিয়েছে, তা অভূতপূর্ব। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ রেখে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন।

প্রশংসিত প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ : সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের বাইরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু উদ্যোগ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যানজট বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর ছোট করা, সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার অফিস চালু, সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত এবং সরকারি গাড়ির পরিবর্তে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখছেন মানুষ। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনে শৃঙ্খলা ও ব্যয়সংকোচনের বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির নেতারা।

সংস্কার নিয়ে বাড়ছে সমালোচনা : সরকারের প্রথম তিন মাস পুরোপুরি স্বস্তির হয়নি। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, সড়কে চাঁদাবাজি, বিভিন্ন এলাকায় হকার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, ‘মব’ সামালে দুর্বলতা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিশেষ করে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্য চাঁদাবাজি ও দখলদারির অভিযোগ সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। সামাজিক মাধ্যমেও এসব ইস্যুর পাশাপাশি সংস্কার নিয়ে বিএনপি এবং সরকারের অবস্থানের সমালোচনা বাড়ছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এর মধ্যে গুম প্রতিরোধবিষয়ক অধ্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে সংসদে অনুমোদন না পাওয়ায় মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম আবেগ ছিল গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারি। সরকার গঠনের শুরুতেই গুমের ঘটনায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার কথা বলা হলেও, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় কমিশনের পরিবর্তে পুরোনো প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমেই বিষয়টি পরিচালিত হতে পারে– এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নও সামনে আসছে। আন্তর্জাতিক সংকট বিশ্লেষণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) সম্প্রতি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, বিএনপি অর্থবহ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এলে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সংসদের ভেতরে-বাইরে সরকারের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় হতে পারে। আইসিজির মতে, রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্ন আগামী দিনগুলোতে দেশের রাজনীতিতে বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

অর্থনীতির চাপ বাড়ছে : সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে অর্থনীতি। সামনে জাতীয় বাজেট। অথচ রাজস্ব আহরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দুই ক্ষেত্রেই চাপে সরকার। সরকার এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ ঋণনির্ভরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বা অন্যান্য দাতা সংস্থার কাছ থেকে দৃশ্যমান বড় কোনো আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা এখনো মেলেনি। ব্যবসায়ীদের একাংশ করের অর্থের ব্যবহার ও নীতিগত অনিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। বিশ্লেষকদের মতে, অর্থনৈতিক চাপ দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক প্রভাবও ফেলতে পারে।

জনআস্থা ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ : তিন মাসের মাথায় বিএনপি সরকারের সামনে এখন বড় প্রশ্ন- জনআস্থা কতটা ধরে রাখতে পারবে তারা? কারণ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কিছু দৃশ্যমান উদ্যোগ থাকলেও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংকট, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক চাপের বাস্তবতা দ্রুত সরকারের জনপ্রিয়তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

এশিয়াকে চিরতরে বদলে

(প্রথম পাতার পর)

ঘাটতি, বিদ্যুৎ সংকট, কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়া ও মূল্যস্ফীতির চাপে এশিয়ার বহু দেশ এখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকট শুধু সাময়িক নয়; বরং এটি এশিয়ার জ্বালানি নীতি, আঞ্চলিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দীর্ঘমেয়াদে বদলে দিতে পারে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাধারণত জনগণের কাছে যে আহ্বান জানান, ভারতীয়রা তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। করোনা মহামারির সময় তিনি মানুষকে ঘরে থাকতে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সমর্থনে থালা-বাসন বাজাতে বলেছিলেন। দেশজুড়ে মানুষ তা পালনও করেছিল।

গত ১০ মে মোদি আবারও ভারতীয়দের সংযমের আহ্বান জানান। তিনি সম্ভব হলে বাসা থেকে কাজ করতে ও বিদেশ সফর কমাতে অনুরোধ করেন।

মোদির এই আহ্বান এসেছে ইরান যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো বাড়াতে বাধ্য হয় তার সরকার।

তবে শুধু ভারত নয়, এশিয়ার আরও অনেক দেশ এখন নাগরিকদের ব্যয় কমাতে বলছে। থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো শুরুতেই জ্বালানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু এখন সেগুলোও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রবেশ করেছে। যুদ্ধের প্রভাব অঞ্চলটির অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ওলটপালট করে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। যেসব দেশে জ্বালানির দামে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, যেমন পাকিস্তান ও ফিলিপাইন- সেখানে দাম হু হু করে বেড়েছে। তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ এখন সরবরাহ ঘাটতি নিয়ে। খবরে বলা হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার হাতে মাত্র তিন সপ্তাহের জ্বালানি মজুত রয়েছে। ভিয়েতনামের মজুত এক মাসেরও কম। উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করা প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে। গ্রামীণ এলাকার অনেক পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, রাত ২টায় ঘুম থেকে উঠি, অনেক সময় ২ লিটার ডিজেল পেতে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

তার এই অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে, কৃষিখাতে সংকট কতটা গভীর হয়েছে। ডিজেলের পাশাপাশি কৃষকরা এখন সারের সংকটেও পড়েছেন।

ইউরিয়ার দাম যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। এই সারটির বড় অংশই উপসাগরীয় অঞ্চলে উৎপাদিত হয়।

এশিয়ার লাখ লাখ ধানচাষি এরই মধ্যে ধান রোপণ শুরু করলেও ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেকে পরিকল্পনা কমিয়ে দিচ্ছেন।

ফিলিপাইনের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. আলিশের মিরজাবায়েভ বলেন, এই মুহূর্তে চাল উৎপাদন লাভজনকতার সংকটে আছে। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘ হলে এটি খাদ্যনিরাপত্তার সংকটে পরিণত হবে।

শুধু কৃষি নয়, শিল্প খাতেও উদ্বেগ বাড়ছে : বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দেশের মোট জিডিপির প্রায় ১৩ শতাংশ। শিল্পমালিকরা বলছেন, ডিজেল ও পেট্রোকেমিক্যালভিত্তিক রংয়ের দাম বাড়ায় উৎপাদন ব্যয় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে।

একটি শিল্প সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সামগ্রিক কারখানা উৎপাদন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গেছে।

জাপানের খাদ্যপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ক্যালবি ন্যাফথার মূল্যবৃদ্ধির কারণে এখন কালো-সাদা প্যাকেট ব্যবহার শুরু করেছে, যাতে খরচ কমানো যায়। ন্যাফথা মূলত উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা একটি পেট্রোকেমিক্যাল কাঁচামাল।

ন্যাফথার ঘাটতির কারণে এশিয়ার কয়েকটি প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নে ‘ফোর্স মেজর’ ঘোষণা করেছে।

ফিলিপাইনে এপ্রিল পর্যন্ত এক বছরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশে। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ২ দশমিক ৮ শতাংশে, যা মহামারির পর সর্বনিম্ন।

জাতিসংঘের আশঙ্কা, যুদ্ধ দীর্ঘ হলে দক্ষিণ এশিয়ার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৬ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

জার্মান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিয়েল ইনস্টিটিউট বলছে, চলতি বছর ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতি সরকারগুলোর আর্থিক অবস্থাকেও চাপে ফেলছে।

ভারতে জ্বালানির দাম স্থির রাখতে প্রতিদিন প্রায় ১৫ কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে। রোপণ মৌসুমে সার ভর্তুকিতে আরও প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন বা ৪৩০ কোটি ডলার খরচ হতে পারে।

ইন্দোনেশিয়া প্রতিদিন প্রায় ৬ কোটি ডলার জ্বালানি ভর্তুকি দিচ্ছে।

ওয়াশিংটনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের হিসাব অনুযায়ী, অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারে থাকলে এশিয়ার সরকারগুলোর বছরে জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ ভর্তুকিতে ব্যয় হতে পারে। তবে এভাবে দীর্ঘদিন টিকে থাকা কঠিন।

এই পরিবর্তনের মধ্যে লাভবানও হচ্ছে কিছু দেশ : প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার বড় রপ্তানিকারক অস্ট্রেলিয়া এখন পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি বাড়াচ্ছে ও বিনিময়ে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি রপ্তানি করছে। দেশটি ব্রুনেই, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে নতুন চুক্তিও করেছে।

আরেক সম্ভাব্য লাভবান দেশ চীন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক হওয়া সত্ত্বেও চীনের বিশাল তেল মজুত রয়েছে। ফলে তাদের হাতে শক্তিশালী কৌশলগত ও কূটনৈতিক সুবিধা রয়েছে।

চীন শুধু সৌর প্যানেল ও উইন্ড টারবাইন বেশি বিক্রির সুযোগ পাচ্ছে না, জীবাশ্ম জ্বালানির মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার করছে। এই মাসে চীন কিছু পেট্রোল, ডিজেল ও জেট ফুয়েল বিদেশে রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর এই রপ্তানি সীমিত করা হয়েছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম চালানগুলো ভিয়েতনাম ও লাওসে যাচ্ছে, যাদের সঙ্গে চীনের সুসম্পর্ক রয়েছে। এমনকি, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোকেও এখন চীনের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। গত ২৯ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বেইজিং সফরে গিয়ে জেট ফুয়েল সরবরাহের একটি চুক্তি নিশ্চিত করেন।

একই সঙ্গে এশিয়ার অনেক দেশ এখন পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগও দেখছে।

সম্প্রতি ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতারা যৌথ জ্বালানি মজুত গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আর ৩ মে এসিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ২০৩৫ সালের মধ্যে এশিয়ার বিদ্যুৎ গ্রিড সংযুক্ত করতে ৫০ বিলিয়ন বা ৫ হাজার ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে জ্বালানির দাম কমবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়বে।

সিঙ্গাপুরের এনার্জি মার্কেট অথোরিটি’র ইউজিন টোহ বলেন, এ ধরনের ব্যবস্থা থাকলে গত দুই মাস অনেক সহজ হতো।

দীর্ঘদিন ধরেই এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভাগাভাগি করতে অনাগ্রহী ছিল। প্রতিবেশী দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার আশঙ্কাও ছিল তাদের। কিন্তু এখন হাজার হাজার মাইল দূরের সংঘাতের কাছে যখন তারা জিম্মি হয়ে পড়েছে, তখন প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পুরোনো বিরোধ আর আগের মতো বড় হুমকি মনে হচ্ছে না। **সূত্র :** দ্য ইকোনমিস্ট।

ভারতের অচল মাল বাংলাদেশের

(৩ এর পাতার পর)

কোটি ডলার। ৬৬৬ কোটি ডলার ছাড়ই হয়নি। বিশাল অঙ্কের অর্থ দীর্ঘ সময়েও ছাড় না করায় বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। উন্নয়নকাজও মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জানা যায়, ২০১০ সালে ভারত ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। এর মধ্যে ১৪ কোটি ডলার ভারত অনুদান আকারে বাংলাদেশকে দেয় পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। অবশিষ্ট ৮৬ কোটি ডলার দেওয়া হয় ঋণ হিসেবে। এই অর্থে নেওয়া ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৭০ শতাংশ হিসাবে ৬১ কোটি ডলার ছাড় করা হয়। অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করা হলেও দুটি প্রকল্পের কাজ এখনো অর্ধেকই শেষ হয়নি। এই প্রকল্প দুটো হচ্ছে কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্প এবং ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঢাকা-টঙ্গী তৃতীয় ও চতুর্থ ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ প্রকল্প। কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের রেললাইন পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা। ১০ বছরেও চতুর্থ ডুয়েল গেজের কাজ শেষ না হওয়ায় ঢাকা হতে চট্টগ্রাম ও উত্তরাঞ্চলমুখী যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন ছেড়ে আসা ও স্টেশনে প্রবেশে বিলম্বিত হয়। অনেক সময় কমলাপুর ও তেজগাঁও রেলস্টেশনে দীর্ঘ সময় ট্রেন অপেক্ষমাণ রাখতে হয়। কুলাউড়া-শাহবাজপুর লাইনের রেল সংযোগ প্রকল্পে মানসম্পন্ন নির্মাণকাজ না হওয়ায় ট্রেন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ। লাইন থেকে বগি ছিটকে পড়ার কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছে। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এই রুটে ট্রেন দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে বাংলাদেশি ট্রেনই যায় এবং দু-তিন দিন পর ভারতীয় পণ্য নিয়ে ফিরে আসে। বাংলাদেশের ট্রেনচালক, সহকারীদের সেখানে অবস্থান ও খাবার-দাবারের সমস্যা বছরের পর বছর চলেই আসছে। কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় হাইকমিশনকে বিষয়টি অবহিত করে দ্রুত প্রতিকারের অনুরোধ (বাকি অংশ ৬২ পাতায়)

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা
- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

TC05.06.2026/4

রেনোভেশন / রিপেয়ার / নিউ কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন।
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

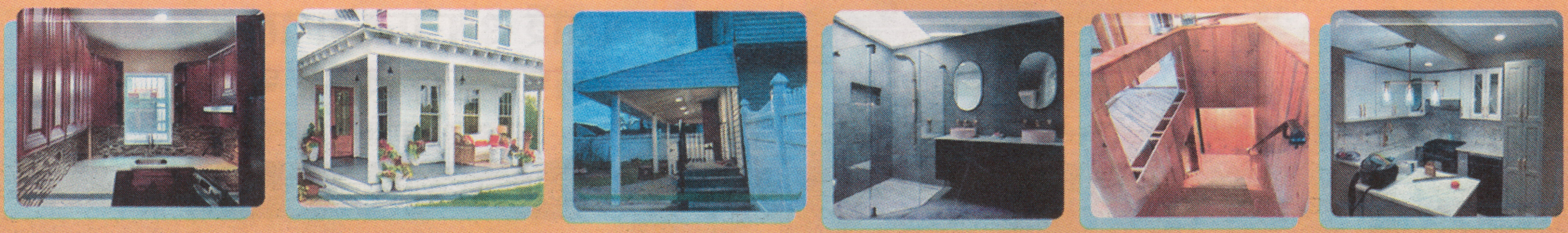

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/মেরামত।
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনি
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।
* বেজমেন্ট এনট্রানস
* সাইডিং এন্ড রুফিং
* বেকইয়ার্ড এক্সটেনশন
* গেরেজ রিপিয়ার

FREE ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে।

আমরা BINGHAMTON এও কাজ করি

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11 93rd Ave Jamaica, NY- 11433
Phone: (347) 822-9052 / (716) 828-6677
wovenatexusa@gmail.com

JOB OPPORTUNITY
– GAS STATION WORKER –

COOPERSBURG, PENNSYLVANIA

We are looking for a motivated individual to join our team at a local gas station.

JOB DETAILS:
- 12-hour shifts, 6 days a week
- Gas station work experience is preferred.

SALARY: Negotiable

ACCOMMODATION: Available within walking distance from the gas station (negotiable)

INTERESTED? CALL US AT:
445-200-7202

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%)
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় এবং লোন পেতে
বিশ্বস্ত রিয়েলটরের সেবা নিন
- Residential
- Foreclosures
- Short Sale
- Bank Owned/ REO Properties
- Commercial
- Auctions
- Hud
- Investment
- Co-Op & Condo
- Rentals

List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

মন্ত্রীদের বেফাঁস মন্তব্যে

(৩ এর পাতার পর)

অর্থনৈতিক চাপ এবং আগের সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের ভার সামাল দিতে না দিতেই এবার নতুন অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের একাধিক বেফাঁস মন্তব্য ও দুর্নীতির অভিযোগ। সরকারের অভ্যন্তরে এসব নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা–ভাবমূর্তি রক্ষায় শিগগিরই মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের রদবদল আসতে পারে। সরকার ও বিএনপির একাধিক সূত্র বলছে, কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর কর্মকাণ্ড এবং প্রকাশ্য বক্তব্য নিয়ে খোদ সরকারপ্রধান অসন্তুষ্ট। বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও বিতর্কিত আচরণের তথ্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জমা দিয়েছে। এসব বিষয় বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকজন মন্ত্রীর বক্তব্য সরকারকে সবচেয়ে বেশি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে মানুষের ক্ষোভ যখন তুঙ্গে, তখন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। তিনি দাবি করেন, গ্রামে প্রকৃতপক্ষে লোডশেডিং নেই; দীর্ঘ লাইনের ত্রুটির কারণে সাময়িক বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। তীব্র গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন মানুষের কাছে এই বক্তব্য বাস্তবতাবিবর্জিত ও উপহাসমূলক বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম পরিবহন খাতে চাঁদাবাজিকে 'সার্ভিস চার্জ' হিসেবে ব্যাখ্যা করে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। দীর্ঘদিন ধরে পরিবহন খাতে সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজির শিকার সাধারণ মানুষ মন্ত্রীর এমন বক্তব্যে

(বাকি অংশ ৬২ পাতায়)

আপনি কি বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের কথা ভাবছেন?
SELL
BUY
RENT
WITH MOST TRUSTED REALTOR
নিউইয়র্কের নির্ভরযোগ্য রিয়েলেটর
EXIT
EXIT REALTY PRIME
সহিদুল হক
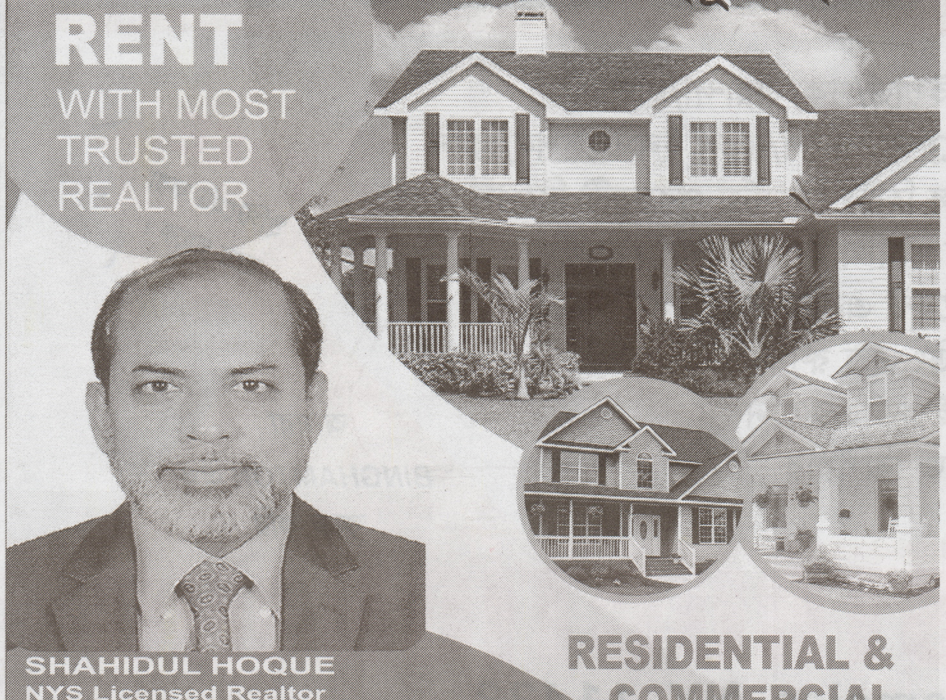
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
SHAHIDUL HOQUE
NYS Licensed Realtor
Cell : 929-710-2488
bestrealestateltdbd@gmail.com
Text SHoque to 85377 for digital dusiness sard
Phone: 718-262-0205 | Fax: 718-262-0254 | www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY-11432

আমরাই ওমরার সবচেয়ে ভাল প্যাকেজ করে থাকি
শুধুমাত্র ফ্যামিলি প্যাকেজ

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
- বিমানের টিকেট
- ওমরা ভিসা
- এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ
- হোটেল ড্রপঅফ
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনায় ট্যুর
- ৪ ষ্টার হোটেলে ব্রেকফাস্ট ৩-৫ মিনিট হাটার রাস্তা
- ৫ ষ্টার হোটেলে ব্রেকফাস্ট

সমস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা প্রাইভেট গাড়ীতে
মোয়াল্লেম বাংলাদেশী

বিশ্বের যে কোন দেশে ভ্রমনের জন্য আমরাই সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি

ওমরার প্যাকেজের জন্য আজই কল করুন।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
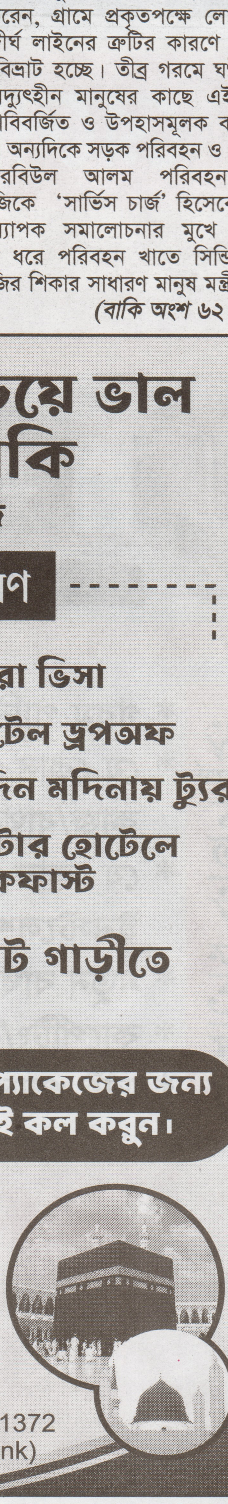
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

TC-04.15.2026/8
TC_0415/52

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

সমঝোতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আচরণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো রাজনৈতিক আস্থার সংকট। সরকার, বিরোধী দল, প্রশাসন, নির্বাচন ব্যবস্থা–প্রায় সবকিছু নিয়েই সমাজে বিভক্তি তৈরি হয়েছে। একটি অংশ মনে করে রাষ্ট্র স্থিতিশীল আছে। অন্য অংশ মনে করে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংকুচিত হয়েছে। এই বিভক্তি দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন তিনটি বড় প্রবণতা একসঙ্গে কাজ করছে। প্রথমত, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। গত এক দশকে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা, নির্বাচন ও নীতিনির্ধারণে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। এতে সিদ্ধান্ত দ্রুত হয়, বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হয়। কিন্তু সমালোচকরা বলেন, এতে রাজনৈতিক ভারসাম্য কমে গেছে এবং বিরোধী রাজনীতির জায়গা সংকুচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতি এখন রাজনীতির কেন্দ্রীয় শক্তি। আগে রাজনীতির মূল প্রশ্ন ছিল আদর্শ বা আন্দোলন। এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে দ্রব্যমূল্য, চাকরি, ডলার সংকট, ব্যাংকিং খাত, বিনিয়োগ এবং মধ্যবিত্তের চাপ। যদি অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকে, তাহলে রাজনৈতিক চাপ অনেক সময় নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক অস্থিরতা বাড়লে রাজনৈতিক অসন্তোষ দ্রুত বাড়তে পারে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক চাপ ও ভূরাজনীতি। বাংলাদেশ এখন চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর কৌশলগত আগ্রহের কেন্দ্রে। নির্বাচন, মানবাধিকার, শ্রম-নীতি, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল–এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক অবস্থান ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে চাপ বাড়াতে পারে। আবার ভারত স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। চীন অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামনে মোটামুটি তিনটি সম্ভাব্য পথ দেখা যায়। প্রথম পথ হলো নিয়ন্ত্রিত স্থিতিশীলতা। অর্থাৎ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে, বড় উন্নয়ন প্রকল্প চলবে, অর্থনীতি মোটামুটি সচল থাকবে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সীমিত থাকবে। স্বল্পমেয়াদে এটি স্থিতিশীলতা দিতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কমে গেলে অসন্তোষ জমতে পারে।

দ্বিতীয় পথ হলো ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সংস্কার। এখানে তুলনামূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, রাজনৈতিক সংলাপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য ফিরে আসতে পারে। এটি সবচেয়ে স্থিতিশীল পথ হতে পারে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস এত গভীর যে এই পথ সহজ নয়।

তৃতীয় পথ হলো অর্থনৈতিক চাপ ও রাজনৈতিক সংঘাত একসঙ্গে বেড়ে যাওয়া। যদি মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, ব্যাংকিং দুর্বলতা বা বেকারত্ব বাড়ে এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক দমন-পীড়নের অভিযোগ বাড়ে, তাহলে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। ইতিহাস বলছে, অর্থনৈতিক চাপ রাজনৈতিক সংকটকে দ্রুত তীব্র করে।

তবে বাংলাদেশের একটি বড় শক্তিও আছে। সেটি হলো সমাজ ও অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা। বহু সংকটের মধ্যেও দেশের কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, রেমিট্যান্স, পোশাকশিল্প এবং তরুণ জনগোষ্ঠী অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। এ ছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়নও বাস্তব পরিবর্তন এনেছে। ফলে বাংলাদেশ পুরোপুরি ভঙ্গুর রাষ্ট্রের অবস্থায় নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তরুণ প্রজন্ম। নতুন ভোটারদের বড় অংশ আগের মতো কেবল দলীয় আবেগ দিয়ে রাজনীতি বিচার করছে না। তারা চাকরি, আয়, শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং জীবনমানকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ভবিষ্যতের রাজনীতিতে এই বাস্তববাদী মনোভাব বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকারও নয়, আবার নিশ্চিন্তও নয়। দেশ এখন এমন এক পর্যায়ে আছে, যেখানে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বেড়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক আস্থার ঘাটতিও বেড়েছে। আগামী কয়েক বছর নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ আরও অংশগ্রহণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রে রূপ নেবে, নাকি আরও নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক কাঠামোর দিকে যাবে।

AllGuard Insurance Brokerage Inc
আমরা সকল ধরনের ইন্স্যুরেন্স সেবা দিয়ে থাকি
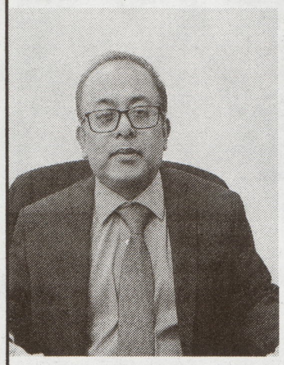
আমাদের Insurance সেবাসমূহ:
- Home Insurance
- Business Insurance
- Taxi / TLC Insurance
- Workers' Compensation
- Disability Insurance
- Construction Insurance

Munir Ahmed, EA
Insurance Broker
(718)925-5997
allguardinsbrokerage@gmail.com
১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা BD Tax & Accounting LLC-এর অধীনে বিশ্বস্ততার সাথে ট্যাক্স সেবা প্রদান করে আসছি।
Tel: (718)925-5997
https://www.allguard brokerage.com/
37-22 73rd St, S#2E
Jackson Heights, NY 11372
TC-05.06.2026/26

'স্কাইল্যান্ড' জ্যাকসন হাইটসে স্বাগতম
SKYLAND TRAVEL Inc.
Your Trust . Our Care
ATAAB APPROVED
IATA
ACCREDITED TRAVEL AGENT
DOMESTIC * INTL * Worldwide * All Airlines
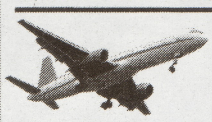

সুলভে এয়ার টিকেট, কনফার্ম সিট
হজ্ব প্যাকেজ এবং ওমরাহ ভিসা
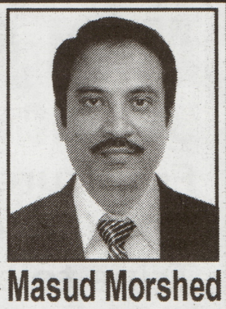
Masud Morshed
Nahida Morshed
• ট্যাক্স (All States) - দ্রুত ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল
২২ বছরের কর্মঅভিজ্ঞতা
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
H&R BLOCK
• নোটারী পাবলিক
NOTARY PUBLIC
• নো ভিসা (NVR), নবায়ন, দ্বৈত নাগরিকত্ব
• মানি ট্রান্সফার
PLACID EXPRESS Worldwide Money Transmitter
spotCash!
• রিয়েল এস্টেট ক্রয় - বিক্রয় - ভাড়া MLS
• বিজনেস ফরমেশন
• Corporation, LLC
• S Corporation, DTF
• ইমিগ্রেশন
সপ্তাহে ৭ দিন খোলা
Bangladesh Plaza, 37-15 73rd Street Suite # L1, Jackson Heights NY 11372
Tel: 718-779-0011, Email: SKYLANDNY@GMAIL.COM
Fax:718-779-0012, web: www.skylandny.com

SNS
এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2025 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন : এম এ কাইয়ুম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন : ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

IATA arc KTI
Approved Travel Agent
Karnafully Travel
37-16 73rd St, Suite 201FR Jackson heights NY 11372
718-205-6050, 718-205-6055, 917-691-7721 (Cell)
একমাত্র আমরাই সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ওমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট
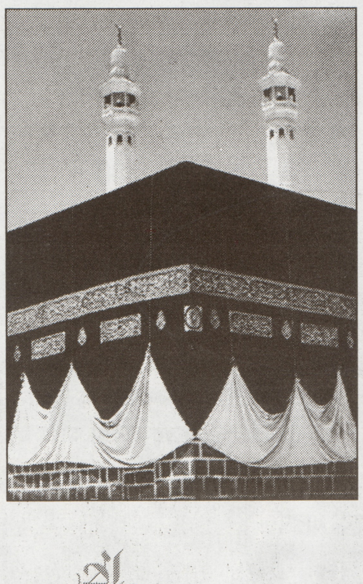
ওমরাহ ভিসা ও হজ্ব প্যাকেজসহ আমাদের আছে নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা

যে কোন এয়ারলাইন্সের টিকেট আমাদের নিজস্ব অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।
Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS SINGAPORE AIRLINES TURKISH AIRLINES
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARD
SAUDIA ETIHAD CATHAY PACIFIC
VISA MasterCard DISCOVER AMERICAN EXPRESS
TC-02.18.2026

ভারতের অচল মাল

(৫৮ এর পাতার পর)

করলেও অবস্থার পরিবর্তন তেমন একটা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৬৮৯ কোটি টাকার কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় বেড়ে হয় ৯২০ কোটি টাকা। বর্ধিত ব্যয় ভারতীয় রেল তার নিজস্ব অর্থে ব্যয় করে। এ পথে পণ্যবাহী ভারতীয় ট্রেনই প্রধানত নিয়মিত বাংলাদেশে আসে। ১০০ কোটি ডলার ঋণের পুরো অর্থ এখনো ছাড় করাই হয়নি। ভারতীয় ঋণে নেওয়া প্রকল্পগুলোর কাজ এখনো শেষ হয়নি অর্থছাড় না হওয়ার কারণে। দ্বিতীয় লাইন অব ক্রেডিটে ভারত বাংলাদেশকে ২০০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। এ অর্থে বাংলাদেশ ১৫টি প্রকল্প নেয়। ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে এখন পর্যন্ত ছয়টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর ৯টি প্রকল্প অবাস্তবায়িতই রয়েছে। ভারতীয় ঋণে ২৯০টি দোতলা বাস, ৮৮টি একতলা এসি বাস, ৫৯টি আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহ করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয় প্রায় ৪১০ কোটি টাকা। ভারতীয় বাস উন্নত মানসম্পন্ন নয় বলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় আপত্তি জানিয়েছিল। তখনকার সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশে তাদের আপত্তি ধোপে টেকেনি। ভারতীয় দোতলা ২৯০টি বাসের মধ্যে ২৬০টিই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ৮৮টি একতলা এসি এবং ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস আমদানির ছয় মাস পর থেকে দেড় বছরের মধ্যে অচল হয়ে পড়ে। এসব দোতলা একতলা বাস পুরোপুরি রাস্তায় নামানো সম্ভব হয়নি কোনো সময়ই। এগুলো মেরামত, যন্ত্রপাতি আমদানি ও সংস্কার বাবদ এ পর্যন্ত ২৭৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তার পরও ২২০টি বাস অকেজো অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়েছে। এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়। এর ফলে সব মালামাল চুরি হয়।

মন্ত্রীদের বেফাঁস মন্তব্যে

(৬০ এর পাতার পর)

হতাশা প্রকাশ করে। ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগের মধ্যেও তিনি দাবি করেছিলেন, কোথাও বাড়তি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না; বরং কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়েও কম নেওয়া হচ্ছে। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এই বক্তব্যের বিস্তর ফারাক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের একটি বক্তব্য নিয়েও ব্যাপক হাস্যরস তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তার 'নকল আর হবে না' মন্তব্যকে অনেকেই পুরোনো ধাঁচের রাজনৈতিক ভাষণ হিসেবে দেখেছেন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নকলের সুযোগ আগের তুলনায় অনেক কম হলেও মন্ত্রীর এই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ট্রলের খোরাক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এসব মন্তব্য শুধু ব্যক্তিগত বিতর্ক নয়; বরং পুরো সরকারের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কারণ জনগণ পরিবর্তনের প্রত্যাশায় নতুন সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে।

MODERN Construction USA CORP
Follow Us on:
Free Estimates
Licensed & Insured
219 E 42nd St, Brooklyn, NY
modernconstructionusacorp.com
CONSTRUCTION PLUMBING ELECTRIC
No One Beats Our Price Guaranteed
Top quality construction, plumbing, & electrical services at prices you can trust.

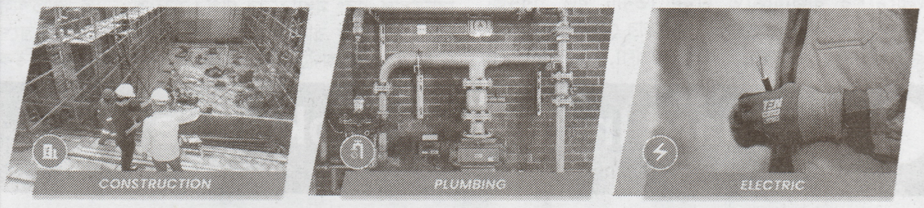

CALL US FOR FREE ESTIMATE!
+1 (929) 814-1002
+1 (718) 973-0573
Scan for mail us

MODERN Construction USA CORP
All Kind Of Specialized Plumbing & Electrical Services

• Roofing • Plastering • Paper Hanging • Painting
• Shingles Roof • Power Wash • Design • Tiles Work
• Rubber Roof • Siding/Gutters • Porch/Stoops • Skylight
• Brick/Block • Deck/Framing • Bathroom • Violation Removal
• Pointing • Door & Windows • Basement • Stucco & Thorocoat
• Sidewalk • Extensions • Carpentry • Repair Brown Stone
• Sidewalk Permit • Taping • Sheetrock • Paving Stones
• Steam Cleaning • Kitchen Remodeling • Lanscape • House Cleaning
• Waterproofing • Gardening • All Kind of Cement Work

ছোট কাজ হোক বা বড় প্রকল্প– আমাদের টিম প্রস্তুত সবসময়! ওয়্যারিং, রুফিং, পেইন্টিং, সাইডওয়াক, রিমডেলিং– প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন।
Free Estimates
Licensed & Insured
Experienced Team
Timely Service
Customer Satisfaction

খন্দকার আবু হাসান কায়সার- (929)814-1002/718-973-0573

CALL US FOR FREE ESTIMATE!
+1 (929) 814-1002
+1 (718) 973-0573
Scan for mail us
Modern Construction USA Corp
আপনার ঘর, আমাদের গর্ব।

SABRE MOVING
MAN & VAN
SERVICES:
Furniture, Fridge
Appliances, Luggage
Trips to airport for big families
with lots of luggage and bags
BEST SERVICE

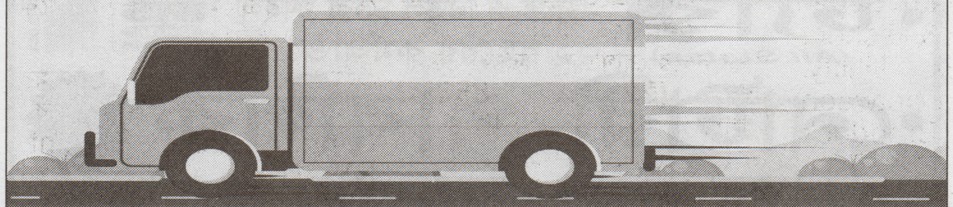

CALL US NOW: 212-251-1099

TC-05.06.2026/10

EMPOWERING DEVELOPMENT PROJECT INC.
Your Time Our Concern
SINCE 2013 EDP

নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এম্পাওয়ারিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইডিপি) পরিচালিত কম্পিউটার ক্লাস নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির মানুষের পাশে কাজ করে যাচ্ছে Empowering Development Project, Inc. (EDP)| EDP নাম মাত্র সার্ভিস চার্জে কমিউনিটির নারী-পুরুষ, নতুন অভিবাসী, চাকরি প্রার্থী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করেছে মাসব্যাপী Basic Computer & Information Technology Training| যারা আগে কখনো কম্পিউটার শেখেননি, তারাও ধাপে ধাপে সহজভাবে এই কোর্সের মাধ্যমে কম্পিউটার ও ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

কোর্সে যা শেখানো হবে
EDP-এর অভিজ্ঞ ও আন্তরিক Instructor আপনাকে সহজ ভাষায়, ধৈর্য সহকারে এবং বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে শেখাবেন–

- কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা
- Basic Computer Operating Szstem
- ফাইল ব্যবস্থাপনা ও মৌলিক সমস্যার সমাধান
- Microsoft Word, Excel I PowerPoint
- Outlook / Email তৈরি ও ব্যবহার
- Resume তৈরি
- Online Job Application
- Internet Browsing
- Google Drive ও Online Document Management
- Zoom / Online Meeting ব্যবহার
- Hardware সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় Digital Skills
- AI সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও ব্যবহার
- Graphic Design ও Online Advertisement সম্পর্কে ধারণা

ক্লাসের সময়সূচি
প্রতি শনিবার ও রবিবার
সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত
কোর্স ফি: $100
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস

প্রত্যেকের প্র্যাক্টিস করার জন্য আলাদা আলাদা কম্পিউটারের ব্যবস্থা আছে।

www.edpngo.org
edpngoinc@gmail.com
(347) 621-7393, (929) 409-8042
61 Church Avenue, Brooklyn, New York 11218

TC-06.05-2024-Cont

Kazi Sohidul Islam
NOTARY SERVICE
Samia Travels &
One Stop Service
*Air Ticket *Visa *Money Transfer
*Immigration * Tax Filing
Air Tickets International & Domestic
718-255-6151 929-507-7764
VISA PROCESSING IMMIGRATION
MONEY TRANSFER PASSPORT

elite Printing
elite Printing

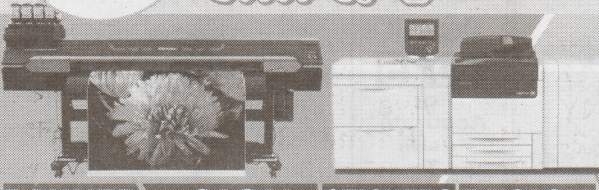

BANNER SIGN STICKERS DESIGN
VIDEO & PHOTOGRAPHY
PASSPORT PHOTO
FLYER LABEL
Rashed Uddin (Hira)
BUSINESS CARD T-SHIRT
POSTER MUG PRINT A-SIGN
Office: (929) 485-5581 I Hira: (929) 636-4741
73-19 37TH RD, Diversity Plaza, JACKSON HEIGHTS, Queens, New York - 11372
E-mail: eliteprint2024@gmail.com I www.eliteprintusa.com

TC-01.04.2023

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম ৯০-১৮, ১৮০ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, ভাড়া ৩২০০ ডলার। ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ১৪৬-০৯, সাউথ রোড, জ্যামাইকা, ভাড়া ৩২০০ ডলার। ২ বেডরুম বেসমেন্ট ২২২৬ নিউবোল্ড এভিনিউ, ব্রঙ্কস, ক্যাসেল হিলস সাবওয়ে, ভাড়া ১৮০০ ডলার। ১ বেডরুম, বেসমেনট কুইন্স ভিরেজ ভাড়া ১৬০০ ডলার। ২ বেডরুম ফার্নিশড ৩৯ সানসেট রোড, অ্যালবাটসন, লং আইল্যান্ড, এক্সিট ৩৬, ৩৫০০ ডলার বিল বাদে। বাড়ি ভাড়া দেয়া নেয়ার আজই কল করুনঃ **We accept City-PHEPS & Section-8.Please call to rent :347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or email: kamruzbaccu1@gmail.com.** আইল্যান্ড এডভানটেজ রিয়েলটি। Tc-062823/Cont

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকার প্রাণকেন্দ্রে দুইটি ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাড়া হবে। হাঁটা দুরত্বে E, J, Z, LIRR ট্রেন এবং বাড়ির সামনে Q-60 বাস। তিন বেডরুম, প্রশস্ত লিভিংরুম, কিচেন, আধুনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস, প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে দুইটি ফুল বাথ এবং একটি হাফ বাথ, গাড়ি রাখার গ্যারেজ, মসজিদ এক ব্লকের মধ্যে। ইউটিলিটি আলাদা। ক্রেডিট চেক বাধ্যতামূলক। যোগাযোগ: **516-784-9706, 929-365-9225, 646-348-4472. Tc-0114/cont.**

বাসা ভাড়াঃ বাসা ভাড়া দেয়া হবে ২য় তলা ৩টি বেডরুম, ১টি লিভিং রুম, ১টি স্টুডিও রুম, ১টি কিচেন, বাথরুম। এফ ট্রেন লাস্ট স্টপ হিলসাইড এর কাছে। আগামী মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জসীম **917-854-9143.**

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ৪ বেডরুম, ২য় তলা, ১টি পূর্ণাঙ্গ ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ: **917-686-2870. Tc-0318/Cont.**

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ সাউথ রিচমন্ড হিলে ১০১ এভিনিউ, ১২৭ স্ট্রীটে হরি মন্দিরের ২য় তলায় ২ রুম বিশিষ্ট (কিচেন ও বাথরুম সহ) রিনোভেটেড সম্পুর্ণ সতন্ত্র একটি ফ্লোরে হিন্দু ফ্যমিলির নিকট সুলভ মূল্যে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **646-505-7968; 718-865-7778; 646-305-0148. Tc-0513/2**

বাসা ভাড়া : জ্যামাইকার 111-08 Farmers Blvd এ একটি প্রাইভেট হাইজের ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, এক বাথরুমের বাসা (উইন্ডো এসি আছে) ভাড়া হবে। বাস Q83,Q3 **যোগাযোগ : 917-922-4445, 347-4999450.** Tc-0429/5

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ১ বেডরুম বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১ জুন থেকে। 90-37 180th St, Jamaica NY 11432। ফোন: **646-322-1768**। টিসি-০৪২৯/২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ Semibasement with three window 1 bed room, 1 living, kitchen and bathroom rent from May 1st. Francis Lewis Blvd. Between Hillside and Jamaica Ave. **646-419-6636. Tc-0429/Cont**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ২১০ স্ট্রিট ৮৯ এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজ। ১লা জুন হতে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **347-285-0333.** টিসি-০৫১৩/২.

ঠিকানার ক্লাসিফাইড বিভাগের সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নির্ভুল বিজ্ঞাপন প্রকাশের লক্ষ্যে বিজ্ঞাপনদাতাদের টেলিফোন নম্বর এবং বিষয় স্পষ্ট অক্ষরে লেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। ঠিকানা প্রতি বুধবার প্রকাশিত হয়। এই জন্য সপ্তাহে সাতদিন বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স অথবা ই-মেইলে পাঠাতে পারেন।
প্রতি সপ্তাহের জন্য সবশেষ মঙ্গলবার বিকেল ৫টোর মধ্যে ফ্যাক্স, ই-মেইল বা সশরীরে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
ঠিকানার ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি সংখ্যা ২০ শব্দের মধ্যে মাত্র ১৫ ডলার।

যোগাযোগ : 74-09 37Ave, Suite 403, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-472-0700, 718-472-2428, 718-729-6000, 929-309-9761 (Mobile)
Fax: 1-866-805-8806, wthikana@aol.com । বিদ্র. : ফ্যাক্স অথবা ই-মেইলে সপ্তাহব্যাপী (২৪/৭দিন) বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ Semibasement with three window 1 bed room, 1 living, kitchen and bathroom rent from May 1st. Francis Lewis Blvd. Between Hillside and Jamaica Ave. **646-419-6636. Tc-0506/Cont.**

বাড়ি ভাড়াঃ 150-26 115 Dr, কুইন্স (সাটফিন ৬ বাস, এফ ব্লক) - সম্পূর্ণ নতুনভাবে রেনোভেশন করা। ২য় তলায় রয়েছে ২টি সুন্দর বেডরুম। অ্যাটিকে রয়েছে ২টি বেডরুম, ২টি লিভিং রুম এবং ২টি বাথরুম। বেসমেন্টে রয়েছে আরও ২টি বেডরুম। যোগাযোগ করুন: **914-468-3665, 347-484-3337. Tc-0506/3**

Apartment for rent: 2Bed room apartment rent in Jamaica near supthin blvd and 95th Av it's private house 2nd floor. **Please call 347-323-5189. Tc-0513/2**

বাসা ভাড়াঃ 200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412., দ্বিতীয় তলা ০৩ বেড , ০২ বাথ ও লিভিং ডাইনিং সহ ভাড়া হবে । ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । সম্পূন নতুন এবং খালি। যোগাযোগ ঃ **646-575-7053** ও **646-318-9864** পার্কিং পাওয়া যায়। আলাদা এন্ট্রান্স, অতিনিকটে Q-2 বাস, সুপার মার্কেট, ফারমেসী, রেষ্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও সোলার আছে । টিসি-০৫১৩/৪

বাসা ভাড়াঃ আগামী ১লা জুলাই থেকে রিচমন্ডহিল ১১১ জ্যামাইকা এভিনিউ সাবওয়ের এক ব্লকের ভিতর দুই রুম, কিচেন বাথরুমসহ (সংলগ্ন সুন্দর ব্যাক ইয়ার্ড) হিন্দু ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **347-472-9747, 347-653-8317.** টিসি-০৫১৩/২

বাসা ভাড়াঃ ভাড়া দেওয়া হবে, 82 Elzey Ave, Elmont, NY 11003. দ্বিতীয় তলা একটি গাড়ি পার্কিং সহ - নতুন এবং পরিচ্ছন্ন, ২ বেডরুম, লিভিং রুম, ১ বাথরুম, এবং কিচেন। খোলামেলা পরিবেশ। Q6 বাস স্টপ থেকে ৫ মিনিটের হাঁটা পথ। ইউবিএস অ্যারেনাতে LIRR ষ্টেশন ২ মিনিটের গাড়ি পথ। বাসে F বা E ট্রেন ষ্টেশন যেতে ২০ মিনিট। পেশাজীবী মহিলা এবং ছাত্রীরা বিশেষ ছাড় পাবেন। কোনো এজেন্ট ফি নেই। ফোন করুন **347-244-2526** নম্বরে। MD Kawsar Ali, 82 Elzey Ave, Elmont, NY 11003. **Phone: 347 244 2526. Tc-0513/3**

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকায় পারসন্স বুলেভার্ড সাবওয়ে সন্নিকটে ২ বেডরুম, লিভং, ডাইনিং, বাথরুম ও কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **718-487-3247, 929-589-7428.** টিসি-০৫১৩/২

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকা, হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর নিকট ব্রিক হাউজের ২য় তরা এপার্টমেন্ট -২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **929-309-8596.** টিসি-০৫১৩/২

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন এবং বাথ রুম ভাড়া হবে। ১১১ স্ট্রীট এবং ১০১ এভিনিউ। **Call 347-495-3737. Tc-0513/2**

House for rent: SECOND FLOOR + ATTIC FOR RENT IN JAMAICA 2 rooms, bathroom and kitchen in the second floor + attic and bathroom available for rent Jamaica. 2 closets on the second floor and 1 big closet in the attic. Q83 + Q3 bus within 2 minute walking distance. School, mosque, laundromat, gas station and 2 supermarkets . Street car parking is also regularly available. **Call Number: 917-600-9088. Tc-0513/2**

Semibasement for rent: 1 bed room & bath. Separate living room & kitchen, Rent inlcudes Utility. Queens Village between Lyman St. & Braddock Ave. Walk to Q-1 Bus. Drive- Grand Central Pkwy, Cross Island Pkwy. Masjid Close by. Cell: **929-206-9944, 347-972-7323. Tc-0513/2**

Studio for rent: Looking for rent in Elmhurst, 1 bed room or Studio for 2 Months- June/ July (Furnished/ Noth Furnished) Near Elmhurst Hospital/Ok. **609-450-4515. Tc-0513/2**

বাসা ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটসের ই, এফ, আর, এম, ৭ ট্রেনের সন্নিকটে ৭২ স্ট্রীটে এবং ৪১ এভিনিউতে ওয়াকিং বেসমেন্ট (লিগ্যাল) এখন থেকে ৩ বেডরুমের এবং ২ বাথরুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগযোগঃ **516-582-1009, 718-639-5844.**

বাসা ভাড়ঃ জ্যামাইকাতে ১০৯-২৯ ১৫৫ স্ট্রিট সাটফিন বুলেভার্ড সাবওয়ে (ই, জেড, এয়ারট্রেন) সন্নিকটে। ৩ বেডরুম, বড় লিভিং, কিচেন ও ১ বাথররুম (প্রথম তলা) ও (২য় তলা) বাসা ভাড়া দেয়া হবে। হবে। যোগাযোগ: **718-300-8400.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ১লা জুন থেকে ২১২ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউ এর কাছে ১ বেডরুম, ১ বাথ, কিচেন, ডাইনিং-স্বামী-স্ত্রী এর কাছে ভাড়া হবে। বাসঃ কিউ-১, কিউ-৩৬, কিউ-৪৩, কিউ-৮২। ফোনঃ **646-750-3204.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ১৬৬ স্ট্রীট, ১২০ এভিনিউ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৪। ওয়ান বেডরুম, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **347-279-4228.**

স্টুডিও ভাড়াঃ 1 Bedroom, kitchen, bathroom. লোকেশন: 200th St & Hollis Ave, কুইন্স, নিউইয়র্ক (তৃতীয় তলা প্রাইভেট ইউনিট) স্টুডিও ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী- অথবা ছোট-পরিবার প্রযোজ্য। যোগাযোগ: শ্রী গৌরাঙ্গ **:347-605-9582, 347-605-9582**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ স্টুডিও বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১৬৮ স্ট্রিটে। সাবওয়ে এবং মসজিদ এর পাশে। টেক্সট: **347-339-9274.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ বেসমেন্ট ভাড়া। নতুন তিন রুম। হিলসাইড হোম লন্ড। ফোন **929 413 7427 (10Am-8pm)**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ বেসমেন্টে তিন বেড, ডাইনিং, কিচেন, বাথসহ কর্মজীবী বা স্টুডেন্টদেরকে ভাড়া দেয়া হবে। জ্যামাইকা, হলিস। যোগাযোগঃ **929803-6819, 929-413-7795.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ 107-142 street Jamaica এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে পরিবার দুই থেকে তিনজন।এক ব্লকের বাস,সাবওয়ে ১০ মিনিট। **347-631-0941/ 646-707-5201**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ 170th স্ট্রিট 89th এভিনিউ তে সেমী-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। টাউন হাউস F ট্রেন এর কাছে এবং হিলসিডি এভেন্যুয়ের সাথে। জুন অথবা জুলাই তে ভাড়া হবে। নিম্ন ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর : **(929)-369 -8533**. ঠিকানা : 170-08 89th Avenue, Jamaica, NY, 11432

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ৩ বেড, ১ বাথ, লিভিং, কিচেন এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩০ এভিনিউ, ৭২ স্ট্রীট, ইস্ট এলমহার্স্ট। যোগাযোগঃ **917-500-4199.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ৮৮-২৫, ১৭২ স্ট্রীট, ৩ বেডরুম, বাথ এবং কিচেন, জ্যামাইকা হিলসাইড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, সাবওয়ে, স্কুল ও বাস চলাচলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ **917-592-6255.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ আগামী ১লা জুন থেকে 111 Ave এবং Sutphin blvd সংলগ্ন সাউথ জ্যামাইকায় একটি নুতন বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। Q6, Q60 , Manhattan Express Bus, বাসার কাছেই। Jamaica Center LIR, E Train স্বল্প দূরত্বে। যোগাযোগ **347 459 7661** (সন্ধ্যা ৬টার পর)।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ আগামী ১লা জুন থেকে 111 Ave এবং Sutphin Blvd সংলগ্ন সাউথ জ্যামাইকায় একটি নুতন বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। Q6, Q60 , Manhattan Express Bus, বাসার কাছেই। Jamaica Center LIR, E Train স্বল্প দূরত্বে। **যোগাযোগ 347 459 7661 (সন্ধ্যা ৬টার পর)**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেস্টার স্কয়ার সাবওয়ে স্টেশনের অতি সন্নিকটে বেসমেন্টের কয়েকটি রুম ব্যাচেলাদের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। **347-207-4685, 612-441-7646, 914-303-1139.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ওজনপার্ক এলাকায় ৯১ স্ট্রীটে আগামী জুন/ জুলাই ২০২৬ হতে আলাদা, বাথরুম, কিচেন, লিভিং রুমসহ ১ (এক) বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস অতি নিকটে। যোগাযোগঃ **917-755-8045.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজে ২১৪ স্ট্রিট ৮৯ এভিনিউতে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। কিউ-৩৬, কিউ-১, কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ **347-257-6874.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ১৪৪ স্ট্রীট এবং ৮৯ এভিনিউ -এ ই, এফ, জে, এলআইআরআর এর সন্নিকটে দুজনের জন্য বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মেসেজ রাখুনঃ **917-670-1476.** টিসি-০৫২০/২

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ১৬৪ স্ট্রিটে ছোট ফ্যামিলির জন্য বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাস, সাবওয়ে কাছে (ই, জে, জেড)। যোগাযোগঃ **929-525-9663.** টিসি-০৫২০/২

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সংলগ্ন ১০৬-৬১, ইউনিয়ন হল, ১লা জুন থেকে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। ই, জে (জ্যামাইকা সেন্টার) ট্রেন এবং বাস নং ১১১, ১১২, ১১৫ (গাই-আর-বিয়ার বুলেভার্ড)। যোগাযোগঃ **347-656-5567**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকাতে লিবার্টি এবং ইনউড স্ট্রীট এর কর্নারে ১ বেডরুম এর একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। বাস স্টপ, সাবওয়ে পাশেই। যোগাযোগঃ **646-392-6580. Tc-0520/2**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জুন মাসের ১ তারিখ থেকে জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড ইয়র্ক কলেজ সংলগ্ন ১০৮ এভিনিউ ১৫৪ স্ট্রীট এ দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসা থেকে ১ মিনিট দূরত্ব কিউ-৬ বাস এবং বাস থেকে দুই মিনিট পরে এফ এবং ই ট্রেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ছোট পরিবার এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ফোনঃ **347-659-5572, 347-476-6527.** ফোন করার টাইম বিকেল ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত।

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। Clinton Street, Elmont, NY 11003. বাস থেকে তিন মিনিটের হাঁটার পথ। বাস স্টপ এন-৬ ধরে জ্যামাইকা সাবওয়ে। যোগাযোগঃ **929-288-3835.** টিসি-০৫২০/২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। পারসন্স বুলেভার্ড এফ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে, হিলসাইড, জ্যামাইকা। টেলিঃ **347-222-7622.** টিসি-০৫২০/২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ বেলরোজ, কুইন্স ২৪৮ স্ট্রিট নিরিবিলি পরিবেশে ১ বেড, লিভিং, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **347-545-7794. Tc-0520/2**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ ১০৮ এভিনিউ, ১৫৭ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, মসজিদ স্কুল ও বাসের কাছে ১ জুন থেকে ভাড়া হবে। দুটি বড় রুম, কিচেন, বাথরুম, ওয়াকইন, জানালা আছে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগঃ **917-226-0888, 929-498-3939.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ Jamaica হলিস এ জুন মাস থেকে দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে । যোগাযোগ: **646-239-4782**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজ ৯২৫৪-২১৮ স্ট্রিট নিউইয়র্ক-১১৪২৮ সেমিবেসমেন্টের আলাদা একরুম ভাড়া হবে। মসজিদ সংলগ্ন পহেলা জুন থেকে। আগে উঠতে চাইলে ফোনে যোগাযোগ করুন। বাসঃ কিউ-৩৬, কিউ-২৭, কিউ-৮৮, কিউ-৪৩, কিউ-১। যোগাযোগঃ **646-897-0473.** টিসি-০৫২০/২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ১৬৫ স্ট্রীট ১০৪ এভিনিউ ১ বেডরুমের ফার্নিশড বাসা জনু মাস থেকে স্বামী-স্ত্রীর এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ফোনঃ **347-484-5283.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা হলিসে 201st Street এ প্রশস্ত ২ বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে, আলাদা প্রবেশ পথসহ, Masjid Ar-Rayyan, সুপারমার্কেট ও Hillside Ave এর খুব কাছাকাছি। যোগাযোগ: **347-364-4944**

বাসা ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকার Merrick Blvd সংলগ্ন মসজিদ, স্কুল, বিশাল পার্ক এবং Bus stops এর কাছে একটি সেমি বেসমেন্ট অতিসত্বর ভাড়া হবে। **Call: 347-812-5563, 718-450-0364.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটস ৭৬ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন হতে ৪ মিনিটের পথ, সম্পূর্ণ রিনোভেটেড তিন বেডরুম, ১ বাথ, রেডি টু মে ২০২৬। চাকরিজীবীদের অগ্রাধিকার। তিন অথবা চার হলে ভাল। যোগাযোগঃ **347-832-5814.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ রিনোভেটেড walk-in basement, একটি বেডরুম, ক্লোজেট, লিভিং, ইট-ইন কিচেন, আলাদা প্রবেশপথ, ৩জানালা। Q83/ Q27 বাস ১ মিনিট দূরত্বে। 113 Springfield Blvd, Queens Village. **Contact-347-653-8607**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সেন্ট জন্স ইউনিভার্সিটির কাছে দুই বেড রুম- কিচেন বাথসহ ভাড়া হবে। **347-259-2954, 347-255-4846. Tc-0520/2**

Apartment for rent: Bronx–3 Bedroom/1 Bath Apartment Rent! 949 E 213th Street, Bronx, NY. • Quiet building • Close to transportation (Near 2 & 5 trains) • Safe, Convenient Neighborhood • Ideal for a small family or couple. Interested? Call today to schedule a viewing. **Fazil 917-887-3708**

Apartment for rent: Newly renovated very modern 2 bedroom apartment for rent starting 06/01/26. Apartment includes 2 bedrooms, living room, kitchen and bathroom with oversized balcony. This apartment is in the most desirable safest residential area of Jackson Heights, NY. It's on first floor in private house on 78th st and 32nd Ave. It's close to everything, bangali grocery, pharmacy, parks, laundromat, trains and buses, mosque and everything else. Total rent per month $2900 please call bimi at **917-327-4518** for showing.

Basement for rent: Rent For Basement 2 Bedroom Bathroom & Kitchen Hollis. Phone Number **1 (516)-477-0231**. Tc-0520/2

বাসা ভাড়া : একটি প্রাইভেট বাসার সেকেন্ড ফ্লোর -এ ২টি বড় রুম সাথে বড় বাথরুম ভাড়া দেয়া হবে। রান্নাঘর নেই। কিন্তু ইলেকট্রিক স্টভ আছে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। ১/২ জন মানুষের জন্য ভালো। সুন্দর পরিবেশে, সাবওয়ে বাস মসজিদ সব ২/৩ ব্লক এর মধ্যে। গ্রোসারি স্টোর হিলসাইড এভিনিউ এর উপর আছে। যোগাযোগ: **917-728-7877.**

বাসা ভাড়াঃ ১ বেডরুম বাসা ভাড়া দেয়া হবে। প্রাইভেট হাউজের ৩য় তলায় স্বামী-স্ত্রী/ ছোট ফ্যামিলির কাছে। বাসার ১ ব্লকের ভিতরে জে ট্রেন সাবওয়ে, ৫৬, ৫৩, ৫২ বাস ৯৪ স্ট্রীট, জ্যামাইকা এভিনিউ। যোগাযোগঃ **347-400-3361.**

বাসা ভাড়াঃ 139-16 Caney Lanc Rosedale. NY 11422. 4 beds, 2 baths= 4,000.00. Family or bachelor, Current Bill separate. Rina **347-288-1840, 646-673-7326.**

বাসা ভাড়াঃ ১লা জুন থেকে সম্পূর্ণ নতুন বাড়ির ২য় তলায় ২ বেড, ১ বাথরুম সম্বলিত বাড়িটি ভাড়া হবে। বাড়িটি মিডেল স্কুল ও ৭টি বাস রোড ও জ্যামাইকা সেন্টর সাবওয়ের খুব নিকটে অবস্থিত। ফোনঃ **347-553-9309, 347-553-9318.**

বাসা ভাড়াঃ 235 CT হিলসাইড কুইন্সভিলেজ ৩ বেডরুমের ১তলার বড় বাসা ভাড়া হবে। ছোট পরিবার অগ্রাধিকার পাবে। ফোন: **917 285 5750, 347 476 3841.**

বাসা ভাড়াঃ ২৪১- ৮৭ এভিনিউ বেলরোজ (জ্যামাইকা) দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, কিচেন, ১টি বড় বাথরুম এবং একটি বেলকনিসহ ভাড়া দেয়া হবে। কিউ-৪৩ বাস স্টপ থেকে ৬ মিনিট দূরত্ব। যোগাযোগঃ **718-909-7533.**

বাসা ভাড়াঃ ৫৮ স্ট্রীট কুইন্স বুলেভার্ড এ একটি ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। **Text: 917-442-1166.**

বাসা ভাড়াঃ ৯৩-১১, ১৭৬ স্ট্রীট, জ্যামাইকা এফ ট্রেন এর সাবওয়ের কাছে ১ম তলায় দুই বেডরুমের একটি বাসা আগামী জুন মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **929-499-5572.**

বাসা ভাড়াঃ 9535 116th Street, South Richmond Hill -এ ছোট ফ্যামিলির জন্য বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ফোন: **(917) 600 0814**

বাসা ভাড়াঃ উডসাইড ৬১ স্ট্রীট ৭ ট্রেন এর সংলগ্ন ৫৯ স্ট্রীট এ একটি প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ২টি বাথরুম অনেক বড় ড্রইং রুম বেলকনি, ডাইনিং অনেক বড় বাসা আগামী জুন মাসের ১৫ তারিখ হতে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুনঃ **646-920-4792, 646-920-6448.**

বাসা ভাড়াঃ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ইস্ট এলমহার্স্ট-এ তিন তলায় তিন বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **718-267-1177.**

বাসা ভাড়াঃ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ভদ্র রুমমেট প্রয়োজন। জুন মাস থেকে। ৭১ স্ট্রীট, ৩৫ এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটস। যোগাযোগঃ **646-238-3584.** সময়ঃ বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা।

বাসা ভাড়াঃ এপার্টমেন্ট, সেমিবেসমেন্ট ২ রুমের রিচমন্ডহিল এলাকয়, আটলান্টিক এভিনিউ সংলগ্ন, ১০৪ স্ট্রিটে। যোগাযোগঃ **631-545-2684.** টিসি-০৫২০/২

বাসা ভাড়াঃ কুইন্সের ব্রায়ার উড এলাকায় নতুনভাবে সংস্কারকৃত এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং বসার রুম সম্পূর্ণ আলাদা। যোগাযোগঃ **917-302-5244.**

বাসা ভাড়াঃ কুইন্সের ব্রায়ারউড এলাকায় নতুনভাবে সংস্কাকৃত এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। রান্নাঘর, খাবার এবং বসার রুম সম্পূর্ণ আলাদা। যোগাযোগঃ **917-302-5244.**

বাসা ভাড়াঃ কুইন্স এ ঘর ভাড়া হবে। কুইন্স এর Bellerose এ ২ বেডরুম ইউনিট, কিচেন, ১ বাথরুম এবং কুইন্স এর জ্যামাইকাতে ৩ বেডরুম ইউনিট (সিটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি), কিচেন, ২ বাথরুম সহ চলতি মাস হতে ভাড়া হবে। যোগাযোগ করুন : **347 264 9116, 3478669465.**

বাসা ভাড়াঃ সাউথ জ্যামাইকা ১৪৪ স্ট্রীট এর ১০৬ এভিনিউতে ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং (বেসমেন্ট) ১লা জুন হতে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **347-805-1257.** টিসি-০৫২০/২

বাসা ভাড়াঃ হলিসে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৯৬ স্ট্রিটে সেমিবেসমেন্টে সম্পূর্ন রিনোভেটেড ১ বেডরুম ১লা জুন থেকে স্বামী-স্ত্রীর নিকট ভাড়া হবে। বাস ও ট্রেন স্টেশন নিকটেই। যোগাযোগঃ **646-258-8449, 646-258-8583.** টিসি-০৫২০/২

বাসা ভাড়াঃ চার্চ ম্যাকডোনাল্ডের সাথে ডিটমার্স এভিনিউ ইস্ট ৩ স্ট্রীট এ এপার্টমেন্ট বাসায় ১টি রুম ১/২ জন লোকের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **646-733-7620. Tc-0520/2**

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকা ১৬৮ প্লেস ও লিবার্টি এভিনিউতে (মেরিক বুলেভার্ড সংলগ্ন) ২য় তলায় ৩ বেডরুমের বাসা এখনই ভাড়া দেয়া হবে। (বাসা খালি আছে)। বাস/ ট্রেন সাবওয়ে সন্নিকটে। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল। (হাউজ রিনোভেটেড)। ফোনঃ **347-393-1572, 347-335-1053.**

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকা সংলগ্ন ১৮৬ স্ট্রীট এর লিবার্টি এভিনিউর ২ বেডরুমের বড় এটিক ১লা জুন থেকে কর্মজীবী মা/মেয়ে অথবা স্টুডেন্টদের কাছে ভাড়া দেযা হবে। যদি সিঙ্গেল থাকে তবে আলাদা আলাদা রুম ভাড়া হবে। এক্ষেত্রে কিচেন এবং বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসা সংলগ্ন কিউ-৩ এবং কিউ-৮৩ বাস। যোগাযোগঃ **347-285-8042.**

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকায় ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। এবং বাড়ি বিক্রয়ঃ ৯ বেডরুম, ৫ বাথরুম ২ ফ্যামিলি বাড়ি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগঃ ফিরোজ মাহমুদ **718-690-1383. Tc--520/4**

বাসা ভাড়াঃ Richmond Hill-121st St, Hillside & Jamaica Ave কাছে ৩/৪ বেডরুম, ২ বাথরুম অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বারান্দা ও backyard সুবিধাসহ, সাবওয়ে ও মসজিদ ব্লকের মধ্যেই। **Available June 1. Contact: 917-403-2414, 929-404-6106.**

বাসা ভাড়াঃ জুন থেকে জ্যামাইকা ১৭৯ স্ট্রীট এবং ৮৮ এভিনিউ-তে ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ১ম তলা ভাড়া হবে। এফ ট্রেন ১৭৯ স্ট্রীট সাবওয়ে (লাস্ট স্টপ)। যোগাযোগঃ **646-643-6771.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে একটি ২ বেডরুম সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: চৌধুরী। ফোন : **917 345 977**। (দুপুর ১টা পরে কল দিবেন) ঠিকানা: ২১৯-০১ ১০৯ এভিনিউ, ১১৪২৯।

বাসা ভাড়াঃ Semi Basement 1 Bedroom apartment এর বাসা ভাড়া হবে From 1 June Near Hillside ave and 253rd street No Smoking inside the home. **Call 917-686-8419**

বাসা ভাড়াঃ নিউ হাইড পার্ক, হিলসাইড এভিনিউ এবং ২৬৭ স্ট্রীট এর কয়েক ব্লকের মধ্যে ২ বেডরুম, কিচেন, ডাইনিং, বাথরুমসহ ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস LIRR ইত্যাদি। যোগাযোগঃ **929-309-8596.** টিসি-০৫২০/২

বাসা ভাড়াঃ হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জন্স ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলা.৩ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। **347-259-2954, 347-255-4846. Tc-0520/2**

বাড়ি ভাড়াঃ (প্রাইভেট হাউস) ৩ বেডরুম (২ তলা), ১ এটিক (attic) রুম। হিলসাইড নিকটে, ২১৫ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগ: **917-288-0579, 929-602-2453**।

বাড়ি ভাড়াঃ সম্পূর্ণ নতুন ৩ বেড ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। Brooklyn L train last stop. Text/call for details **347-599-6194 (After 5pm). Tc-0520/2**

FOR RENT: FOR RENT from June 1st. 184th & 89th Ave Jamaica, Queens 2 Bedroom, 1 full bathroom, 1 kitchen, 1 living/dining room, Semi-basement, separate entrance Walking distance to 179th F train. **Phone: 917-361-5942** Please call or text for more information.

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকা Linden Blvd. and Sutphin Blvd. ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসা সম্পূর্ণ সংস্কার হয়েছে। ভাড়া ২২০০ ডলার। **347-876-5548**

এটিক ভাড়াঃ Queens Village (এটিক) নিরিবিলি পরিবেশ আলাদা একটি রুম বাথরুম, furniture, এসি, টিভি সহ একজন পুরুষের নিকট ভাড়া হবে, পার্কিং দেওয়া যাবে। **Cell (917) 443 3938. Tc-0520/2**

House for rent: Home for rent in Parkside Hills Queens. Looking for 2 Non smoking non alcoholic working people Please call **646 646 9508.**

House for rent: Rent For 1st Floor 3 Bedroom Bathroom & Kitchen Leaving Jamaica NY 11433. **Phone Number 1 (516)-477-0231.** Tc-0520/2

Semibasement for rent: Semibasement between Jamaica and Hillside Avenue. Bedroom and livingroom. Married couples only. For more information text: **646-683-9854 or 929-339-3975.**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ২০১-১৮, ১০০ এভিনিউ জ্যামাইকাতে ২ বেডরুম এবং এক বাথরুম, কিচেন এবং লিভিংসহ ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **929-372-5424, 929-398-8984.** টিসি-০৫২০/২

বেসমেন্ট ভাড়াঃ আগামী ১লা জুন হতে ১৭২-১১, ৯৩ এভিনিউ, জ্যামাইকা বেসমেন্টে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফ্যামিলি অগ্রাধিকার। যোগাযোগঃ **347-822-9051, 347-822-9052.** টিসি-০৫২০/২

বেসমেন্ট ভাড়াঃ পহেলা জুন থেকে জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্কের 110th St ও Union Hall St এর কাছে ২ বেডরুমের একটি বেসমেন্ট এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: $1600-$1700 (লোকসংখ্যা ও ইউটিলিটির উপর নির্ভরশীল)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য কল করুন: **929-366-8207, 631-933-8090**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ ২০১-১৮, ১০০ এভিনিউতে একটি স্টুডিও রুম সাথে বাথরুম, কিচেন এবং লিভিং রুমসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **929-372-5424, 929-398-8984.** টিসি-০৫২০/২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ Semi basement in bellrose near by the Sagor Chinese, premium Grocery, মসজিদ এবং বাস ও Subway by 10 minutes bus ride এর কাছে একটি বড় bedroom, একটি বড় living room এবং বড় kitchen সহ ভাড়া দেওয়া হবে। কল **646-331-3635.**

Basement for rent: Westbury, LI clean & spacious 1-bedroom basement apartment available. Rent: $1,800/month. Parking,Convenient location near shopping, grocery, highway & LIRR, Ideal for single person or a couple. **Call- 917-854-1214**

House for Rent: A newly renovated 3-bedroom on the first floor is available for rent in Floral Park, 257th Street between Hillside & Jerico Turnpike. Close to the school, Mosque, Grocery store, & Public transport. Rent $2800.00 Contract: **516-618-8863 & 516-618-8864**

বেসমেন্ট ভাড়াঃ উডহ্যাভেন ৮০ স্ট্রীট J ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে ১বেড, ১ লিভিং কিচেন ও বাথরুমসহ Basement ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **718-607-8168**। **Tc-0520/2**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ ১লা জুন থেকে একজন ছাত্রী/ কর্মজীবী মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। কিউ-৬ এবং কিউ-৬০ বাস এবং ই ট্রেন। 150-20, 107th Ave. Jamaica. **347-744-8998, 917-442-8932.**

অফিস/স্টোর ভাড়া

অফিস স্পেস ভাড়াঃ যদি আপনি নিউইয়র্কে রেস্টুরেন্ট স্পেস, অফিস স্পেস অথবা ওয়্যারহাউস খুঁজে থাকেন, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: Showket **Tel: # 347 323 0000. Tc-0211/26**

অফিসে স্পেস ভাড়াঃ জ্যামাইকা ১৫৯ হিলসাইড এ একটি অফিস স্পেস ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **845-793-4580. Tc-0506/4**

ওয়্যার হাউজ ভাড়াঃ ব্রঙ্কসের কমার্স এভিনিউ এর উপর ২৫০০ বর্গফুটের স্পেস ৩/৫ বৎসরের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। প্রকৃত ব্যবসায়ীগণ যোগাযোগ করুন। **347-207-4685, 612-441-7646, 914-303-1139.**

রুম ভাড়া

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকার ভালো লোকেশনে রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার। একজন / দুইজন ব্যাচেলার অথবা স্টুডেন্ট। ফোনঃ **646-409-5901, 631-805-8809.** টিসি-০৩১৮/১৮.

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের কাছে প্রাইভেট হাউজের ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া হবে। রুমটি বর্তমানে খালি আছে। শুধু ব্যাচেলারদের জন্য। যোগাযোগঃ **646-379-6482.** টিসি-০৪২৯/৫

রুম ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটসের প্রাইভেট বাড়িতে ই, এফ, এম, আর এবং ৭ ট্রেনের সন্নিকটে ৪ রুমের বাসা ২টি ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া হবে। ১টি ১ বেডরুমের বাসা ৩/৪ জন পুরুষ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া হবে। ১টি বড় রুম ১/২ জন স্টুডেন্ট পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। অধূমপায়ী হতে হবে। ১ জন রুমমেট আবশ্যক। কিচেন, বাথরুম শেয়ারিং। ২টি পার্কিং, ২টি অফিস রুম, ২টি স্টোরেজ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **347-881-7653, 347-944-3770. Tc-0513/2**

রুম ভাড়াঃ রুম ভাড়া দেয়া হবে। জ্যাকজন হাইটস ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য ফার্নিচারসহ ১ বেড, ১ বাথ রুম স্বামী-স্ত্রী, কর্মজীবী, মহিলা অথবা ২জন ছাত্রীর কাছে জুন মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **917-257-3580.** টিসি-০৫০৬/৩

রুম ভাড়াঃ সেমিবেসমেন্টে রুম ভাড়া। ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন এর পাশে ১টি বড় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। কিচেন এবং বাথরুম শেয়ার করতে হবে। শুধু পুরুষ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগঃ **917-517-6350.** টিসি-০৫১৩/২

রুম ভাড়াঃ রুম ভাড়া হবে ছাত্রীর জন্য। Located on 84th St. and Northern Boulevard in Jackson Heights. **Call Fardousi 718-902-3736. Tc-0513/2**

রুম ভাড়াঃ চলতি মাস ১ জুন হতে একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেয়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলারদের জন্য। 24/7 Street, Parking available, 158-43 76th Ave. Fresh Meadows, Flushing. Rent: $800. Mobile: **347-656-9286. Tc-0513/3**

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকাতে ১০৯ এভিনিউ এবং ১৭২ স্ট্রীট এর কর্নারে একটি বেসমেন্ট এর রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস স্টপ, সাবওয়ে পাশেই। যোগাযোগঃ **646-392-6580.** টিসি-০৫১৩/২

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকাতে ১০৯ এভিনিউ এবং ১৭২ স্ট্রীট এর কর্নারে একটি বেসমেন্টে রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস স্টপ, সাবওয়ে পাশেই। যোগাযোগঃ **646-392-6580.** টিসি-০৫১৩/২

রুম ভাড়া

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ আর ২০৫ প্লেস এ প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম একজন অধূমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, অতি নিকটে। বাস, সাবওয়ে এবং গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা আছে। **718-413-5088.** টিসি-০৫১৩/৩

রুম ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটসে ৮২ স্ট্রীট সাবওয়ের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দোতলায় একটি আলাদা রুম ক্লোজেটসহ একজন কর্মজীবী মহিলা বা স্টুডেন্টের কাছে জুনের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। যোগাযোগঃ **347-421-6613.** টিসি-০৫১৩/২

রুম ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটসের ৯০ স্ট্রীট Elbertson St. Apartment এ একটি বড় রুম দুইজন কর্মজীবী মহিলা বা কর্মজীবী স্টুডেন্ট, এর স্বামী-স্ত্রীর সাথে শেয়ারে আলাদা রুম থাকার জন্য স্বামী-স্ত্রী এর কাছে ভাড়া হবে ১ জুন থেকে। যোগাযোগঃ **929-395-3594.** টিসি-০৫১৩/২

রুম ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি রুম ভাড়া হবে। ১লা মে থেকে। ১জন অথবা ২জন। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার। যোগাযোগঃ **929-832-0803.**

রুম ভাড়াঃ জুন মাস থেকে জ্যাকসন হাইটস ২ স্টপ এম, আর ট্রেন গ্রান্ড এভিনিউ, এলমহার্স্ট তিন বেডরুম বাসার মধ্যে ১টি ফুল ফার্নিশড রুম স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে/ একজন মহিলা এর কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **646-204-8599.** টিসি-০৩১৩/২

রুম ভাড়াঃ হিলসাইড সাটপিন বুলেভার্ড এফ ট্রেনের দুই ব্লকের ভিতর সুন্দর দুটি রুম ভাড়া দেয়া হবে শুধুমাত্র অধূমপায়ী ভদ্র লোকদের জন্য। যোগাযোগঃ **917-584-6750, 917-881-2183.** টিসি-০৫১৩/২

রুম ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ প্লাজায় আগামী ১লা জুন থেকে একটি রুম ও সিট ভাড়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। ফোনঃ **929-689-4230, 929-665-8395 (Whatsapp). Tc-0520/2**

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকা হিলসাইডে মান্নান গ্রোসারীর পাশে সুন্দর পরিবেশে ১ রুম ১ জনের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ১৩০০ ডলার। যোগাযোগঃ সকাল ৯.৩০ পর্যন্ত। যোগাযোগঃ **929-257-6035.** রাত ৮:০০ থেকে ১১:০০ টা পর্যন্ত।

রুম ভাড়াঃ উডসাইডে সেভেন ট্রেনের কাছে একটি রুম ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষের কাছে। যোগাযোগঃ **646-393-7794.**

রুম ভাড়া চাইঃ একটি রুম ভাড়া চাই। চারশ ডলার মাসে। বাথরুম শেয়ার করব। মহিলাদের সাথে থাকতে আগ্রহী। আমি ত্রিশ উর্দ্ধে মহিরা। **646-509-4878, Queens/ Bronx.**

রুম ভাড়াঃ ১লা জুন ২০২৬ ইং হতে হিলসাইড ৮৭-২৯, ১৫০ স্ট্রীট এ কর্মজীবী সিঙ্গেল পুরুষ ও স্টুডেন্ট এর কাছে একটি সিঙ্গেল ও একটি ডাবল রুম ভাড়া দেয়া হবে। সাবওয়ে, মসজিদ, গ্রোসারী ২ মিনিট দূরত্বের মধ্যে। যোগাযোগঃ **646-961-6868, 929-899-0171.**

রুম ভাড়াঃ স্টার্লিং এর কাছে Castle Hill এরিয়ায়, এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর সম্পূর্ণ আলাদা, ফার্নিচারসহ একটি বড় রুম ভাড়া হবে। মেয়ে রুমমেট বা স্বামী স্ত্রী হলে ভালো হয়। ছোট বাচ্চা থাকলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ ঃ **347-720-3066, 212-444-2189. Tc-0520/2**

রুম ভাড়াঃ ১ জুলাই থেকে রুম ভাড়া, ১৪৮ স্ট্রিট ৯০ এভিনিউ জ্যামাইকা, JFK ৫ মিনিট, EFJ ট্রেন, ২য় তলা, কর্মজীবী/ছাত্রী/দম্পতি, ভাড়া **$1500, phone : 929 631 4369**

রুম ভাড়াঃ ১৮৭ স্ট্রিট, ১২০ এভিনিউ ১লা জুন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম ভাড়া হবে। ফুল বাথরুম, ফ্রিজ ওভেন, মাইক্রোওয়েভ এর ব্যবস্থা আছে। বাস: কিউ-২, কিউ-৩, কিউ-৮৩। **347-691-8795, 347-445-3632.**

রুম ভাড়াঃ ১লা জুন/ জুলাই ২০২৬ থেকে জ্যামাইকার প্রাইম লোকেশনে ১৬৯ স্ট্রীটে একটি ডুপ্লেক্স হাউজের একটি রুম বড় বাথরুম, নতুন ফার্নিচার, হিট/এসি, আলাদা বড় ফ্রিজসহ ভাড়া হবে। কিচেন শেয়ার, আলাদা ডাইনিং এরিয়া রয়েছে। মুসলিম বয়স্ক পিতা-মাতা, ৬০+ বয়স্ক মুসলিম কর্মজীবী মহিলা যোগাযোগ করতে পারেন। মসজিদ, বড় পার্ক, সকল বাস, ট্রেন অতি নিকটে। যোগাযোগঃ **646-400-7659.**

রুম ভাড়াঃ ২০৬ হিলসাইড এর কর্নারে সেমিবেসমেন্টের ৪ বেডরুমের মধ্যে ২টি বড় সাইজ বেডরুম ব্যাচেলার কর্মজীবী পুরুষের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। (২ বাথরুম, ১ কিচেন) প্রতিটি ৮০০ ডলার। ফোনঃ **718-223-3930, 718-306-7870.**

রুম ভাড়াঃ ৬১-০৭ উডসাইড এভিনিউ, এপার্টমেন্ট # ৩-ই, নিউ-ইয়র্ক-১১৩৭৭। বড় ১টি রুম, ১জন বা ২জন এর কাছে ভাড়া হবে। ফোনঃ **917-468-1423,** 7 Train, Q-70 Laguardia, Q-32, Q-53, Q-18 Bus.

রুম ভাড়াঃ ৮৯-৫৩, ২০৯ স্ট্রীট, কুইন্স ভিলেজ, হিলসাইড এর পাশে ফ্যামিলি বাসায় একটি রুম একজন কর্মজীবী মেয়ে/ মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **917-924-4595, 929-841-7988.**

রুম ভাড়াঃ অ্যাস্টোরিয়া, ডিটমার্স এরিয়ায়, অ্যাস্টোরিয়া পার্ক ও ইস্ট রিভারের নিকটে ৩ বেডরুমের সুন্দর অ্যাপার্টমেন্টে ২টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ম্যানহাটন থেকে মাত্র ২০/২৫ মিনিটের পথ। একটি রুমের ভাড়া $1000 এবং অন্য রুমের ভাড়া $1250। শান্ত, সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশন। মহিলা ভাড়াটিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ: তারিক ফোন: **347-479-5020. Tc-0520/2**

রুম ভাড়াঃ ফ্যামিলির সাথে রুম ভাড়া হবে। জ্যামাইকা ১৭৬, ০৫-৯০ এস্টেট, একটি রুম ভাড়া হবে, একজন চাকুরীজীবি মহিলার নিকট ভাড়া দেওয়া হবে, যোগাযোগ: **929 710-2388.**

রুম ভাড়াঃ ফ্যামিলির সাথে রুম ভাড়া হবে। জ্যামাইকা হিলসাইড, একটি রুম ভাড়া হবে, একজন চাকুরীজীবি নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **934 221-6954**

রুম ভাড়াঃ উডসাইড ৬১ স্ট্রীটে ৭, এম, আর ট্রেনের কাছে সেমিবেসমেন্টে আলাদা রুম একজনের কাছে ভাড়া হবে। জানালা, হিটিং, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন আছে। রান্নার ব্যবস্থা নাই। **718-844-8731, 929-899-1666.**

রুম ভাড়াঃ Elmhurst M R ট্রেন এর সাথের বিল্ডিং ২ বেডরুম এপার্টমেন্টে ১ রুম বয়স্ক হাসবেন্ড ওয়াইফের কাছে ১৫মে বা জুন ১ থেকে ভাড়া হবে । ফোনঃ **434-647-2568, 646-577-2596.**

রুম ভাড়াঃ ভ্যালী স্ট্রীম-এ একজন নামাজী কর্মজীবী মহিলার কাছে ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার। কিউ-৫, কিউ-৮৭ এবং এন-৪ বাস ২ ব্লক এর মধ্যে। ভাড়া ১০০০ ডলার সবসহ। যোগাযোগঃ **646-726-1257.**

রুম ভাড়াঃ এস্টেরিয়া (লং আইল্যান্ড সিটি)তে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে। এন/ ডব্লিউ ট্রেন এর সন্নিকটে। যোগাযোগঃ **347-421-6137, 347-853-5407.** টিসি-০৫২০/২

রুম ভাড়াঃ এলমহার্স্ট ৯০ স্ট্রীট এক ব্লকের মধ্যে ৭ ট্রেন এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ২ বেডরুমের বাসায় ১টি রুম স্বামী-স্ত্রী/ ছোট ফ্যামিলি এর কাছে ভাড়া দেয়া হবে। **929-366-5819, 347-657-6834.** টিসি-০৫২০/২

রুম ভাড়াঃ এলমহার্স্ট হসপিটালের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ একটি ছোট রুম ১জনের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। রান্না করা যাবে না। যোগাযোগঃ **646-474-0321.**

রুম ভাড়াঃ একটি রুম ভাড়া হবে এবং একটি রুম শেয়ার হবে। পুরুষ ব্যাচেলর এর জন্য। ৫৪-১১ উডসাইড এভিনিউ। ফোন **347-244-1199.**

রুম ভাড়াঃ শুধুমাত্র একটি রুম একজন মেয়ে-এর কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ৪০-১১, ৬৯ স্ট্রীট রান্নাঘর, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। রুমের ভাড়া ৭৫০ ডলার। মোবাইলঃ **646-267-4682.**

রুম ভাড়াঃ ওজনপার্ক, ৮০ স্ট্রীট এবং ৯৭ এভিনিউ-এ নিরিবিলি পরিবেশে বেসমেন্টে রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **929-350-8470.**

রুম ভাড়াঃ করোনা এলাকায় সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে। কর্মজীবী ভদ্রলোক অগ্রাধিকার। ৭ ট্রেন থেকে ২ ব্লক দূরে। ভাড়া ৪০০ ডলার (গ্যাস-বিদ্যুৎ আলাদা)। ভিজিটর অনুমোদিত নয়। যোগাযোগ: **718-898-0149**

রুম ভাড়াঃ কুইন্সে ১৬৯ এফ ট্রেনস্টপের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ একটি ছোট রুম ফার্নিচার সহ এখন থেকে অথবা ১লা জুন মাস থেকে এক জন ভদ্র, অধূমপায়ী ও নামাজী পুরুষের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে, $700/ Month including utilities। ফোনে না পেলে টেক্সট করুন , যোগা যোগ: **1(716)292-2371** (দুপুর ১২:০০ টা থেকে রাত ১২:০০ টা)।

রুম ভাড়াঃ সম্পূর্ণ আলাদা রুম ভাড়া হবে। (০১ রুম)। ২১১ হিলসাইড এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজ। শুধুমাত্র পুরুষ। (কিচেন এবং বাথরুম শেয়ার)। **917-444-9444, 347-754-9651.**

রুম ভাড়াঃ সাটফিন বুলেভার্ড এ এটাচড বাথরুমসহ একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে। একজন কর্মজীবী পুরুষ এর কাছে। ফোনঃ **917-605-9315.** টিসি-০৫২০/২

রুম ভাড়াঃ সানিসাইডে ১টি বড় রুম ১/২ জন ছাত্রী / কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোনঃ **347-608-8511.**

রুম ভাড়াঃ হলিসে মনোরম পরিবেশে দুটি পৃথক রুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **646-897-8978. Tc-0520/2**

অনলাইনে
সব খবর পেতে
ব্রাউজ করুন
www.thikananews.com

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকা সাটফিন Blvd. and Tuskegee Airmenway তে basement এ রুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ খুবই ভালো: within one block. Q 6, 8, 9, 40, 60and 112 bus and walking distance subway E, J, LIRR and AirTrain. Phone or text: **646-500-1365.**

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকা/ ব্রায়ারউড এক বেডরুম মহিলার জন্য ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ **(After 4pm) or 347-306-0443 (any time).**

রুম ভাড়াঃ জ্যাকসন হাইটস এ সাবওয়ের কাছে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর একটি বড় মাস্টার বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবী মেয়ে অথবা স্টুডেন্ট মেয়ে। যোগাযোগঃ **347-656-0079।** সিরিয়াস যারা তারা শুধু যোগাযোগ করবেন।

রুম ভাড়াঃ জ্যামাইকা, সাটফিন বুলেভার্ড একটি রুমের জন্য ১/২ জন স্টুডেন্ট/ মহিলা-এর কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **917-562-8291.**

রুমমেট

রুমমেটঃ এলমহার্স্ট সাবওয়ের পাশে ৮৩-৪৫ ব্রডওয়ের এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট চাই। যোগাযোগঃ **929-608-9751. Tc-0513/2**

রুমমেট আবশ্যকঃ উডসাইডের ৬৫ স্ট্রিট, ৩৮ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১জন রুমমেট আবশ্যক। এফ, ই, এম, আর, ৭ ট্রেনের কাছাকাছি বাসার নিচেই লন্ড্রি আছে, বাসা ফাঁকা আছে অথবা জুনের ১ তারিখ। যোগাযোগঃ **646-407-0791.**

রুমমেটঃ ১লা জুন অথবা ১লা জুলাই হতে উডসাইড ৩৭-৬৫, ৬১ স্ট্রীট-এ মসজিদ ও সাবওয়ে সংলগ্ন এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন নামাজী ও অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ **347-975-4709, 929-689-7469.**

রুমমেট আবশ্যকঃ ৬৯ স্ট্রীট রুজভেল্ট এভিনিউ ৭ ট্রেন এবং ৪ ব্লক দূরত্বে এম, আর ট্রেন এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউজের সেমিবেসমেন্টে অধূমপায়ী পুরুষ মুসলিম রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ **347-757-1300.**

রুমমেট আবশ্যকঃ জ্যামাইকা হিলসাইড ১ ব্লকের মধ্যে F ট্রেন ও দেশীয় দোকান এবং মসজিদ সংলগ্ন ১বা ২ জন কর্মজীবি পুরুষের নিকট রুম অথবা রুমমেট হিসেবে ভাড়া দেওয়া হবে। ফোনঃ **929-494-0215**

রুমমেট আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে বিশাল আকৃতির রুমে ১জন রুমমেট আবশ্যক। এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের এই রুমে বড় তিনটি জানালা এবং আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। জুন মাস থেকে উঠতে পারবেন। আগ্রহী হলে টেক্সট করুন- **646-323-3223 & +1516-800-4015** সংস্কৃতিমনা হলে অগ্রাধিকার।

রুমমেট চাই: জ্যামাইকায় এফ ট্রেন ১৬৯ স্টপের নিকটে একটি রুমে একজনের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য ১ জন ভদ্র, অধূমপায়ী , নামাজী পুরুষের নিকট এখন থেকে অথবা ১লা জুন মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে, ফোনে না পেলে টেক্সট করুন। যোগাযোগ: **1(347) 492-9127** (দুপুর ১২:০০টা থেকে রাত ১২:০০টা)।

রুমমেট চাইঃ জ্যামাইকা ১৬৮ হিলসাইডে, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মসজিদ পাশে একটি বড় রুমের ১ম তলায় একজন রুমমেট চাই। কিচেন/ বাথরুম শেয়ার। ভাড়া ৫০০ ডলার। যোগাযোগঃ **347-804-8519, 929-372-8740.** টিসি-০৫২০/২

রুমমেটঃ ৩৫-০৬, ৭৩ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ **646-372-5390, 310-773-2031.**

রুমমেটঃ পারসন্স বুলেভার্ড এফ ট্রেন সাবওয়ের ১ মিনিটের দূরত্বে ১লা জুন থেকে ৩৭৫ ডলারে ১জন রুমমেট চাই। ফোনঃ **347-336-4234.**

রুমমেটঃ একজন পুরুষ নামাজী রুমমেট চাই। ৩৭-৭৬ স্ট্রীট জ্যাকসন হাইটস। কল টাইমঃ **347-761-8113, 12 PM to 3PM.**

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। একজন মুসলিম কর্মজীবী মহিলা বা ছাত্রী রুমমেট আবশ্যক। আপনা বাজার এর পাশেই জ্যাকসন হাইটস। ঠিকানাঃ এর কর্নারে। যোগাযোগঃ ফোন **929-641-2946, 646-371-5265.** বিকাল ৫টার পর।

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। সাবওয়ে, মসজিদ এবং বাস স্টেশনের অতি সন্নিকটে হিলসাইড ১৬৯ স্ট্রিটে একজন কর্মজীবী অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ **718-912-5559 (5:30 PM to 9:30PM), 347-952-2531 (12:00 PM to 6:00 PM).**

রুমমেটঃ রুমমেট প্রয়োজন। ৬৭তম স্ট্রিট ও উডসাইড এভিনিউর নিকটে। অত্যন্ত পরিস্কার ও শান্ত পরিবেশের বাসা। আগ্রহীরা অনুগ্রহ করে কল করুন: **718-581-9544।**

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। ৩৭ এবং রুজভেল্ট এভিনিউ এর মাঝামাঝি স্থানে ৭৩ স্ট্রিট-এ খামার বাড়ির বিপরীত দিকে, জ্যাকসন হাইটস, বাসায় একজন রুমমেট আবশ্যক। মাসিক ভাড়া সর্বমোট ৩৫০ ডলার। ফোনঃ **929-609-6323.**

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। Sunnyside এ luxurious Appartment building এ June মাসের এক তারিখ থেকে একজন অধূমপায়ী পুরুষ রুমমেট লাগবে। Elevator, laundry সহ সব সুবিধা আছে। 7 train, bus stop, masjid, School, grossary, 1-2 block এর মধ্যে। Manhattan 7-10 minutes drive. **929 639 0101 (What's app), 646 441 8471.**

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ **646-515-2094.**

ড্রাইভার/গ্রীন/ইয়েলো ব্ল্যাক কার/লিভারী ভাড়া

ড্রাইভারঃ জ্যামাইকা, ওজনপার্ক, জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড, সানিসাইড ও এস্টোরিয়া এলাকায় দিন অথবা রাত ফুল অথবা পার্টটাইম ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক। ফোনঃ **347-925-3333. Whatsap: 347-925-3333. Tc-0107/26**

ড্রাইভারঃ ড্রাইভার আবশ্যক। New Yrok City Yellow Cab ভাড়া দেয়া হবে। উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, জ্যামাইকা দিনে ও রাতে এবং পার্টটাইম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ **646-436-0344, 917-939-1810.** টিসি-০৫২০/২

ড্রাইভারঃ টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড ২০২৫ ইয়েলো ক্যাব এর জন্য একজনের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। জ্যামাইকা/ কুইন্স এলাকার হতে হবে। যোগাযোগঃ **347-251-4692.**

Driver wanted: একজন ডে ড্রাইভার আবশ্যক। টয়োটা সিয়েনা ইয়েলো গাড়ির জন্য ব্রুকস পার্কচেস্টার এলাকা। লিজ আলোচনা সাপেক্ষে। অথবা একজন অথবা দুইজন ফুল ড্রাইভার আবশ্যক। **646-591-4092.**

ড্রাইভার/গ্রীন/ইয়েলো ব্ল্যাক কার/লিভারী ভাড়া

Driver wanted: Jamaica Hillside and 168th St area for 2022 Rav-4 Yellow Taxi Full shift Night Driver is needed. Hoque, **Call 347-741-9661.**

Driver: Brand New Hybrid Toyota Sienna Yellow Taxi Cab Available For Weekly Lease - $875 - Experienced Longterm Driver Wanted, **Call (347) 602-4563 / upkrentals@gmail.com**

Driver: Yellow Taxi Rent: NYC good yellow taxi will be rented from this week only one driver for a long time. Contact Shahadat **917-593-9311.**

ড্রাইভার আবশ্যক: ইয়েলো ক্যাব RAV4, 2024. দিবা ও রাত্রিকালীন অধূমপায়ী অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগ: **332 201 4393**

ড্রাইভারঃ ইয়েলো ক্যাব ভাড়া হবে। জিরো মাইলেজ নতুন গাড়ি টয়োটা সিয়েনা ২০২৬ হাইব্রিড যদি চালাতে চান। যোগাযোগঃ **347-439-5672.**

ড্রাইভারঃ একটি টয়োটা র‌্যাভ-৪ হাইব্রিড (ইয়েলো ট্যাক্সি) ভাড়া দেয়া হবে ১জন অথবা ২জন ড্রাইভার এর কাছে। ফুল শিফট। লিজ মানি আলোচনা সাপেক্ষে। ফোনঃ **646-591-4092.**

ড্রাইভারঃ হলুদ টেক্সি ড্রাইভার আবশ্যক। জ্যামাইকা এলাকায় একজন সৎ, অভিজ্ঞ, ক্লিন লাইসেন্সের অধিকারি ড্রাইভার আবশ্যক শুক্র ও শনিবারের জন্য, প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা করে। যোগাযোগঃ **718-912-2872,** ম্যসেজ রাখুন।

টিএলসি প্লেট ভাড়া চাইঃ জরুরী ভিত্তিতে একটি টিএলসি প্লেট ভাড়া নিতে চাই। যোগাযোগঃ **929-814-1002.**(গাড়ি রেডি Rav-4 2026 আছে)

ড্রাইভারঃ ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক। টয়োটা র‌্যাভ-৪ ২০২৩/২৪ ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, উডসাইড, করোনা ও জ্যামাইকা এলাকায় ইয়েলো ক্যাবের জন্য দিনে ও রাতে ড্রাইভার আবশ্যক। ফোনঃ **917-602-8876, 646-267-1782.**

Driver: Taxi Driver need. RAV4 hybrid 2023/2024, Sienna hybrid 2025/2026, Day/night full shift and par time /Sunday Dabble shift . Taxi location >queens, **Night-3473994566, Day- (929) 242-5503, Day- (929)755-3768**

ক্রয়/বিক্রয়/লীজ

বাড়ি বিক্রয়: আপনি কি সর্টসেল, ফোরক্লোজার বাড়ি সস্তামূল্যে ক্রয় করতে চান। তাহলে যোগাযোগ করুন। সাবির এ লস্কর। যোগাযোগ: **917-916-5639. 718-886-8110.** Tc-0705/Cont.

বাড়ি বিক্রয়ঃ ১১৪-১০ ১৬৯ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, মূল্য ৫২৫,০০০ (ওপেন হাউজ রবিবার ১২টা থেকে ২টা, ১ ফ্যামিলি) ৮২৩ ৪০ স্ট্রিট,ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক-১১২৩২, মূল্য ১,৩৯৯,০০০ ডলার (৪ ফ্যামিলি, ওপেন হাউজ রবিবার ২টা থেকে ৪টা) ব্রিক্স, রিনোভেটেড, ২ ফ্যামিলি ৭ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২১১৪ ল্যাকমব এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৭৩, মূল্যঃ ৯৯৯,০০০ ডলার। ২ বেডরুম, ২ বাথরুম কন্ডো, ১৭৫-২৮, ৮৯ এভিনিউ, জ্যামাইকা, মূল্যঃ ৩৭০,০০০ ডলার (ক্যাশ)। আমাদের ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আজই কল করুন। **Please call to Sell or buy your dream Home. Please call to buy-sell-rent at: 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu email:kamruzbaccu1@gmail.com.** আইল্যান্ড এডভানটেজ রিয়েলটি. **Tc-062823/Cont.**

প্লট ক্রয়: বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিকে এল-ব্লক থেকে পি-ব্লকের মধ্যে ৩/৪/৫/১০কাঠার প্লট ক্রয় ইচ্ছুক। সম্মানিত প্লট মালিকগন যোগাযোগ করুন। **#01716883234 WhatsApp, #01715595076 WhatsApp**

বাড়ি বিক্রয়ঃ হিলসাইডের প্রাণ কেন্দ্রে, R-6A জোনিং,৭ তলা পর্যন্ত বিল্ড করা যাবে, 23x125 ফুট লম্বা ,বর্তমানে দুই ফ্যামিলি ডাক্তার বা ইনভেস্টরদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ সোজা কথায় সোনার হরিণ বল্লেও অত্যুক্তি হবেনা। কেশ ডিল। কল করুন উইথ প্রুফ অব ফান্ড। টাকা থাকবে কিন্তু লোকেশন পাওয়া যাবেনা। **646-302-3220.**

শেয়ার বিক্রয়ঃ বসুন্ধরা রিভার ভিউ এ ব্লকে ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লটের ৮ টি শেয়ার বিক্রি হইবে ও প্রতি শেয়ার মূল্য ৩৭.৫ লক্ষ টাকা ও রেজি: মিউ: কৃত , বাউন্ডারি নির্মিত এখনই বাড়ি করা উপযোগী। **WhatsApp +8801780111222**

ফুড ভ্যান বিক্রয়ঃ একটি কমপ্লিট জায়রো ফুড ভ্যান বিক্রয় হবে ($6000) এবং জ্যামাইকাতে ২ ফ্যামিলির জন্য একটি বাড়ি বিক্রয় হবে (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার)। **Contact: 718-790-0015, 718-300-3717. Tc-0520/2**

Car for sale: Car sale Toyota Camry- 2018 (Hybrid) Mint Condition. No work in the car. Full update condition. Ready to drive Uber, Lyft. Per galon Milage 42 miles. (Full efficient) Hybrid Model. **609-450-4515.**

প্লট বিক্রয়ঃ বসুন্ধরা রিভার ভিউ এ ব্লকে ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রি হইবে ও রেজি: মিউ: কৃত , বাউন্ডারি নির্মিত মনোরম লোকেশনে এখনই বাড়ি করা উপযোগী। **WhatsApp +8801780111222**

বাড়ি বিক্রয়ঃ সুন্দর মনরোম পরিবেশে কুইন্সের ফ্লোরাল পার্কে সম্পূর্ণ রিনোভেটেড এক ফ্যামিলি ডুপ্লেক্স বাড়ি বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন **718-865-6870. Tc-0520/4**

House for sale: Cheektoga/ Buffalo 2 Family / 4 bed/ 2 bath. Det. Rented. Contact: Agent Islam **917-602-7564 (Text).**

House for sale: Cheektoga/ Buffalo 2 Family / 4 bed/ 2 bath. Det. Rented. Contact: Agent Islam **917-602-7564 (Text).**

DRIVER WANTED

Driver Wanted for Yellow taxi 2023 Rav 4 (Day shift)Jackson Heights Area. And Toyota Sienna 2025 wanted for night shift. Jackson Heights Area.

Office: (718) 205- 6050

Cell: (917) 691- 7721

আবশ্যক

Help waned: Looking for assistant for a Law office. Queens Jamaica. **pls call 718-791-6931,** resume to clientwest@aol.com **Tc-0506/3**

আবশ্যকঃ শিকাগোতে বসবাসরত একজন বয়স্ক মহিলার সাথে সার্বক্ষণিক দেখাশোনা ও পরিচর্যা করার জন্য এক জন অভিজ্ঞ মুসলিম বাংগালী মহিলার দরকার। শুধু মাত্র আগ্রহী মহিলারাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **+1-847-567-1398. Tc-0513/4**

লোক আবশ্যকঃ Bagels & Coffee shop at Manhattan need full time cashier/ deliman/ Girllman. Good payment, serious with experience. Call or Text: **718-600-0923. Tc-0520/4**

আবশ্যকঃ অফিস সহকারী। English এবং Comuter জানা একজন Female Employee প্রয়োজন। যোগাযোগঃ **917-530-7004.**

আবশ্যকঃ উডহ্যাভেনে (জিপ ১১৪২১) সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে সাবওয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও NYC Food Protection Certificate ধারী Sandwich Artist প্রয়োজন। মেসেজ দিনঃ **718-593-0183.**

আবশ্যকঃ ফুল টাইম বেবি সিটার আবশ্যকঃ একজন অভিজ্ঞ বেবি সিটার লাগবে। বর্তমানে আমরা টেক্সাস (Texas, USA) পাশে থাকি। থাকা খাওয়া অন্তর্ভুক্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: **605 691 6351** (৬০৫ ৬৯১ ৬৩৫১)

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে বিভিন্ন লোকেশনে স্বনামধন্য Begal Store "Broodnosh Bagel" কোম্পানীতে (১) গ্রীলম্যান, (২) ডেলিম্যান এবং (৩) ক্যাশিয়ার পদে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ **718-600-0923 (Phone & Text).** টিসি-০৫২০/৪

আবশ্যকঃ ওয়াশিংটন ডিসিতে হালাল পিজা স্টোরে পার্ট টাইম/ফুল টাইম কাজের লোক দরকার সাপ্তাহিক বেতন $1000. 00 Anwar phone: **1 (215) 294-0629**

আবশ্যকঃ নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরিতে Embroidery Machine চালানোর জন্য লোক প্রয়োজন। প্রয়োজনে কাজ শিখিয়ে নেয়া যাবে। **347-207-4685, 612-441-7646.**

Help wanted: Now Hiring. Pizza Maker & Delivery person (must have own Bike). Call: **917-439-8803. Manhattan Location.**

কাজ করতে চাইঃ Childe care এ কাজ করতে চাই। পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। যোগাযোগঃ **347-459-7479.**

পাত্র-পাত্রী

পাত্র/পাত্রীঃ Deshi Match Making পাত্র পাত্রীর বিবাহের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কল বা টেক্সট করুন বিকেল ৪টার পর। **718-905-9460 (Whatsapp)/ deshimatchmaking.com, Rina.deshimatchmaking@gmail.com** Tc-0830/66

পাত্র চাইঃ উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম পরিবার, সিটিজেন, অবিবাহিত, খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও এমবিএ ডিগ্রি অর্জনকারী, নিউইয়র্কে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, আমেরিকান সিটিজেন, মুসলিম, ২৫ থেকে অনুর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সী, অবিবাহিত পাত্র চাই। পাত্র ইঞ্জিনিয়ার/পাইলট/এটর্নী/ ফার্মাসিস্ট/ ডাক্তার/ আমেরিকান/ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীতে উচ্চ পদে কর্মরত/ পিএইচডি/ এমবিএ/ মাস্টার্স ডিগ্রিধারী, নিউইয়র্কে কর্মরত হলে ভাল হয়। পাত্রকে সুশিক্ষিত, সৎ, মেধাবী, ভদ্র, বিনয়ী, অধূমপায়ী ও নন অ্যালকোহলিক, ভিডিওগেইম মুক্ত হতে হবে। শুধুমাত্র পাত্র'র অভিভাবকগন অথবা পাত্র নিজে যোগাযোগ করুন। **যোগাযোগ: 646-996-7525.**

পাত্রী চাই : আমেরিকান সিটিজেন বাংলাদেশি ডাক্তার বর্তমানে অধ্যয়নরত নার্সিং (N.P.), বয়স ৩৫+, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি সুদর্শন শর্ট ডিভোর্স (valid reason) পাত্রের জন্য বিবাহিত অথবা অবিবাহিত পাত্রী চাই। যোগাযোগ : **716 336 4680. TC-0408/Cont.**

পাত্রী চাইঃ পাত্রী চাই। পাত্র একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ ডিভোর্সড, বয়স ৩৯/৪০ বছর। নিউইয়র্ক বসবাসরত একজন মুসলিম পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। বিধবা অথবা বিবাহিত হলে চলবে। ভদ্র ও বিনয়ী হতে হবে। যোগাযোগঃ **929-471-8116, 929-919-7580।** টিসি-০৪২৯/৪

পাত্র চাইঃ একটু অসুস্থ এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রী সিটিজেন, পাত্রীর বয়স ২৫। **929-401-7536.** টিসি-০৪২২/২৬

পাত্র চাইঃ উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের ২৬ বছর বয়সী উচ্চতা ৫'-৬", অবিবাহিত, ইউএস সিটিজেন, নিউইয়র্ক এ Air Traffic Controller হিসেবে কর্মরত পাত্রীর জন্য মুসলিম, উচ্চ শিক্ষিত, ইউএস সিটিজেন, অবিবাহিত, সর্বোচ্চ ৩২ বছর বয়সী পাত্র চাই। পাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীতে উচ্চপদে কর্মরত নিউইয়র্কের ভিতরে হলে ভাল হয়। যোগাযোগঃ **929-615-6815.** টিসি-০৫০৬/৪

পাত্র চাইঃ সপরিবারে বসবাসরত আমেরিকান উচ্চ শিক্ষিত, নিউইয়র্কে কর্মরত, বয়স ২৬, প্র্যাকটিসিং মুসলিম পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, আমেরিকান জন্ম-বেড়ে উঠা, মুসলিম প্র্যাকটিসিং অবিবাহিত পাত্র চাই। যোগাযোগঃ Jaycho27@hotmail.com, **718-395-0418** if interested send email with bio-data and picture. Tc-0513/3

পাত্র চাইঃ নিউইয়র্কের মুসলিম পরিবারের ২৯ বৎসর বয়সী U.S Citizen (CUNY গ্রাজুয়েট) এবং নিউইয়র্ক এর হাসপাতালে কর্মরত পাত্রীর জন্য U.S Citizen পাত্র চাই। যোগাযোগঃ **718-905-8125. Tc-0513/6**

পাত্র চাইঃ ঢাকায় স্থায়ীভাবে অবস্থানরত সুশ্রী পাত্রীর জন্য মুসলিম উপযুক্ত পাত্র চাই, পাত্রীর একটি ৫ বছর এর ছেলে আছে। যোগাযোগের জন্য আমেরিকাতে অবস্থানরত পাত্রীর দুলাভাই কে ফোন করতে পারেন. যোগাযোগ- ডঃ শামসুর রহমান **Number- 334-552-0660. Tc-0513/4**

পাত্র চাইঃ সুন্দরী (উচ্চতা ৫'-৪"), 3rd year Residencyroto doctor পাত্রীর জন্য handsome, Engineer/ Doctor পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ৩৩। যোগাযোগঃ **240-940-9536.**

পাত্রী চাইঃ আমেরিকায় বসবাসরত US, Citizen, Educated পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ছেলের বয়স ৩৭, উচ্চতা 5'-10", Slim Figure, Handsone looking, ভাল Family Backgound (বাংলাদেশ)। Recently Divorced. Contact: শামিম বাবু (ছেলের Guardian)। **Ph: 667-201-3932.**

বিবিধ

আরবী পড়াতে চাইঃ বাসায় গিয়ে আরবি পড়াতে চাই, ম্যানহাটান ও ব্রঙ্কস এলাকায়। I offer arabic tuition at home in Bronx and Manhattan. **Cell: 929-280-9276. Tc-1231/Cont.**

Construction: ছোট কাজ হোক বা বড় প্রকল্প। আমাদের টিম প্রস্তুত সবসময়! ওয়ারিং, রুফিং, পেইন্টিং, সাইডওয়াক, রিমডেলিং ও প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন। Free Estimates, Licensed & Insured, Experienced Team, Timely Service, Customer Satisfaction. খন্দকার আবু হাসান কায়সার **(929)814-1002/ 718-973-0573.** Modern Construction USA Corp. আপনার ঘর, আমাদের গর্ব।

FLATBUSH DRIVING SCHOOL

617 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11225

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ড্রাইভিং স্কুল পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ অফিস সহকারী প্রয়োজন। বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

যোগাযোগ: 917-264-6008 (আলী)

পাত্রী খুঁজছি

আমরা আমাদের ২৮ বছর বয়সী ছেলের জন্য বধূ খুঁজছি। আমরা সুন্নি মুসলমান এবং নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। আমাদের ছেলে নিউ ইয়র্কে জন্মেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন এবং একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আমরা এমন একজন মুসলিম মহিলা খুঁজছি যিনি অর্থনীতি, আইন বা STEM ক্ষেত্রে কাজ করেন।

nasima0169@gmail.com এ যোগাযোগ করুন।

PR CAR INSURANCE SERVICE

69-07 Roosevelt Ave, 2ND FL, Woodside NY 11377

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

গাড়ীর ইনস্যুরেন্স বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অফিস সহকারী প্রয়োজন। বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

যোগাযোগ: (718) 878-6878

আপনার স্বপ্ন পূরণ আমার অঙ্গীকার

নিউইয়র্কের যে কোন স্থানে বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর খুঁজছেন?
আজই যোগাযোগ করুন

MOHAMMED E. KARIM DIPU
NYS Licensed Realtor
Call : 646-327-1765
E-mail : mohammedekarim@gmail.com

* Buying * Selling * Renting
* Residential & Commercial Properties

RECENTS DEALS...

RE/MAX LuXe

216-17, 90th Ave, Queens Village, NY 11428, Office: 718-175-4260

Tc-1222/Cont.

HELP WANTED

JAMAICA / BRONX / OZONE PARK.
Help wanted for office work.
Pls contact / text:
646-591-6782, 718-690-8600
hitechny@yahoo.com

Tc-0311/12

HELP WANTED

Part-time female medical office receptionist needed for Jackson Heights Office. Must be fluent in both Bengali and English and have strong computer skills.
Please call **718-406-9588** Monday-Thursday from 11am to 5pm and also email your resume to **medicalrecordreq@gmail.com.** Must have Social, Work Permit, Valid ID and must be authorized to work in the United States.

পাত্র চাই

উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম পরিবার, সিটিজেন, অবিবাহিত, খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও এমবিএ ডিগ্রি অর্জনকারী, নিউইয়র্কে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত, আমেরিকান সিটিজেন, মুসলিম, ২৫ থেকে অনুর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সী, অবিবাহিত পাত্র চাই। পাত্র ইঞ্জিনিয়ার/পাইলট/এটর্নী/ ফার্মাসিস্ট/ ডাক্তার/ আমেরিকান/ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীতে উচ্চ পদে কর্মরত/ পিএইচডি/ এমবিএ/ মাস্টার্স ডিগ্রিধারী, নিউইয়র্কে কর্মরত হলে ভাল হয়। পাত্রকে সুশিক্ষিত, সৎ, মেধাবী, ভদ্র, বিনয়ী, অধূমপায়ী ও নন অ্যালকোহলিক, ভিডিওগেইম মুক্ত হতে হবে। শুধুমাত্র পাত্র'র অভিভাবকগন অথবা পাত্র নিজে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ:646-996-7525

TAG AND DRIVING SERVICES INC.

280 City Island Avenue City Island, NY 10464

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ড্রাইভিং স্কুল পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ অফিস সহকারী প্রয়োজন। বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: **917-264-6008** (আলী)

Buffalo তে এয়ার বিএন বি (Airbnb) ভাড়া

Buffalo তে এয়ার বিএন বি (Airbnb) ভাড়া দিয়ে থাকি । Vip এলাকায় VIP ফেসেলিটিস । এই summer এ পরিবার সহ নায়াগ্রা ফলস ভ্রমণ করুন। এবং Buffalo তে বাড়ি কিনতে হলে ২/৩ দিন স্টে করুন । দেখে বুঝে বাড়ী কিনুন JFK থেকে মাত্র ১ ঘন্টায় Buffalo । ভাড়া ৭০ থেকে ৮০ ডলার । হালাল খাবার পরিবেশন করা হয়। আমরা সব ধরণের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি। যোগাযোগ: **631 248 2346 Buffalo** আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ৮ মিনিটের ড্রাইভ।

Phone no Mostak khan 631 248 2346
Email : **riverine1225@gmail.com**

পাত্র চাই

জন্মসূত্রে আমেরিকান ২৮ বছর বয়স্ক সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত মুসলিম ডাঃ পাত্রীর জন্য, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার (মাস্টার ডিগ্রি সমাপ্ত) PhD. ধারী মুসলিম পাত্র চাই।
যোগাযোগঃ **917-578-2951**

Tc-0513/4

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

পাত্র চাই

কম্পিউটার সায়েন্স এ ব্যাচেলর, ২৭ বছর, ইউ এস সিটিজেন, ধার্মিক, পর্দানশিন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী পাত্রির জন্য নামাজি ও শিক্ষিত পাত্র চাই।
যোগাযোগ-**860-992-2823**

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক শহরে নিজস্ব বাড়িতে বসবাসকারী সদ্য মাস্টার্স সমাপ্ত গ্রীনকার্ডধারী (ফর্সা ২৭ বৎসর ৫-৪") চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।
যোগাযোগঃ **929-525-9663, 929-519-5482.**
(বেলা ২টার পরে)।

Tc-0520/4

মানিকগঞ্জে জমি বিক্রি

মানিকগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের দক্ষিণ পূর্ব কোণায় ১৫ ডিসিমলের একটি জমি বিক্রি হবে।
যোগাযোগঃ **347-593-2662.**

APARTMENT RENT IN BRONX

Bronx – 3 Bedroom/1 Bath Apartment Rent!
949 E 213th Street, Bronx, NY
- Quiet building
- Close to transportation (Near 2 & 5 trains)
- Safe, Convenient Neighborhood
- Ideal for a small family or couple

Interested?
Call today to schedule a viewing.
Fazil – 917-887-3708

Tc-0520/2

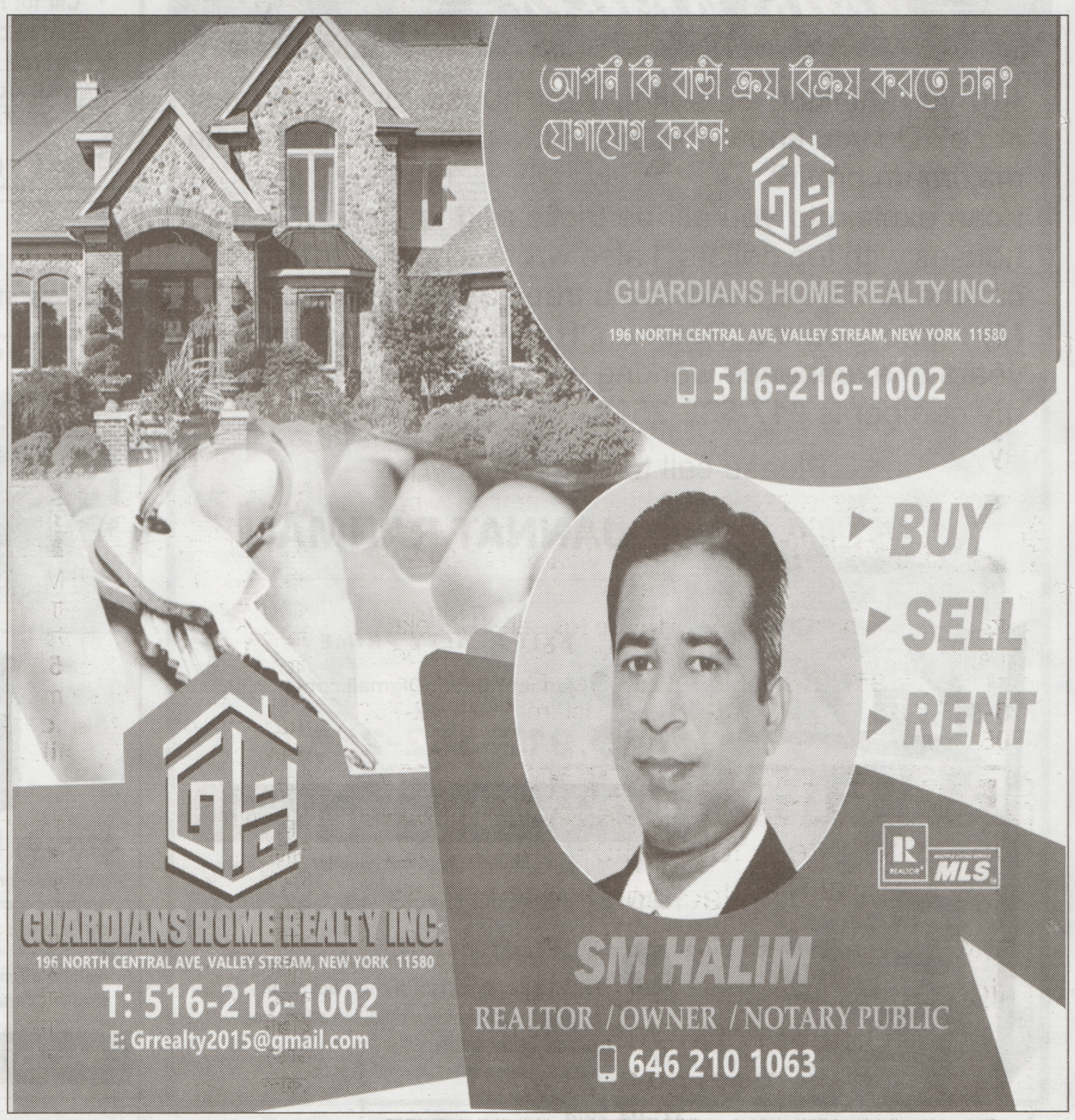

আপনি কি বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের কথা ভাবছেন?

EXIT
EXIT REALTY PRIME

নিউইয়র্কের নির্ভরযোগ্য রিয়েলেটর মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন

SELL
BUY
RENT
WITH MOST TRUSTED REALTOR

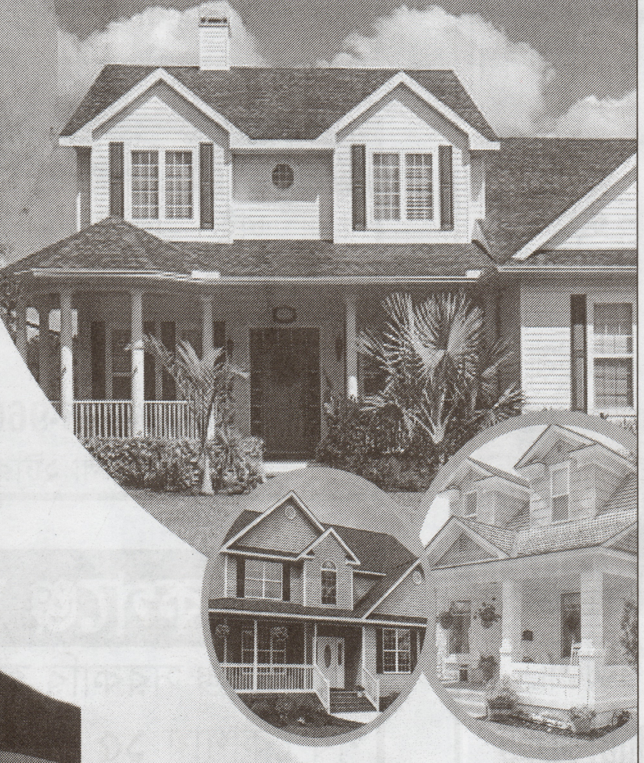

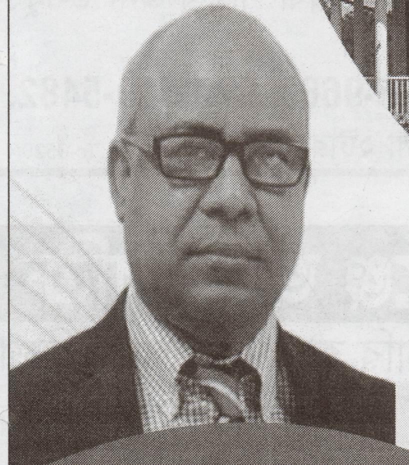

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

MOHAMMAD B. HOSSAIN BPOR
NYS Licensed Realtor
Cell: 347-468-0981
Email: mbhossainrealtor@gmail.com

Phone: 718-262-0205 | Fax: 718-262-0254 | www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY-11432
Tc-05/20/2026

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
ট্যাক্স ফাইলিংয়ে ১৩ বছরের অভিজ্ঞতা
Over 13 YEARS of Accounting and Tax Services Experience.

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

INCOME TAX
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab Drivers)

ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and Year End Filings

BUSINESS FORMATION
বিজনেস ফরমেশন
- Partnership,
- LLC/LLP
- Corporation
- S-Corporation

IRS e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC

Drop off Service Available
No Appointment Needed

Call / email / make appointment at
www.chishtiaccounting.com
Tel: 917-832-7785, Cell: 347-515-3858
Email: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Next to Jackson Heights Roosevelt Ave. Station R M 7 F E

Mohammed Chishti
CPA, MBA

Jaydeb Gain
J.K. Gain Multiservices
• Tax Services • Life • Health
• Auto • Home • Business • TLC
• All Insurance • DDC.

LOW COST GUARANTEE

41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Cell: 347.536.5107
Tel: 917.396.4509
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
TC-02.23/52

ARE YOU LOOKING TO BUY OR SELL *your house?*

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you all the tricks and tips about selling houses with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime and my number is **917-582-2582.**

Please call today. Thank you!

JANNAT RAHMAN
Realtor
EXIT REALTY PRIME
jannat.rahman@gmail.com
917-582-2582

Have you read my real estate book yet?
If not, you can get your very own copy by going here:
https://jannatrahman.book.live/biz-card-book

Inside my book, you'll discover many ways to sell any home fast for top dollar. If you or anyone you know would like a free copy, please let me know.

TC-04.29/4

BOSS ড্রাইভিং স্কুল ইনক
NYS Licensed Driving School
- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!
- Individul and highway.

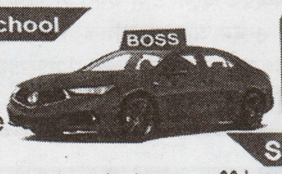

DDC: (6 HRS Course)
Save 10% for all Cars
&
TLC all Insurances!
Save 4 Points on your License!
35%
SMART DEAL / PACKAGE !
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
Women Instructor Available

37-22 73rd St. 2nd Fl (Room # 2A), Jackson Heights, NY 11372
Email : bossdrivingny@gmail.com
Tel : 646-991-9653, 718-406-9429
TC-09.14/cont.

Spectrum
উচ্চ গতিসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সেবা পেতে
আজই নিন স্পেক্ট্রাম সংযোগ

ইন্টারনেট প্রিমিয়ার
$30
তিন বছরের জন্য প্রতি মাসে

তিন বছরের প্রাইস গ্যারান্টি
কোন কন্ট্রাক্ট করতে হবে না

বান্ডেল নিন, সাশ্রয় করুন
- 500 Mbps পর্যন্ত দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য গতি
- আপনাকে অনলাইনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে অ্যাডভান্সড ওয়াইফাই
- কোনো ডেটা ক্যাপ নেই, তাই সীমা ছাড়াই মুভি স্ট্রিম, ব্রাউজ, সার্ফ এবং সবকিছু করতে পারেন
- ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, গেমিং f ক কিছু, একাধিক ডিভাইস নিৰ্বিঘ্নে সংযুক্ত করতে পারবেন।

Mobile: 929-751-0936
Shahriar Rahman
Multi-Tenant Account Manager

TC-07.16.2025

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। HEALTHFIRST

WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

☎ (718)310-0413 nymedicare@aol.com

Tc-0308/52

নামাজের সময়সূচি

তারিখ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২০ মে ২০২৬ ০৩ জিলহজ ১৪৪৭	বুধবার	৪.০২	৫.৩৪	১২.৫২	৫.৫০	৮.১১	৯.৪৪
২১ মে ২০২৬ ০৪ জিলহজ ১৪৪৭	বৃহস্পতিবার	৪.০১	৫.৪৩৩	১২.৫৩	৫.৫০	৮.১২	৯.৪৫
২২ মে ২০২৬ ০৫ জিলহজ ১৪৪৭	শুক্রবার	৩.৫৯	৫.৩৩	১২.৫৩	৫.৫০	৮.১৩	৯.৪৬
২৩ মে ২০২৬ ০৬ জিলহজ ১৪৪৭	শনিবার	৩.৫৮	৫.৩২	১২.৫৩	৫.৫০	৮.১৪	৯.৪৮
২৪ মে ২০২৬ ০৭ জিলহজ ১৪৪৭	রোববার	৩.৫৭	৫.৩১	১২.৫৩	৫.৫১	৮.১৫	৯.৪৯
২৫ মে ২০২৬ ০৮ জিলহজ ১৪৪৭	সোমবার	৩.৫৬	৫.৩১	১২.৫৩	৫.৫১	৮.১৬	৯.৫০
২৬ মে ২০২৬ ০৯ জিলহজ ১৪৪৭	মঙ্গলবার	৩.৫৫	৫.৩০	১২.৫৩	৫.৫১	৮.১৬	৯.৫১

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEV

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

সুপার সেল! super sale

NABILA AIR TRAVEL SERVICES INC.

Air Ticketing (International & Domestic) $699+

MEMBER

Abul Kalam Azad

ওমরা প্যাকেজ করা হয়

917 478 6131 nabilaairt32@yahoo.com

Office: 37-22 73Th STREET, 5R, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

TC-02.05.2025/52

MITU DISABILITY CENTER

RONJAN (Consultant) 646-730-8416

JABBAR SHARIFF Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State

Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি

* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

4019 73St, Woodside, NY 11377

Tel : 718-503-8386, 646-730-8416, 718-701-2666

WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA INC. (WHRD)

বিশ্ব মানবাধিকার উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএ ইনক (ডব্লিউ, এইচ,আর,ডি)

" আপনাদের সেবায় নিয়োজিত একটি মানবাধিকার সংগঠন "

আমাদের সেবা সমূহ:

- ☞ সোস্যাল সিকিউরিটি ডিস্যাবেলিটি
- ☞ মেডিকেয়ার / মেডিকেইড
- ☞ বয়স্কদের নাগরিকত্ব লাভের জন্য
- ☞ বিশেষ সুযোগ (আমেরিকান নাগরিকত্ব)
- ☞ আত্মীয় স্বজনের জন্য আবেদন রাজনৈতিক আশ্রয়
- ☞ ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন
- ☞ গ্রীণকার্ড নবায়ন
- ☞ বাংলাদেশে জমি কেনা-বেচা।

OUR SERVICES

- ☞ Social Security Disability
- ☞ Medicare & Medicaid
- ☞ Help for Senior Citizen
- ☞ (US Citizenship) I-130 Petition
- ☞ Asylum Case
- ☞ Work Permit Renewal
- ☞ Green Card Renewal
- ☞ Land Development in BD

চাকুরী দরকার? আমরা আপনাকে স্বল্প সময়ের ট্রেনিং দিয়ে চাকুরীর নিশ্চয়তা দিচ্ছি

এছাড়াও সার্বিক আইনী সহায়তা পেতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

✓ CDPAP Service
✓ HHA/PCA Service
✓ Skilled Nursing

Shah Shahidul Haque
President / CEO

37-47, 73rd Street, King Plaza
Suite # 207, Jackson Heights, NY 11372
Office: (347) 448-6658, Cell: (347) 476-9424
WWW.WHRDNY.ORG

TC-0.429.2026-Cont

ঠিকানা

ক্লাসিফাইড

বিজ্ঞাপনের জন্য নির্ভরযোগ্য

✓ বাসা ভাড়া
✓ রুম ভাড়া
✓ রুমমেট
✓ আবশ্যক
✓ ড্রাইভার
✓ ক্রয়/বিক্রয়
✓ পাত্র-পাত্রী
✓ বিবিধ

ফোন : ৭১৮-৪৭২-০৭০০
ফ্যাক্স : 1866-805-8806
ই-মেইল : wthikana@aol.com

ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে ফিরছে ইতিহাদ

ঠিকানা ডেস্ক ● প্রায় আড়াই বছর বিরতির পর আবারও ঢাকা-নিউইয়র্ক (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাংলাদেশিরা কি সত্যিই নাগরিকত্ব ছাড়তে পারে

নিশাত তাবাসসুম ● বাংলাদেশের নাগরিকত্ব কি ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায়? ত্যাগ করলে কী সুবিধা বা পরিবর্তন আসে? আবার কি সেই নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া সম্ভব? অনেকের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খায়। বিশেষ করে যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

নিউইয়র্কে সম্মাননা পেলেন ফরিদুর রেজা সাগর

ঠিকানা রিপোর্ট ● বাংলা চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়ার ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেয়েছে প্রেশার কুকার। বায়োস্কপ ফিল্মসের ৫৪তম পরিবেশনা হিসেবে সিনেমাটি সম্প্রতি নিউইয়র্কে প্রদর্শিত হয়। একই আয়োজনে বাংলা চলচ্চিত্রে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা জানানো হয় ফরিদুর রেজা সাগরকে। গত ১৫ মে নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

উৎসব ১ আগস্ট ঢাকা ড্রামার তিন দশক

আবীর আলমগীর ● ঢাকা ড্রামা উদযাপন করতে যাচ্ছে তাদের ত্রিশ বছরের পথচলা। তিন দশক ধরে নিউইয়র্কের প্রবাসী নাট্যাঙ্গনে আলো জ্বালিয়ে রাখা এই সংগঠনটি শুধু (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

ডাইনামিক ও নজরদারিভিত্তিক মূল্য নির্ধারণে লাগাম টানছে নিউইয়র্ক

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রোসারি দোকানসহ বিভিন্ন খুচরা বাজারে ঘন ঘন দাম পরিবর্তন এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে আলাদা মূল্য নির্ধারণের প্রবণতা ঠেকাতে নতুন ভোক্তা সুরক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এই আইন কার্যকর হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিকবার একই পণ্যের দাম বাড়ানো নিষিদ্ধ হবে এবং ব্যক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে ভিন্ন (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ইউএসএ ৯৭-৯৯'র বৈশাখ উদযাপন

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কের কুইন্সের ফ্রেশমেডোয় অবস্থিত সিরাজী ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সার্বজনীন লোকউৎসবের আয়োজন করে ১৯৯৭ সালে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

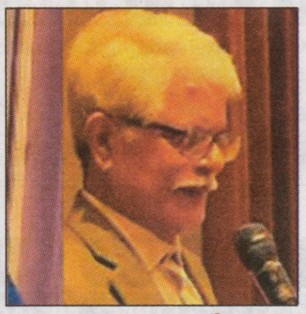

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের সেমিনার

বঞ্চনা, বৈষম্য ও ক্ষোভের বহিঃ-প্রকাশ বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কের মিডটাউন ম্যানহাটনে 'বাংলাদেশে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ মে শনিবার এনসিপি (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

বয়স্ক ও সীমিত আয়ের গৃহমালিকদের জন্য স্বস্তির খবর

ঠিকানা রিপোর্ট ● রাজ্য সিনেট একটি নতুন বিল পাস করেছে, যার মাধ্যমে "এনহান্সড স্টার" সম্পত্তি কর ছাড় কর্মসূচির আবেদন সময়সীমা মিস করা বাসিন্দাদের (বাকি অংশ ২১ পাতায়)

একাই ভূমধ্যসাগর পাড়ি বাংলাদেশি তরুণীর

ঠিকানা ডেস্ক ● ভূমধ্যসাগরের নোনা জল আর উত্তাল ঢেউয়ের বুকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাড়ি দেয়া মোটেও সহজ কথা নয়। যেখানে (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

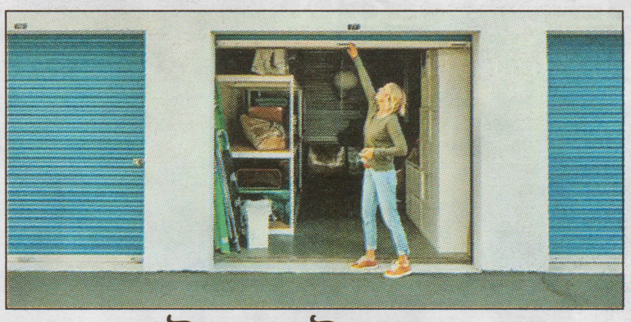

শাটার আইনে চাপে সিটির ক্ষুদ্র ব্যবসা

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্ক সিটিতে ১৭ বছর আগের একটি আইন এবার কঠোরভাবে কার্যকর হচ্ছে। আগামী ১ জুলাই থেকে দোকানের সামনে নিরেট লোহার শাটার ব্যবহার করা যাবে না। এর বদলে বসাতে হবে এমন গেট, যার অন্তত ৭০ শতাংশের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। নতুন এই নিয়ম ঘিরে উদ্বেগে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তাদের (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

ফেডারেল রিজার্ভে নতুন অধ্যায় শুরু

ঠিকানা রিপোর্ট ● যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডের সাবেক গভর্নর কেভিন ওয়ারশ গত ১৫ মে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফেড চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এমন এক সময় তিনি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

সাড়ে ৪ লাখ ডলারে থামলো 'বনলতা এক্সপ্রেস'

ঠিকানা রিপোর্ট ● উত্তর আমেরিকায় রেকর্ড গড়ে থামলো বাংলাদেশের সিনেমা 'বনলতা এক্সপ্রেস'। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

সারা'র নতুন কমিটি

ঠিকানা রিপোর্ট : সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর অ্যাসোসিয়েশন (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হত্যাকাণ্ডের হার ১২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

ঠিকানা রিপোর্ট ● ন্যাশনাল পুলিশ উইক উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রতিদিন নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে রেখে যারা দেশের জনগণ ও কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখছেন, তাদের সম্মান, ক্ষমতায়ন ও পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ট্রাম্প (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

গভর্নরস আইল্যান্ডে ৩ মাসব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী শুরু ২৩ মে

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক গভর্নরস আইল্যান্ডের নলান পার্কে আগামী ২৩ মে থেকে (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

দেশে চাঁদার কতো যে পথ ও খাত! তা ছাঁই-কয়লা, এমন কি ময়লা-আবর্জনায়ও। ময়লার ভাগাড় গুলোতে চলছে নীরব চাঁদাবাজি। (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংগ্রহশালা ম্যুটার মিউজিয়াম

ঠিকানা ডেস্ক ● মানব শরীরের ভেতরটা সবসময়ই মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। বাইরে থেকে আমরা যতটুকু দেখি, তার চেয়ে ভেতরের জটিলতা বহু গুণ বেশি রহস্যময়। আর এই রহস্যকে বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সামনে আনতে তৈরি হয়েছে এমন কিছু জায়গা, যেখানে শরীর শুধু জীববিজ্ঞানের বিষয় নয় বরং ইতিহাস, গবেষণা আর বিস্ময়ের এক জীবন্ত সংগ্রহশালা। এমনই এক ব্যতিক্রমী জায়গা হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত ম্যুটার (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

ইবোলা ভাইরাস কী কীভাবে ছড়ায়?

ঠিকানা ডেস্ক ● বর্তমান সময়ে আতঙ্কের আরেক নাম ইবোলা ভাইরাস। এটি একটি অত্যন্ত বিরল এবং মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাস, যা ইবোলা ভাইরাস ডিজিজ (ইভিডি) (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

মেয়েদের অতিরিক্ত চুল পড়া কিসের লক্ষণ?

ঠিকানা ডেস্ক ● মেয়েদের অতিরিক্ত চুল পড়া অনেক সময় সাময়িক হলেও কিছু ক্ষেত্রে এটি শরীরের ভেতরের সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। প্রতিদিন ৫০-১০০টি চুল পড়া স্বাভাবিক, তবে এর বেশি (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

বছর কয়েক আগের ঘটনা। অফিস শেষে বাসায় ফিরতে ফিরতে তখন প্রায় মধ্যরাত। আমার এলাকায় আলো-অন্ধকার মেশানো গলিপথ (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

TC-04.22/4

জামালপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটি গঠন

ঠিকানা ডেস্ক ● যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী জামাল-পুরবাসীদের সামাজিক সংগঠন জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনকের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০২৬-২০২৮ সালের জন্য গঠিত দুই বছরের (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

এনএসইউ অ্যালাম-নাইয়ের বৈশাখ উদযাপন

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন করেছে নর্থ সাউথ ইউ-নিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ। গত ১৬ মে শনিবার নিউইয়র্কের লং (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃত্বে সাখাওয়াত ও সুব্রত

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন চ্যাপ্টার কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাখাওয়াত আলী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সুব্রত তালুকদার। নিউইয়র্কে অনু-ষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলার (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

TC-04.13-cont.

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services

আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যাক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল

929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462

Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO

আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

BUYING OR SELLING YOUR HOUSE?
Residential, Commercial, Investment
OVER 20 YEARS
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

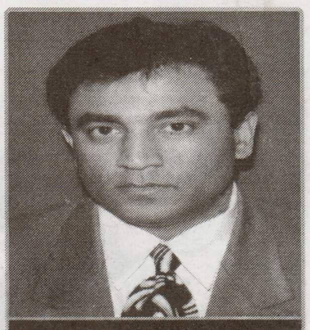
MAHFUZ RAHAMAN
Licensed Real Estate Agent

আপনার বাড়ি দ্রুত ভাড়া ও বিক্রয়ের জন্য কল করুন
Cell: 646-853-7682
Century 21 Sunshine
84-44 Grand Ave., Elmhurst, NY 11373
Cell: 646-853-7682
Office: 718-639-2100
Fax: 718-899-4980
E-mail: rahaaman@aol.com
REALTOR MLS

40-38 75th Street, Queens, NY 11373
Tribune Training Academy
আপনি কি সিকিউরিটি গার্ড হতে চান?
(718) 790-2664
আজ রেজিস্টার করুন
*Limited Offer!
$295

TC-10.18/Dec.

কুইন্সের কার্পেটের জগতে একটি অনন্য একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
CARPET WORLD

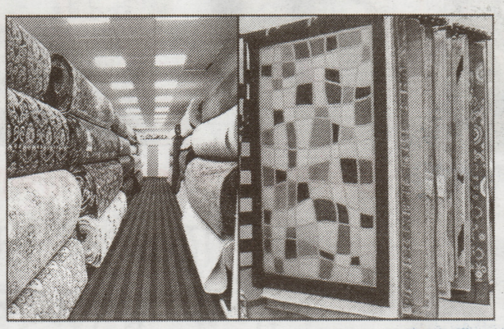
• Tiles • Carpet
• Laminate
• Linoleum
• Wood
• Floors
• Counter Tops
• Kitchen Cabinet

WE WILL BEAT ANY PRICE
69-01 A Northern Blvd. Woodside, NY-11377
Tel : 718-429-1920, Fax : 718-429-3739
www. carpetdeco.com, E-mail : carpetdeco@yahoo.com
SPECIAL PRICING FOR CONTRACTORS, REALTORS, RELIGIOUS AND COMMUNITY CENTERS

TC-02.04.2026/26

আমরা সকল ধরণের সিকিউরিটি ক্যামেরা বিক্রি ও ইনস্টল করে থাকি
আপনার বাড়ি, অফিস বা ব্যবসার জায়গা এখন থাকুক সম্পূর্ণ নিরাপদ আমাদের পেশাদার সার্ভিসের মাধ্যমে।

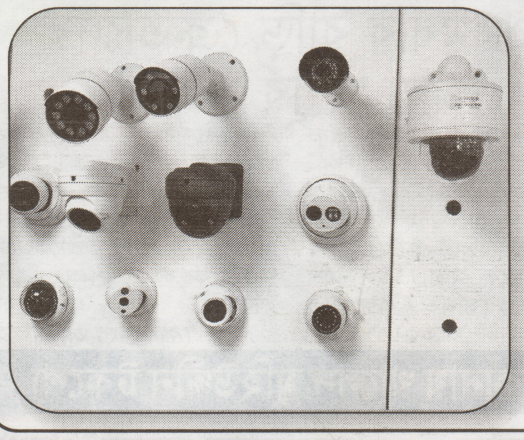
☑ সকল ব্র্যান্ডের ক্যামেরা
☑ এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান দ্বারা ইনস্টলেশন
☑ সাশ্রয়ী মূল্য ও দ্রুত সার্ভিস
☑ ২৪/৭ টেকনিক্যাল সাপোর্ট
আজই যোগাযোগ করুন–নিরাপত্তা থাকুক আপনার নিয়ন্ত্রণে!
Phone: 516 462 2298
Email: iiconsidpd@outlook.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

20 Years of Excellence

Jashim Chowdhury, CBR
NYS Licensed Realtor
Phone: 718-262-0205, Email: c21jashim@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E, Hollis, NY 11423

Multiple Award Winners
Thinking of Selling Your Home?
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!
BUY-SELL-LEASE
Jashim Chowdhury, CBR
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars
EXIT REALTY PRIME
JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

Thikana | ঠিকানা

নিউইয়র্কের রাজপথে লাল-সবুজের উচ্ছ্বাস

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে প্রবাসীদের ঢল ♦ ঐক্য, সংস্কৃতি ও গৌরবের মহোৎসব ♦ মূলধারায় কমিউনিটির শক্তিমত্তা প্রদর্শন

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কের রাস্তাজুড়ে আবারও উড়লো লাল-সবুজের পতাকা। হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাণের উচ্ছ্বাস, দেশাত্মবোধ, সংস্কৃতি আর প্রজন্মের বন্ধনকে সামনে রেখে ১৭ মে রোববার নিউইয়র্কে বাংলাদেশির প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬'। এদিন সকাল থেকেই নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিবার-পরিজন, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, প্রবীণসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ যোগ দেন এই আয়োজনে। প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা আর দূরত্বের মাঝেও যেন একদিনের জন্য (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

বাংলাদেশি কমিউনিটি আর কবে জেগে উঠবে?

দ্যুতিময় ● নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি এখন আর শুধু একটি অভিবাসী জনগোষ্ঠী নয়; এটি ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের বহুসাংস্কৃতিক সমাজের একটি দৃশ্যমান ও প্রভাবশালী অংশে পরিণত হয়েছে। (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

প্যারেডকে প্রাণবন্ত রেখেছিলেন যারা

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে গত ১৭ মে অনুষ্ঠিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬। নানা সীমাবদ্ধতা ও কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও প্রবাসী (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

হাউজিং কানেক্ট লটারি ব্যবস্থায় আসছে বড় পরিবর্তন

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্ক নগরবাসীর আবাসিক সমস্যা চরমে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে নতুন সংস্কারের মাধ্যমে অনেক প্রকল্পের প্রি-সার্টিফিকেশন সময় দুই বছর থেকে কমিয়ে ছয় মাসে (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

হোকুলকে পুনর্নির্বাচনে শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থন

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কের প্রভাবশালী শ্রমিক ইউ-নিয়ন লেবারার্স ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব নর্থ আমেরিকার (লিইউনা) নিউইয়র্ক অঙ্গসংগঠনগুলো গভর্নর ক্যাথি হোকুলের পুনর্নির্বাচন প্রচারণায় আনুষ্ঠানিক সমর্থন ঘোষণা করেছে। ইউনিয়ন নেতারা (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

বিশ্বকাপ ঘিরে নিউইয়র্কের বড় প্রস্তুতি, একগুচ্ছ আইন পাস

নাশরাত আর্শিয়ানা চৌধুরী ● ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করেছে। এসব আইনের লক্ষ্য হলো বিশ্বকাপ ঘিরে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সুযোগকে কাজে লাগানো, ক্ষুদ্র ব্যবসাকে (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

গোল্ড কার্ডে সাড়া মেলেনি এবার আসছে 'ট্রাম্প প্ল্যাটিনাম কার্ড'

ঠিকানা রিপোর্ট ● ট্রাম্প প্রশাসনের বহুল আলোচিত 'গোল্ড কার্ড' ভিসা কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ধনী বিদেশিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস এবং ভবিষ্যতে নাগরিকত্বের সুযোগ সহজ করার লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মসূচি চালুর ঘোষণা দেওয়া হলেও শুর (বাকি অংশ ৫২ পাতায়)

জমে উঠতে শুরু করেছে ঈদের কেনাকাটা

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আগামী ২৭ মে বুধবার উদযাপিত হবে মুসলমানদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। উৎসবকে ঘিরে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

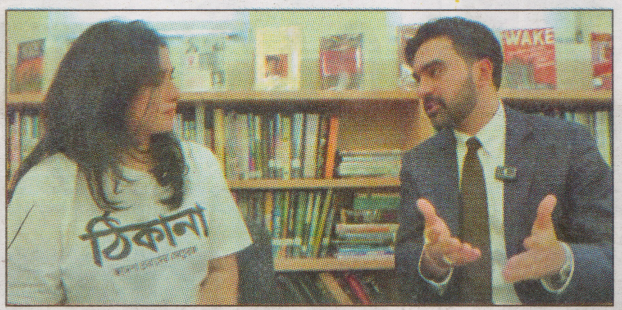

ঠিকানার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মামদানি

বাংলাদেশিরা নিউইয়র্ক সিটির অবিচ্ছেদ্য অংশ

মুশরাত শাহীন অনুভা ● নিউইয়র্ক শহরকে বলা হয় স্বপ্নের নগরী। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এই শহরে আসেন (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

নিউইয়র্ক বইমেলার উদ্বোধন ২২ মে

ঠিকানা রিপোর্ট ● 'যত বই তত প্রাণ' স্লোগানকে সামনে রেখে আগামী ২২ মে শুক্রবার থেকে নিউইয়র্কে শুরু হচ্ছে প্রবাসী বাঙালির অন্যতম বৃহৎ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আয়োজন '৩৫তম নিউ-ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'। ২৫ মে সোমবার পর্যন্ত নিউইয়র্কের কুইন্সে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

ক্যালিফোর্নিয়া মসজিদে হামলার তীব্র নিন্দা নিউইয়র্কে সম্প্রীতির অভূতপূর্ব বার্তা

আপেল মাহমুদ ● ক্যালিফোর্নিয়ার 'ইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগো'-তে সাম্প্রতিক বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে নিউইয়র্কেও। ১৯ মে মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

শেষ হলো বঙ্গবন্ধু বইমেলা

ঠিকানা রিপোর্ট ● 'বই হোক একাত্তরের শাণিত বর্ম'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টারে বাঙালিদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে তিন দিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা'। গত ১৫ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

তফসিল ঘোষণার আগেই বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড়

৩০ জুনের আগে সদস্য নিবন্ধন করলেই ভোটাধিকার

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর বহুল আলোচিত নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই গঠিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিক তফসিল ঘোষণা হয়নি, তবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক তোড়জোড় ও হিসাব-নিকাশ। বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

কলাম্বিয়া থেকে জনস্বাস্থ্যে কৃতিত্বপূর্ণ স্নাতক অর্জন করলেন সারাহ বারী

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কে বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে যারা শিক্ষা, মেধা ও মানবিক (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো প্রথমবার বাড়ি ক্রেতাদের জন্য অপূর্ব সুযোগ

ঠিকানা রিপোর্ট ● নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে তৃতীয় ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬। ১৬ মে নিউইয়র্ক লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দিনব্যাপী আয়োজিত এ এক্সপোতে রিয়েল এস্টেট খাতের পেশাজীবী, বিনিয়োগকারী, ডেভেলপার, মর্টগেজ বিশেষজ্ঞ, ব্যাংক প্রতিনিধি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং সম্ভাব্য গৃহক্রেতাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। পুরো আয়োজনটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য একটি বড় (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ইউনিভার্সেল হিলটনে লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা সম্মেলন

ঠিকানা রিপোর্ট ● ৪০তম ফোবানা সম্মেলনকে ঘিরে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রবাসী (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

ঠিকানায় খালেদ মুহিউদ্দীন টকশো

আবার ৩০ বছরের জন্য গঙ্গা চুক্তিতে আগ্রহী বাংলাদেশ

ঠিকানা রিপোর্ট ● বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদের গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে এবারের ডিসেম্বরে। চলমান এই চুক্তি দেশের জন্য 'লাভজনক', তাই ধারাবাহিকভাবে এটি আবার ৩০ বছরের জন্য করতে আগ্রহী বাংলাদেশ। ঠিকানায় খালেদ মুহিউদ্দীন (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

Published by Prometheus International Inc. 7409 37th Avenue, Suite # 403, Jackson Heights, NY-11372, USA. Tel: (718) 472-0700, 718-729-6000, Cell: 929-309-9761
Fax:+1 (866) 805-8806. E-mail: wthikana@aol.com (for advertisement), thikananews2014@gmail.com (for news purpose), www.thikananews.com